www.AmarIslam.com

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

হজ্ব ও ওমরার পদ্ধতি এবং দোআ সমূহ

(BANGLA)

রফিকুল হারামাইন

RAFIQ-UL-HARAMAIN

সংশোধিত ও নতুন সংস্করণ

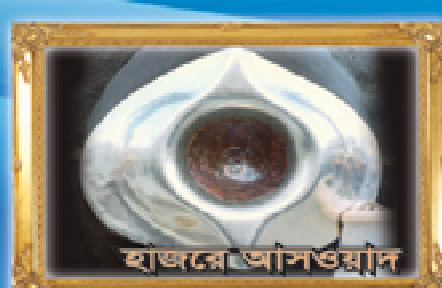

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم :
কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সনাক্তি করণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

হজ্ব ও ওমরার পদ্ধতি এবং দোআ সমূহ

রফিকুল হারামাঈন

RAFIQ-UL-HARAMAIN

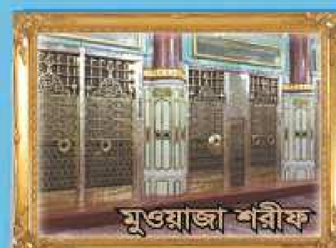

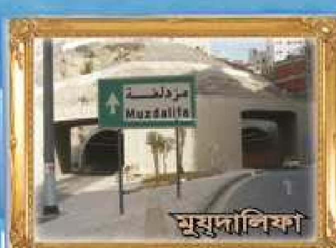

লিখক শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

প্রকাশক: মাকতাবাতুল মদীনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্ব ও ওমরাকারীদের জন্য ৫৬টি নিয়্যত	১০
আপনার মদীনার সফর মোবারক হোক	২১
মদীনার মুসাফির আর মুস্তফা এর সাহায্য	২৩
হাজীদের জন্য মূল্যবান ১৬টি মাদানী ফুল	২৪
এর মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র আপনার সাথে নিয়ে যান	২৬
মালপত্রের ব্যাগের জন্য ৫টি মাদানী ফুল	২৭
হেলথ সার্টিফিকেটের মাদানী ফুল	২৮
বিমানে হজ্ব পালনকারীরা কখন ইহরাম বাঁধবে?	২৮
জাহাজের সুগন্ধিযুক্ত টিসুপেপার	২৯
জিদ্দা শরীফ থেকে মক্কায়ে মুয়ায্যমা	৩০
মদীনার দিকে গমণকারীদের ইহরাম	৩০
মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে গাড়ির ব্যবস্থা	৩১
সফরের ২৬টি মাদানী ফুল	৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
উড়োজাহাজ ভূপাতিত হওয়া ও আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকার দোআ	৩৩
সফরে নামযের ৬টি মাদানী ফুল	৩৬
নবী করীম এর ৩টি বাণী	৩৮
প্রত্যেক কদমে সাত কোটি নেকী	৩৮
পায়ে হেঁটে হজ্বকারীর সাথে ফিরিস্তা গলা মিলায়	৩৯
হজ্ব মধ্যবর্তী কুরআনের হুকুম	৩৯
হাজীদের জন্য ইশকের পূঁজি থাকা জরুরী	৪০
কোন আশিকে রাসুলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন!	৪০
রহস্যময় হাজী	৪১
জবেহ হওয়া হাজী	৪১
নিজের নামের সাথে হাজী লাগানো কেমন?	৪২
হাস্যরস	৪২
হজ্বের সাইন বোর্ড লাগানো কেমন?	৪৩
বসরা থেকে পায়ে হেঁটে হজ্বে সফর!	৪৪
আমি তাওয়াফের যোগ্য নই	৪৪
হাজীর উপর আত্মপছন্দ ও রিয়ার চরম আক্রমণ	৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাজীদের রিয়ার দু'টি উদাহরণ	৪৬
স্মরণ রাখা জরুরী এমন ৫৫টি পরিভাষা	৪৭
কা'বা শরীফের চার কোণার নাম	৪৯
মীকাত ৫টি	৫১
দোআ কবুল হওয়ার ২৯টি স্থান	৫৩
হজ্বের প্রকার সমূহ	৫৫
(১) ক্বিরান	৫৫
(২) তামাত্তু	৫৫
(৩) ইফরাদ	৫৫
ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি	৫৬
ইসলামী বোনদের ইহরাম	৫৬
ইহরামের নফল কাজ সমূহ	৫৭
ওমরার নিয়্যত	৫৭
হজ্বের নিয়্যত	৫৭
ক্বিরান হজ্বের নিয়্যত	৫৮
লাব্বায়িক	৫৮
অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই লাব্বায়িক পড়ুন	৫৯
লাব্বায়িক বলার পরের একটি সুন্নাত	৬০
লাব্বায়িকের ৯টি মাদানী ফুল	৬০
নিয়্যত প্রসঙ্গে জরুরী নির্দেশনা	৬১
ইহরামের অর্থ	৬২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইহরামের নিম্নের কাজ সমূহ হারাম	৬২
ইহরাম অবস্থায় নিচের কাজ সমূহ করা মাকরূহ	৬৩
ইহরাম অবস্থায় নিম্নে বর্ণিত কাজ সমূহ জায়িয	৬৫
পুরুষ ও মহিলার ইহরামের পার্থক্য	৬৭
ইহরামের ৯টি উপকারী সতর্কতা	৬৮
ইহরামের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাবধানতা	৭০
হারমের ব্যাখ্যা	৭০
মক্কা শরীফের হাজেরী	৭১
ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন	৭২
কা'বা শরীফের উপর প্রথম দৃষ্টি	৭২
সবচেয়ে উত্তম দোআ	৭৩
তাওয়াফে দোআ করার জন্য থামা নিষেধ	৭৩
ওমরার পদ্ধতি	৭৪
তাওয়াফের নিয়ম	৭৪
প্রথম চক্করের দোআ	৭৭
দ্বিতীয় চক্করের দোআ	৮০
তৃতীয় চক্করের দোআ	৮১
চতুর্থ চক্করের দোআ	৮৩
পঞ্চম চক্করের দোআ	৮৪
ষষ্ঠ চক্করের দোআ	৮৬
সপ্তম চক্করের দোআ	৮৭
মকামে ইবরাহীম	৮৯
তাওয়াফের নামায	৮৯
মকামে ইবরাহীমের দোআ	৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার ৪টি মাদানী ফুল	৯০
এখন মুলতাজিমে আসুন........!	৯১
মকামে মুলতাজিমে পড়ার দোআ	৯২
একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	৯৩
এখন জমজমে আসুন	৯৩
এবার জমজম পান করে এই দোআ পড়ুন	৯৪
জমজমের পানি পান করার সময় দোআ করার পদ্ধতি	৯৪
অধিক ঠান্ডা পান করবেন না	৯৫
দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়	৯৫
ছাফা ও মারওয়ার সাঈ	৯৫
ছাফার উপর লোকদের বিভিন্ন ধরণ	৯৭
ছাফা পাহাড়ের দোআ	৯৭
সাঈর নিয়্যত	১০২
ছাফা মারওয়া হতে নেমে যাওয়ার দোআ	১০২
সবুজ সংকেত সমূহের মধ্যভাগে পড়ার দোআ	১০৩
সাঈ করা কালীন একটি জরুরী সতর্কতা	১০৪
সাঈর নামায মাস্তাহাব	১০৪
তাওয়াফে কুদুম	১০৫
মাথা মুন্ডানো বা চুলকাটা	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাবছীর তথা চুলকাটার সংজ্ঞা	১০৫
ইসলামী বোনদের চুলকাটা	১০৬
তাওয়াফে কুদুমকারীদের জন্য নির্দেশনা	১০৬
তামাত্তুকারীদের জন্য নির্দেশনা	১০৬
সমস্ত হাজীদের জন্য মাদানী ফুল	১০৭
যতক্ষণ মক্কা শরীফে থাকবেন কি করবেন?	১০৮
জুতার ব্যাপারে জরুরী মাসআলা	১০৯
যে ব্যক্তি অন্যকারো জুতা অবৈধ পন্থায় ব্যবহার করে ফেলেছে তিনি এখন কি করবেন?	১০৯
ইসলামী বোনদের জন্য মাদানী ফুল	১১০
তাওয়াফের মধ্যে ৭টি কাজ হারাম	১১০
তাওয়াফের ১১টি মাকরূহ	১১১
তাওয়াফ এবং সাঈতে এ ৭টি কাজ জায়েজ	১১২
সাঈর ১০টি মাকরূহ	১১২
সাঈর ৪টি পৃথক মাদানী ফুল	১১৩
ইসলামী বোনদের জন্য বিশেষ তাকিদ	১১৩
বৃষ্টি এবং মীজাবে রহমত	১১৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্বের ইহরাম বেঁধে নিন	১১৪
একটি উপকারী পরামর্শ	১১৫
মীনায় রওয়ানা	১১৫
মীনায় শরীফে ১ম দিন জায়গার জন্য ঝগড়া	১১৬
আরাফাতের রাতের দোআ	১১৭
৯ম তারিখের রাত মীনাতে কাটানো সুন্নাতে মুআক্কাদা	১১৮
আরাফাত শরীফে রওয়ানা	১১৮
আরাফাতের রাস্তার দোআ	১১৯
আরাফাত শরীফে প্রবেশ	১২০
আরাফাতের দিবসের দু'টি মহান ফযীলত	১২০
কেউ যখন মহিলাদেরকে দেখল...	১২১
আরাফাতের ময়দানে কংকর গুলোকে সাক্ষী বানানোর ঈমান তাজাকারী ঘটনা	১২১
সৌভাগ্যবান হাজী সাহেব-সাহেবাগণ!	১২২
আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার ৯টি মাদানী ফুল	১২২
ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত এর বিশেষ উপদেশ	১২৩
আরাফাত শরীফের (আরবী) দোআ সমূহ	১২৪
আরাফাত ময়দানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোআ করা সুন্নাত	১২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরাফাতে দোআ (বাংলা)	১৩০
সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত দোআ করতে থাকুন!	১৩৭
গুনাহ সমূহ হতে পবিত্র হয়ে গেল	১৩৭
মুজদালিফায় রওয়ানা	১৩৮
মাগরিব ও ইশা এক সাথে পড়ার পদ্ধতি	১৩৮
কংকর সমূহ বেছে নিন	১৩৯
একটি জরুরী সতর্কতা	১৩৯
মুজদালিফায় অবস্থান	১৩৯
মুজদালিফা হতে মীনায় যাওয়ার সময় রাস্তায় পড়ার দোআ	১৪১
মীনা দৃষ্টি গোচর হতেই এই দোআ পাড়ুন	১৪১
১০ই জুলহিজ্জার প্রথম কাজ হল রমী করা	১৪২
রমী করার সময় সতর্কতা অবলম্বনের ৫টি মাদানী ফুল	১৪৩
রমী করার ৮টি মাদানী ফুল	১৪৪
ইসলামী বোনদের রমী	১৪৫
রোগীদের রমী	১৪৫
অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে রমী করার পদ্ধতি	১৪৫
হজ্বের কোরবানীর ৭টি মাদানী ফুল	১৪৬
হাজী এবং ঈদুল আযহার কোরবানী	১৪৮
কোরবানীর টোকেন	১৪৮
হলক এবং তাকছিরের ১৭টি মাদানী ফুল	১৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাওয়াফে জেয়ারতের ১০টি মাদানী ফুল	১৫২
১১ এবং ১২ তারিখের রমীর ১৮টি মাদানী ফুল	১৫৩
রমীর ১২টি মাকরূহ	১৫৬
বিদায়ী তাওয়াফের ১৯টি মাদানী ফুল	১৫৭
বদলি হজ্ব	১৫৯
বদলি হজ্বের ১৭টি শর্তাবালী	১৫৯
বদলী হজ্বের ৯টি পৃথক মাদানী ফুল	১৬২
মদীনার উপস্থিতি (হাজেরী)	১৬৪
আগ্রহ বাড়ানোর পদ্ধতি	১৬৪
মদীনা কত দেরীতে আসবে!	১৬৪
খালি পায়ে থাকার ব্যাপারে কোরআনের দলীল	১৬৫
উপস্থিতির প্রস্তুতি	১৬৬
মনোযোগী হোন সবুজ গম্বুজ এসে গেছে	১৬৭
সম্ভব হলে বাবুল বাক্বী দিয়ে উপস্থিত হোন	১৬৮
শোকরিয়ার নামায	১৬৯
সোনালী জালিসমূহের সামনা সামনি	১৬৯
মুয়াজাহা শরীফে হাজেরী	১৭০
ছরকারের খিদমতে সালাম পেশ করুন	১৭১
ছিদ্দিকে আকবরের খিদমতে সালাম	১৭২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফারুকে আজমের খিদমতে সালাম	১৭২
দ্বিতীয়বার একসাথে শায়খাইনদের খিদমতে সালাম	১৭৩
এই সকল দোআ প্রার্থনা করুন	১৭৪
নবী করীম এর মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার ১২টি মাদানী ফুল	১৭৪
জালি মোবারকের সামনাসামনি পড়ার অজিফা	১৭৫
দোআর জন্য জালি মোবারককে পিছনে রাখবেন না	১৭৬
পঞ্চাশ হাজার ইতিকাফের সাওয়াব	১৭৬
প্রতিদিন ৫টি হজ্বের সাওয়াব	১৭৭
মুখ দিয়েই সারঅম পেশ করুন	১৭৭
বৃদ্ধার দীদার নসীব হয়ে গেল	১৭৮
অপেক্ষা..! অপেক্ষা..!	১৭৯
এক মেমন হাজীর দীদার হয়ে গেল	১৭৯
গলি সমূহে থু থু ফেলবেন না!	১৮০
জান্নাতুর বাক্বী	১৮০
বাক্বীবাসীদেরকে সালাম পেশ করুন	১৮১
অন্তরের উপর খঞ্জর পড়ে যায়	১৮১
বিদায়ী হাজেরী	১৮১
বিদায় তাজেদারে মদীনা	১৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মক্কায়ে মুকাররমার জেয়ারত সমূহ	১৮৪
সারওয়ারে আলম এর জন্মস্থান	১৮৪
জবলে আবু কুবাইছ	১৮৫
খাদিজাতুর কুবরার ঘর	১৮৬
সওর পর্বতের গুহা	১৮৬
হেরা গুহা	১৮৭
দারে আরকম	১৮৭
মহল্লা মাসফালা	১৮৮
জান্নাতুল মুয়াল্লা	১৮৮
মসজিদে জ্বীন	১৮৯
মসজিদুর রায়া	১৮৯
মসজিদে খাইফ	১৮৯
জিয়রানাহ মসজিদ	১৯০
মায়মুনা এর মাযার	১৯১
মসজিদুল হারামের ঐ ১১টি স্থান যেখানে রহমতে আলম নামায আদায় করেছিলেন	১৯২
মদীনায়ে মুনাওয়ারার জেয়ারত সমূহ	১৯৩
রওজাতুল জান্নাহ	১৯৩
মসজিদে কুবা	১৯৩
ওমরার সারয়াব	১৯৪
সায়্যিদুনা হামযা এর মাযার শরীফ	১৯৪
শোহাদায়ে উহুদকে সালাম করার ফযীলত	১৯৪
সায়্যিদুনা হামযা'র খিদমতে সালাম	১৯৫
শোহাদায়ে উহুদকে একত্রে সালাম প্রদান	১৯৬
জেয়ারতগাহ সমূহে পৌঁছার দু'টি পদ্ধতি	১৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রশ্নোত্তর	
অপরাধ ও তার কাফ্ফারা	১৯৭
দম ইত্যাদির সংজ্ঞা	১৯৭
দম ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ	১৯৮
দম, সদকা ও রোযার জরুরী মাসআলা	১৯৮
হজ্বের কোরবানী ও দমের মাংসের বিধান	১৯৯
আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন	১৯৯
কারিন হজ্বকারীর জন্য দ্বিগুণ কাফ্ফারা	২০০
কারিন হজ্বকারীর জন্য কোথায় দ্বিগুণ কাফ্ফারা আর কোথায় নেই	২০০
তাওয়াফে জেয়ারতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	২০৩
হায়েজা মহিলার যদি সিট বুকিং দেয়া থাকে, তবে তওয়াফে জেয়ারতের কি করবে?	২০৫
তাওয়াফের নিয়্যতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	২০৭
বিদায়ী তাওয়াফ প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২০৮
তাওয়াফে রুখছতের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	২০৮
তাওয়াফ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর	২০৯
হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম করার সময় হাত কতটুকু উঠাবেন?	২১০
তাওয়াফকালীন চক্করের সঠিক সংখ্যা মনে না থাকলে তবে?	২১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাওয়াফে মাঝখানে যদি অযু ভেঙ্গে যায় তখন কি করবে?	২১১
প্রস্রাবের ফোঁটা পড়তে থাকা রোগীর তাওয়াফের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	২১১
মহিলারা তাদের ঋতুবর্তীকালীন সময়ে নফল তাওয়াফ করে ফেললে তবে?	২১২
মসজিদুল হারামের ১ম অথবা ২য় তলা থেকে তাওয়ফ করার মাসআলা	২১৩
তাওয়াফ চলাকালীন উঁচু আওয়াজে মুনাজাত করা কেমন?	২১৪
ইজতিবা ও রমল প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২১৪
সাঈ প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২১৫
স্ত্রীকে চুমু খাওয়া কিংবা স্পর্শ করা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২১৬
ইহরাম অবস্থায় আমরদের সাথে মুসাফাহা করল এবং...?	২১৭
স্বামী-স্ত্রী হাতে হাত রেখে চলা	২১৮
স্ত্রী সঙ্গম প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২১৮
নখ কাটা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২২০
চুল কাটা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২২১
সুগন্ধি প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২২৩
ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি সাবানের ব্যবহার	২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুহরিম এবং গোলাপ ফুলের মালা	২২৮
সেলাইযুক্ত কাপড় ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২৩১
ইহরাম পরিহিত অবস্থায় টিস্যু পেপারের ব্যবহার	২৩২
ওকুফে আরাফাত প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২৩৬
মুজদালিফা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	২৩৬
রমী প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২৩৭
কোরবানী প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২৩৭
মাথা মুন্ডানো ও চুল ছোট করার প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর	২৩৮
পৃথক কতিপয় প্রশ্নোত্তর	২৩৯
১৩ তারিখের সূর্যাস্তের পর ইহরাম বাঁধাতে পারে	২৪২
হজ্বে আকবর (আকবর হজ্ব)	২৪৫
আরব শরীফে কর্মরতদের জন্য	২৪৫
ইহরাম না বাঁধে তো হিলা	২৪৬
হজ্ব কিংবা ওমরার জন্য আর্থিক সহযোগীতা চাওয়া কি?	২৪৬
ওমরার ভিসায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করা কেমন?	২৪৭
অবৈধভাবে হজ্বকারীদের নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	২৪৮
হেরেমের মধ্যে কবুতর এবং ফড়িংকে উড়ানো, কষ্ট দেওয়া	২৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
হারামের গাছ-পালা কাটা	২৫২
মীকাত থেকে ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর	২৫৩
বাচ্চদের হজ্ব (প্রশ্নোত্তর)	২৫৪
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৫৪
অবুঝ বাচ্চার হজ্বের পদ্ধতি	২৫৬
অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে নিয়্যত এবং লাব্বাইকা এর নিয়ম	২৫৭
অবুঝের পক্ষ থেকে তাওয়াফের নিয়্যত এবং ইসতিলাম করার নিয়ম	২৫৮
বাচ্চার ওমরা করার পদ্ধতি	২৬০
বাচ্চা এবং লফলী তাওয়াফ	২৬০
বাচ্চা এবং রওজায়ে আনওয়ারে হাজেরী	২৬২
তথ্যসূত্র	২৬৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ

হজ্ব ও ওমরাকারীদের জন্য ৫৬টি নিয়্যত

(রিওয়ায়াত, হিকায়াত ও মাদানী ফুল সম্বলিত)

(উপরোক্ত নিয়্যত সমূহ থেকে হজ্ব ও ওমরাকারী নিজেদের সামর্থ অনুসারে ঐ সমস্ত নিয়্যত গুলো করবেন, যার উপর আমল করার আপনার পরিপূর্ণ মন-মানসিকতা আছে।)

(কবুল হওয়ার জন্য ইখলাছ তথা অন্তরের একনিষ্টতা থাকা পূর্বশর্ত, আর ইখলাছ অর্জনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি একান্ত সহায়ক যে, রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং খ্যাতি অর্জনের সকল উপাদান গুলোকে বর্জন করা।)

নবী কারীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "লোকদের মাঝে এমন একটি সময় আসবে, আমার উম্মতের মধ্যকার ধণীরা ভ্রমণ ও আনন্দের জন্য, মধ্যবিত্তরা ব্যবসার জন্য, ক্বারীরা দেখানোর ও শোনানোর জন্য আর গরীবেরা ভিক্ষার জন্য হজ্ব করবে। (তারিখে বাগদাদ, ১০ম খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

وَاَتِمُّوا الۡحَجَّ وَالۡعُمۡرَةَ لِلّٰهِ (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৯৬)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> এবং হজ্ব ও ওমরা আল্লাহর ব্যক্তিই করবেন) **আল্লাহ তাআলা** এর আনুগত্য করার নিয়্যতে কুরআনে পাকের এই হুকুম: وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> এবং আল্লাহরই জন্য মানব কুলের উপর সেই ঘরের হজ্ব করা (ফরয), যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে। (পারা: ৪, বাবার সন্তুষ্টচিত্ত অনুমতি নিব/মা-বাবাকে রাজি করিয়ে নিব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(স্ত্রী স্বামীকে রাজি করাবে, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যে এখনও ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি, সে ঐ (ঋণদাতা) ব্যক্তি থেকেও অনুমতি নিবে। যদি এমতাবস্থায় হজ্ব ফরযও হয়ে যায়, আর ঐ (ঋণদাতা) ব্যক্তির অনুমতিও পাওয়া গেলনা তবুও তাকে (হজ্ব করতে) চলে যেতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০১৫ পৃষ্ঠা) অবশ্য ওমরা অথবা নফলী হজ্ব করার ক্ষেত্রে মা-বাবার অনুমতি ব্যতিরেকে যাত্রা করবেন না। এই কথাটি সমাজে ভুল প্রচলিত আছে যে, যতক্ষণ না নেই) চাই হজ্বের সামর্থ বিনষ্ট হয়ে যাক অথবা সময় সীমা অতিবাহিত হয়ে যাক। যদি নিজ সম্পদে কোন প্রকারের হালাল-হারাম মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে, তবে ঋণ করে হজ্বে যেতে পারেন আর ঐ ঋণ পরবর্তীতে আপনার (ঐ সন্দেহযুক্ত) সম্পদ থেকে আদায় করে দিন। (অনুরূপভাবে) হাদীস শরীফে রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি হারাম মাল নিয়ে হজ্বে যায়, আর لَبَّيْكَ বলে তখন অদৃশ্য থেকে হাতিফ জবাব দেয়, না তোমার لَبَّيْكَ কবুল, না খেদমত কবুল এবং তোমার হজ্ব তোমার মুখে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ পর্যন্ত বলে থাকে যে, তুমি এই হারাম মাল যা তোমার দখলে রয়েছে তা তার হজ্বের সফরের জন্য কেনা-কাটা করার ক্ষেত্রে দর কমানো জন্য কথা কাটাকাটি থেকে বেঁচে থাকব। (আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেনঃ দাম কমানোর জন্য দীর্ঘালাপ ও কথা কাটাকাটি করা উত্তম বরং সুন্নাত, শুধু ঐ বস্তুর ক্ষেত্রে ছাড়া যা হজ্বের সফরের জন্য খরিদ করা হয়। এ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ হজ্বের সফরের কেনাকাটায়) উত্তম এটাই যে, বিক্রেতা যে মূল্যই চাই তা দিয়ে দেয়া। আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব থেকে নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিব। তাদের মাধ্যমে নিজের জন্য দোআ করিয়ে নিব। (অন্যের দ্বারা দোআ করানোতে বরকত অর্জিত হয়। নিজের পক্ষে অন্যের দোআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী সম্ভাবনা রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"ফযায়েলে দোআ"** (দোআর ফযীলত) নামক কিতাবের **১১১** নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রয়েছে: হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে বলা হলো। হে মুসা! আমার নিকট ঐ মুখে দোআ কর, যে মুখে তুমি গুনাহ করোনি। আরজ করলেন: ওহে আমার মালিক! ঐ মুখ আমি কোত্থেকে আনব? (এটা নবী عَلَيْهِ السَّلَام দের বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ, অন্যথায় নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রত্যেক প্রকারে গুনাহ থেকে পবিত্র) ফরমালেন: অন্যের দ্বারা দোআ করাও, কেননা তার মুখ দ্বারা তুমি গুনাহ করনি। (মওলানা রুম পয়সা) সাথে রেখে সফরের সঙ্গীদের জন্য খরচ করে ও ফকিরদের প্রতি সদকা করে সাওয়াব অর্জন করব। (এমন করাটা হজ্বে মাবরুরের আলামত) মাবরুর ঐ হজ্ব আর ঐ ওমরাকে বলে: যাতে কল্যাণ ও উপকার হয়, কোন গুনাহ করা হয় না। লোক দেখানো ও লোক শুনানো আমল না হয়, মানুষদের সাথে দয়ার ভাব প্রদর্শণ করা, খাবার খাওয়ানো , নম্রভাষায় কথা বার্তা বলা, আগ্রহ নিয়ে বেশী বেশী সালাম করা, আনন্দঘন মেজাজে সাক্ষাত করা, এই সকল জিনিস যা হজ্বকে মাবরুর করে দেয়। যখন খাবার খাওয়ানোটাও হজ্বে মবরুর এ মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা সাথে নিন, যাতে সঙ্গী-সাথীদের সাহায্য ও ফকীরদের দান-সদকা করে যেতে পারেন। মূলত مَبرور 'মাবরুর' শব্দটি আরবী "بِر" থেকে গঠণ করা হয়েছে। যার অর্থ হয়, ঐ আনুগত্য ও দয়া যার দ্বারা ও চোখ ইত্যাদির হিফাযত করব্ (**"নছীহতু কে মাদানী ফুল"** নামক রিসালার ২৯ নং ও ৩০ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: (১) (**হাদীস শরীফে রয়েছে: "আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:) হে ইবনে আদম! তোমার দ্বীন (তথা ধর্ম-কর্ম) ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জিহ্বা সোজা হবে না, আর তোমার জিহ্বা ততক্ষণ পর্যন্ত সোজা হতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আপন রব **আল্লাহ তাআলা**কে লক্ষ্য করবে না। (২) যে ব্যক্তি আমার হারাম কৃত বস্তুগুলো থেকে আপন চোখকে নত করে নিল (অর্থাৎ সে গুলোকে দেখা থেকে বেঁচেছে, আমি তাকে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দান করব)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তরকে তৃপ্ত করব। (এর দ্বারা ফিরিস্তারা সাথে থাকেন! আর গান-বাজনা জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য দোআ করতে থাকব। (মুসাফিরের দোআ কবুল হয়ে থাকে। এমনকি **“ফযায়িলে দোআ”** নামক কিতাবে ২২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে; এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য তার অনুপস্থিতে দোআ করলে তা কবুল হয়) হাদীস শরীফে রয়েছে: “এর (অনুপস্থিতিতে) দোআ খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়। ফিরিস্তারা বলে থাকেন: ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার দোআ কবুল হয়েছে এবং নেয়ামত তোমারও অর্জন মুসলমানদেরকে খাবার খাওয়াব। (**নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “মাবরুর হজ্বের বদলা হল জান্নাত। আরজ করা হল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হজ্বের মাবরুরিয়্যত তথা কল্যাণ কোন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত? ইরশাদ করলেন: ভাল কথা-বার্তা বলা, আর খাবার আসলে সবর করব। (হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সম্পদ বা শরীরে কোন প্রকারের ক্ষতি সাধন হলে অথবা বিপদ এসে পৌছলে তখন তাকে আনন্দ চিত্তে কবুল করুন। কেননা এটা তার জন্য হজ্বে মাবরুরের ভালো ব্যবহার প্রদর্শনার্থে তাদের আরাম, বিশ্রাম ইত্যাদির খেয়াল রাখব। রাগ করা থেকে বাঁচব অহেতুক কথা-বার্তায় লিপ্ত হবনা। মানুষের অশালীন পোষণকারী মুসলমানের সাথে অত্যন্ত নম্রতার সাথে মিশব। (চাই তারা খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করুক তবুও)। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১০৬০ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: বেদুঈন এবং সকল আরবদের সাথে অত্যন্ত নম্রতার সাথে মেলা মেশা করবে। যদিও তারা কঠোরতা করুক তবুও অত্যন্ত আদবের সাথে তা সহ্য করে নিন। কেননা এতে করে শাফাআত নসীব হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। বিশেষ করে হারামঈনের বাসিন্দারা, বিশেষত মদীনা বাসীরা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরব অধিবাসীদের কোন কর্মকান্ডে বিরোধিতা করবেন না এবং অন্তরে ঘৃণা ভাবও পোষণ করবেন না। এতে করে উভয় জাহানের হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব। যদি কারো দ্বারা নিজে কষ্ট পাই তবে সবর করে তাকে ক্ষমা করে দিব। **(হাদীস শরীফে রয়েছেঃ** “যে ব্যক্তি আপন রাগকে প্রশমিত করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার উপর থেকে নিজ মুসলমানদের ইনফিরাদি কৌশিশ করে নেকীর দাওয়াত দিয়ে সাওয়াব করব। (ইসলামী ভাইয়েরা উঁচু আওয়াজে আর ইসলামী বোনেরা নিচু মসজিদে হেরম ও মসজিদে নববী ছাড়াও প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক মসজিদে) প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা ভেতরে রাখব এবং মসজিদে প্রবেশের দোআ পড়ব। অনুরূপভাবে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা বাইরে রাখব এবং মসজিদাইনে করীমাইনে প্রবেশের সৌভাগ্য নসীব হবে, তখনই নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে সাওয়াব অর্জন করব। (স্মরণ রাখবেন! মসজিদে খাবার খাওয়া, পান করা, জমজমের পানি পান করা, সেহরী ও ইফতার করা এবং ঘুমানো জায়েয নেই। ইতিকাফের নিয়্যত করে নিলে আপনা সময় ‘মুসতাজাব’ এর স্থানে (যেখানে ৭০ হাজার ফিরিস্তা দোআ কালে ‘আমীন’ বলার জন্য নিযুক্ত রয়েছে, সেখানে) নিজের এবং সকল উম্মতের সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে ক্বিবলামুখী হয়ে, দাঁড়িয়ে, বিসমিল্লাহ পড়ে, ধীরে ধীরে তিন নিঃশ্বাসে, পেটভরে পান করব। অতঃপর দোআ করব। কেননা এটা দোআ কবুল হওয়ার সময়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(**নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমরা এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য হল, তারা জমজমের পানিকে পেট ভরে পান সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেয়ার তথা তা ছোঁয়ার সময় এই নিয়্যত করুন যে, অত্যন্ত ভালবাসা ও আনন্দের সাথে কাবা শরীফ এবং কাবার প্রভুর নৈকট্য অর্জন করছি, আর এর সংস্পর্শে বরকত অর্জন করছি। (ঐ সময় এই আশা রাখুন যে, কাবা শরীফের ঐ সকল অংশ, যা কা'বা শরীফের সাথে লেগেছে গীলাফের সাথে নিজেকে জড়ানোর সময় বা গীলাফের কাপড় জড়িয়ে ধরার সময় এই নিয়্যত করুন যে, ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভের আবেদন করছি, যেমন: কোন দোষী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির কাপড় জড়িয়ে ধরে অঝোড় নয়নে বিলাপ করতে থাকে যার সে দোষ করেছে এবং খুব বিনয়ও প্রকাশ করে থাকে। তাই যতক্ষণ নিজ গুনাহের ক্ষমা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হাত ছাড়ব না। (কা'বার গীলাফ ইত্যাদি প্রায় সব জায়গায় লোকেরা খুব বেশী ইবরাহীম عَلَیْہِ السَّلَام এর সাথে সাদৃশ্যতাও **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল, শয়তানকে লাঞ্চিত করে মেরে দূরে তাড়িয়ে দেওয়া এবং নফসের খায়েশকে পাথর মেরে ধুলিস্যাৎ করার নিয়্যত করব। (**ঘটনা**: হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এক হাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি 'রমী' করার সময় নফসের খায়েশ গুলোকে কংকর নিক্ষেপ করেছ নাকি করনি? সে উত্তর দিল: না! বললেন: তাহলে তো তুমি 'রমী'ই করনি, (অর্থাৎ 'রমী'র পরিপূর্ণ হক আদায় করনি।) (কাশফুল মাহযুব থেকে সংকলিত, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

সাফা, মারওয়া, আরাফাত, মুযদালিফা, জামরায়ে উলা, জামরায়ে উসতায় দোআর জন্য দাঁড়াতেন। আমিও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই সুন্নাত নিয়মকে আদায় করার নিয়্যতে ঐ সকল স্থানে যেখানে সম্ভব হয় দাঁড়িয়ে দোআ করব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঁচার চেষ্টা করব। (জেনে বুঝে ইচ্ছা কৃতভাবে কাউকে এমন ভাবে ধাক্কা দেয়া যাতে সে কষ্ট পায়, এরূপ করাটা বন্দার হক বিনষ্ট করা এবং গুনাহ পূর্ণ কাজ। এমন হলে তবে তাকে তাওবাও করতে হবে এবং বুযুর্গদের থেকে বর্ণিত আছে যে, **আল্লাহ তাআলার** অপছন্দনীয় একটি অতি ক্ষুদ্র পরিমাণের কাজকে বর্জণ করাটা আমার নিকট ৫ শত নফল হজ্ব করার ওলামা ও মাশায়েখে আহ্লে সুন্নাতের সাক্ষাত ও সঙ্গ লাভ করে বরকত হাসিল করব, তাদের দ্বারা নিজের জন্য বিনা হিসাবে ক্ষমা লাভের দোআ স্থায়ীভাবে তাওবা করব এবং শুধুমাত্র ভালোদের সংস্পর্শে থাকব। ইহ্ইয়াউল উলুমে রয়েছেঃ হজ্বের মাবরুরের আলামত একটা এটাও রয়েছে যে, যে গুনাহ পূর্বে করত তা ছেড়ে দেয়, খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে নেক্কার বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, খেলাধুলা এবং অলসতার আসর গুলোকে বর্জন করে যিকির ও হৃদয় জাগানোর মজলিস গুলোকে আপন করে নেয়া। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্যত্র বলেনঃ হজ্বে মাবরূরের আলামত হল এটা যে, দুনিয়া বিমুখতা ও আখেরাতের প্রতি ঝুঁকি হওয়া এবং বায়তুল্লাহ শরীফের জেয়ারত লাভের পর আপন রব عَزَّوَجَلَّ এর সাথে হজ্ব থেকে ফিরে এসে গুনাহের ধারে কাছেও যাবনা। নেক কাজের মাত্রা বাঁড়িয়ে দিব এবং সুন্নাতের উপর আরো বেশী করে আমল করব। (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেনঃ হজ্বে যাওয়ার পূর্বের আল্লাহর হক সমূহ ও বান্দার হক সমূহ যার যিম্মায় বাকী ছিল) যদি হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঐ কার্যাবলী যেমনঃ কাযা নামায, কাযা রোযা, বাকী থেকে যাওয়া যাকাত ইত্যাদি এবং বিনষ্ট করা বান্দার বাকী হক সমূহের আদায়ের) ব্যাপারে চুপচাপ থাকে, তাহলে এই সকল গুনাহ আবার নতুনভাবে তার মাথায় বর্তাবে। কেননা হক গুলোতো পূর্ব থেকেই অনাদায়ী ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন আবার হজ্ব থেকে এসে দেরি ও অলসতা করার কারণে গুনাহগুলোর পূণরায় তাজা হল আর তার কৃত ঐ হজ্ব তার গুনাহগুলোকে দূর করতে যথেষ্ট হবেনা। কেননা হজ্ব পূর্বের গুনাহ গুলোকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়- মানে এটা নয় যে, ভবিষ্যতের জন্য গুনাহ করার অনুমতি পত্র পেয়ে যাওয়া। বরং হজ্বে মাবরূর এর চিহ্ন হল এটাই যে, পূর্বের চেয়ে মুকার্‌রমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারা এর স্মরণীয় বরকতপূর্ণ স্থানগুলোর রত্নের ভান্ডার নূরানী দরবারের ১ম জেয়ারতের পূর্বে গোসল করব, নতুন সাদা পোষাক, মাথার উপর নতুন সরবন্দ এবং তার উপর নতুন ইমামা **তাআলার** এই মহান ইরশাদঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ (পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৪)

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসুল তাদের পক্ষ্যে সুপারিশ করেন। তবে অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।) এর উপর আমল করে **শাহানশাহে মদীনা, প্রিয়** দুঃখী **আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশ্রয়রূপী দরবারে এমনই হাযির হব যেভাবে এক পলাতক গোলাম আপন মুনিবের দরবারে ভয়ে কম্পমান হয়ে অশ্রু গড়াতে গড়াতে হাযির হয়। (**ঘটনাঃ** সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখনই **সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করতেন তখন উনার চেহেরার রং বদলে যেত এবং তিনি নিচের দিকে ঝুঁকে যেতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে কেউ হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব সাখতিয়ানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি যে সকল ব্যক্তিবর্গ থেকে (হাদীস) রেওয়ায়েত করে থাকি তাদের মধ্যে তিনি উত্তম। আমি তাঁকে দুইবার হজ্বের সময় দেখি, যখন তাঁর সামনে **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হত, তখন তিনি এত বেশী কান্না করতেন যে তা দেখে আমার তাঁর প্রতি দয়া এসে যেত। আমি তাঁর মধ্যে যখন তা'জীমে মুস্তফা ও ইশকে হাবীবে খোদার এমন অবস্থা দেখতে পেলাম, তখন তাঁর প্রতি খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁর থেকে মোবারক হাদীস সমূহ বর্ণনা করা শুরু করি। (আশশিফা, ২য় খন্ড, ৪১, ৪২ পৃষ্ঠা)

দরবারে অতি আদব ও সম্মানের সাথে এবং খুব আনন্দাবেগ নিয়ে অতি

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۲﴾ (পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ২)

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! নিজের আওয়াজকে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবীর) আওয়াজ থেকে উঁচু করনা এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলোনা যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যে কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায়, আর তোমাদের খবরই থাকবেনা।) এর উপর আমল করে নিজ আওয়াজকে নরম ও নিচু রাখব।

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমি আপনার শায়াআতের ভিখারী।) এই বাক্যটি কারীমাইনের (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুকে হাযিরী দেওয়ার সময় এদিক সেদিক দেখা ও সোনালী জালির ভেতর দৃষ্টি দেয়া থেকে বিরত থাকব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সোনালী জালির দিকে পিঠ দিব না। (অর্থাৎ সোনালী জালিকে পিছনে রাখব শোহাদায়ে উহুদগণের মাযার জেয়ারত করব। দোআ ও ইছালে সাওয়াব দরজা, আসবাবপত্র, পাতা-পল্লব, ফুল আর কাঁটা, মাটি-পাথর, ধুলাবালি এবং ওখানকার প্রতিটি বস্তুর খুব বেশী বেশী করে আদব ও সম্মান করব। (**ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনা শরীফের মাটির সম্মানার্থে কখনো মদীনায়ে তায়্যিবাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি। বরং সবসময় হেরম শরীফ থেকে বাইরে বের হয়ে তা সেড়ে আসতেন। অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় অপারগতার কারণে মাযুর হিসেবে ভিতরে সাড়তেন। বের করব না। (**ঘটনা:** মদীনায়ে মুনাওয়ারায় এক ব্যক্তি সর্বদা কান্না করত, আর ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকত। যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হল; তখন বলল: আমি একদিন মদীনা মুনাওয়ারার দই শরীফকে টক এবং খারাপ বলে ফেলি, এটা বলতেই আমার নিছবত (অর্থাৎ **ছরকারে দোআলম, নূরে মুযাস্‌সম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে রূহারিয়্যতের যে একটা সম্পর্ক ছিল তা) দূরীভূত হয়ে গেল এবং আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হলেন, আর ভৎসনা করলেন যে, 'ওহে মাহবুবে খোদার দরবারের দইকে খারপ সম্ভোধনকারী! ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে একটু দেখ! মাহবুবের গলির প্রতিটি বস্তু কতইনা উৎকৃষ্ট।' (বাহারে মসনবী থেকে উৎকলিত, ১২৮ পৃষ্ঠা) (**ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সামনে কোন এক ব্যক্তি এটা বলে দিল যে, মদীনার মাটি খারাপ! এটা শুনতেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়া দিলেন যে, এই বেয়াবদকে দোররা লাগানো হোক এবং বন্দীশালায় বন্দী করে রাখা হোক। (আশশিফা, ২য় খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোহফা দেয়ার জন্য জমজমের পানি, মদীনা শরীফের খেজুর এবং তাসবীহ ইত্যাদি আনব। (বারেগাহে আ'লা হযরতে প্রশ্ন করা হল: তাসবীহ কোন বস্তুর হওয়া চাই? লাকড়ি নাকি পাথরের নাকি অন্যকিছুর? **উত্তর:** তাসবীহ লাকড়ির হোক অথবা পাথরের কিন্তু বেশী মূল্যের হওয়া মাকরূহ, আর যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনায়ে মুনাওয়ারায় থাকব অধিক হারে দরূদ ও সালাম সবুজ গম্বুজের পাশ দিয়ে যাওয়া হবে তখন দ্রুত তার দিকে চেহেরা করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে সালাম আরজ করব। (**ঘটনা:** মদীনায়ে মুনাওয়ারায় সায়্যিদুনা আবু হাজেম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এক ব্যক্তি বললেন: আমার স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জেয়ারত নসীব হল। তিনি ইরশাদ করলেন: আবু হাজেমকে এটা বলে দাও যে, "তুমি আমার পাশ দিয়ে এমনিতেই পথ অতিক্রম করে চলে যাও, ফিরে একটা সালামও করোনা!" এর পর থেকে সায়্যিদুনা আবু হাজেম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ নিজ অভ্যাসকে এভাবে গড়ে নিলেন যে, যখনই **রাসুলে পাক** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযা শরীফের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা হত, তখন প্রথমে আদব ও অতি সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করতেন, এর পর সামনে আগাতেন। (আল মানামাত মাআ মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩য় খন্ড, নসীব না হয়, আর মদীনায়ে মুনাওয়ারা থেকে বিদায় নেয়ার হৃদয় বিদারক সময় এসে পৌঁছে তবে বারেগাহে রিসালাতে বিদায়ী হাযেরী দিব এবং অত্যন্ত বিগলিত হৃদয়ে বরং সম্ভব হলে কান্না করে করে বার বার উপস্থিত কোল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া বাচ্চা যেভাবে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে ঠিক সেভাবে দরবারে রিসালাতকে বার বার আশাভরা মায়াভরা দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বিদায় নিব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

আপনার “মদীনার সফর” মোবারক হোক

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।” (ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২২৪) এর ব্যাখ্যায় এটা রয়েছে যে, হজ্ব আদায়কারীর উপর ফরয হচ্ছে হজ্বের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা। সাধারনত হাজী সাহেবগণ তাওয়াফ ও সাঈ ইত্যাদি সময়ে যে সমস্ত দোআ পাঠ করা হয় ঐ সমস্থ আরবী দোআ খুব মনযোগ সহকারে আনন্দচিত্তে পড়তে দেখা যায়। যদিও এটা খুব ভালো। বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে হবে। আবার যদি কেউ এই দোআগুলো নাও পড়ে তবুও সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু হজ্বের জরুরী মাসআলা সমূহ না জানলে গুনাহ হবে। **“রফীকুল হারামাঈন”** اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনাকে অনেক গুনাহ থেকে বাঁচাবে, হজ্বের সময় **“ফ্রি”**তে দেওয়া হজ্বের অনেক উর্দু কিতাবের মধ্যে দেখা যায় শরীয়াতের মাসআলার ক্ষেত্রে খুব বেশী অসতর্কতার সাথে কাজ করানো হয়েছে। এতে খুবই দুশ্চিন্তা হয় যে, এই সমস্ত কিতাবের দিক নির্দেশনা গ্রহণকারী হাজীদের কি অবস্থা হবে! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **“রফিকুল হারামাঈন”** অনেক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ কপি ছাপানো হচ্ছে। এতে অধিকাংশ মাসআলা ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ ও বাহারে শরীয়াতের মত সনদযুক্ত কিতাবে বর্ণিত মাসআলাকে খুবই সহজ করে লিখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে এতে আরো অধিক সংশোধন ও বৃদ্ধি করা হয়েছে, আর দা’ওয়াতে ইসলামীর মজলিস **“আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ”** এর এবং **“দারুল ইফতা আহ্‌লে সুন্নাত”** শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর একেকটি মাসআলা দেখে খুব বেশী উপকার করেছেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ খুব বেশী ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে **“রফিকুল হারামাইন”** এর প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। **আল্লাহর শপথ! “রফিকুল হারামাইন”** এর মাধ্যমে মদীনার মুসাফিরদের সুপথ প্রদর্শণ করে শুধু **আল্লাহ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন করা মূল উদ্দেশ্য নিজের আয়ের কোন চিন্তা নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করবে তবুও আপনি **“রফিকুল হারামাইন”** দয়া করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা পড়ে নিন। বর্ণিত মাসআলার উপর খুব ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করুন। কোন কথা বুঝে না আসলে ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট গিয়ে জেনে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **“রফিকুল হারামাইন”** এর ভেতর হজ্ব ও ওমরার মাসআলার পাশাপাশি বহু সংখ্যক আরবী দোআ অর্থসহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যদি মদীনা শরীফের সফরে **“রফিকুল হারামাইন”** আপনার সাথে থাকে তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হজ্বের আর কোন কিতাবের খুব কমই প্রয়োজন পড়বে। হ্যাঁ! যে ব্যক্তি এর চেয়েও আরো বেশী মাসআলা শিখতে চায় আর শিখাও প্রয়োজন তবে বাহারে শরীয়ত ৬ষ্ঠ খন্ড অধ্যয়ণ করুন।

মাদানী অনুরোধঃ সম্ভব হলে ১২ কপি **“রফিকুল হারামাইন”** ১২ কপি পকেট সাইজের যে কোন রিসালা এবং ১২ কপি সুন্নাতে ভরা বয়ানের **v.c.d.** মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ার মাধ্যমে ক্রয় করে নিজের সাথে নিয়ে যান আর সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে সেখানে বন্টন করে দিন। এমন কি হজ্বের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর নিজের **“রফিকুল হারামাইন”** কপিটিও হেরম শরীফের মধ্যেই কোন ইসলামী ভাইকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিন। **রিসালাত মাআব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে শায়খাইনে করীমাইন (অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দিকও উমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) এবং সায়্যিদুনা হামযা, শোহাদায়ে উহুদ, জান্নাতুল বাক্বী, জান্নাতুল মুআল্লায় দাফন হওয়া সম্মানিত ব্যক্তিদের দরবারে আমার সালামটুকু পেশ করে দিবেন। সফর কালীন সময়ে বিশেষ করে হারামাইনে তায়্যিবাইনে আমি গুনাহগারের বিনা হিসাবে ক্ষমা লাভ এবং সকল উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোআ করার মাদানী অনুরোধ রইল। **আল্লাহ তাআলা** আপনার হজ্ব ও জেয়ারত কে অধিক সহজতর এবং কবুল করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

এক চুপ শত সুখ

৬ শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪৩৩ হিজরী
27-06-2012

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

মদীনার মুসাফির আর মুস্তফা ﷺ এর সাহায্য

এক যুবক কাবা শরীফ তাওয়াফ করার সময় শুধু দরূদ শরীফই পড়ছিল। কেউ তাকে বলল: তোমার কি তাওয়াফের আর কোন দোআ জানা নেই নাকি এর ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য রয়েছে? সে বলল: দোআ তো আমার জানা আছে কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, আমি আর আমার পিতা উভয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হয়ে ছিলাম। পিতা মহোদয় পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর চেহারা একেবারে কালো হয়ে গেল। চোখ উল্টে গেল এবং পেট ফুলে যায়! আমি খুবই কান্নাকাটি করলাম এবং বললাম: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ যখন গভীর রাত হল তখন আমার চোখে ঘুম এসে গেল। আমি শুয়ে গেলাম তখন আমি স্বপ্নে সাদা পোষাক পরিহিত সুগন্ধিময় ও হাসোজ্জ্বল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জেয়ারত লাভ করলাম। তিনি আমার মরহুম পিতার লাশের পাশে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আর আপন নূরানী হাত আমার পিতার চেহারা ও পেটের উপর বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতেই আমার মরহুম পিতার চেহারা দুধের চেয়েও বেশী সাদা এবং উজ্জ্বল হয়ে যায়, আর পেটও পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। যখন ঐ বুজুর্গ ব্যক্তিটি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁর পবিত্র দামান আকঁড়ে ধরি আর আরজ করি: ইয়া সায়্যিদি! (অর্থাৎ হে আমার সরদার) আপনাকে ঐ স্বত্তার কসম, যিনি আপনাকে এই জঙ্গলে আমার মরহুম পিতার জন্য রহমত হিসাবে পাঠিয়েছেন। আপনি কে? ইরশাদ করলেন: "তুমি আমাকে চিন না? আমি তো **মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! তোমার পিতা খুবই গুনাহগার ছিল কিন্তু আমার প্রতি খুব বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করত। যখন তার উপর এই মুসিবত অবতীর্ণ হল, তখন সে আমার নিকট সাহায্য চাইল। সুতরাং আমি তার ফরিয়াদ কবুল করলাম, আর আমি প্রত্যেক ঐ সকল ব্যক্তির ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে থাকি, যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।"

(রওযুর রায়াহীন, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফরইয়াদে উম্মতি যো করে হালে যার মে
মুমকিন নেহী কে খায়রে বশর কো খবর না হো। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাজীদের জন্য মূল্যবান ১৬টি মাদানী ফুল

❁ আল্লাহ তাআলা ও রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী প্রিয় হাজী সাহেবগণ! আপনার হজ্বের সফর ও মদীনা শরীফের জেয়ারত খুব বেশী মোবারক হোক। সফরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাওয়ানা হওয়ার ৩/৪ দিন পূর্ব থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিন। আর কোন অভিজ্ঞ হাজী সাহেবের সাথেও পরামর্শ করে নিন। ❁ নিজ দেশ হতে ফল কিংবা রান্নার ডেক্সী, মিষ্টি জাতীয় ইত্যাদি খাদ্য বস্তু নিয়ে যাওয়াতে হাজীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ❁ মক্কায়ে মোকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আপনার আবাসিক বিশ্রামাগার থেকে মসজিদে হারামে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। এই পথ এবং তাওয়াফ ও সাঈতে সব মিলিয়ে প্রায় ৭কি:মি: পথ হয়। এমনকি মীনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় অনেক দূর পথ পায়ে চলতে হবে। তাই হজ্বের অনেকদিন আগে থেকে প্রতিদিন পৌনে ১ ঘন্টা করে পায়ে হাঁটার অভ্যাগ গড়ুন। (এই অভ্যাস যদি সব সময়ের জন্য করে নেয়া যায় তাহলে স্বাস্থের জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ খুবই উপকার হবে।) অন্যথায় হঠাৎ করে অনেক পথ পায়ে চলার কারণে হজ্বে আপনি খুবই পরীক্ষার সম্মখীন হতে পারেন। ❁ কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন। সুফল না পেলে তখন বলবেন! বিশেষ করে হজ্বের ১ম থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত খুব হালকা পাতলা খাবারের উপরে তুষ্ট থাকুন যাতে বার বার ইস্তিন্‌জায় যাওয়ায় প্রয়োজন না পড়ে। বিশেষ করে মীনা, মুজদালিফা ও আরাফাতে ইস্তিন্‌জাখানায় লম্বা লম্বা লাইন লেগে থাকে। ❁ ইসলামী বোনেরা কাঁচের চুড়ি পরিধান করে তাওয়াফ করবেন না। ভিড়ের মধ্যে যদি তা ভেঙ্গে যায় তবে আপনি নিজে এবং অন্যরাও আহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ❁ ইসলামী বোনেরা উঁচু হিল বিশিষ্ট সেন্ডেল পরিধান করবেন না। এতে রাস্তায় পায়ে চলার ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

❁ হেরম শরীফের আবাসিক বিল্ডিংয়ের টয়লেটে 'ইংলিশ কমোড' হয়ে থাকে। নিজ দেশে তার ব্যবহার শিখে নিন, অন্যথায় কাপড় পবিত্র রাখা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। ❁ কারো দেয়া "পেকেট" ব্যাগ খুলে চেক করা ব্যতিত কখনো সাথে নিবেন না। যদি চেক করার সময় কোন নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া যায়, তবে বিমান বন্দরে সমস্যায় পড়তে পারেন। ❁ উড়োজাহাজে আপনার প্রয়োজনীয় ঔষধাদি সহ ডাক্তারী সনদ আপনার গলায় ঝুলানো ব্যাগের মধ্যে রাখুন। যাতে জরুরী অবস্থায় সহজে কাজে আসে। ❁ জিহ্বা এবং চোখের **কুফ্লে মদীনা** লাগাবেন। যদি বিনা প্রয়োজনে কথা বলার অভ্যাস থাকে তাহলে গীবত, অপবাদ দেয়া এবং মানুষের মনে কষ্ট দেয়ার মত ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর হবে। অনুরূপ ভাবে যদি চোখের হিফাযত এবং অধিকাংশ সময় দৃষ্টিকে নত রাখার তরকীব না হয়, তাহলে কুদৃষ্টি দেয়া থেকে বেঁচে থাকা খুবই মুশকিল হবে। হেরম শরীফে একটি নেকী এক লক্ষ নেকীর বরাবর, আর একটি গুনাহ এক লক্ষ গুনাহের সমপরিমান। হেরম শরীফ বলতে শুধু মসজিদে হেরম উদ্দেশ্য নয় বরং সম্পূর্ণ হেরমের সীমানা অন্তর্ভুক্ত। ❁ নামাযরত অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির সীনা অথবা পেটের কিছু অংশ অনাবৃত হয়ে যায়। এতে কোন প্রকারের অসুবিধা নেই। কেননা ইহরাম অবস্থায় এ ধরণের হওয়াটা অভ্যাসের পরিপন্থি নয়, আর এ ব্যাপারে খেয়াল রাখাটা খুবই কঠিন। ❁ কাফনের কাপড়কে জমজম কূপের পানিতে চুবিয়ে নেয়া খুবই ভাল কাজ। অনুরূপ ভাবে মক্কা মদীনার বাতাসও একে চুমু দিবে, কিন্তু ঐ কাপড় নিংড়ানোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করাটা যুক্তিযুক্ত যে, এই পবিত্র পানির এক ফোটাও যেন গড়িয়ে নালা, নর্দমা ইত্যাদিতে না যায়। কোন চারা গাছ ইত্যাদির গোড়ায় ঢেলে দেয়া উচিত। (জমজমের পানি নিজ দেশেও ছিটাতে পারেন।) ❁ অনেক সময় তাওয়াফ ও সায়ী করার সময় হজ্বের কিতাবাদির পৃষ্ঠা ফ্লোরের নিচে পতিত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়, সম্ভবপর অবস্থায় তা উঠিয়ে নিন, কিন্তু তাওয়াফ কালে কা'বা শরীফের দিকে যেন পিঠ বা সীনা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। অবশ্য কারো পড়ে যাওয়া টাকা পয়সা অথবা থলে ইত্যাদি উঠাবেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(কয়েক বছর পূর্বে এক পাকিস্তানি হাজী তাওয়াফ করার সময় সহানুভূতি দেখাতে দিয়ে অন্য এক হাজীর পড়ে যাওয়া টাকা তুলে নিলেন। টাকার মালিক ভূল বুঝে বসল, আর ঐ সহানুভূতিশীল হাজীকে পুলিশে দিয়ে দিল, আর এই বেচারাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলখানায় ঢুকিয়ে দেয়া হল।) ❁ পবিত্র হেজায ভূমিতে খালি পায়ে থাকা ভাল কিন্তু ঘর এবং মসজিদের গোসলখানায় ও রাস্তার ময়লা ইত্যাদি জায়গায় চলার সময় সেন্ডেল পড়ে নিন। এভাবে ময়লা, ধূলাবালি যুক্ত পায়ে **মসজিদাইনে করিমাইনে** এমনকি কোন মসজিদেও প্রবেশ করবেন না। যদি পা যুগলকে পরিষ্কার রাখতে সক্ষম না হন, তবে সেন্ডেল ছাড়া খালি পায়ে থাকবেন না। ❁ ব্যবহৃত সেন্ডেল পরিধান করে বেসিনে ওযু করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারণ নিচে অধিকাংশ সময় পানি ছড়িয়ে পড়ে, তাই যদি সেন্ডেল নাপাক হয়ে থাকে তবে পানির ছিটা লাফিয়ে উঠে আপনার পোষাক ইত্যাদিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (এটা স্মরণে রাখবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেন্ডেল বা পানি অথবা কোন বস্তুর ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে নাপাক হওয়ার জ্ঞান অর্জিত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পাক।) ❁ মিনা শরীফের ইস্তিন্জাখানার নলের পানি সাধারণত খুব জোর গতিতে নির্গত হয়। তাই খুব আস্তে আস্তে খুলবেন যাতে আপনি ছিটা থেকে বাঁচতে পারেন।

এর মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র আপনার সাথে নিয়ে যান

★ মাদানী পাঞ্জে সূরা, ★ নিজ পীর ও মুরশিদের শাজরা, ★ 'বাহারে শরীয়াত' নামক কিতাবের ৬ষ্ঠ খন্ড এবং ১২ কপি 'রফিকুল হারামাঈন', নিজে পড়ুন এবং হাজীদের মাঝে বন্টন করে খুব বেশী সাওয়াব অর্জন করুন, ★ কলম ও প্যাড, ★ ডায়েরী, ★ ক্বিবলা নুমা (কিবলা নির্ধারনী) ইহা হেজাযে মুকাদ্দাসে গিয়ে ক্রয় করবেন, মীনা, আরাফাত ইত্যাদি স্থানে ক্বিবলা নির্ধারনে অনেক সাহায্য করবে, ★ কিতাব সমুহ, পাসপোর্ট, টিকেট, ট্রাভেল চেক, হেল্থ সার্টিফিকেট ইত্যাদি রাখার জন্য নিজ গলাতে ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি ছোট ব্যাগ, ★ ইহরামের কাপড়গুলো ★ ইহরামের লুঙ্গির উপরে বাঁধার জন্য পকেট বিশিষ্ট নাইলেন অথবা চামড়ার একটি বেল্ট, ★ আতর, ★ জায়-নামায, ★ তাসবীহ,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

★ চার জোড়া কাপড়, গেঞ্জি, সুয়েটর ইত্যাদি পরিধানের প্রয়োজনীয় কাপড় (মৌসুম অনুযায়ী), ★ (শরীর) আবৃত করার জন্য কম্বল কিংবা চাদর। ★ বাতাস ভর্তি করা যায় এমন বালিশ, ★ টুপি, ইমামা শরীফ ও সরবন্দ ★ বিছানোর জন্য চাটাই কিংবা চাদর, ★ আয়না, তৈল, চিরুনী, মিস্‌ওয়াক, সুরমা, সুঁই-সূতা, কাঁচি, সফরে সঙ্গে নেয়া সুন্নাত, ★ নেইল কাটার, ★ জিনিস পত্রে নাম, ঠিকানা লিখার জন্য মোটা মারকার কলম, ★ তোয়ালে, ★ রুমাল, ★ ব্যবহার করে থাকলে চোখের চশমা ২টি, ★ সাবান, ★ মাজন, ★ সেপটি রেজার, ★ বদনা, ★ গ্লাস, ★ প্লেইট, ★ পেয়ালা, ★ দস্তর খানা, ★ গলায় লটকনো পানির বোতল, ★ চামচ, ★ ছুরি, ★ মাথার ব্যথা এবং সর্দি কাঁশি ইত্যাদির জন্য ট্যাবলেট, সাথে প্রয়োজনীয় ঔষধাদি, ★ গরম কালে নিজের উপর পানি ছিটানোর জন্য স্প্রে। (মীনা ও আরাফাত শরীফে এর মল্যায়ন হবে), ★ প্রয়োজন মত খাবার তৈরীর থালা।

মালপত্রের ব্যাগের জন্য ৫টি মাদানী ফুল

(১) হাতের জিনিস পত্রের জন্য মজবুত একটি হাত ব্যাগ। (২) কাউন্টারে মালামাল যাচাই ও পারাপার করানোর জন্য একটি বড় ব্যাগ নিন। (যাতে বড় মারকার কলম দ্বারা নাম, ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ইত্যাদি লিখে নিন। এমনকি কোন চিহ্ন লাগিয়ে নিন। যেমন: ❈ (তারকা চিহ্ন।) আপনার ব্যাগে লোহার গোলাকৃতি ইত্যাদিতে রঙ্গিণ কাপড়ের টুকরা অথবা ফিতার ছোট পট্টি দেখা যায় মত করে বেধেঁ দিন। (৩) ব্যাগে তালা লাগিয়ে নিন, কিন্তু ১টি চাবি ইহরামের বেল্টের পকেটে আর অপর ১টি হাত ব্যাগে রাখুন। অন্যথায় চাবি হারিয়ে যাওয়া অবস্থায় জেদ্দা কাষ্টমে “বড় বড় কাঁচি” দ্বারা কেটে ব্যাগ খুলতে হবে। এরকম হলে আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন। (৪) হাত ব্যাগের মধ্যেও নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি ছোট কাগজের টুকরো ফেলে দিন। (৫) উভয় ট্রলি ব্যাগ যদি চাকা বিশিষ্ট হয়, তাহলে সহজতর হবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হেলথ সার্টিফিকেট: (সুস্থতার সনদ) এর মাদানী ফুল

সকল হাজী সাহেবগণ আইন অনুযায়ী সফরের সকল কাগজপত্র অনেক আগে থেকে প্রস্তুত করে নিবেন, যেমন- “হেল্‌থ সার্টিফিকেট” (সুস্থতার সনদ) এটা আপনাকে হাজ্বী ক্যাম্পে মারাত্মক জ্বর, জন্ডিস, এবং পোলিও ভেকসিন ইত্যাদি রোগের টিকা দেয়ার পর প্রদান করা হবে। আর এতে কোন ঘাটতি হলে আপনাকে জাহাজে আরোহন করা থেকে বাঁধা প্রদান করা যেতে পারে। নতুবা জিদ্দা শরীফের বিমান বন্দরেও আপনার বাঁধা আসতে পারে। ✳ প্রতিরক্ষা টিকা হজ্বে যাওয়ার ২/৪ দিন পূর্বে দেওয়াটা বিশেষ কোন উপকার সাধন করেনা। ১৫ দিন পূর্বে দেওয়াটা খুবই উপকারী। নতুবা বরকতময় সফরের তড়িঘড়িতে খুব মারাত্মক বরং জীবন বিনাশী রোগের সম্ভাবনা রয়েছে’। ✳ সরকারীভাবে বাধ্য না করলেও নিউমোনিয়া ও হেপাটাইটিস রোগের টিকা দিয়ে যাওয়াটা খুবই উত্তম। এই ডাক্তারি ব্যবস্থ্যাপনাকে বোঝা মনে করবেন না। এতে আপনারই কল্যাণ রয়েছে। ✳ অধিকাংশ ট্রাভেল এজেন্টরা অথবা হজ্বের ব্যবস্থাপকরা কোন প্রকারের ডাক্তারি ব্যবস্থাপনা ছাড়া ঘরে বসেই **“হেলথ্ সার্টিফিকেট”** ফরম দিয়ে দেয়। যা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর হওয়ার সাথে সাথে এক প্রকারের ধোঁকা, হারাম কাজ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। ঐ সকল ট্রাভেল এজেন্ট, ইচ্ছাকৃতভাবে ফরমে স্বাক্ষরকারী ডাক্তার এবং জেনে বুঝে ঐ মিথ্যা সার্টিফিকেট গ্রহণকারী হাজী (অথবা ওমরাকারী) সকলই গুনাহগার এবং জাহান্নামের আগুনের হকদার হবেন। যারা এ সমস্ত কাজ করেছেন, তারা সবাই সত্যিকার তাওবা করে নিন।

বিমানে হজ্ব পালনকারীরা কখন ইহরাম পরিধান করবে ?

বাংলাদেশ থেকে জিদ্দা শরীফ পর্যন্ত বিমানে প্রায় ছয় ঘন্টার সময়ের সফর (দুনিয়া মধ্যে যে কোন জায়গা থেকে সফর করে), আর বিমানে আরোহন অবস্থায় মীকাতের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তাই নিজ ঘর থেকে তৈরী হয়ে রওয়ানা হবেন। যদি মাকরুহ সময় না হয়, তাহলে ইহরামের নফল নামাজও নিজ ঘরে আদায় করে নিন, আর ইহরামের চাদরও নিজের ঘর থেকে পরিধান করে নিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তবে ঘর থেকে ইহরামের নিয়্যত করবেন না। বিমানে নিয়্যত করে নিবেন। কেননা নিয়্যত করার পর لَبَّيْكَ পাঠ করার সাথে সাথে আপনি 'মুহরিম' (অর্থাৎ ইহরামকারী) হয়ে যাবেন এবং বাধ্যবাধকতা শুরু হয়ে যাবে। হতে পারে কোন কারণে আরোহনে দেরী হয়ে যাবে। "মুহরিম" এয়ারপোর্টে সুগন্ধিময় ফুলের মালা ও পরিধান করতে পারবেন না।[১] তাই বাংলাদেশ থেকে সফরকারীরা এরকম ও করতে পারেন যে, ইহরামের চাদর সমুহ পরিধান করতঃ অথবা সারাদিনের স্বাভাবিক পোষাকে এয়ারপোর্টে তাশরীফ নিয়ে আসবেন। এয়ারপোর্টেও গোসলখানা, ওজুখানা এবং জায়নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ইহরামের তরকীব (ব্যবস্থা) করে নিন। তবে সহজ উপায় এই যে, যখন বিমান আকাশে উড়তে থাকবে তখনই নিয়্যত ও لَبَّيْكَ এর তারকীব করুন। হ্যাঁ! যে জ্ঞান রাখে ও ইহরামের বাধ্যবাধকতা নিয়মানুবর্তিতা সম্পদন করতে পারবে সে যত তাড়াতাড়ি "মুহরিম" হয়ে যাবে তত তাড়াতাড়ি তার ইহরামের সাওয়াব পাওয়া শুরু হয়ে যাবে। (নিয়্যত ও মীকাতের বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে)

জাহাজের সুগন্ধিযুক্ত টিসুপেপার

সাবধান! উড়োজাহাজে অধিকাংশ সময় সেন্ট যুক্ত সুগন্ধিভরা টিসুপেপারের ছোট প্যাকেট দিয়ে থাকে। ইহরাম পরিধানকারীরা ওটা কখনো খুলবেন না। যদি হাতে সুগন্ধির স্যাতস্যাতে ভাব বেশি লেগে যায় তবে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। কম লাগলে তবে সদকা করতে হবে। যদি সুগন্ধির ভেজা অংশ না লাগেনি শুধু হাত সুগন্ধিময় হয়ে যায়, তবে এমতাবস্থায় কিছু হবে না।

---

[১] ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ব্যবহারের বিধিবিধানের বিস্তারিত বর্ণনা প্রশ্নোত্তর আকারে সামনে আসছে। হ্যাঁ, ইহরামের চাদর যদি পড়ে নিয়ে থাকেন কিন্তু এখনও নিয়্যত করে لَبَّيْكَ বলেননি, তখন সুগন্ধি লাগানো এবং সুগন্ধময় ফুলের মালা পরিধান করা সব জায়েয।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিদ্দা শরীফ থেকে মক্কায়ে মুয়ায্যমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا

জিদ্দা শরীফের বিমান বন্দরে পৌঁছে আপনার হাতে থাকা জিনিস পত্র সঙ্গে নিয়ে “লাব্বায়িক” পড়তে পড়তে খুবই নম্র অন্তরে বিমান থেকে নেমে আসবেন। কাষ্টমস অফিসের কাউন্টারে নিজের পাসপোর্ট ও হেল্থ সার্টিফিকেট চেক করাবেন। অতঃপর জিনিস পত্রের ষ্টক থেকে নিজের জিনিসপত্র চিহ্নিত করে পৃথক করে নিবেন। কাস্টম ইত্যাদি থেকে অব্যহতি পেতে এবং বাসের যাত্রার ব্যবস্থা করতে প্রায় ৬/৮ ঘন্টা সময় লাগতে পারে। খুব ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে কাজ করে যাবেন। জেদ্দা শরীফের হজ্ব টারমিনাল থেকে মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا দূরত্ব প্রায় ১/১.৫ ঘন্টায় শেষ হতে পারে। কিন্তু গাড়ির ভিড় এবং সরকারী নিয়ম কানুনের কঠোরতার কারণে অনেক ধরনের পেরেশানী সামনে আসতে পারে। বাস ইত্যাদির ও অপেক্ষা করতে হয়। প্রত্যেক অবস্থায় ধৈর্য্য ও সন্তুষ্টির প্রতীক হয়ে لَبَّيْكَ (তলবিয়া) পড়তে থাকবেন। রাগের বশবতী হয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে এবং শোরগোল করার দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়ার পরিবর্তে উল্টো আরো বেশী মুস্কিলে পড়া, ধৈর্য্যের সাওয়াব নষ্ট হওয়া এবং **আল্লাহর পানাহ!** মুসলমানকে কষ্ট দেয়া, গীবত, অপবাদ দেয়া, দোষ অন্বেষণ করা ও কুধারণা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহের আপদে ফেঁসে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এক চুপ শত সুখ। রওয়ানার তরকীব (ব্যবস্থা) হওয়ার পর জিনিস পত্র সহ নিজের মুয়াল্লিমের বাসের মধ্যে বসে লাব্বায়িকা পড়তে পড়তে মক্কা মুয়ায্যমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

মদীনার দিকে গমনকারীদের ইহরাম

যারা নিজের দেশ থেকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا সরাসরি যাত্রা করে, তাদেরকে ইহরাম ছাড়া এই যাত্রা করতে হবে। মদীনা শরীফ থেকে যখন মক্কা শরীফের দিকে আসবেন, ঐ সময় মসজিদে নববী শরীফ থেকে অথবা যুলখুলাইফা (অর্থাৎ আব্ইয়ারে আলী) থেকে ইহরামের নিয়্যত করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে গাড়ির ব্যবস্থা

জিদ্দা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, মিনা, আরাফাত, মুয্দালিফা, আর প্রত্যাবর্তনের সময় মক্কা শরীফ থেকে জিদ্দা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া এমনকি নিজ দেশ থেকে সরাসরি মদীনায়ে মুনাওওয়ারা অভিমুখীদেরও এই সুবিধা, প্রদাণ করা মুয়াল্লিমের দায়িত্ব। আর ইহার ফিঃ আপনার কাছ থেকে আগেই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। যখন আপনি প্রথমবার মক্কা শরীফে মুয়াল্লিমের অফিসে যাবেন ঐ সময়ের খাবার ও আরাফাত শরীফে দুপুরের খাবার আপনার মুয়াল্লিমের দায়িত্বে থাকবে।

সফরের ২৬ টি মাদানী ফুল

﴾১﴿ **সফরের** পথ যাওয়ার সময় আপনার প্রিয় ভাজন বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে ভূলত্রুটি ক্ষমা চেয়ে নিবেন, আর যাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, তাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা করে দেয়া। হাদীস শরীফে রয়েছেঃ যে ব্যক্তির নিকট তার কোন (ইসলামী) ভাই ক্ষমা চাওয়ার জন্য আসে, তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় ক্ষমা করে দেয়া। অন্যথায় হাউজে কাউছারে আসা তার নছীব হবেনা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬২৭ পৃষ্ঠা) । ﴾২﴿ যদি কারো আমানত আপনার কাছে থাকে কিংবা কর্জ থাকে, তবে ফেরত দিয়ে দিন। যাদের সম্পদ অন্যয়ভাবে গ্রহণ করেছেন তা তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিন। কিংবা তাদের থেকে ক্ষমা করে নিন। যদি তার ঠিকানা পাওয়া না যায়, ততটুকু পরিমান সম্পদ ফকীরদের মাঝে সদকা করে দিন। ﴾৩﴿ নামাজ, রোযা, যাকাতসহ যতগুলো ইবাদত আপনার জিম্মায় অনাদায়ী আছে, তা আদায় করে নিন। আর বিলম্ব করার দরুন অর্জিত গুনাহের জন্য তাওবাও করুন। এই মোবারক সফরের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র **আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য হওয়া চাই। লোক দেখানো ভাব ও অহংকার থেকে দূরে থাকবেন। ﴾৪﴿ ইসলামী বোনের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ স্বামী কিংবা প্রাপ্ত বয়স্ক বিশ্বস্থ নির্ভরশীল মুহরিম (অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিবাহ করা, সব সময় হারাম রয়েছে) এমন ব্যক্তি সাথে থাকবেনা তাদের জন্য এই হজ্বের সফর করাটা হারাম। যদি করে ফেলে তবে হজ্ব হয়ে যাবে কিন্তু তার প্রতিটি কদমে কদমে গুনাহ লিখা হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৫১ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(আর এই হুকুম শুধু হজ্বের সফরকারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক সফরের জন্য।) ﴾৫﴿ ভাড়ার গাড়ীতে যে সকল মালামাল বহন করবেন, প্রথমেই গাড়ির মালিককে তা দেখিয়ে নিবেন, আর থেকে এর অতিরিক্ত মালামার গাড়ীর মালিকের অনুমতি ব্যতীত রাখবেন না। **<u>ঘটনা</u>:** হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য একটি পত্র পেশ করলে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: উট ভাড়ায় নিয়েছি। এখন সাওয়ারীর মালিকের অনুমতি নিতে হবে। কেননা ইতিপুর্বে আমি তাকে সকল মালামাল দেখিয়ে নিয়েছি, আর এই পত্র হল তার অতিরিক্ত জিনিস। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা) ﴾৬﴿ হাদীসে পাকে আছে, যখন তিনজন ব্যক্তি (কোন) সফরে বের হবে তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমির (দলনেতা) বানিয়ে নিবে। (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬০৮) আর ইহা দ্বারা কাজ সুশৃংখল হয়। ﴾৭﴿ আর ঐ ব্যক্তিকে আমির বানাবেন যিনি সুন্দর চরিত্রধারী, জ্ঞানী, ধার্মিক এবং সুন্নাতের অনুসারী হয়। ﴾৮﴿ আর আমিরের উচিৎ নিজ সফর সঙ্গীদের খেদমত করা, আর তাদের আরামের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা। ﴾৯﴿ যখন সফরে বের হবেন তখন এভাবেই বিদায় গ্রহণ করবেন, যেমন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। যাওয়ার সময় এই দোআ পড়ুন:

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ وَّعۡثَآءِ السَّفَرِ وَکَاٰبَۃِ الۡمُنۡقَلَبِ
وَسُوۡٓءِ الۡمَنۡظَرِ فِی الۡمَالِ وَالۡاَھۡلِ وَالۡوَلَدِ ط

ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনার সম্পদ, পরিবার, পরিজন নিরাপদে থাকবে। ﴾১০﴿ সফরের পোশাক পরিধান করতঃ মাকরূহ সময় না হলে ঘরের মধ্যে চার রাকাত নফল নামায সুরা ফাতেহা ও সুরা ইখলাস দ্বারা আদায় করে বেরিয়ে পড়ুন। ঐ চার রাকআত আপনি ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আপনার পরিবার পরিজন ও সম্পদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবে। ﴾১১﴿ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী ও সুরা কাফেরুন থেকে সুরা নাস পর্যন্ত সূরা লাহাব ব্যতিত এই পাঁচটি সুরা প্রতিটি তাসমিয়্যাহ (বিসমিল্লাহ) সহ পড়ে নিবেন। শেষেও (তাসমিয়্যাহ) বিসমিল্লাহ শরীফ পড়বেন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلّ সফরের পূর্ণ পথে আরাম অর্জিত হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ সময় নিম্নে দেওয়া এই আয়তটি একবার পড়ে নিন, তাহলে নিরাপদে ফিরে আসবেন। اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ (পারা: ২০, সূরা: কছছ, আয়াত: ৮৫) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় যিনি আপনার উপর কুরআনকে ফরয (অপরিহার্য) করেছেন। তিনি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন যেখানে আপনি ফিরে যেতে চান।) ﴾১২﴿ মাকরুহ সময় না হলে আপন নিজের মহল্লার মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করুন।

উড়োজাহাজ ভূপাতিত হওয়া ও আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদে থাকার দোআ

﴾১৩﴿ উড়োজাহাজে আরোহন করে শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে এই দোআয়ে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم টি পড়ে নিন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّیْ ط وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ یَّتَخَبَّطَنِی الشَّیْطٰنُ عِنْدَ الْمَوْتِ ط وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِیْ سَبِیْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِیْغًا ط

অনুবাদ: ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দালান ভেঙ্গে পড়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থণা করছি ডুবে যাওয়া, জ্বলে পুড়ে যওয়া এবং এমন বার্দক্য থেকে[২] তোমার কাছে আরো আশ্রয় প্রার্থণা করছি ঐ বিষয় থেকে যে, শয়তান মৃত্যুর সময় আমাকে কুমন্ত্রণা দিবে। আরো আশ্রয় প্রার্থণা করছি ঐ বিষয় থেকে যে, আমি তোমার (দ্বীন ইসলামের) রাস্তা থেকে পৃষ্ট প্রদর্শণ করে মরে যাব এবং সাপের দংশনে মৃত্যু বরণ থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি।

[২] অর্থাৎ এমন বৃদ্ধাবস্থা থেকে যার কারণে জীবনের মূল উদ্দেশ্যই নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ ইলম ও আমল হ্রাস পেতে থাকে। (মিরাআত, ৪র্থ খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উঁচু স্থান থেকে নিচে পতিত হওয়াকে تَرَدِّيْ বলে, আর জ্বলে পুড়ে যাওয়াকে حَرَق বলে। হুজুরে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোআ প্রার্থনা করতেন। এই দোআটি উড়োজাহাজের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেহেতু এই দোআতে উঁচু স্থান থেকে পতিত হওয়া এবং আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করা হয়েছে, আর আকাশ পথের সফরে এই উভয় বিপদের সম্ভাবনা তাকে বিধায় আশা করা যায় যে, এই দোআটি পড়ার বরকতে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদে থাকে। ﴿১৪﴾ রেল, বাস বা কার ইত্যাদি গাড়ীতে بِسْمِ اللّٰهِ ,اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ,اَللّٰهُ اَكْبَرُ ও سُبْحٰنَ اللّٰهِ সবগুলো তিনবার তিনবার করে এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه একবার করে আদায় করবেন। অতঃপর পবিত্র কোরআন মজিদে বর্ণিত নিম্নের এই দোআটি পড়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ সাওয়ারী প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবেন। দোআটি এই:

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ সত্তার জন্যই পবিত্রতা, যিনি এই বাহন কে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিল না। এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তণ করতে হবে। (পারা: ২৫, সূরা: যুখরুফ, আয়াত: ১৩-১৪) ﴿১৫﴾ যখন কোন স্থানে নামবেন তখন দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে নিবেন। কেননা তা সুন্নাত। (যদি মাকরুহ ওয়াক্ত না হয়।) ﴿১৬﴾ যখন কোন স্থানে অবতরণ করবেন তখন এই দোআটি পড়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ ঐ গমন করার সময় কোন কিছু আপনার ক্ষতি করবে না। দোআটি এই:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(**অনুবাদ:** আমি **আল্লাহ**র পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা আশ্রয় চাই ঐ সকল খারাপ অনিষ্টতা থেকে যাকে তিনি সৃষ্টি করছে।) ﴿১৭﴾ يَا صَمَدُ ১৩৪ বার প্রত্যেক দিন পড়বেন। ক্ষুধা ও পিপাসার্ত হওয়া থেকে নিরাপদে থাকবেন। ﴿১৮﴾ যখন শত্রুর অথবা ডাকাতের ভয় হয় সূরা কোরাইশ পড়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ যে কোন বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা পাবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴾১৯﴿ শত্রুর ভয়ের সময় এই দোআটি পড়া খুবই উপকারী:

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِیْ نُحُوْرِھِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِھِمْ

অনুবাদ: **ইয়া আল্লাহ!** আমি আপনাকে তাদের বক্ষগুলোর প্রতিপক্ষ দাঁড় করছি এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থণা করছি। ﴾২০﴿ যদি কোন বস্তু হারিয়ে যায় তবে এটা বলুন:

یَاجَامِعَ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ط اِنَّ اللهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ۝ اِجْمَعْ بَیْنِیْ وَبَیْنَ ضَآلَّتِیْ

অনুবাদ: ওহে লোকদেরকে সেই দিন একত্রিতকারী! যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (আমাকে) আমার ও আমার হারানো বস্তুর মধ্যস্থানে একত্রিত করে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ বস্তুটি পেয়ে যাবেন। ﴾২১﴿ প্রতিটি উঁচু স্থানে আরেনাহণের সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন; আর নিচের দিকে নামার সময় বলবেন سُبْحٰنَ اللّٰه ﴾২২﴿ শোয়ার সময় একবার আয়াতুল কুরসি সর্বদা পড়ে নিন। যাতে চোর ও শয়তান থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়। ﴾২৩﴿ যখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন হাদিসে পাকের বর্ণনা মতে তিনবার এভাবে ডাকবেন: یَا عِبَادَ اللهِ اَعِیْنُوْنِیْ (অর্থাৎ) হে আল্লাহর বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য করুন। (হিসনে হাসীন, ৮২ পৃষ্ঠা) ﴾২৪﴿ সফর থেকে ফিরার সময়েও পূর্বে বর্ণিত সফরের আদব সমূহের যথাযথ খেয়াল রাখবেন। ﴾২৫﴿ লোকদের উচিৎ, হাজীদের অভ্যর্থণা জানিয়ে বরণ করা এবং তার ঘরে পৌঁছার পূর্বে তাঁর দ্বারা দোআ করানো। কেননা হাজী সাহেব আপন ঘরে পা না রাখা পর্যন্ত তার দোআ কবুল হয়। ﴾২৬﴿ নিজ দেশে পৌঁছে সর্বপ্রথম নিজ মহল্লার মসজিদে (যদি মাকরুহ সময় না হয়) দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নিবেন। ﴾২৭﴿ ঘরে পৌঁছেও দুই রাকআত (যদি মাকরুহ সময় না হয়) আদায় করে নিবেন। ﴾২৮﴿ অতঃপর সকলের সাথে খুশি মনে সুন্নাত নিয়মে সাক্ষাৎ করবেন।

(বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ১০৫১-১০৬৬ পৃষ্ঠা।)
(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ খন্ড, ৭২৬-৭৩১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সফরে নামাযের ৬টি মাদানী ফুল

﴾১﴿ শরীয়াতে মুসাফির ঐ ব্যক্তিকে বলে: যে তিন দিনের দূরত্বের স্থানে যাওয়ার নিয়্যতে আপন আবাসিক স্থান যেমন; শহর অথবা গ্রাম থেকে বের হল, শুকনা ভূমিতে সফরের ৩ দিনের দূরত্ব বলতে ৫৭.৫ মাইল (প্রায় ৯২ কি: মি:) উদ্দেশ্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ২৪৩, ২৭০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৪০, ৭৪১ পৃষ্ঠা) ﴾২﴿ যেখানে আপনি সফর করে পৌঁছেছেন সেখানে ১৫ দিন কিংবা তার বেশী দিন অবস্থান করার নিয়্যত থাকে, তখন আপনাকে মুসাফির বলা যাবে না বরং আপনি মুকীম (নিজ ঘরে স্থায়ী বসবাসকারী ব্যক্তির ন্যায়) হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আপনি নামাজকে কসর পড়বেন না। আর যদি ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান করার নিয়্যত হয়, তখনই আপনি নামাজ সমূহ কসর করে পড়বেন। অর্থাৎ জোহর, আসর ও এশার ফরজের রাকআত সমুহে চার চার এর স্থানে দুই দুই রাকআত ফরজ আদায় করবেন। ফজর ও মাগরিবে কসর নেই। অবশিষ্ট সকল সুন্নাত, বিতর ইত্যাদি পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করবেন। ﴾৩﴿ অসংখ্য হাজী সাহেব শাওয়ালুল মুকাররম অথবা জিলকাদাতুল হারাম মাসে মক্কায়ে মুকাররমা শরীফে পৌঁছে থাকেন্ যেহেতু হজ্বের দিন আসাতে অনেক সময় বাকী থাকে। সেহেতু কিছুদিন পর তাঁদেরকে আনুমানিক প্রায় ৯ দিনের জন্য মদীনায়ে মুনাওওয়ারায় পাঠানো হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তারা মদীনা শরীফে মুসাফির ই থাকবে। কিন্তু এর পূর্বে মক্কা শরীফে ১৫ দিনের চেয়ে কম সময় থাকলে সেখানেও মুসাফির হয়ে থাকবেন। হ্যাঁ, মক্কা অথবা মদীনা শরীফে অর্থাৎ একটি শহরে ১৫ অথবা এর চেয়ে বেশী দিন থাকার বাস্তবেই যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে ইকামত তথা মুকীমের নিয়্যত করলে বিশুদ্ধ হবে। ﴾৪﴿ যে ব্যক্তি ইকামতের নিয়্যত করল কিন্তু তার অবস্থাই বলে দেয় যে, সে ১৫ দিন অবস্থান করবে না, তবে নিয়্যত বিশুদ্ধ হবে না। যেমন; হজ্ব করতে গেলেন আর জুলহিজ্জাতুল হারাম মাস শুরু হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ১৫ দিন মক্কায়ে মুআয্যমায় অবস্থান করার নিয়্যত করল তখন তার এমন নিয়্যত করাটা অনর্থক। কেননা সে যখন হজ্বের নিয়্যত করছে তখন (১৫ দিন তার মিলবেই না, যেমন; জিলহজ্জের ৮ তারিখ) মীনায়, (এবং ৯ তারিখ) আরাফাতে অবশ্যই সে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব এতদিন পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৫ দিন ধারাবাহিক ভাবে) মক্কা শরীফে কিভাবে অবস্থান করতে পারবে? মীন শরীফ থেকে ফিরে এসে যদি ইকামতের নিয়্যত করে তবে বিশুদ্ধ হত, যখন সে বাস্তবিকই ১৫ অথবা এর বেশী দিন মক্কা শরীফে অপেক্ষা করতে পারে! যদি প্রবল ধারণা হয় যে, ১৫ দিনের মধ্যেই মদীনায়ে মুনাওওয়ারা অথবা নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে তাহলে এখনও তিনি মুসাফির থাকবেন। ﴿৫﴾ আজকের এই লিখার সময় পূর্ব হিসাবানুযায়ী জিদ্দা শরীফের জনবসতির শেষ সীমানা থেকে মক্কায়ে মুকাররমায় জন বসতির শুরু সীমার মধ্যকার দূরত্ব স্থল পথে ৫৩ কি:মি:, আর আকাশ পথে ৪৭ কি:মি:। আবার জিদ্দা শরীফের জনবসতির শেষ সীমানা থেকে আরাফাত শরীফ পর্যন্ত একটি সড়ক পথের হিসাব মতে ৭৮ কি:মি:, আর অন্য ২টি সড়ক পথের হিসাবানুযায়ী ৮০ কি:মি: দূরত্বের আর সফর। যেখানে বিমান বন্দর থেকে আকাশ পথের দূরত্ব ৬৭ কি:মি:। অতএব; জিদ্দা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ গেলে তখনও অথবা সরাসরি আরাফাত শরীফ পৌঁছে গেলে তখনও হাজ্বী সাহেব পূর্ণ (রাকাত) নামায পড়বে। ﴿৬﴾ উড়োজাহাজে ফরজ, বিতির, সুন্নাত এবং নফল ইত্যাদি সকল নামায উড়ন্ত অবস্থায় আদায় করতে পারবে। পূনরায় আদায় করারও প্রয়োজন নেই। ফরজ, বিতির এবং ফজরের সুন্নাত ক্বিবলামুখী হয়ে নিয়ম মত আদায় করুন। উড়োজাহাজের পিছনের অংশে, বাথরুম ও রান্নাঘর ইত্যাদির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভবপর হয়ে থাকে। অবশিষ্ট সুন্নাত এবং নফলগুলো উড়ন্ত অবস্থায় আপন সিটে বসে বসেও পড়তে পারেন। এ অবস্থায় ক্বিবলামুখী হওয়া শর্ত নয়। (আরো বেশী জানার জন্য মাকতাবাতুর মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **“নামাযের আহকাম”** নামক কিতাবে অন্তর্ভূক্ত **“মুসাফিরের নামায”** নামক রিসালা অধ্যয়ন করুন।)

রুকে হায়বত ছে জব মুজরিম তু রহমত নে কাহা বড় কর
চলে আও চলে আও ইয়ে ঘর রহমান কা ঘর হে। (যওকে না’ত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ এর ৩টি বানী

﴾১﴿ "(একজন) হাজী সাহেব নিজ পরিবারের মধ্য হতে ৪শত ব্যক্তিকে সুপারিশ করবে এবং গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেন সে ঐ দিনই আপন মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে।"

(মুসনদে বাজ্জার, ৮ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩১৯৬)

﴾২﴿ "হাজীর ক্ষমা হয়ে যায়, আর হাজী যার জন্য মাগফিরাতের দোআ করে তার জন্যও ক্ষমা রয়েছে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩য় খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫২৮৭)

﴾৩﴿ "যে ব্যক্তি হজ্ব অথবা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হয় এবং পথিমধ্যে (রাস্তায়) মৃত্যুবরণ করল, তার! আর তাকে বলাা হবে; اُدْخُلِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।"

(আল মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৮৮৩৫)

প্রত্যেক কদমে সাত কোটি নেকী

আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রজা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"আনোয়ারুল বিশারত"** গ্রন্থে পায়ে হেঁটে হজ্ব করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন যে, সম্ভব হলে আপনি পায়ে হেঁটে (মক্কা শরীফ থেকে মিনা, আরাফাত ইত্যাদিতে) যান, আর যখন আপনি মক্কা শরীফে ফিরে আসবেন, তখন আপনার প্রত্যেক কদমে বিনিময়ে ০৭ (সাত) কোটি নেকী লেখা হবে, আর এই নেকী সমুহ আনুমানিক হিসাবে সাত লক্ষ চুরাশি হাজার কোটি হয় এবং **আল্লাহ তাআলা** এর অনুগ্রহ তাঁরই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় এই উম্মতের উপর অগণিত রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭৪৬ পৃষ্ঠা) (লিখক) সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ আরজ করেন যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পুরাতন দীর্ঘ সড়কের অনুপাতে এই হিসাব করেছেন। এখন যেহেতু মক্কা শরীফ থেকে মিনায় যাওয়ার জন্য পাহাড় সমুহের মধ্যে সুড়ঙ্গ বের করা হয়েছে, আর পায়ে হেঁটে যাওয়া যাত্রীদের জন্য সড়ক খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহজ হয়ে গেছে। সে হিসেবে নেকী সমুহের সংখ্যা ও কমে আসবে। وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পায়ে হেঁটে হজ্বকারীর সাথে ফিরিস্তা গলা মিলায়

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন হাজী আরোহণ (কোন বাহণ) করে আসে তখন ফিরিস্তারা তাঁর সাথে মুসাফাহা করে (অর্থাৎ হাত মিলায়), আর যে হাজী পায়ে হেঁটে আসে ফিরিস্তা তার সাথে মুআনাকা করে (অর্থাৎ গলা মিলায়)।

(ইত্তেহাফুস সাদাতু লিয্ যুবাইদী, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

হজ্ব মধ্যবর্তী কুরআনের হুকুম

২য় পারার সূরা বাকারার ১৯৭ নং আয়াতে **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেছেন: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে না স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের আলোচনা করা হবে, না কোন গুনাহ, না কারো সাথে ঝগড়া হজ্বের সময় পর্যন্ত।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: (হজ্বের মধ্যে) আপনাকে ঐ সকল কথাবার্তা থেকে অবশ্যই অবশ্যই অনেক দূরে থাকতে হবে। যখন রাগ আসে অথবা ঝগড়া হয় বা কোন গুনাহের খেয়াল হয় তখন সাথে সাথে দ্রুত মাথা নিচু করে অন্তরের দিকে মনোনিবেশ করে এই আয়াতটির তিলাওয়াত করুন এবং দু’এককবার ‘লা হাওলা শরীফ’ পড়ুন। ঐ বিষয়গুলো চলে যেতে থাকবে। এরকম নয় যে শুধু হাজী সাহেবের পক্ষ থেকে ঐ বিষয়গুলোর প্রথমে শুরু হবে অথবা তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে ঝগড়া হয়ে যাবে বরং অনেক সময় পরীক্ষামূলক চলন্ত পথিকদেরকে সামনে ঠেলে দেয়া হয় যে, তারা কোন কারণ ছাড়া ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলে এমনকি গালি-গালাজ, অভিশাপ ও অপবাদ দিতেও কুন্ঠাবোধ করে না। তাই হাজী সাহেবকে সর্বদা এ ব্যাপারে সজাগ থাকা চায়। আল্লাহ না করুন, আবার যেন এমন হয়ে না যায় যে, দু’একটি বাক্যের কারণে সকল পরিশ্রম এবং ব্যয় করা সব অর্থ বরবাদ হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৬১ পৃষ্ঠা)

সামবাল কার পাও রাখনা হাজীয়ো! রাহে মদীনা মে
কহি এয়্যসা না হো সারা সফর বেকার হো জায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজীদের জন্য ইশ্কের পূঁজি থাকা জরুরী

সৌভাগ্যবান হাজীরা! হজ্বের জন্য যেভাবে প্রকাশ্য পুঁজির প্রয়োজন হয়, অনুরূপ অপ্রকাশ্য পুঁজিও খুবই প্রয়োজন। আর ঐ পূঁজি হল একমাত্র গভীর ইশক ও মহব্বত, আর প্রকাশ্য কথা যে, ইহা আশিকানে রাসুলদের নিকট পাওয়া যায়। ঘটনা: ছরকারে বাগদাদ, হুজুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে সম্ভোধন করে বললেন: এই ব্যক্তি এখনই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে এক কদমে আমার নিকট এসেছে যেন সে আমার কাছ থেকে ইশকের আদব সমুহ শিক্ষা গ্রহণ করে। (আখবারুল আখয়্যার, ১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কোন আশিকে রাসুলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন!

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ একজন কারামত ধারী ওলি ও আপন অন্তরে ইশকের পুঁজি অর্জনে তার চেয়ে উচ্চ স্তরের অপর ওলির দরবারে হাজেরী দিয়ে থাকে। আর আমরা কোন স্তরে ও কাতারের শামিল হই। তাই আমাদের উচিৎ কোন আশিকে রাসুল এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ইশকের আদাব সমুহ শিখে নেয়া। অতঃপর সফরে মদীনা শুরু করা।

পেহলে হাম শিখে করিনা, পির মিলে মুরিশদ ছে সিনা,
চল পড়ে আপনা সফিনা আওর পৌঁছ যায়ে মদীনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় হাজীরা! এখনই আমি আপনাদের নিকট খোদা তালাশকারী ও আশেকানে **মুস্তফা ও মুজতবা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশক ও মুহাব্বতের দিওয়ানা হাজীদের অন্তর কাঁপানো দু'টি আশ্চার্য ও অমূল্য কাহিনী উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। উহা পড়ুন এবং **মুহাব্বতে খোদাবন্দী ও ইশকে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তে মত্ত হতে থাকুন এবং আন্দোলিত হোন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রহস্যময় হাজী

হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আরাফাতের ময়দানে মানুষেরা একত্রিত হয়ে দোয়াতে লিপ্ত ছিল, তখন আমার দৃষ্টি একজন যুবকের উপর পড়ল। যিনি মাথানত করে লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বললাম: যুবক! তুমিও দোআ কর। সে বলল: আমার ঐ কথার ভয় হচ্ছে যে, যে সময় টুকু আমাকে দেওয়া হয়েছিল, তা হয়ত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি কোন মুখে দোআ করব। আমি বললাম: তুমিও দোআ কর। যেন আল্লাহ তাআলা তোমাকেও ঐ দোআ প্রার্থনাকারীদের দোআর বরকতে কামিয়াব করেন। হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: যেমাত্র সে দোআর জন্য হাত উঠানোর চেষ্টা করল। তার উপর এমন এক কম্পণভাব সৃষ্টি হয়ে গেল যে, সে একটি বিকট আওয়াজ মুখ থেকে বের হল ও চটপট করতে করতে পড়ে গেল এবং তার শরীর থেকে রূহ বের হয়ে গেল। (কাশফুল মাহজুব, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জবেহ হওয়া হাজী

হযরত সায়্যিদুনা জুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেছেন: আমি মিনা শরীফের ময়দানে একজন যুবক দেখলাম। সে আরামে বসে ছিল। যখন মানুষের কোরবানী করতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে সে শব্দ করে বলে উঠল: হে আমার প্রিয় আল্লাহ! তোমার সকল বান্দা কোরবানী করতে লিপ্ত রয়েছে। আর আমিও তোমার দরবারে আমার প্রাণকে কোরবাণী দিয়ে দিতে চাই। হে আমারই মালিক! আমাকে কবুল করুন। একথা বলে নিজ আঙ্গুল গলায় ঘুরাল এবং চটপট করতে করতে পড়ে গেল। আমি তখন নিকটে গিয়ে দেখলাম, সে নিজ প্রাণকে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

(কাশফুল মাহজুব, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইয়ে এক জান্ কিয়া হে আগর হু করোড়ো
তেরে নাম পর সব কো ওয়ারা করো মে। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিজের নামের সাথে হাজী লাগানো কেমন?

সম্মানিত হাজীগণ! আপনারা দেখলেন তো! হজ্ব এভাবেই হওয়া চাই। **আল্লাহ তাআলা** এ দুইজন বরকতময় হাজীদের ওসিলায় আমাদেরকে কোমল অন্তর নছীব করুন। **মনে রাখবেন!** প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য ইখলাছ শর্ত। **আফসোস!** এখন ইলমে দ্বীন এবং উত্তম সঙ্গ থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারণে আমাদের অধিকাংশ ইবাদত রিয়াকারীর আওতাভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে এখন আমাদের সকল কাজে লোক দেখানো, লৌকিকতার প্রবেশ অবশ্যই বুঝা যাচেছ। অনুরূপ এখন হজ্বের মত অত্যাধিক পূণ্যময় ইবাদতও লৌকিকতার ফাঁদে পড়ে যাচেছ। যেমন আমাদের অনেক ভাই হজ্ব পালন করার পরে নিজেকে নিজে হাজ্বী বলে। এবং নিজ কলমে নিজ নামের পূর্বে হাজী লিখে থাকে। হয়ত আপনি মনে করতে পারেন তাতে ক্ষতি কি? হ্যাঁ! বাস্তবে তাতে কোন ক্ষতিও নেই। যখন মানুষেরা আপনাকে নিজ ইচ্ছায় হাজী সাহেব বলে সম্বোধন করবে। তবে হে প্রিয় হাজীরা ! নিজ মুখে নিজেকে হাজী সাহেব বলায় নিজ ইবাদত কে নিজে প্রচার করা ব্যতীত আর কি হতে পারে? একটি ছোট হাস্যরস দ্বারা তা বুঝে নিন।

হাস্যরস

ট্রেন ঝক ঝক করে নিজ গন্তব্যের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। আর তাতে দুই ব্যক্তি কাছাকাছি বসা ছিল। একজন কথা শুরু করতেই জিজ্ঞাসা করল। জনাব আপনার নাম কি? উত্তর দিলেন: হাজী শফিক। আর আপনার নাম কি? দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল: প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিল "নামাযী রফিক"। হাজী সাহেব খুবই আশ্চর্য হল এবং জিজ্ঞাসা করল! হে নামাযী রফিক! ইহা তো খুবই আশ্চর্য জনক নাম মনে হচ্ছে। নামাযী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনি বলুন; কতবার আপনি হজ্ব পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন? হাজী সাহেব বলল: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! বিগত বছরেই তো হজ্বে গমন করেছিলাম। নামাযী ব্যক্তি তখন বলতে শুরু করলেন: আপনি জীবনে মাত্র একবার হজ্বে বায়তুল্লাহর সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরে নির্দ্বিধায় নিজে নিজেকে হাজী বলতে লাগলেন, আর আপনার কৃত হজ্বের প্রচার করতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। আর আমি তো অনেক বছর থেকে ধারাবাহিক দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ খুবই গুরুত্ব সহকারে পালন করে আসছি। তাই আমি যদি নিজে নিজেকে 'নামাযী' বলে থাকি, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে!

হজ্বের সাইন বোর্ড লাগানো কেমন?

আপনারা হয়ত বুঝে গেছেন। বর্তমানে তো লৌকিকতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য তামাশা যে, যখন হাজী সাহেব হজ্বে আসা-যাওয়া করে তখন কোন প্রকারের ভাল ভাল নিয়্যত ব্যতিরেকে পূর্ণ দালান ঝিলমিল বাতি দ্বারা সাজানো হয়। আর ঘরে 'হজ্ব মোবারক' নামে হজ্বের বোর্ড লাগিয়ে দেয়া হয়। বরং তাওবা! তাওবা!! দেখা যায় কোথাও কোথাও হাজী সাহেব তো ইহরাম পরিহিত অবস্থায় সুন্দর সুন্দর ছবি উঠায়। অবশেষে এগুলো কি? পলাতক হতভাগা পাপী উম্মত হয়ে, **নিজ আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে ধুম ধাম করে যাওয়া আপনি কি উচিৎ মনে করেন? না, কখনো না। বরং কান্না রত অবস্থায় আফসোস করতে করতে কম্পমান ভীত হৃদয়ে নম্র অবস্থায় হাজেরী দেওয়াই উচিত।

আঁচুও কি লড়ি বন রহি হো, আওর আহো ছে পাটতা হো সিনা।
বিরদে লব হো 'মদীনা মদীনা', জব চলে চুয়ে তৈয়্যবা সফীনা।
জব মদীনে মে হো আপনি আমদ, জব মে দেখো তেরা সব্‌য গুম্বদ।
হিচকিয়া বান্দ কর রোও বে হদ, কাশ! আজায়ে এয়্যছা করিনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বসরা থেকে পায়ে হেঁটে হজ্বে সফর!

ভাল ভাল নিয়্যত ব্যতিরেকে শুধু মাত্র নফসের স্বাদে পড়েও আত্মতৃপ্তির কারণে নিজ ঘরের উপর 'হজ্ব মোবারক' এর সাইন বোর্ড, ডিজিটাল ব্যানার ইত্যাদি লাগানো ব্যক্তিরা এবং নিজ হজ্বের ডাকাঢোল পিটিয়ে খুব চর্চাকারীরা একটি উঁচুস্তরের ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপণ করছি। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ হজ্বের জন্য বসরা নগরী থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। কেউ তাঁকে আরজ করল: আপনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ সাওয়ারীতে আরোহন করছেন না কেন? তিনি বললেন: পলাতক কোনো গোলাম! যখন তার মুনিবের দরবারে সন্ধির জন্য উপস্থিত হয়, তখন তাকে কি আরোহী হয়ে আসা উচিত? আমি এই মাথায় দিয়ে চলার মত পবিত্র ভূমিতে যেতে খুব বেশী লজ্জা অনুভব করি।

(তানবীহুল মুগতাররীন, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আরে যায়েরে মদীনা! তু খুশি ছে হাস রহা হে
দিল গমজাদা জো পা তা তু কুছ ওর বাত হেতি!

আমি তাওয়াফের যোগ্য নই

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ নকল করেন: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কে প্রশ্ন করা হল: আপনি কি কখনো কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করেছেন? (তিনি বিনয় প্রকাশ করে) বলেন: কোথায় বাইতুল্লাহ শরীফ আর কোথায় আমার নোংরা পা! আমি তো আমার পা গুলোকে বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করারও উপযুক্ত মনে করি না। কেননা এটা তো আমি জানি যে, এই পা কোথায় কোথায় এবং কেমন কেমন জায়গা অতিক্রম করেছে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদ্‌কায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উন্ কে দিয়ার মে তু কেয়ছে চলে পিরে গা?
আত্তার তেরী জুরআত! তু জায়ে গা মদীনা!!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাজীর উপর আত্ম-পছন্দ ও রিয়ার চরম আক্রমন

প্রিয় হাজীরা! প্রিয় মদীনার মুসাফিররা! সম্ভবত নামায রোযা ইত্যাদির তুলনায় হজ্বে অনেক বেশী বরং প্রতি কদমে রিয়াকারী আপদ সমূহ সামনে আসে। হজ্ব এমন একটি ইবাদত যা প্রথমতো প্রকাশ্য ভাবে করা হয়, আর দ্বিতীয়ত প্রত্যেকের তা নসীব হয়না। এজন্য লোকেরা বিনম্রভাবে সাক্ষাত করে, খুব সম্মান প্রদর্শন করে, হাতে চুমু দেয়, ফুলের মালা পরায়, দোআর আবেদন করে। এসব জায়গায় হাজী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় কেননা লোকদের বিশ্বস্থতামূলক আচরণের মধ্যে কিছু এমন স্বাদ থাকে যে, যার কারণে ইবাদতের বড় থেকে বড় কষ্টকেও ফুল মনে হয এবং অনেক সময় বন্দা আত্ম পছন্দ এবং রিয়াকারীর ধ্বংসলীলার গর্তের মধ্যে পতিত অবস্থায় থাকে কিন্তু তার এববের ব্যাপারে খবরও থাকেনা। তার মনে চাই যে, সব লোক আমার হজ্বে যাওয়ার বিষয়টি জানুক, যেন আমার সাথে এসে মিলিত হয়। মোবারকবাদ পেশ করে, উপহার দেয়, আমার গলায় ফুলের মালা পরিধান করিয়ে দিক, আমার নিকট দোআর জন্য আরজ করে, মদীনাতে সালাম আরজ করার জন্য খুবই বিনিতভাবে আবেদন করে, আর আমাকে বিদায় জানানোর জন্য ইয়ারপোর্ট পর্যন্ত আসে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রবৃত্তির চাহিদাসমূহের সমাহার এবং ইলমে দ্বীন না থাকার কারণে হাজী অনেক সময় "শয়তানের খেলনাতে" পরিণত হয় এজন্য শয়তানের ধোকা থেকে সাবধান থাকতে গিয়ে নিজের মনের মধ্যে খুবই বিনম্রতা সৃষ্টি করুন। প্রদর্শণীর ধরণ থেকে নিজেকে বাঁচান। খোদার কাসম! রিয়াকারীর শাস্তি কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**নেকীর দাওয়াত** (১ম খন্ড)" এর ৭৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস শরীফ রয়েছে;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃস্বন্দেহে জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, যার থেকে জাহান্নাম প্রতিদিন ৪০০ বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা এই উপত্যকা উম্মতে মুহাম্মদীয়া عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ঐ সকল রিয়াকারদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা কুরআনের হাফেজ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সদকাকারী, আল্লাহ তাআলার ঘরের হাজী এবং আল্লাহ তাআলার পথে বের হওয়ার ব্যক্তির জন্য।" (আল মুজামুল কাবীর, ১২তম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮০৩)

হাজীদের রিয়ার দু'টি উদাহরণ

নেকীর দাওয়াত ১ম খন্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে; ﴾১﴿ নিজের হজ্ব ও ওমরার সংখ্যা, কুরআনুল করীম তিলাওয়াতের প্রতিদিনের পরিমাণ, রজবুল মারাজ্জবের এবং শাবানুর মুআজ্জমের পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য নফলী রোযা সমূহ, নফল ইবাদত সমূহ, দরূদ শরীফের আধিক্য ইত্যাদি এজন্য প্রকাশ করা যেন বাহ্ বাহ্ দেওয়া হয়, আর লোকদের অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়ে। ﴾২﴿ এজন্য হজ্ব করা অথবা নিজের হজ্বকে প্রকাশ করা যেন লোকেরা হাজী বলে। সাক্ষাতের জন্য হাজির হয়। অনুনয় বিনয় করে দোআর জন্য অনুরোধ করে, মালা পরায়, উপহার ইত্যাদি পেম করে। (যদি নিজেকে সম্মনের পাত্র বানানো বা তোহফা পাওয়া উদ্দেশ্য না হয় বরং নেয়ামতের আলোচনা ইত্যাদি ভার ভার নিয়্যত সমূহ বিদ্যামান থাকে, তবে হজ্ব ও ওমরার কতা প্রকাশ করা, সম্মানী ব্যক্তিবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে একত্রিত করা এবং **"মাহাফিলে মদীনা"** আয়োজন করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বরং আখিরাতের জন্য সাওয়াবের কাজ। (রিয়াকারীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"নেকীর দাওয়াত"** এর ১ম খন্ডের ৬৩ পৃষ্ঠা থেকে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যায়ণ করুন।

মেরা হার আমল বছ্ তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাছ এয়ছা আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্মরণ রাখা জরুরী এমন ৫৫ টি পরিভাষা

হাজী সাহেবগণ নিম্নের পরিভাষাগুলো এবং স্থানের নাম সমূহ ইত্যাদি স্মৃতি পটে মুখস্ত করে নিন। এভাবে পরবর্তীতে সামনে পড়ার সময় اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার খুব সহজে বুঝে আসবে।

﴾১﴿ **আশহুরে হজ্বঃ-** হজ্বের মাস সমূহ অর্থাৎ শাওয়ালুল মুকাররম ও যুলকা'দাহ (উভয়টি পূর্ণ মাস) এবং জুলহিজ্জার প্রথম দশদিন।

﴾২﴿ **ইহরামঃ-** যখন হজ্ব কিংবা ওমরাহ অথবা একসঙ্গে উভয়ের নিয়্যত করে 'তালবিয়াহ' পাঠ করা হয়, তখন কিছু হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যায়, ইহাকে ইহরাম বলা হয়। আর রূপকভাবে ঐ সেলাই বিহীন চাদর সমূহকেও ইহরাম বলা হয়। যেগুলো ইহরামকারী ব্যবহার করে থাকে।

﴾৩﴿ **তালবিয়াহঃ-** অর্থাৎ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك....... শেষ পর্যন্ত পড়া।

﴾৪﴿ **ইজতিবাঃ-** ইহরামের উপরের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে এমন ভাবে বের করে কাঁধের উপর রাখবেন, যেন ডান কাঁধ খোলা (উন্মুক্ত) থাকে।

﴾৫﴿ **রমলঃ-** বুক ফুলিয়ে সদর্পে কাঁধদ্বয়কে হেলিয়ে দুলিয়ে ছোট্ট ছোট্ট করে পা ফেলে কিছুটা দ্রুতগতিতে চলা।

﴾৬﴿ **তাওয়াফঃ-** খানায়ে কা'বার চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করা। এক চক্করকে "শওত" বলা হয়। আর তার বহুবচন হয় "আশ্ওয়াত"।

﴾৭﴿ **মাতাফঃ-** যে স্থানে তাওয়াফ করা হয়।

﴾৮﴿ **তাওয়াফে কুদুমঃ-** মক্কা শরীফে প্রবেশ করেই প্রথম যে তাওয়াফ করা হয়। ইহা 'ইফরাদ' কিংবা ক্বিরান হজ্ব কারীদের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

﴾৯﴿ **তাওয়াফে যিয়ারতঃ-** এটাকে তাওয়াফে ইফাদাহও বলা হয়, আর তা হজ্বের একটি রোকন। এটা আদায়ের সময় হল ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক থেকে ১২ ই যিলহজ্জের সুর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। তবে এটা ১০ ই যিলহজ্জ পালন করে নেওয়া উত্তম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴾১০﴿ **তাওয়াফে বিদা:-** এটাকে 'তাওয়াফে রুখছত' এবং 'তাওয়াফে ছদর'ও বলা হয়ে। হজ্ব শেষে মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তা আদায় করতে হয়, আর তা বিশ্বের সকল বহিরাগত (মীকাতের বাইরের) হাজ্বীদের জন্য ওয়াজিব।

﴾১১﴿ **তাওয়াফে ওমরাহ:-** এটা ওমরাহ কারীদের উপর ফরজ।

﴾১২﴿ **ইস্তিলাম:-** হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া কিংবা হাত অথবা লাকড়ী দ্বারা স্পর্শ করে হাত কিংবা লাকড়ীকে চুমু দেয়া। অথবা হাত দ্বারা তার দিকে ইঙ্গিত করে হাতকে চুমু দেয়া।

﴾১৩﴿ **সাঈ:-** সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সাতবার প্রদক্ষিণ করা। (সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছলে একবার চক্কর হয় আর এভাবে মারওয়ায় গিয়ে সাত চক্কর পূর্ণ হবে)

﴾১৪﴿ **রমী:-** জামরাত (অর্থাৎ শয়তান সমুহের) উপর কংকর নিক্ষেপ করা।

﴾১৫﴿ **হলক:-** ইহরাম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হেরম শরীফের সীমানার মধ্যে পূর্ণ মাথা মুন্ডন করা।

﴾১৬﴿ **কচর:-** মাথার এক চতুর্থাংশের চুলগুলো প্রত্যেক চুল কমপক্ষে নিজ আঙ্গুলের এক দাগ বরাবর কর্তন করিয়ে নেয়া।

﴾১৭﴿ **মসজিদুল হারাম:-** মক্কায়ে মুকাররমার ঐ মসজিদ যাতে কা'বা শরীফ অবস্থিত।

﴾১৮﴿ **বাবুস সালাম:-** মসজিদুল হারামের ঐ দরজা মোবারক, যা দিয়ে প্রথম বার প্রবেশ করা উত্তম এবং তা পূর্ব দিকেই অবস্থিত। (বর্তমানে এটা সাধারণত বন্ধ থাকে)

﴾১৯﴿ **কা'বা:-** ইহাকে বাইতুল্লাহও বলা হয়, অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। ইহা পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, আর সমগ্র পৃথিবীর লোক ইহার দিকেই মুখ করে নামায আদায় করে থাকে। আর আশিক মুসলমানগণ এর তাওয়াফ করে থাকেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কা'বা শরীফের চার কোণার নাম

﴿২০﴾ **রুকনে আসওয়াদ:-** ইহা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। আর তাতেই জান্নাতি পাথর **'হাজরে আসওয়াদ'** স্থাপিত রয়েছে।

﴿২১﴾ **রুকনে ইরাকী:-** ইহা ইরাকের দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

﴿২২﴾ **রুকনে শামী:-** ইহা শাম (সিরিয়া) রাজ্যের দিকে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

﴿২৩﴾ **রুকনে ইয়ামানী:-** ইহা ইয়েমেনের দিকে পূর্ব কোণায় অবস্থিত।

﴿২৪﴾ **বাবুল কা'বা:-** রুকনে আস্ওয়াদ এবং রুকনে ইরাকীর মধ্যবর্তী পূর্ব দেওয়ালের মধ্যে জমি থেকে অনেক উঁচুতে স্বর্ণের দরজা।

﴿২৫﴾ **মুলতাজাম:-** রুকনে আসওয়াদ ও বাবুল কা'বার মধ্যবর্তী দেয়াল।

﴿২৬﴾ **মুছতাজার:-** রুকনে ইয়ামানীও রুকনে শামীর মধ্যভাগে অবস্থিত পশ্চিম দেয়ালের ঐ অংশ, যা মুলতাজামের বিপরীতে অর্থাৎ সোজা পিছনে অবস্থিত।

﴿২৭﴾ **মুছতাজাব ঃ-** রুকনে ইয়ামানী ও রুকনে আসওয়াদের মধ্যবর্তী দক্ষিণের দেয়াল। এখানে ৭০(সত্তর) হাজার ফিরিস্তা দোআর উপর আমিন বলার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এজন্যেই সায়্যিদী আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই স্থানের নাম **'মুছতাজাব'** রেখেছেন (অর্থাৎ দোআ কবুল হওয়ার স্থান)

﴿২৮﴾ **হাতীম:-** কা'বায়ে মুয়াজ্জামাহর উত্তর দেয়ালের পাশে অর্ধ গোলাকারের আকৃতিতে বাউন্ডারীর ভিতরের অংশটিকে হাতীম বলা হয়। ইহা কা'বা শরীফেরই অংশ। তাতে প্রবেশ করা মানে কা'বাতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করা।

﴿২৯﴾ **মিজাবে রহমত:-** স্বর্ণের নালা। ইহা রুকনে ইরাকী ও রুকনে শামীর উত্তর দেয়ালের ছাদে প্রতিস্থাপিত আছে। ইহা দ্বারা বৃষ্টির পানি **'হাতিমে'** ঝড়ে পড়ে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩০ **মকামে ইবরাহীমঃ-** কা'বা শরীফের দরজার সামনে একটি গম্বুজ আছে। যার মধ্যে ঐ জান্নাতী পাথর রয়েছে, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ সম্পাদন করেছিলেন। আর ইহা হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام রই জীবন্ত মুজিজা। এখনও ঐ বরকতময় পথেরের উপর তাঁর عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কদমাইন শরীফাইনের (পা দ্বয়ের) নকশা বিদ্যমান রয়েছে।

৩১ **বী'রে যমযম (যমযম কূপ):-** মক্কা শরীফের ঐ পবিত্র কুপ, যা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল জবিহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শিশু বয়সে তাঁর বরকতময় কদমের আঘাতে জারি হয়েছিল। (তফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা) এর পানি দেখা, পান করা, এবং শরীরে লাগানো সাওয়াব ও রোগের জন্য শিফা স্বরূপ, আর এই বরকতময় কুপ মকামে ইবরাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। (বর্তমানে এই কুপের জেয়ারত হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার)

৩২ **বাবুস্‌সাফা:-** মসজিদুল হারামের দক্ষিণের দরজা সমুহের একটি দরজার নাম। যার কাছাকাছি কূহে সাফা বা সাফা পাহাড় অবস্থিত।

৩৩ **কূহে ছাফা:-** কা'বা শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত।

৩৪ **কূহে মারওয়াহ:-** ইহা কূহে সাফার সামনে অবস্থিত।

৩৫ **মীলাইনে আখদ্বারাইন:-** অর্থাৎ দুই সবুজ নিশান বা চিহ্ন। সাফা থেকে মারওয়ার দিকে কিছু দূর যাওয়ার পর অল্প অল্প ব্যবধানে উভয় পাশের দেয়ালের উপর ও ছাদে সবুজ লাইট সমুহ লাগানো রয়েছে, আর এই দুটি সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈকালীন সময়ে পুরুষদেরকে দৌড়তে হয়।

৩৬ **মাস্‌আ:-** মীলাইনে আখদ্বারাইনের মধ্যবর্তী স্থান, যাতে সাঈকালীন পুরুষদেরকে দৌঁড়ানো সুন্নাত।

৩৭ **মীকাত:-** ঐ স্থানকে বলা হয়, মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাওয়া বহিরাগত (অর্থাৎ মীকাতের বাইরের) লোকদের ইহরাম ব্যতীত যা অতিক্রম করা জায়েয নেই। চাই সে ব্যবসা কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাকনা কেন, এমনকি মক্কা শরীফের স্থায়ী অধিবাসীরা যদি মীকাতের সীমানা থেকে বাইরে (যেমন তায়েফ কিংবা মদিনা শরীফ) যায়, তখন তাদের জন্যও ইহারাম ব্যতীত মক্কায়ে শরীফে প্রবেশ করা না জায়েয।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মীকাত ৫টি

﴾৩৮﴿ **জুল হুলায়ফাহঃ-** মদিনা শরীফ থেকে মক্কায়ে শরীফের দিকে ১০ কিলোমিটারের কাছাকাছিতে ইহা অবস্থিত। যা মদিনা শরীফের দিক দিয়ে আগত হাজীদের জন্য মীকাত। বর্তমানে ঐ স্থানের নাম 'আবইয়ারে আলী' كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم।

﴾৩৯﴿ **যা-তি ইর্‌কঃ-**ইরাকের দিক থেকে আগত হাজীদের জন্য এটাই মীকাত।

﴾৪০﴿ **ইয়ালাম্‌লামঃ-** পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানীদের মীকাত।

﴾৪১﴿ **জুহ্‌ফাহঃ-** শাম রাজ্যের (সিরিয়ার) দিক থেকে আগত হাজীদের মীকাত।

﴾৪২﴿ **করনুল মানাযিলঃ-** নজদ (বর্তমান রিয়াদ) এর দিক থেকে আগতদের জন্য মীকাত। এই স্থানটি তায়েফের কাছাকাছি।

﴾৪৩﴿ **হারমঃ-** মক্কা শরীফের চতুর্পাশের অনেক মাইল পর্যন্ত এর সীমানা। আর এই ভুমিকে সম্মান ও পবিত্রতার কারণে 'হারম' বলা হয়। প্রত্যেক দিক দিয়ে তার সীমানায় চিহ্ন দেয়া রয়েছে। হারমের জঙ্গলের পশু শিকার করা ও তরতাজা ঘাস ও গাছ কাটা হাজী ও গাইরে হাজী সর্ব সাধারণের জন্য হারাম। আর যে ব্যক্তি হারম সীমানায় বসবাস করে তাকে 'হারমী' কিংবা 'আহলে হারম' বলে।

﴾৪৪﴿ **হিলঃ-** হারম সীমানার বাইরের মীকাত পর্যন্ত ভুমিকে 'হিল' বলা হয়। এখানে ঐ সকল বস্তু হালাল হয় যা হারমের কারণে হারমের সীমানায় হারাম ছিল, আর যে ব্যক্তি হিল ভূমিতে বসবাস করেন, তাকে হিল্লী বলা হয়।

﴾৪৫﴿ **আ'ফাকীঃ-** ঐ ব্যক্তি, যে মীকাতের সীমানার বাইরে অবস্থান করে।

﴾৪৬﴿ **তান্‌য়ীমঃ-** ঐ স্থান, যেখান থেকে মক্কা শরীফে অবস্থান কালীন সময়ে ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে হয়। আর ইহা মসজিদুল হারম থেকে প্রায় ৭ (সাত) কিলোমিটার দূরে মদিনা শরীফের দিকেই অবস্থিত। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে যার নাম মসজিদে আয়েশা। লোকেরা এই স্থানকে 'ছোট ওমরা' বলে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৭ **জিয়িরানাহঃ-** হারমের সীমানার বাইরে মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ২৬ (ছাব্বিশ) কিলোমিটার দূরে তায়িফের পথে অবস্থিত। এখান থেকেও মক্কা শরীফে অবস্থান কালীন সময়ে ওমরার জন্য ইহরাম বাধা যায়। এই স্থানকে সাধারণ মানুষেরা 'বড় ওমরা' বলে থাকে।

৪৮ **মিনা:-** মসজিদুল হারাম থেকে ৫(পাঁচ) কিলোমিটার দূরে ঐ উপত্যকা যেখানে হাজীরা হজ্বের দিনগুলোতে অবস্থান করে, আর মিনা হারমের অন্তর্ভূক্ত।

৪৯ **জমরাতঃ-** মিনাতে ঐ তিনস্থান যেখানে কংকর সমুহ নিক্ষেপ করা হয়। প্রথমটির নাম জমরাতুল উখারা কিংবা জমরাতুল আকাবা বলে। ইহাকে বড় শয়তান ও বলা হয়। আর দ্বিতীয়কে জমরাতুল ওসতা (মধ্যম শয়তান) আর তৃতীয়কে জমরাতুল উলা (ছোট শয়তান) বলা হয়।

৫০ **আরাফাতঃ-** মিনা থেকে প্রায় ১১ (এগার) কিলোমিটার দুরে অবস্থিত ঐ ময়দান, সেখানে ৯ ই জুলহিজ্জা সকল হাজী সাহেবান একত্রিত হয়। আর ময়দানে আরাফাত শরীফ হারমভুক্ত স্থান নয়।

৫১ **জবলে রহমতঃ-** আরাফাত শরীফের ঐ পবিত্র পাহাড়, যার নিকটে অবস্থান করা উত্তম।

৫২ **মুজদালিফা:-** মিনা থেকে আরাফাতের দিকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি ময়দান, যেখানে আরাফাত হতে ফিরার সময় রাত্রিযাপন করা সুন্নাতে মুআক্কাদা, আর সুবহে সাদিক ও সুর্য উদিত হওয়ার সময়ের মাঝামাঝি সময়ে কমপক্ষে এক মুহুর্ত সময়ের জন্য অবস্থান করা ওয়াজিব।

৫৩ **মুহাচ্চিরঃ-** মুজদালিফার সাথে মিলিত ময়দান। এখানেই 'আযহাবে ফীলের' উপর আযাব নাযিল হয়েছিল। তাই এ পথ অতিক্রম করার সময় দ্রুত পথ চলা এবং আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

৫৪ **বতনে উরানা:-** আরাফাতের অতি নিকটে একটি জঙ্গল, যেখানে হাজীদের অবস্থান করা সঠিক নেই।

৫৫ **মাদ্আ:-** মসজিদে হারাম ও মক্কা শরীফের কবরস্থান **'জান্নাতুল মুয়াল্লার'** মধ্যবর্তী স্থান, যেখানে দোয়া করা মুস্তাহাব।

বড়ে দরবার মে পৌঁহছায়া মুঝকো মেরী কিছমত নে
মে সদকে যাঁও কিয়া কেহনা মেরে আচ্ছে মুকাদ্দার কা। (সামানে বখশিশ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোআ কবুল হওয়ার ২৯টি স্থান

সম্মানিত হাজীরা! এমনিতো হারামাঈন শরীফাঈনের প্রত্যেক স্থানে নূর সমুহ ও তাজল্লিয়াতের (কুদরতি ঝলক) বৃষ্টিপাত সর্বদা বর্ষণ হচ্ছে। তারপরও **"আহছানুল বিয়া লি আদাবিদ দোআ"** নামক কিতাব থেকে কিছু দোআ কবুল হওয়ার বিশেষ স্থান সমূহের উল্লেখ করা হচ্ছে। যেন আপনারা সেসব স্থানে খুব আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে দোআ করতে পারেন।

মক্কা শরীফের স্থান সমুহ এই, ﴾১﴿ মাতাফ ﴾২﴿ মুলতাজম ﴾৩﴿ মুছতাজার ﴾৪﴿ বাইতুল্লাহর ভিতরে ﴾৫﴿ মিজাবে রহমতের নিচে ﴾৬﴿ হাতীম ﴾৭﴿ হাজরে আসওয়াদ ﴾৮﴿ রুকনে ইয়ামানী, বিশেষত যখন তাওয়াফ কালীন সেদিক দিয়ে গমন করবে ﴾৯﴿ মকামে ইবরাহীমের পিছনে ﴾১০﴿ যমযম কুপের নিকটে ﴾১১﴿ সাফা ﴾১২﴿ মারওয়াহ ﴾১৩﴿ মাসআ বিশেষত সবুজ নিশানা সমুহের মধ্যবর্তী স্থানে ﴾১৪﴿ আরাফাতে, বিশেষত **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মওকিফের নিকটে। ﴾১৫﴿ মুজদালিফা বিশেষত মাশআরুল হারমে ﴾১৬﴿ মিনা ﴾১৭﴿ ০৩ (তিন) টি জামরাতের নিকটে ﴾১৮﴿ যখনই কা'বা শরীফে দৃষ্টি পড়ে, আর মদীনা শরীফের স্থান সমুহ এই ﴾১৯﴿ **মসজিদে নববী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ﴾২০﴿ মুয়াজাহা শরীফ। ইমাম ইবনুল জজরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: দোআ এখানে কবুল না হলে কোথায় কবুল হবে! (হিসনে হাসীন, ৩১ পৃষ্ঠা) ﴾২১﴿ মিম্বরে আত্হার এর নিকটে। ﴾২২﴿ মসজিদে নববী শরীফের পিলারের নিকটে। ﴾২৩﴿ মসজিদে কুবা শরীফে ﴾২৪﴿ 'মসজিদুল ফাতহে' বিশেষত বুধবারের জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে ﴾২৫﴿ অন্যান্য মসাজিদে তাইয়্যেবার যেগুলোর সাথে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। (যেমন মসজিদে গামামা, মসজিদে ক্বিবলাতাঈন ইত্যাদি) ﴾২৬﴿ ঐ সকল মোবারক কুপে যেগুলোর সাথে **সরওয়ারে কাউনাইন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক রয়েছে ﴾২৭﴿ জবলে উহুদ শরীফে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

《২৮》 মাশাহাদে মোবারাকাতে [৩] 《২৯》 মাজারাতে বাকীতে।

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে জান্নাতুল বাক্বীতে প্রায় ১০(দশ) হাজার সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরাম করছেন। আফসোস! ১৯২৬ইং সনে জান্নাতুল বাকীর মাজার সমূহকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে স্থানে স্থানে মোবারক কবর সমূহ ধ্বংস করে ওখানে সড়ক তৈরী করে দেয়া হয়েছে। তাই এখনো আমার 'সগে মদীনা' عُفِیَ عَنۡهُ জান্নাতুল বাক্বীর ভিতরে প্রবেশ করার স্পর্ধা হয় নি। যেন কখনো আবার কোন নূরানী মাযার শরীফের উপর আমার পা পড়ে না যায়, আর মাসআলাও এটাই যে, কোন মুসলমানের কবরে পা রাখা, এর উপর বসা ইত্যাদি সকল কিছুই হারাম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**'র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"কবরবাসিদের ২৫টি ঘটনা"** নামক রিসালার ৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ (কবরস্থানের কবরকে নিঃচিহ্ন করে) যেমন; নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে, তার উপর দিয়ে চলাফেরা করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা) বরং শুধুমাত্র অন্তরে যদি নতুন রাস্তার ধারণাও আসে সে অবস্থায়ও তার উপর চলাচল করা না জায়েজ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা) সুতরাং আশেকানে রাসুলদের প্রতি আমার আকুল আবেদন; তারা যেন বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করে। জান্নাতুল বাকী শরীফের মূল দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করাতে হবে তা জরুরী নয়। বিশুদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, কবরস্থানের বাইরে এমন স্থানে দাঁড়াবেন, যেখানে আপনার পিঠের দিকে থাকবে ক্বিবলা আর এভাবে বাকী শরীফে কবরস্থ ব্যক্তিদের চেহেরার দিকে আপনার মুখ থাকবে।

হে মাআচি হদছে বাহার ফির ভি যাহেদ গম নেহী
রহমতে আলম কি উম্মত, বন্দা হো গাফ্‌ফার কা। (সামানে বখশিশ)

---

[৩] মশাহিদ হল "মশ হদুন" এর বহুবচন। আর তার অর্থ হল হাজির হওয়ার স্থান। আর এখানে উদ্দেশ্য হল এই, যে স্থানে **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে অবশ্যই দোয়া কবুল হয়। আর বিশেষত মক্কা শরীফে ও মদীনা শরীফে অনেক স্থানে তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ নিয়ে গিয়ে ছিলেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর মুকাদ্দাস বাগান ইত্যাদি)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজ্বের প্রকারসমূহ

হজ্ব তিন প্রকারঃ ﴾১﴿ ক্বিরান ﴾২﴿ তামাত্তু ﴾৩﴿ ইফরাদ।

﴾১﴿ **ক্বিরানঃ-** ইহা সকল প্রকার থেকে উত্তম, আর এই হজ্ব আদায় কারীকে 'ক্বারিন' বলা হয়। আর এই প্রকারে হজ্ব ও ওমরা উভয়ের একসাথে ইহরাম বাঁধতে হয়। তবে ওমরাহ করার পর ক্বিরান কারী 'হলক' কিংবা 'কসর' করতে পারবেনা। বরং তাকে নিয়মমত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে। জুলহিজ্জার দশম কিংবা একাদশ কিংবা দ্বাদশ তারিখে কোরবানী করার পরে 'হলক' কিংবা কসর করিয়ে ইহরাম খুলবে।

﴾২﴿ **তামাত্তুঃ-** এই প্রকার হজ্ব আদায় কারীকে 'মুতামাত্তি' বলা হয়। ইহা হজ্বের মাস সমূহে মিকাত এর বাহির থেকে আগতদের জন্য আদায় করার সুযোগ রয়েছে। যেমন; পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্তান অথবা বাংলাদেশ থেকে আগত ব্যক্তিরা সাধারণত হজ্বে তামাত্তু করে থাকে। ইহাতে সহজতা হল, ওমরাতো হয়ে যায়। আর ওমরা আদায় করে নেয়ার পর 'হলক' কিংবা 'কসর' করার পর ইহরাম খুলে ফেলা হয়। অতঃপর জুলহিজ্জার ৮ তারিখ অথবা তার পূর্বে হজ্বের জন্য ইহরাম পরিধান করতে হয়।

﴾৩﴿ **ইফরাদঃ-** ইফরাদকারী হাজীকে 'মুফরিদ' বলা হয়। আর এই হজ্বে ওমরাহ অন্তর্ভূক্ত থাকে না। তাতে শুধু হজ্বেরই ইহরাম পরিধান করতে হয়। মক্কাবাসী এবং হিল্লী অর্থাৎ মীকাত ও হারমের সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান কারী ব্যক্তিদের জন্য (যেমন- জিদ্দা শরীফের বাসিন্দাগণ) হজ্বে ইফরাদ করে থাকে। কিরান অথবা তামাত্তু হজ্ব করলে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে। মিকাতের বাইরের হাজীরা অর্থাৎ আফাকীরা চাইলে হজ্বে ইফরাদ'ও করতে পারবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি

হজ্ব হোক কিংবা ওমরা, উভয়ের ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি একই তবে নিয়্যত ও শব্দাবলীতে অল্প পার্থক্য আছে। নিয়্যতের বর্ণনা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ সামনে আসছে। প্রথমে ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি: ﴾১﴿ নখ কেটে নিবেন। ﴾২﴿ বগল ও নাভীর নিচের চুল পরিষ্কার করে নিবেন। বরং পিছনের লোমও পরিষ্কার করে নিবেন। ﴾৩﴿ মিস্ওয়াক করবেন। ﴾৪﴿ ওজু করবেন। ﴾৫﴿ খুব ভালভাবে ঘষে মেজে গোসল করবেন। ﴾৬﴿ শরীরে ও ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন, আর ইহা সুন্নাত। হ্যাঁ; এমন খুশবু (যেমন শুকনা আতর) লাগাবেন না যার চিহ্ন কাপড়ে লেগে যায়। ﴾৭﴿ ইসলামী ভাইয়েরা সেলাই যুক্ত কাপড় খুলে একটি নতুন কিংবা ধোলাই করা সাদা চাদর উপরে(গায়ে) পরিধান করবেন, আর হুবহু এক রঙ্গের কাপড় দিয়ে তাহবন্দ (লুঙ্গি) পড়বেন। (লুঙ্গির জন্য মোটা সুতির কাপড়, আর (উপরের) উড়নার জন্য (বড়) তোয়ালে জাতীয় কাপড় হলে সুবিধা হয়। তাহবন্দের কাপড় মোটা হতে হবে যেন শরীরের অবয়ব রং ইত্যাদি দেখা না যায়, আর তোয়ালেও বড় সাইজের হলে ভাল হয়। ﴾৮﴿ পাসপোর্ট কিংবা টাকা ইত্যাদি রাখার জন্য পকেটযুক্ত বেল্ট হওয়া চাই যা বাঁধতে পারবেন। রেক্সিনের বেল্ট অধিকাংশ সময় ফেটে যায়। সম্মুখ অংশে চেইন বিশিষ্ট নীলেন কাপড়ের বেল্ট অথবা চামড়ার বেল্ট খুব বেশী মজবুত হয়ে থাকে এবং তা বছরের পর বছর ধরে কাজে আসে।

ইসলামী বোনদের ইহরাম

ইসলামী বোনেরা নিয়মানুযায়ী সেলাইযুক্ত কাপড় পরবেন। হাতা পর্দা ও মোজাও পরতে পারবেন। আর তারা মাথাও ঢেকে নিতে পারবেন, তবে মুখে উপর চাদর ঢেকে দিতে পারবেন না। পর পুরুষ থেকে মুখমন্ডল গোপন রাখতে হাত পাখা কিংবা কোনো কিতাব ইত্যাদি দ্বারা প্রয়োজনে আড়াল করে নিবেন। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য এমন কোন ধরনের বস্তু দ্বারা চেহারা ঢাকা সম্পূর্ণ হারাম, যা চেহারার সাথে একেবারে লেগে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইহরামের নফল কাজ সমূহ

যদি মাকরূহ সময় না হয়, তবে দুই রাকাত নফল নামাজ ইহরামের নিয়্যতে আদায় করে নিবেন। (পুরুষেরাও তখন মাথা ডেকে নিবেন) উত্তম এই যে, প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহা শরীফের পর সুরায়ে কাফিরুন, আর দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস শরীফ পড়বেন।

ওমরার নিয়্যত

এখন ইসলামী ভাইয়েরা মাথা খোলা রাখবেন, আর ইসলামী বোনেরা মাথার উপর নিয়ম মত চাদর পরিহিত রাখবেন। (যদি সাধারণ দিনের) ওমরা হয় তখনও, আর যদি **'হজ্বে তামাত্তু'** করতে যান তখনও, আর এভাবেই ওমরার নিয়্যত করবেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ وَاَعِنِّيْ عَلَيْهَا
وَبَارِكْ لِيْ فِيْهَا ط نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি ওমরা করার ইচছা করেছি। আমার জন্য তা সহজ করে দাও। আর আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর। আর তা পালন করতে আমাকে সাহায্য কর। আর তাকে (ওমরাকে) আমার জন্য বরকতময় করে দাও। আমি ওমরা পালন করার নিয়্যত করছি, আর আল্লাহর জন্য এর ইহরাম বেঁধেছি।

হজ্বের নিয়্যত

মুফরিদ ব্যক্তিও এভাবে নিয়্যত করবে আর তামাত্তুকারীও জুলহিজ্জার ৮ম তারিখ কিংবা তার পূর্বে হজ্বের ইহরাম বেঁধে নিম্নের শব্দাবলী দ্বারা নিয়্যত করবে:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ وَاَعِنِّيْ عَلَيْهِ
وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ ط نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهٖ لِلّٰهِ تَعَالٰى ط

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** আমি হজ্বের ইচ্ছা করেছি। তা আমার জন্যে সহজ করে দাও। আর আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর। আর তাতে আমার সাহায্য কর। আর উহাকে আমার জন্য বরকতময় করে দাও। আমি হজ্বের নিয়্যত করেছি এবং আল্লাহর জন্যে এর ইহরাম বেঁধেছি।

কিরান হজ্বের নিয়্যত

হজ্বে কিরানকারী ব্যক্তি হজ্ব ও ওমরা উভয়ের জন্য এক সঙ্গে নিয়্যত করবে। আর সে এভাবেই নিয়্যত করবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَیَسِّرْهُمَا لِیْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّیْ ط

نَوَیْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهِمَا مُخْلِصًا لِّلّٰهِ تَعَالٰی ط

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** আমি ওমরা ও হজ্ব উভয়ের জন্য ইচ্ছা করেছি। তুমি উভয়কে আমার জন্যে সহজ করে দাও। আর উভয়কে আমার পক্ষে কবুল কর। আমি ওমরা ও হজ্ব উভয়ের নিয়্যত করেছি। আর একমাত্র আল্লাহর জন্যই উভয়ের ইহরাম বেঁধেছি।

লাব্বায়িকঃ

আপনি ওমরার নিয়্যত করুন কিংবা হজ্বের কিংবা হজ্বে কিরানের জন্য তিনটি পদ্ধতিতেই নিয়্যতের পর কমপক্ষে একবার লাব্বায়িক বলা আবশ্যক। আর তিনবার বলা উত্তম। আর লাব্বায়িক হল এইঃ-

لَبَّیْکَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ ط لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ ط

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ ط لَاشَرِیْکَ لَکَ ط

অনুবাদঃ আমি হাজির হয়েছি। **হে আল্লাহ!** আমি হাজির হয়েছি। হ্যাঁ, আমি হাজির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির হয়েছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা এবং নেয়ামত সমুহ তোমারই। আর তোমারই জন্য সকল ক্ষমতা। তোমার কোন অংশীদার নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওহে মদীনার মুসাফিররা! আপনার ইহরাম শুরু হয়ে গেছে, এখন লাব্বায়িকই আপনার ওজিফা। চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে এটা খুব বেশী করে যপতে থাকুন।

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বানী: ﴾১﴿ যখন লাব্বায়িক পাঠকারী লাব্বায়িক বলে, তখন তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। আরজ করা হল, **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কি জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! (মু'জাম আওসাত, ৫ম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৭৭৯) ﴾২﴿ মুসলমান যখন লাব্বায়িক বলে, তখন তার ডানে বামে জমিনের শেষ সীমানা পর্যন্ত যত পাথর, গাছ এবং ঢিলা রয়েছে সবগুলো লাব্বায়িক বলে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮২৯)

অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই লাব্বায়িক পড়ুন

এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে, অন্য মনস্ক হয়ে না পড়ে যথাসাধ্য খুশু ও খুজুর সাথে (অন্তরের একনিষ্টতা ও বিনয়ের সাথে) এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে লাব্বায়িক পড়া উচিত। ইহরামকারী লাব্বায়িক বলার সময় আপন প্রিয় রব **আল্লাহ তাআলা**কে উদ্দেশ্য করে আরজ করে: লাব্বায়িক অর্থাৎ **"আমি হাজির হয়েছি"** আপন মা-বাবাকে কেউ যদি এই শব্দগুলো বলে তখন সে অবশ্যই নিঃসন্দেহে গভীর মনোযোগের সাথে বলবে। অতএব আপন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করা ও দয়া লাভে ধন্য হওয়ার ক্ষেত্রে কেমন বিনয়ীভাব ও সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা চায়। এ ব্যাপারটি প্রত্যেক বিবেক বান ব্যক্তিরই বুঝে আসবে। এ বিষয়ে হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: এক ব্যক্তি **"লাব্বায়িক"** এর বাক্যগুলো পড়বেন আর বাকীরা তার সাথে সাথে পড়বে। এটা মুস্তাহাব নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং নিজেই তালবীয়া পড়বে।

(আল মাসলাকুল মুতাকাসসিত লিলকারী: ১০৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লাব্বায়িক বলার পরের একটি সুন্নাত

লাব্বায়িক থেকে অবসর হয়ে দোআ প্রার্থনা করা সুন্নাত যেমনি ভাবে হাদীস শরীফে রয়েছে; **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন লাব্বায়িক থেকে অবসর হতেন, তখন **আল্লাহ তাআলা**র নিকট তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রার্থনা করতেন। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইতেন। (মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, ১২৩ পৃষ্ঠা) নিঃস্বন্দেহে আমাদেরই **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি **আল্লাহ তাআলা** সন্তুষ্ট এতে কোন সন্দেহ নেই। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিশ্চিত জান্নাতি। বরং **আল্লাহ তাআলা** এর রহমতে ও দানক্রমে তিনি জান্নাতের মালিক। তবে এই সকল দোআ আরো অনেক হিকমতের সাথে সাথে উম্মতের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। যেন আমরাও সুন্নাত বুঝে দোআ করে নিই।

লাব্বায়িকের ৯টি মাদানী ফুল

﴾১﴿ উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, অযু অবস্থায়, অযু বিহীন অবস্থায়, মোট কথা সর্বাবস্থায় 'লাব্বায়িক' বলতে থাকবেন। ﴾২﴿ বিশেষত উচুঁ স্থানে চড়তে, ঢালু স্থানে নামার সময় বা সিঁড়িতে উঠার সময় কিংবা নামার সময়, দুই কাফেলা পরস্পর সাক্ষাৎ হলে, সকাল, বিকাল, শেষরাতে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে, মোট কথা প্রত্যেক অবস্তার পরিবর্তনে লাব্বায়িক বলবেন। ﴾৩﴿ যখনই লাব্বায়িক পড়া শুরু করবেন, কমপক্ষে তিনবার পড়বেন। ﴾৪﴿ মু'তামির অর্থাৎ ওমরাকারী আর 'তামাত্তু' হজ্বকারীরাও ওমরা করার সময় যখন কা'বা শরীফের তাওয়াফ শুরু করবে তখনই হাজরে আসওয়াদকে প্রথমবার চুমু দিয়ে লাব্বায়িক বলা ত্যাগ করবেন। ﴾৫﴿ 'মুফরিদ' ও 'কারিন' লাব্বায়িক বলা জারি রেখে মক্কা শরীফে অবস্থান করবে। কেননা তার লাব্বায়িক ও তামাত্তু হজ্বকারী যখন হজ্বের ইহরাম বাঁধবে, তাঁর লাব্বায়িক ধ্বনি জুলহিজ্জার দশম দিবসে জমরাতুল আকাবাতে (অর্থাৎ বড় শয়তানে) প্রথম বার কংকর নিক্ষেপ করার সময়েই শেষ হবে। ﴾৬﴿ ইসলামী ভাইয়েরা উচ্চ আওয়াজে লাব্বায়িক বলবেন, তবে এতটুকু বড় আওয়াজ না হওয়া চাই যা দ্বারা নিজের কিংবা অন্যের কষ্ট হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴾৭﴿ ইসলামী বোনেরা যখন লাব্বায়িক বলবেন, খুবই নিম্নস্বরে বলুন আর এই কথা সর্বদার জন্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা অন্তরে মুখস্ত করে নিবেন যে, হজ্ব ব্যতীতও আপনি যখন কিছু পড়বেন তাতে এতটুকু আওয়াজ করা প্রয়োজন, যা নিজে কানে শুনেন। যদি বদির কিংবা পরিবেশ গত কারণে শুনা না যায়, তখন কোন ক্ষতি নেই। তবে এতটুকু শব্দে আদায় করতে হবে, যেন কোন অসুবিধা না হলে নিজ কানে শুনা যাবে। ﴾৮﴿ ইহরামের জন্য নিয়্যত করা শর্ত। যদি নিয়্যত ছাড়া লাব্বায়িক বলা হয় ইহরাম হবেনা। অনুরূপভাবে একা নিয়্যতও যথেষ্ট হবে না। যদি না আপনি লাব্বায়িক কিংবা তদস্থলে তার সামর্থ জ্ঞাপক কোন বাক্য বলেন। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা) ﴾৯﴿ ইহরামের জন্য একবার মুখে লাব্বায়িক বলা জরুরী। আর যদি তদস্থলে سُبۡحٰنَ اللهِ কিংবা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ কিংবা لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ কিংবা অন্য কোন শব্দে জিকরুল্লাহ করে থাকেন, আর ইহরামের নিয়্যত করে নিন, তাহলে ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু লব্বায়িক বলাই সুন্নাত। (প্রাগুক্ত)

করো খুব ইহরাম মে লাব্বায়িক কি তাকরার
দে হজ্ব তা শরফ হার বরছ রব্বে গাফ্ফার।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিয়্যত প্রসঙ্গে জরুরী নির্দেশনা

মনে রাখবেন! অন্তরের ইচ্ছাকেই নিয়্যত বলা হয়। নামাজ, রোজা, ইহরাম যাই হোকনা কেন, যদি অন্তরে ইচ্ছা বিদ্যমান না থাকে। শুধু মুখে নিয়্যতের শব্দাবলী উচ্চারণ করাতে নিয়্যত আদায় হবে না। আর এ কথাও ভালভাবে মনে রাখা চাই যে, নিয়্যতের শব্দাবলী আরবী ভাষায় বলা আবশ্যক নয়। নিজ নিজ মাতৃভাষায়ও বলা যেতে পারে। বরং শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ করাও বাধ্যতামুলক নয়। শুধু অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট হবে। তবে মুখে উচ্চারণ করে নেয়া উত্তম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর আরবী ভাষায় হলে অধিক উত্তম। কেননা ইহা আমাদেরই **মাক্কী মাদানী সুলতান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাতৃ মধুর প্রিয় ভাষা। আরবী ভাষায় যখন আপনি নিয়্যতের শব্দাবলী বলবেন তখন তার অর্থও অবশ্যই আপনার স্মৃতিতে থাকা চাই।

ইহরামের অর্থ

ইহরামের শাব্দিক অর্থ: হারাম করা। কেননা ইহরাম পরিধান কারীর উপর অনেক হালাল জিনিসও হারাম হয়ে যায়। ইহরাম পরিধানকারী ইসলামী ভাইকে **'মুহরিম'**, আর ইসলামী বোনকে 'মুহরিমা' বলা হয়।

ইহরামে নিম্নের কাজসমূহ হারাম

﴾১﴿ ইসলামী ভাই কোন সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। ﴾২﴿ মাথায় টুপি কিংবা উড়না, ইমামা কিংবা রুমাল ইত্যাদি পরিধান করা। ﴾৩﴿ পুরুষেরা মাথায় কাপড়ের গাইট উঠানো। (ইসলামী বোনেরা মাথায় চাদর জড়ানো এবং তাদের জন্য মাথায় উপর কাপড়ের গাইট উঠানো নিষেধ নয়। ﴾৪﴿ পুরুষের জন্য হাত মোজা পরিধান করা। (তবে ইসলামী বোনদের জন্য নিষেধ নয়।) ﴾৫﴿ ইসলামী ভাই এমন কোন মোজা কিংবা জুতা পরিধান করতে পারবে না, যাতে নিজ পায়ের মধ্য ভাগ(অর্থাৎ পায়ের মধ্যভাগের খোলা অংশ) গোপন হয়ে যায়। (পাতলা চপ্পল পরতে পারবেন।) ﴾৬﴿ শরীর, পোষাক কিংবা চুলে সুগন্ধি লাগানো। ﴾৭﴿ বিশুদ্ধ সুগন্ধি যেমন এলাচী লং, দারুচিনি, জাফরান এসব বস্তু খাওয়া কিংবা আঁচলে বেঁধে নেয়া। এসব বস্তু যদি কোন খাদ্যে কিংবা তরকারী ইত্যাদিতে দিয়ে পাকানো হয়ে থাকে, এর পর তা থেকে যদি সুগন্ধিও ছড়ায় তারপরও খাওয়াতে তা কোন অসুবিধা নেই। ﴾৮﴿ সহবাস করা, চুমু খাওয়া, শরীর স্পর্শ করা, গলাগলি করা, (অর্থাৎ জড়িয়ে ধরা) স্ত্রীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। শেষোক্ত ৪টি কাজ অর্থাৎ সহবাস ছাড়া বাকী কাজগুলো উত্তেজনা বশত হতে হবে। ﴾৯﴿ লজ্জাহীন (ফাহেশা) কথাবার্তা বলা , অথবা ঐরূপ কাজ করা, আর যে কোন গুনাহ করা সর্বদা হারাম ছিল, আর এখন আরো বেশী হারাম হয়ে গেল। ﴾১০﴿ কারো সাথে দুনিয়াবী লড়াই কিংবা ঝগড়া করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴾১১﴿ জঙ্গলের পশু শিকার করা অথবা এর শিকারে কোন প্রকারের সাহায্য সহযোগীতা করা, তার মাংস কিংবা ডিম ইত্যাদি ক্রয় করা, বিক্রি করা অথবা খাওয়া। ﴾১২﴿ নিজের নখ কাটা কিংবা অন্যের নখ কেটে দেয়া, অথবা অন্যের দ্বারা নিজের নখ কাটানো। ﴾১৩﴿ মাথা কিংবা দাড়ির খত বানানো, বগল পরিষ্কার করা, নাভীর নিচের চুল উঠিয়ে নেয়া বা পরিষ্কার করা, বরং মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোন অঙ্গ থেকে কোন চুল তুলে নেয়া। ﴾১৪﴿ রং কিংবা মেহেদীর হিজাব লাগানো। ﴾১৫﴿ জয়তুন কিংবা তিলের তেল চাই, ঐ তৈল সুগন্ধিহীন হোক, চুলে কিংবা শরীরে লাগানো। ﴾১৬﴿ কারো মাথা মুন্ডিয়ে দেয়া। চাই সে ইহরামে হোক বা না হোক। (হ্যাঁ, তবে ইহরাম থেকে বের হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল, তাহলে এখন সে নিজের কিংবা অন্যের মাথা মুন্ডাতে পারবে।) ﴾১৭﴿ উকুন মেরে ফেলা, ফেলে দেয়া, কিংবা অন্য কাউকে মারার প্রতি ইশারা করা, কাপড় গুলোকে তাদের মেরে ফেলার জন্য ধোয়া কিংবা তাপে দেওয়া, উকুন মারার উদ্দেশ্যে মাথায় কোন প্রকারের ঔষধ ব্যবহার করা। মূলতঃ যে কোন ভাবে তা (উকুন) ধ্বংস করার কারণ হওয়া।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৭৮, ১০৭৯ পৃষ্ঠা)

ইহরাম অবস্থায় নিচের কাজ সমূহ করা মাকরূহ

﴾১﴿ শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা। ﴾২﴿ চুল কিংবা শরীর সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করা। ﴾৩﴿ চিরুনী ব্যবহার করা। ﴾৪﴿ এমন ভাবে চুলকানো যাতে চুল (লোম, কেশ) ঝড়ে পড়ার কিংবা উকুন পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ﴾৫﴿ জামা কিংবা শেরওয়ানী ইত্যাদি পরিধানের মত করে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নেয়া। ﴾৬﴿ জেনে বুঝে সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া। ﴾৭﴿ সুগন্ধিযুক্ত ফল কিংবা পাতা যেমন লেবু, পুদিনা, নারঙ্গী ইত্যাদির ঘ্রাণ নেওয়া। (খাওয়ার মধ্যে এসবের কোন অসুবিধা নেই) ﴾৮﴿ আতর বিক্রেতার দোকানে এই নিয়্যতে বসা, যেন সুগন্ধি আসে। ﴾৯﴿ চড়ানো সুগন্ধি হাত দ্বারা স্পর্শ করা। যদি হাতে নালাগে তখন মাকরুহ হবে, অন্যথায় হারাম হবে। ﴾১০﴿ এমন কোন বস্তু খাওয়া কিংবা পান করা, যার মধ্যে খুশবু পড়েছে তা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। না হয় তা রান্না হয়েছে নতুবা আর ঘ্রাণ দূরীভূত হয়ে গেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴾১১﴿ কা'বা শরীফের গিলাপের ভিতর এভাবে প্রবেশ করা যাতে গিলাপ শরীফ মাথা কিংবা মুখমন্ডলে লেগে যায়। ﴾১২﴿ নাক ও মুখের কোন অংশ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা। ﴾১৩﴿ সেলাইহীন কাপড় রিপু করা, কিংবা পাট্টা (তালি) লাগানো পরিধান করা। ﴾১৪﴿ বালিশে মুখ রেখে উপুড় হয়ে শয়ন করা। (ইহরাম ছাড়াও উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষেধ রয়েছে, হাদীস শরীফে এভাবে শয়ন করাকে জাহান্নামীদের নিয়ম বলা হয়েছে।) ﴾১৫﴿ তাবীজ, যদিও তা সেলাইহীন কাপড়ে বেঁধে নেয়া হোক না কেন, তা শরীরে জড়ানো মাকরুহ হবে। হ্যাঁ, যদি সেলাইহীন কাপড়ে বাঁধা তাবীজ বাহু ইত্যাদি কোন জায়গায় না বেঁধে বরং গলাতে ঝুলিয়ে নেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। ﴾১৬﴿ মাথা কিংবা মুখের উপর পাট্টি বাঁধা। ﴾১৭﴿ বিনা প্রয়োজনে শরীরের উপর পাট্টি বাঁধা। ﴾১৮﴿ কোন রকম সাজ সজ্জা গ্রহণ করা। ﴾১৯﴿ চাদর জড়িয়ে তার মাথায় গিরা দিয়ে দেয়া যদি মাথা খোলা থাকে। অন্যথায় হারাম হবে। ﴾২০﴿ লুঙ্গির (তাহবান্দের) উভয় পার্শ্বে গিরা দিয়ে দেয়া। ﴾২১﴿ টাকা ইত্যাদি রাখার নিয়্যতে পকেটযুক্ত বেল্ট বাঁধার অনুমতি আছে। তবে শুধু তাহবন্দকে শক্ত করে চেপে ধরার নিয়্যতে বেল্ট বাইলট কিংবা রশি ইত্যাদি বাঁধা মাকরূহ।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৭৯, ১০৮০ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইহরাম অবস্থায় নিম্নে বর্ণিত কাজ সমূহ জায়িয

﴿১﴾ মিসওয়াক করা। ﴿২﴾ আংটি পরা[৪]। ﴿৩﴾ সুগন্ধিবিহীন সুরমা লাগানো কিন্তু মুহরিম ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন ছাড়া তা ব্যবহার করা মাকরূহে তানযিহি। (সুগন্ধিযুক্ত সুরমা একবার অথবা দুইবার লাগালে 'সাদকা' দিতে হবে, আর তিনবার লাগালে 'দম' দিতে হবে। ﴿৪﴾ ময়লা দুরীভুত করা ছাড়া গোসল করা। ﴿৫﴾ কাপড় ধৌত করা (তবে উকুন মারার উদ্দেশ্য করলে হারাম হবে।) ﴿৬﴾ মাথা কিংবা শরীর আস্তে আস্তে চুলকানো যেন চুল(লোম, কেশ) না পড়ে। ﴿৭﴾ ছাতা ব্যবহার করা কিংবা কোন কিছুর ছায়ায় বসা। ﴿৮﴾ চাদরের আচল সমূহকে তাহবন্দের মধ্যে গুছিয়ে নেয়া। ﴿৯﴾ দাড়কে টানাটানি করা। ﴿১০﴾ ভাঙ্গা নখকে পৃথক করা। ﴿১১﴾ ফোঁড়া ফেঁটে দেয়া। ﴿১২﴾ চোখে পড়া চুলগুলো পৃথক করা। ﴿১৩﴾ খতনা করা। ﴿১৪﴾ লোম না মুন্ডিয়ে শিঙ্গা লাগানো।

---

[৪] আংটির ব্যাপারে বিনীত হচ্ছে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান খিদমতে এক সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ পিতলের আংটি পরিহিত অবস্থায় (বসা) ছিলেন। **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "কি ব্যাপার! তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ আসছে? তখন তিনি ঐ (পিতলের) আংটি খুলে ফেলে দিলেন। পুনরায় আংটি পড়ে উপস্থিত হলেন। (তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরমাদ করলেন: কি ব্যাপার! তুমি জাহান্নামীদের অলংকার পড়ে আছো? তখন তিনি সেটিও ফেলে দিলেন। অতঃপর আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! কোন ধরনের আংটি তৈরী করব? ইরশাদ করলেন: চাঁদির (রূপার) বানাও এবং (ওজনে) এক মিসকাল পূর্ণ করোনা। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২২৩) অর্থাৎ সাড়ে চার মাশা তেকে কম ওজনের হতে হবে। ইসলামী ভাইয়েরা যদি কখনও আংটি পড়েন তাহলে শুধুমাত্র চাঁদিরতৈরী সাড়ে চার মাশা (অর্থাৎ ৩৭৪ মি:গ্রাম) থেকে কম ওজনের চাঁদির তৈরী একটি মাত্র আংটি পড়বেন। একটির চেয়ে বেশী পড়বেন না, আর ঐ একটি আংটিতে পাথরও যেন একটিই হয়। একের চেয়ে অধিক পাথর যেন না হয়। আবর পাথর বিহিন আংটিও পড়তে পারবেন না। স্বর্ণ, রূপা অথবা অন্য যেকোন ধাতুর চেইন গলায় পরিধান করা গুনাহ। ইসলামী বোনেরা স্বর্ণম চাঁদির (রূপা) তৈরী আয়টি এবং চেইন ইত্যাদি পড়তে পারবে, এদের ক্ষেত্রে ওজন ও পাথরের পরিমাণে কোন নির্দিষ্ট নেই। (আংটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতের ২য় খন্ডের অধ্যায় নেকীর দাওয়াত (১ম খন্ড ৪০৮-৪১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভালো ভাবে অধ্যয়ণ করুন।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴾১৫﴿ চিল, কাক ইঁদুর, টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, বিচ্ছু, চারপোকা, মশা, মাছি ইত্যাদি দুষ্টু ও কষ্টদায়ক প্রাণীদের মেরে ফেলা। (হারামের মধ্যেও এদের মারতে পারবেন।) ﴾১৬﴿ মাথা কিংবা মুখ ব্যতিত অন্য যেকোন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হলে পাট্টি বাঁধা[৫]। ﴾১৭﴿ মাথা কিংবা গালের নিচে বালিশ রাখা। ﴾১৮﴿ কাপড় দ্বারা কান ঢেকে রাখা। ﴾১৯﴿ মাথা কিংবা নাকের উপর নিজের কিংবা অন্যের হাত রাখা। (কাপড় কিংবা রুমাল রাখতে পারবে না।) ﴾২০﴿ থুথনির নিচে দাড়ির উপর কাপড় চলে আসা। ﴾২১﴿ মাথার উপর ছেনি (ধাতুর তৈরী থালা) অথবা চাউলের বস্তা বহন করা বৈধ। কিন্তু মাথার কাপড়ের গাট্টি (গাইট) উঠানো হারাম, তবে মুহরিমা মহিলা উভয়টি করতে পারবে। ﴾২২﴿ যে খাদ্যে এলাচী, দারুচিনি, লং ইত্যাদি পাকানো হয়েছে, যদি তার সুগন্ধি আসে, তখনও জায়িয। (যেমন কুরমা, বিরানী, জর্দ্দা ইত্যাদি) তা ভক্ষণ করা কিংবা পাকানো ছাড়া যে খাদ্যে কিংবা পানিতে সুগন্ধি ঢেলে দেয়া হয়েছে তবে তা সুঘ্রাণ ছড়ায় না, তাহলে খাওয়া জায়িয। ﴾২৩﴿ ঘি অথবা চর্বি, ভাজা তেল অথবা বাদাম কিংবা নারিকেল অথবা কদু ইত্যাদির তৈল, যাতে কোন খুশবু দেয়া হয়নি, তা চুলে কিংবা শরীরে লাগানো। ﴾২৪﴿ এমন জুতা পরা বৈধ, যা পায়ের মধ্য ভাগের জোড়া অর্থাৎ পায়ের মধ্যভাগের বের হওয়া বড় হাঁড়কে আবৃত করে না। (তাই মুহরিমের জন্য এতেই অধিক নিরাপত্তা রয়েছে যে, পাতলা চপ্পল পরিধান করা।) ﴾২৫﴿ সেলাই বিহীন কাপড়ে জড়িয়ে তাবীজ গলায় পড়া। ﴾২৬﴿ গৃহপালিত প্রাণী যেমন: উট, ছাগল, মুরগী, গাভী ইত্যাদিকে জবেহ করা ও তার মাংস রান্না করা, খাওয়া সব বৈধ। তাদের ডিম ভাঙ্গা, ভুনা করা খাওয়া সব জায়িয।

---

[৫] অপারগ অবস্থায় মাথা কিংবা মুখের উপর পাট্টি বাঁধতে পারবেন, তবে এতে করে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। (পাট্টি বাঁধার মাসআলা এই কিতারের ...... পৃষ্ঠায় দেখবেন।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুরুষ ও মহিলার ইহরামের পার্থক্য

উপরে বর্ণিত ইহরামের পদ্ধতিতে মহিলা ও পুরুষ উভয়ে একই ও অভিন্ন। তবে ইসলামী বোনদের জন্য আরো কিছু কাজ বৈধ রয়েছে। আজকাল ইহরামের নামে সেলাই করা 'স্কার্ফ' বাজারে বিক্রি হয়ে থাকে। না জানার কারণে অনেক ইসলামী বোনেরা ঐ কাপড়কেই ইহরাম মনে করে থাকে। মূলত এমন নয়। যতটুকু সম্ভব সেলাই করা কাপড়ই পরিধান করুন। হ্যাঁ! যদি উল্লেখিত 'স্কার্ফ'কে শরয়ীভাবে জরুরী মনে না করে এবং এমনিতেই পড়তে চায়, তবে এক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

﴾১﴿ মাথা ঢেকে রাখা। বরং ইহরাম ব্যতিত নামাযেও এবং গাইরি মাহরাম (যার মধ্যে খালু, ফুফা, বোনের জামাই, মামার সন্তানেরা, চাচার সন্তানেরা, ফুফীর সন্তানেরাও খালার সন্তানগণ এবং বিশেষত দেবর ও ভাশুর অন্তর্ভূক্ত) এর সামনে (পূর্ণ পর্দা করা) ফরয। গাইরি মাহরামের সামনে মহিলারা মাথা খোলা অবস্থায় চলে আসা, কিংবা খুবই পাতলা চিকন ওড়না কাপড় পরা, যা দ্বারা চুলের কালো সৌন্দর্য ঝিলিক মেরে ভেসে উঠে। ইহরাম কালীন ছাড়াও হারাম, আর ইহরামে অত্যাধিক হারাম। ﴾২﴿ মুহরিমা মহিলা যখন মাথা ঢেকে রাখতে পারে, তখন তার জন্য কাপড়ের গাট্টি (বোঝা) বহন আরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জায়েয হবে। ﴾৩﴿ সেলাই করা তাবিজ গলায় কিংবা হাতে বেঁধে নেয়া। ﴾৪﴿ কা'বা শরীফের গিলাফে এমনভাবে প্রবেশ করা যাতে তা মাথার উপরে থাকে, তবে যেন তা মুখে না আসে। কেননা মহিলাদের জন্যও মুখে কাপড় দেয়া হারাম। (আজকাল কা'বা শরীফের গিলাফে লোকেরা খুব বেশী করে সুগন্ধি ছিটিয়ে থাকে, তাই ইহরাম অবস্থায় খুববেশী সতর্ক থাকতে হবে।) ﴾৫﴿ হাত মোজা, মোজা কিংবা সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। ﴾৬﴿ ইহরামের অবস্থায় (কাপড় দ্বারা ভালোভাবে) মুখ আবৃত করা মহিলাদের জন্যও হারাম। তবে গাইরে মাহরামদের থেকে বাঁচার জন্য কোন (হাত) পাখা ইত্যাদি মুখের সামনে (ঢাল হিসেবে) রাখবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৮৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

《৭》 ইসলামী বোনেরা পি-কেপ (টুপি বিশিষ্ট) ওয়ানা নেকাবও পড়তে পারবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা খুবই জরুরী যে, চেহেরার সাথে যেন স্পর্শ না হয়। এতে (অর্থাৎ ঐ ধরনের নেকাব ব্যবহার) এই সংশয় সম্ভাবনা থাকে যে, বাতাস জোরে প্রবাহিত হলে নেকাব চেহেরার সাথে একেবারে লেপ্টে যেতে পারে অথবা বেখায়ালে ঘাম ইত্যাদি ঐ নেকাব দ্বারা মুছতে থাকা। সুতরাং এ ব্যাপারে খুবই কঠোর সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ইহরামের ৯টি উপকারী সতর্কতা

《১》 ইহরাম (ইহরামের কাপড়) ক্রয় করার সময় খুলে ভালো করে দেখে নিন, অন্যথায় যাত্রা কালে পরিধাণের সময় সাইজে ছোট-বড় হল (অথবা ছেড়াঁ ফাটা পড়ল) তখন আপনি খুবই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। 《২》 যাত্রার কিছুদিন পূর্ব থেকেই ঘরে ইহরাম বাঁধার (প্রেক্টিস) অনুশীলন করুন। 《৩》 উপরিভাগের চাদর (বড়) তোয়ালে জাতীয় কাপড়ের এবং তাহবন্দ (নিম্নভাগের কাপড়) মোটা সুতি জাতীয় কাপড়ের নিন। إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নামাযেও সহজতা হবে এবং মীনা শরীফ ইত্যাদি স্থানে বাতাসে উড়ার সম্ভাবনাও খুব কম থাকবে। 《৪》 ইহরাম ও বেল্ট ইত্যাদি বেঁধে ঘরে কিছু সময়ের জন্য (প্রতিদিন) একটু একটু চলাফেরা করুন, যাতে এর (প্রেক্টিস) অনুশীলন হয়ে যায়। অন্যথায় যথা সময়ে বেঁধে চলাফেরার ক্ষেত্রে তাহবন্দ খুব টাইট হওয়া অথবা খুলে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা কালীণ অবস্থায় আপনার খুবই পেরেশানী হতে পারে। 《৫》 বিশেষ করে (তাহবন্দ) মোটা ও উন্নত মানের সুতি জাতীয় কাপড়ের বেঁছে নিন। অন্যথায় পাতলা কাপড় হলে আর এমতাবস্থায় ঘাম এলে তাহবন্দ ভিজে গাঁয়ের সাথে লেগে যাওয়া অবস্থায় উরু ইত্যাদি অঙ্গের রং প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় তাহবন্দের কাপড় এতই পাতলা হয় যে, ঘাম না আসলেও উরু ইত্যাদি অঙ্গের রং বাহির থেকে চমকাতে থাকে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"নামাযের আহকাম"** নামক কিতাবের ১৯৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যদি (নামাযী) এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে যাতে শরীরের ঐ অংশ দেখা যায় যা নামাযে ঢাকা ফরয।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথবা চামড়ার রং প্রকাশ পায় তাহলে নামায হবে না। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা) আজকাল পাতলা কাপড়ে ব্যবহার খুব দ্রুততার সাথে বেড়ে চলেছে। এমন পাতলা কাপড়ের পায়জামা পড়া যাতে উরু কিংবা চতরের স্থানের কোন অংশ চমকাতে দেখা যায়, যদিও তা নামাযের বাইরে হয়, তার পরও (এরূপ) পড়াটা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা) ﴾৬﴿ নিয়্যত করার পূর্বে ইহরামের (কাপড়ের) উপর সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। অবশ্যই লাগান (এতে কোন বাধা নেই) কিন্তু লাগানোর পরে আতরের শিশি বেল্টের পকেটে রাখবেন না। অন্যথায় নিয়্যত করার পর পকেটে হাত দিলে খুশবু (হাতে) লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। 'সদকা' দিতে হবে। যদি আতরের ভেজা ইত্যাদি কিছু না লাগে, হাত থেকে শুধু মাত্র খুশবু আসে তাহরে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। পকেটে যদি রাখতেই হয়, তবে প্লাসটিক জাতিয় কিছুতে মুড়িয়ে খুব সতর্কতা পূর্ণ স্থানে রাখবেন। ﴾৭﴿ উপরের চাদর ঠিক করার সময় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, যেন তা নিজের অথবা অন্য কোন মুহরিম ব্যক্তির মুখে কিংবা মাথায় গিয়ে না পড়ে। ﴾৮﴿ কিছু মুহরিম ইহরামের তাহবন্দ নাভীর নিচে হয়ে বেঁধে থাকে, আর তার উপরের চাদর অসতর্কতায় পেট থেকে বারবার সরে যায়। যার দ্বারা নাভীর নিচের কিছু অংশ সকলের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়। আর তিনি নিজে এর কোন পরওয়াই করেন না। অনুরূপ কতেক মুহরিম ব্যক্তি পথ চলা ফেরায় কিংবা উঠা বসায় অসতর্কতার কারণে অনেক সময়ে তাদের রান ইত্যাদি অঙ্গও মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়। তাই মেহেরবানী করে এই মাসআলাকে স্মরণ রাখবেন যে, নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের এই পরিপূর্ণ অংশ সতর, আর এর থেকে আংশিক অংশও শরীয়তের অনুমতি ছাড়া অন্যের সামনে খোলা হারাম। সতরের এই মাসআলা শুধু ইহরামের সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং ইহরাম ছাড়াও অন্যের সামনে নিজের সতর খুলে দেয়া কিংবা অন্যের সতর দেখা স্পষ্ট হারাম। ﴾৯﴿ অনেক মুহরিমদের ইহরামের তাহবন্দ নাভির নিচে পড়া হয়ে থাকে, আর অসতর্ক তার কারণে مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ অন্যদের উপস্থিতি নাভীর নিচথেকে গোপনাঙ্গের সীমা পর্যন্তের মধ্যকার কিছু অংশ খোলা থেকে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাহারে শরীয়াতে রয়েছেঃ নামাযে নাভীর নিচ থেকে বিশেষ অঙ্গের মূল গোড়া পর্যন্ত স্থানের মধ্য হতে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্থান যদি খোলা থাকে তবে নামায হবে না। বর্তমানে এমন অনেক দুঃসাহসী গুনাহগারকে দেখা যায়, যারা মানুষের সামনে হাঁটু বরং উরু পর্যন্ত খোলা রাখে। এ ধরনের কাজ (নামায ও ইহরাম ছাড়াও) হারাম, আর এর অভ্যস্ত ব্যক্তি ফাসিক বলে গণ্য হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

ইহরামের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাবধানতা

যে সকল কাজ ইহরামে নিষিদ্ধ রয়েছে, যদি কোন অপারগতায় কিংবা ভুলক্রমে তা হয়ে যায়, তবে গুনাহ হবেনা বরং ঐ ভুলের জন্য যে জরিমানা নির্ধারিত রয়েছে, তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। চাই এ সকল কাজ অনিচ্ছাকৃত হোক, ভুলবশত হোক, ঘুমন্ত অবস্থায় হোক, কিংবা অপর কেউ জোর পূর্বক করিয়ে থাকুক। (প্রাগুক্ত, ১০৮৩ পৃষ্ঠা)

মাই ইহরাম বাঁধো করে হজ্ব ও ওমরা
মিলে লুতফে সা'ঈ সাফা আওর মারওয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হারমের ব্যাখ্যা

সাধারণত সাধারণ কথাবার্তায় মানুষেরা মসজিদে হারমকেই **'হারম শরীফ'** বলে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে মসজিদে হারম সম্মানিত হারমে অবস্থিত। তবে হারম শরীফ মক্কা শরীফ সহ তার আশে পাশের বহু মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আর চর্তুদিকে তাঁর সীমানা নির্ধারিত রয়েছে। যেমন: জিদ্দা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ আসার পথে মক্কা শরীফ থেকে ২৩ কি:মি: আগে 'পুলিশ বক্স' পড়ে। এখানে সড়কের উপরে বড় অক্ষরে "লিল্ মুসলিমীনা ফাকাত" (অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের জন্য) লিখা রয়েছে। এই সড়ক ধরে সামনে কিছুদূর আগালে **"বীরে শামস"** অর্থাৎ হুদায়বিয়ার স্থান সামনে পড়ে, আর এই দিকের হারম শরীফের সীমানা এখান থেকেই শুরু হয়। এক ঐতিহাসিকের নতুন পরিমাপানুসারে হারামের দৈর্ঘ্য সীমা ১২৭ কি:মি:আর এর সর্বমোট সীমানা ৫৫০ বর্গ কি:মি:। (তারিখে মক্কায়ে মুকার্‌রমা, ১৫ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(জঙ্গলের ঝোপ ঝাড় পরিষ্কার, পাহাড়ের সমানিকরণ এবং তৈরী ইত্যাদি ইত্যাদি মধ্যমে তৈরী করা নতুন নতুন রাস্তা ও সড়কের কারণে উল্লেখিত দূরত্বে কম বেশী হতে পারে। হারমের আসল সীমানা তাই যার বর্ণনা বহু হাদীসে মোবারকায় এসেছে।

ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া হারম কি হে
বারিশ আল্লাহ কে করম কি হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

মক্কা শরীফের হাজেরী

যখন আপনি হারমের সীমানায় নিকটবর্তী হবেন। তখন মাথা নত করে কৃত গুনাহের জন্য লজ্জায় চোখ নিচু করে খুবই নম্র ভদ্র হয়ে এর সীমানায় প্রবেশ করবেন। জিকির, দরূদ শরীফ এবং লাব্বায়িকের ধ্বনি অত্যাধিক হারে বাড়িয়ে দিবেন, আর যখনই রাব্বুল আলামীন এর পবিত্র শহর মক্কা শরীফ আপনার নজরে আসবে তখনই এই দোয়াটি পড়বেন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّیْ قَرَارًا وَّارْزُقْنِیْ فِیْهَا رِزْقًا حَلَالًا

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমার জন্য এই শহরে (আত্মার) প্রশান্তি এবং হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও।

মক্কা শরীফ পৌঁছে প্রয়োজন মতে নিজ স্থান এবং মালামালের সুব্যবস্থা করে লাব্বায়িক বলতে বলতে 'বাবুস সালামে' পৌঁছবেন, আর এই দরজায়ে পাকে চুমু খেয়ে প্রথমে ডান পা মসজিদুল হারামে রেখে সর্বদা মসজিদে প্রবেশ কালীন যে দোআ পড়তে হয়, ঐ দোআ এখানেও পড়ে নিবেন।

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ط اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ط

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন

যখনই কোন মসজিদে প্রবেশ করবেন আর ইতিকাফের নিয়্যতও করে নিন তাহলে সাওয়াব মিলবে। মসজিদুল হারমেও (ইতিকাফের) নিয়্যত করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এখানের একটি নেকী লক্ষ নেকীর সমান। তাই এক লক্ষ ইতিকাফের সাওয়াব পাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সমজিদের ভিতরে থাকবেন ইতিকাফের সাওয়াব মিলবে, আর এরই ধারাবাহিকতায় মসজিদে খাওয়া, জমজমের পানি পান করা, ঘুমানো ইত্যাদি জায়েজ হয়ে যাবে। অন্যথায় মসজিদে এসকল কর্মকান্ড সম্পাদন করা শরয়ীভাবে নাজায়েয। ইতিকাফের নিয়্যত এই:

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَافِ ط অনুবাদ: আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করছি।

কা’বা শরীফের উপর প্রথম দৃষ্টি

আর যখনই কা’বা শরীফের উপর আপনার প্রথম দৃষ্টি পড়বে, তিনবার لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ বলবেন: এবং দরূদ শরীফ পড়ে দোআ করবেন। কা’বা শরীফের উপর যখন আপনার প্রথম নজর পড়বে, তখনই আপনার প্রার্থীত দোআ (চাওয়া) অবশ্যই কবুল হবে, আর আপনি চাইলে এই দোআও করতে পারেন। হে আল্লাহ! আমি যখনই কোন জায়িয দোআ করব, আর তাতে যদি কল্যাণ থাকে তখন তা যেন কবুল হয়। হযরত আল্লামা শামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ফকীহগণের বরাত দিয়ে লিখেন: কা’বাতুল্লাহ এর উপয় প্রথম দৃষ্টি পড়তেই জান্নাতে বিনা হিসাবে প্রবেশের দোআ করবে এবং (এ সময়ে) দরূদ শরীফ পড়বে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

নূরী চাদর তনী হে কা’বে পর
বারিশ আল্লাহ কে করমকি হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সবচেয়ে উত্তম দোআ

আল্লাহ ও রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী আশেকে রাসুল সম্মানিত হাজীগণ, যদি তাওয়াফে কিংবা সাঈতে প্রত্যেক স্থানে অন্য কোন দোয়ার পরিবর্তে দুরূদ শরীফ পড়তে থাকেন, ইহা সবচেয়ে উত্তম আমল। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দরূদ ও সালামের বরকতে আপনার অসমাপ্ত কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাই গ্রহণ করুন যা **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃত সত্যওয়াদার ভিত্তিতে সকল দোআ থেকে উত্তম। অর্থাৎ এখানে ও প্রত্যেক স্থানে নিজের জন্য দোআ করার পরিবর্তে **আপন হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ (এর তোহফা) পাঠাতে থাকুন। **মক্কী মাদানী সুলতান, মাহবুবে রহমান,** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(তুমি দরূদ শরীফের) এই আমল করলে, **আল্লাহ তাআলা** তোমার সকল কাজ করে দিবে এবং তোমার গুণাহ ক্ষমা করে দিবে।"

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৬৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭৪০ পৃষ্ঠা)

তাওয়াফে দোআ করার জন্য থামা নিষেধ

সম্মানিত হাজ্বীগণ! আপনি চাইলে শুধু দরূদ ও সালামের মাধ্যমেই (দোআকে) পূর্ণ করতে পারেন, আর এটা সহজও এবং উত্তম পন্থাও। তার পরও দোআর প্রেমিকদের জন্য দোআও ধারাবাহিক তার সাথে সুশৃংখল ভাবে দেয়া হয়েছে। তবে মনে রাখবেন! দোআ পড়ুন কিংবা দরূদ ও সালাম পড়ুন, সবকিছুই আস্তে আস্তে নিন্মস্বরে পড়বেন। চিৎকার করে করে পড়বেন না। যেমন কিছু তাওয়াফ কারী এভাবে পড়ে থাকেন। মোটকথা পথ চলতে চলতেই পড়তে হবে। তাওয়াফের মধ্যখানে দোয়া ইত্যাদি পড়ার জন্য আপনি কোথাও থামতে পারবেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওমরার পদ্ধতি

তাওয়াফের নিয়ম

তাওয়াফ শুরু করার আগে পুরুষেরা **'ইজতিবা'** করে নিবেন। অর্থাৎ চাদরকে ডান হাতের বগলের নিচ দিয়ে এমনভাবে বের করে বাম কাঁধের উপর এভাবে রাখবেন, যেন ডান কাঁধ খোলা থাকে। এখন প্রেমিকগণ কাবার আশে পাশে তাওয়াফের জন্য তৈরী হয়ে যান। ইজতিবায়ী অবস্থায় কা'বা শরীফের দিকে মুখকরে হাজরে আসওয়াদের ঠিক বামদিকে রুকনে ইয়ামানীর পাশে হাজরে আসওয়াদের নিকটে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন যেন সম্পূর্ণ হাজরে আসওয়াদ আপনার ডান হাতের দিকে থাকে। এখন হাত না উঠিয়ে এভাবে তাওয়াফের নিয়্যত করুন[৬]:

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اُرِیْدُ طَوَافَ بَیْتِكَ الْحَرَامِ فَیَسِّرْہُ لِیْ وَتَقَبَّلْہُ مِنِّیْ ط

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** আমি তোমারই সম্মানীত ঘরের তাওয়াফ করার ইচ্ছা করছি। তুমি তাকে আমার জন্য সহজ করে দাও, আর আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করেনাও।

নিয়্যত করে নেয়ার পর কাবা শরীফেরই দিকে মুখ করে ডান হাতের দিকে এতটুকু পরিমাণ পথ এগিয়ে যাবেন যেন হাজরে আসওয়াদ আপনার ঠিক সামনে হয়ে যায়। (আর এটা অতি সামান্য পরিমাণ সড়লেই হয়ে যাবে। এখন আপনি হাজরে আসওয়াদের ঠিক ডানে এসে গেছেন। এ কথাটির বাস্তব প্রমাণ এটাই যে, দূরে পিলারে যে সবুজ লাইট লাগানো রয়েছে তা ঠিক আপনার পিঠের সোজা পিছনে হয়ে যাবে।) سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ ইহা জান্নাতের ঐ সোভাগ্যময় পাথর যাকে **আমাদেরই প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিশ্চিত ভাবে চুমু দিয়েছেন।

---

[৬] নামাজ, রোজা, ইতিকাফ, তাওয়াফ ইত্যাদি প্রতিটি স্থানে এই কথারই খেয়াল রাখবেন যে, আরবী ভাষায় নিয়্যত ঐ সময়ে ফলপ্রসু হবে যখন তার অর্থ আপনার জানা থাকবে। অন্যথায় নিয়্যত উর্দুতে কিংবা নিজ মাতৃভাষায়ও হতে পারে, আর প্রত্যেক অবস্থায় অন্তরে নিয়্যত হওয়া একান্ত শর্ত। মুখে না বললেও অন্তরে নিয়্যত থাকলে তা যথেষ্ট হবে। তবে মুখে বলে নেয়া উত্তম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর পর উভয় হাত এভাবে কান পর্যন্ত উঠাবেন যেন হাতের তালুদ্বয় **'হাজরে আসওয়াদ'** এর দিকে হয় এবং মুখে এই দোআ পড়বেন:

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ**র নামে আরম্ভ আর সকল প্রশংসা **আল্লাহ**র জন্য এবং **আল্লাহ** সবার চেয়ে মহান, আর **আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

এখন যদি সম্ভব হয় তাহলে 'হাজরে আসওয়াদ' শরীফের উপর উভয় হাতের তালু আর তাদের মধ্যখানে মুখ রেখে এভাবেই চুমু দিন যেন শব্দ না হয়। তিন বার এই নিয়মটি পালন করবেন। سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান যে, আপনার ঠোঁট ঐ স্থানকে স্পর্শ করেছে, যেখানে নিশ্চয় **মদীনা ওয়ালা আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মোবারক লেগেছিল। খুশিতে মেতে উঠুন আন্দোলি হোন, জেগে উঠুন, আর যদি সম্ভব হয় তবে চোখকে আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়ে দিন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেছেন যে, **আমাদের প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজরে আসওয়াদের উপর নিজের ঠোঁট মোবারক রেখে কান্না করছিলেন। তারপর চোখ তুলে ফিরে তাকালেন তখন দেখলেন যে, হযরত ওমরও رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কাঁদছেন। তখন ইরশাদ করলেন: হে ওমর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ! ইহা কাঁদার ও অশ্রু ভাসানোরই স্থান।

(ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৯৪৫)

রোনে ওয়ালে আঁকে মাগোঁ রোনা সব কা কাম নেহী,
যিকরে মুহাব্বত আম হে লেকীন সুযে মুহাব্বত আম নেহী।

এই কথার বিশেষ খেয়াল রাখবেন, যেন মানুষের গায়ে আপনার ধাক্কা না লাগে। এটা শক্তি দেখানোর স্থান নয়। বরং অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশের স্থান। অধিক ভিড়ের কারণে যদি চুমু দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে না অন্যকে কষ্ট দিবেন, না নিজে ভিড়ে ঠেলাঠেলি করবেন। বরং হাত অথবা লাকড়ি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে তাতে চুমু খাবেন, আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তখন হাতে সেদিখে ইঙ্গিত করে নিজ হাতকে চুমু খাবেন, আর এটাও কি কোন কম কথা যে, **মক্কী মাদানী ছরকার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক মুখ রাখার স্থানে আপনার দৃষ্টি পড়ছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজরে আসওয়াদ কে চুমু দেয়া কিংবা লাকড়ি বা হাতে স্পর্শ করে চুমু দেয়া কিংবা হাতের ইঙ্গিতে ইহাকে চুমু দেয়াকে 'ইছতিলাম' বলা হয়।

নবী করীম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উঠানো হবে, এর চোখ হবে যার মাধ্যমে সে দেখবে, জিহ্বা (মুখ) হবে, যার মাধ্যমে কথা বলবে। যিনি সত্য সাথে এর 'ইসতেলাম' করেছে। তার জন্য সাক্ষী দেবে।

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৬৩)

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا ۢ بِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم

(**অনুবাদ:** হে আল্লাহ! তোমার উপর ঈমান এনে এবং তোমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরনার্থে এই তাওয়াফ করছি।) এরূপ বলতে বলতে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে ডান হাতের দিকে অল্প করে সড়ে দাঁড়ান। এমতাবস্থায় হাজরে আসওয়াদ আপনার চেহারার সামনে আর থাকবে না (আর ইহা স্বল্প নড়া চড়ার মধ্যে সেই হয়ে যাবে) তখন দ্রুত এমনভাবে সোজা হয়ে যান, যেন খানায়ে কা'বা আপনার বাম হাতের দিকে হয়ে যায়। এভাবেই পথ চলবেন যেন আপনার দ্বারা অন্যজনের গায়ে ধাক্কা না লাগে। পুরুষেরা প্রথম তিন চক্করে রমল করে পথ চলবে। অর্থাৎ খুব দ্রুত অল্প অল্প পা রেখে গর্দান (ঝাঁকিয়ে) পথ চলবেন। যেমনিভাবে শক্তিমান ও বাহাদুর লোকেরা চলে। কিছু লোক লাফিয়ে এবং দৌড়িয়ে পথ চলে এইরূপ করাটা সুন্নাত নয়, আর যেখানে যেখানে ভিড় খুব বেশী হবে আর রমলের মধ্যে নিজের কিংবা অন্য লোকের কষ্ট হবে বলে মনে হয় তখন সেই সময় পর্যন্ত রমল করবেনা। তবে রমলের জন্য থেমে থাকা যাবেনা, তাওয়াফ চালিয়ে যাবেন। তারপর যখনই সময় সুযোগ পাবেন ততক্ষণ সময় পর্যন্ত রমল সহকারে তাওয়াফ করবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওয়াফের মধ্যে যতটুকু সম্ভব খানায়ে কাবার নিকটে থাকবেন, ইহাই উত্তম। তবে এতবেশী নিকটবর্তীও হবেন না, যা দ্বারা আপনার শরীর কিংবা কাপড় কা'বা শরীফের দেওয়ালের মাটি কিংবা সিমেন্টের দেওয়ালের[৭] সাথে লেগে যাবে, আর যখন কাছাকাছিতে ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভবপর না হয়, তখন দুরে থেকেই তাওয়াফ করাটা উত্তম। ইসলামী বোনদের জন্য তাওয়াফ করার ক্ষেত্রে খানায়ে কা'বা থেকে দূরে থাকাই উত্তম। প্রথম চক্করে চলতে চলতে দরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দোআটি পড়বেন।

প্রথম চক্করের দোআ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ؕ وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ؕ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؕ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا ۢ بِكَ وَتَصْدِيْقًا ۢ بِكِتَابِكَ وَ وَفَآءً ۢ بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؕ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّآئِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ؕ

[৭] মাটি (বা সিমেন্ট) স্তুপ যেটা ঘরের বাহিরের দেওয়ালকে মজবুত করার জন্য তার গোড়ায় লাগানো হয়, তাকে পোস্তা দেওয়াল বলে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদঃ **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, আর সকল প্রশংসা **আল্লাহ**র জন্য এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতিত কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। **আল্লাহ** সবচেয়ে মহান, আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় আর ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়ার শক্তি একমাত্র তারই কুদরতে। যিনি মহান এবং মর্যাদাশীল। পূর্ণ দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক **আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর। **হে আল্লাহ!** তোমার উপর ঈমান আনয়ন করতঃ আর তোমার কিতাবকে সত্য মেনে নিয়ে, আর তোমার সঙ্গে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করে **তোমার নবী ও তোমারই হাবীব মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের আনুগত্য করতেই আমি তাওয়াফ শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট গুনাহের ক্ষমা ও (প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে) নিরাপত্তা, এবং কষ্টদায়ক বিষয় থেকে সর্বদার জন্য হেফাজত লাভ করার প্রার্থনা করছি। দ্বীন ও দুনিয়াবী বিষয়ে, পরকালে আর জান্নাতে কামিয়াবী লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি ভিক্ষা করছি। (এরপর দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছা পর্যন্ত এই দোআটি পূর্ণ পড়ে নিবেন। যদি ভিড়ের কারণে নিজের কিংবা অন্যের কষ্ট হওয়ার ভয় না হয়, তবে রুকনে ইয়ামানীকে উভয় হাতে কিংবা ডান হাতে বরকতের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করে নিবেন। শুধুমাত্র বাম হাতে স্পর্শ করবেন না। সুযোগ পেলে রুকনে ইয়ামানীকে চুমুও দিয়ে দিবেন। যদি চুমু দেয়া কিংবা স্পর্শ করার সুযোগ না হয় তখন এখানে হাতে ইশারা করে তাতে চুমু খাওয়া সুন্নাত নয়। আজকাল লোকেরা রুকনে ইয়ামনীতে অধিক হারে সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়, তাই ইহরাম পরিহিতরা তা ছোঁয়া ও চুমু দেয়ার ক্ষেত্রে অধিক সতকর্তা অবলম্বণ করুন। এখন আপনি কা'বা শরীফের তিন কোণার তাওয়াফ পূর্ণ করে চুতর্থ কোণা রুকনে আসওয়াদের দিকে অগ্রগামী হচ্ছেন। রুকনে ইয়ামানী ও রুকনে আসওয়াদের মধ্যবর্তী দেয়ালকে 'মুছতাজাব' বলা হয়। এখানে (বান্দার) কৃত দোআর উপর আমিন বলার জন্য (৭০) হাজার ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে। এখন আপনি যা চান, নিজ ভাষায় নিজের জন্য ও সকল মুসলামানের জন্য দোআ চেয়ে নিন কিংবা সকলের নিয়্যতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং আমি গুনাহগার সগে মদিনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখক) কেও দোআতে অন্তর্ভূক্ত করে একবার দরূদ শরীফ পড়ে নিন, আর এই কোরআনী দোআও পড়ে নিন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

<u>অনুবাদঃ</u> **হে আমাদের আল্লাহ!** আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, আর পরকালেও কল্যাণময় কর এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ প্রদান কর।

ওহে আশ্রয় প্রার্থীগণ! আপনি হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে পৌঁছেছেন। এখানে আপনার এক চক্কর পূর্ণ হল। মানুষেরা এখানে একে অন্যের দেখাদেখি অনেক দূর থেকে হাতকে দুলিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়, এরকম করা কখনো সুন্নাত নয়। এখন আপনি পূর্ব নিয়ানুসারে সতর্কতার সাথে ক্বিবলা মুখী হয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে নিবেন। এখন আর নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। কেননা তা তো প্রথমেই হয়েছে, আর এখন আপনি দ্বিতীয় চক্কর শুরু করতে প্রথম চক্করের ন্যায় উভয়হাত উভয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে এই দোআ পড়ে নিবেন:

بِسۡمِ اللّٰہِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ وَاللّٰہُ اَکۡبَرُ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوۡلِ اللّٰہ

পাঠ করে ইছতিলাম করবেন। অর্থাৎ সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিয়ে দিবেন। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে ঐ দিকে হাতে ইঙ্গিত করে হাতকে চুমু খাবেন। প্রথমবারের মত কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে অল্প করে ডান হাতের দিকে সড়ে দাঁড়ান। এখন হাজরে আসওয়াদ আপনার সামনে থাকবেনা। তখন দ্রুত ঐ অবস্থায় কা'বা শরীফকে আপনার বাম হাতের দিকে রেখে তাওয়াফে লিপ্ত হয়ে যাবেন এবং দরূদ শরীফ পড়ে এই দোআটি পড়বেন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় চক্করে দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ط فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ ط اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ط اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ط

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** নিশ্চয় ইহা তোমারই ঘর। আর এই হারম আপনারই দেয়া। আর (এখানের) নিরাপত্তা তোমারই প্রদত্ত নিরাপত্তা। আর প্রত্যেক বান্দা তোমারই বান্দা। আর আমিও তোমার বান্দা। আর তোমার বান্দার পুত্র। ইহা তোমারই নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান। আমাদের মাংস ও চামড়া দোযখের উপর হারাম কর। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট পছন্দনীয় কর। আর ইহাকে আমাদের অন্তরে মহাব্বত সৃষ্টি কর। আর কুফর, খারাপ কাজ ও নাফরমানী কে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় কর। আর আমাদেরকে হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত কর। হে আল্লাহ! আমাকে মুক্তি দাও, তোমার আযাব থেকে যেদিন তোমার বান্দাদেরকে তুমি পুনরুত্থিত করবে। হে আল্লাহ! আমাকে বিনা হিসাবে জান্নাতের অধিকারী কর। (এরপর দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছার পূর্বেই এই দোআ শেষ করে নিবেন এবং প্রথমবারের মত আমল করতে করতে হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাবেন, আর দরূদ শরীফ পড়ে আগের মত এই কোরআনী দোআটি পড়বেন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

অনুবাদঃ হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, আর পরকালেও কল্যাণময় কর। আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান কর।

মনোযোগী হোন! আপনি এখন হাজরে আসওয়াদের নিকটে এসে পৌছেছেন। এখন আপনার দ্বিতীয় চক্করও পূর্ণ হয়েছে। তারপর পূর্বের মত উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে এই দোআটি পড়বেন:

بِسۡمِ اللهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكۡبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوۡلِ الله

অতঃপর হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম করবেন এবং প্রথমবারের মতই তৃতীয় চক্কর আরম্ভ করবেন, আর দরূদ শরীফ পড়ে এই দোআটি পড়ে নিবেন:

তৃতীয় চক্করের দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرۡكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوۡٓءِ الۡاَخۡلَاقِ وَسُوۡٓءِ الۡمَنۡظَرِ وَ الۡمُنۡقَلَبِ فِی الۡمَالِ وَ الۡاَهۡلِ وَ الۡوَلَدِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُكَ رِضَاكَ وَالۡجَنَّةَ وَاَعُوۡذُبِكَ مِنۡ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ فِتۡنَةِ الۡقَبۡرِ وَاَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ فِتۡنَةِ الۡمَحۡيَا وَالۡمَمَاتِ ط

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই, সন্দেহ থেকে, তোমার সত্ত্বা ও গুণাবলীতে শিরক থেকে, আর মতভেদ, মুনাফেকী, খারাপ চরিত্র, খারাপ অবস্থা ও খারাপ পরিণতি থেকে সম্পদে ও পরিবার পরিজনে, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই। তোমার সন্তুষ্টিও জান্নাত প্রাপ্তি বিষয়ে এবং তোমার আশ্রয় চাই তোমার গজব ও দোযখ থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই কবরের জীবন ও মরনের ফিৎনা থেকে। (এরপর দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছার পূর্বে এই দোআ শেষ করে নিবেন। আর পূর্বের ন্যায় আমল করতে করতে হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং দরূদ শরীফ পড়ে আগের মত কোরআনী এই দোআটি পড়বেন।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অনুবাদঃ হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, আর পরকালেও কল্যাণময় কর। আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান কর।

হে আশ্রয় প্রার্থী মনোযোগী! আপনি আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে পৌঁছবেন। এখন আপনার তৃতীয় চক্করও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আগের মত উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে এই দোআটি পড়বেন:

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

অতঃপর হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম করবেন। প্রথমবারের মত করে চতুর্থ চক্কর আরম্ভ করবেন। এখন আর রমল করবেন না। কেননা শুধু প্রথম তিন চক্করেই রমল করতে হয়। এখন নিয়মানুযায়ী মধ্যম পন্থায় অবশিষ্ট চক্করগুলি পালন করে নিবেন। দরূদ শরীফ পড়ে এই দোআ পড়ে নিবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪র্থ চক্করের দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا
وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّعَمَلاً صَالِحًا مَّقْبُوْلاً وَّتِجَارَةً لَّنْ
تَبُوْرَ ط يَاعَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَآاَللّٰهُ مِنَ
الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ
رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ
النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ط اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَ
بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَآئِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ইহাকে মাকবুল হজ্বে পরিণত কর। আর চেষ্টাকে পূর্ণসফল, গুনাহ সমুহের ক্ষমা, সৎ গ্রহনীয় কাজে এবং ঘাটতিহীন ব্যবসায় পরিণত কর। হে অন্তরের অবস্থার জ্ঞানী! হে আল্লাহ! আমাকে (গুনাহের) অন্ধকার থেকে (ভাল কাজের) আলোর দিকে নিয়ে যান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আপনার রহমত অর্জনের কারণসমূহ, তোমার ক্ষমা প্রাপ্তির কৌশল সমুহ, প্রত্যেক পাপাচার থেকে নিরাপত্তা, প্রত্যেক নেকী দ্বারা লাভবান হওয়া, জান্নাত পেয়ে সফলকাম হওয়া এবং দোযখ থেকে মুক্তি চাই। হে আল্লাহ! আমাকে সন্তুষ্ট কর তোমার দেয়া রিযিকে, আর আমার জন্য বরকতময় কর, যা তুমি আমাকে দান করেছ। আর আমার অনুপস্থিতিতে আমারই রেখে যাওয়া বস্তুকে আপনি কল্যাণময় কর। (এরপর দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌঁছে এই দোআটি শেষ করে নিবেন। তারপর পূর্বের ন্যায় আমল করবেন ও হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে আসবেন। দরূদ শরীফ পড়ার পর নিম্নের কোরআনী দোআটি পড়ে নিবেন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অনুবাদঃ হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, আর পরকালেও কল্যাণময় কর। আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান কর।

এবার আসুন! আপনি তারপর হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে যাবেন। পূর্বের মত উভয় হাত, কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিম্নের দোআটি পড়বেন:

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

তারপর 'ইছতিলাম' করবেন। ও পঞ্চম চক্কর আরম্ভ করবেন এবং দরূদ শরীফ পড়ে ৫ম চক্করের দোআটি পড়বেন।

৫ম চক্করের দোআ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ وَلَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَ مَا يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ط وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে ছায়া প্রদান কর তোমার আরশের ছায়ার নিচে। যেদিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবে না। এবং তুমি ব্যতিত কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এবং আমাকে তোমারই নবী আমাদেরই আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাউজে (কাওসার থেকে) পানি পান করার তাওফীক দান কর। যা এমনই পানীয় কখনো গলায় আটকেনা, খুবই সুস্বাধু, যারপরে কখনো পিপাসা অনুভব হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ সকল বস্তুর কল্যাণ চাই যা তোমারই নবী, صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার নিকট চেয়েছিল এবং আমি তোমার নিকট এ সকল বস্তুর অনিষ্টতা থেকে মুক্তি চাই, যা তোমারই নবী মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার নিকট চেয়েছিল। হে আল্লাহ! তোমার নিকট জান্নাত ও তার নেয়ামত সমুহ প্রার্থনা করছি আর আমাকে ঐ সকল উপকরণ প্রদান করুন যা দ্বারা আমি তার নিকটবর্তী হতে পারি। কথায়, কাজেও আমলে এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই দোযখ থেকেও ঐ সকল উপকরনের যা দ্বারা আমি তার নিকটবর্তী হই, কথায় কাজে ও আমলে। (এরপর দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌঁছে এই দোআটি শেষ করবেন তারপর পূর্বের মত হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবেন। দরূদ শরীফ পড়ার পর নিম্নের দোআটি পড়ে নিবেন।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদঃ হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, আর পরকালেও কল্যাণময় কর। আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান কর।

অতঃপর হাজরে আসওয়াদে এসে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিম্নের দোআটি পড়বেন:

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

তারপর ইছতিলাম করে নিবেন এবং ৬ষ্ঠ চক্কর শুরু করবেন এবং দরূদ শরীফ পড়ে এই দোআটি পড়বেন।

৬ষ্ঠ চক্করের দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ مَاكَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِيْ وَمَاكَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَاَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِطَاعَتِكَ عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ط اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমার প্রতি তোমার দেওয়া অনেক দায় দায়িত্ব আছে। যা শুধুমাত্র তোমার আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরো অনেক দায়-দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে যা তোমার সৃষ্টি ও আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার যে হক আছে তা ক্ষমা করে দিন এবং তোমার সৃষ্টির হকগুলো আদায়ের দায়িত্ব তুমি বহন কর। তোমার হালাল রিজিক প্রদান করে হারাম হতে আমাকে মুক্ত রাখ। তোমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে তোমার নাফরমানী হতে বাঁচাও। হে মহাক্ষমাশীল! তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনার ঘর অতিশয় মর্যাদাবান এবং দয়ালু। হে আল্লাহ! আপনি অতিশয় দয়ালু, সহনশীল ও মহান দয়াময়। আপনি তো ক্ষমা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। (এরপর দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত এই দোআ শেষ করবেন। তারপর পূর্বের ন্যায় হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং দরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দোআটি পড়ে নিবেন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অনুবাদঃ হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, আর পরকালেও কল্যাণময় কর। আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান কর।

তারপর হাজরে আসওয়াদে এসে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিম্নের দোআটি পড়বেন:

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

তারপর হাজরে আসওয়াদকে ইছতিলাম করবেন এবং ৭ম চক্কর শুরু করবেন। দরূদ শরীফ পড়তঃ ৭ম চক্করের দোয়াটি পড়ে নিবেন:

৭ম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّ يَقِيْنًا صَادِقًا وَّ
رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ قَلْبًا خَاشِعًا وَّ لِسَانًا ذَاكِرًا وَّ
رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَّ تَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّ تَوْبَةً قَبْلَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُيَاغَفَّارُ ط رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ط

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** আমি তোমার নিকট তোমার রহমতের ওছিলা পরিপূর্ণ ঈমান, সত্যিকারের বিশ্বাস, ভীত হৃদয়, জিকিরে লিপ্ত জিহ্বা, স্বচ্ছল জীবিকা, পবিত্র ও হালাল রোজগার, সত্যিকারের তাওবা, মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া, বিচারের সময় ক্ষমা, বেহেশত লাভের মাধ্যমে সাফল্য ও দোযখ হতে মুক্তি চাচ্ছি। হে মহাপরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল! তোমার দয়ায় আমার দোআ কবুল কর। হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও এবং সৎকর্মশীলদের দলে আমাকে অন্তর্ভূক্ত কর। (এরপর দরূদ শরীফ পড়ে নিন)

রুকনে ইয়ামানীতে পৌছেই এই দোআটি শেষ করবেন। তারপর পূর্বের ন্যায় আমল করতঃ দরূদ শরীফ পড়ে এই কুরআনী দোআটি পড়ুন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অনুবাদঃ হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, আর পরকালেও কল্যাণময় কর। আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান কর।

হাজরে আসওয়াদে পৌছতেই আপনার ৭ম চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু পুনরায় অষ্টম বার আগের মত দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে এই দোআ পড়ে নিন بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ الله এরপর ইসতিলাম করুন, আর এটা সর্বদা মনে রাখবেন! যখনই তাওয়াফ করবেন তখন একে চক্কর হবে ৭টা আর ইসতিলাম হবে ৮টা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মকামে ইবরাহীম

এখন আপনি নিজের ডান কাঁধ ঢেকে নিন আর মকামে ইব্রাহীমের নিকট এসে এই আয়াতে মুকাদ্দাসা পড়ুন:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> (আর তোমরা) ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ করো,

তাওয়াফের নামায

এখন মকামে ইব্রাহীমের নিকটে জায়গা পাওয়া গেলে তো উত্তম না হলে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে দু রাকাআত নামাযে তাওয়াফ আদায় করুন। প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়ুন। এই নামায ওয়াজিব। যদি কোন অপারগতা না হয়, তাহলে তোয়াফের পরপরই আদায় করা সুন্নাত। অধিকাংশ লোক কাঁধ খোলা রেখেই নামায আদায় করে থাকে, এ ধরনের করা মাকরূহ। 'ইজতিবা' অর্থাৎ কাঁধ খোলা রাখা শুধু মাত্র ঐ তাওয়াফের ৭ চক্করের মধ্যে রয়েছে, যার পরে সাঈ করতে হবে। যদি মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায় তাহলে পরে আদায় করে দিবেন। মনে রাখবেন! এই নামায আদায় করা জরুরী। মকামে ইবরাহীমে দুই রাকাআত আদায় করে এই দোআ করুন। হাদীস শরীফে রয়েছে: "আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: যে এই দোআ করবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দিব, পেরেশানী (দুঃখ) দূর করে দিব, অভাব তার থেকে উঠিয়ে নিব, প্রত্যেক ব্যবসায়ী থেকে তার ব্যবসাকে বৃদ্ধি করব, সে না চাইলেও বেচারা অক্ষম দুনিয়া তার কাছে ধরা দেবে।" (ইবনে আসাকির, ৭ম খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা) দোআটি হল এই:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মকামে ইবরাহীমের দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَ تَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْۤ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِىْ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ط

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। সুতরাং আমার অনুশোচনা গ্রহণ করুন। আপনি আমার চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞাত। সুতরাং আমার আবেদন কবুল করুন। আপনি আমার অন্তরের কথা জানেন। সুতরাং আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাচ্ছি এমন ঈমান যা আমার অন্তরে স্থান লাভ করবে এবং এমন ইয়াকীন যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আমার জন্য যা আপনি নির্ধারিত করে রেখেছেন তাই আমার জীবনে আসবে এবং যা আপনি আমার ভাগ্যে লিখেছেন তাতে যেন আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি। সে সর্বাধিক দয়ালু।

মকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার ৪টি মাদানী ফুল

﴾১﴿ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত নামায পড়বে, তার পূর্বাপর (আগের ও পরের সকল) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন মুক্তি প্রাপ্তদের সাথে উঠানো হবে।" (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা) ﴾২﴿ অধিকাংশ লোকেরা ভীড় ঠেলে চিড়ে ফেটে খুব জোরাজুরির সাথে 'মকামে ইবরাহীমের' পেছনে নামায পড়ে থাকে। আবার অনেক পর্দানশীন মহিলারা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(অন্যদেরকে) নামায পড়ানোর জন্য হাতে হাত ধরে বৃত্তকার হালকা বানিয়ে চলার রাস্তা ঘিরে ফেলে। তাদের এমন না করে ভীড় হলে 'তাওয়াফের নামায' মকামে ইবরাহীম থেকে দূরে পড়া উচিত। যাতে তাওয়াফকারীদেরও কষ্ট না হয় এবং নিজেকে ধাক্কা থেকে বাঁচানো যায়। ﴾৩﴿ মকামে ইবরাহীমের পরে এই নামায পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম (স্থান) হল কা'বা শরীফের ভেতর পড়া। অতঃপর হাতীমে। মীযাবে রহমতের নিচে, অতঃপর হাতীমের অন্য যে কোন স্থানে অতঃপর কা'বা শরীফের নিকটতম যে কোন স্থানে, অথবা মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে এরপর হারমে মক্কার সীমানার ভেতরে যে কোন স্থানে। (লুবাবুল মানাসিক, ১৫৬ পৃষ্ঠা) ﴾৪﴿ সুন্নাত এটাই যে, মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে তাওয়াফের পর দ্রুত নামায পড়ে নেয়া। মাঝখানে যেন দূরত্ব না হয়। যদি না পড়ে থাকেন, তবে জীবনের যে কোন সময় পড়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে, কাযা হবে না। কিন্তু এটা খুবই খারাপ যে, সুন্নাত হাত ছাড়া হয়ে গেল।

(আল মাসলাকুল মুতাক্বাসি্যত, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

এখন মুলতাজিমে আসুন.......!

নামাযে তাওয়াফ ও দোআ থেকে অবসর হয়ে (মুলতাজিমে হাজেরী দেয়া মুস্তাহাব) মুলতাজিমের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিন। কা'বার দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাজিম বলা হয়। এর মধ্যে কাবার দরজা অন্তর্ভূক্ত নয়। মুলতাজিমের সাথে কখনও বুক লাগান, নতুবা কখনও পেট। এর সাথে কখনও ডান গাল, কখনও বাম গাল এবং দুই হাত মাথার উপর করে পবিত্র দেয়ালের মধ্যে বিলিয়ে দিন। অথবা ডান হাত কাবার দরজার দিকে ও বাম হাত হাজরে আসওয়াদের দিকে প্রসারিত করে দিন। বেশী পরিমাণে কান্নাকাটি করুন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজের পরওয়ারদিগারের কাছে নিজের এবং সমস্ত উম্মতের জন্য নিজের ভাষায় দোআ প্রার্থনা করুন। কেননা ইহা দোআ কবুল হওয়ার স্থান এখানের একটি দোআ এটাও রয়েছে:

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّيْ نِعْمَةً اَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ ط

অনুবাদ: ওহে কুদরত ওয়ালা! ওহে সম্মানিত! তুমি আমাকে যতগুলো নে'মত দান করেছ। তা আমার থেকে দূর করে দিও না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীস শরীফে রয়েছে: “যখনই আমি চাই তখন আমি জিব্রাইলকে দেখি যে, সে মুলতাজিমের সাথে একেবারে জড়িয়ে এই দোআ করছে।” (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১০৪ পৃষ্ঠা) আর যদি সম্ভব হয় তাহলে দরূদ শরীফ পড়ে এই দোআ পড়ে নিন:

মকামে মুলতাজিমে পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَ
رِقَابَ اٰبَآئِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَوْلَادِنَا مِنَ
النَّارِ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ
وَالْعَطَآءِ وَالْاِحْسَانِ ط اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی
الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْیِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ
الْاٰخِرَةِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ
تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ
يَدَيْكَ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰی عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ
يَاقَدِيْمَ الْاِحْسَانِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ
ذِكْرِیْ وَ تَضَعَ وِزْرِیْ وَ تُصْلِحَ اَمْرِیْ وَ تُطَهِّرَ
قَلْبِیْ وَ تُنَوِّرَ لِیْ فِیْ قَبْرِیْ وَ تَغْفِرَلِیْ ذَنْبِیْ
وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ط

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِين صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! হে প্রাচীনতম ঘরের মালিক! আমাদের গর্দানকে আমাদের মুসলমান পিতা-দাদাকে ও মা বোনদেরকে, আমাদের ভাই ও সন্তান সন্তুতিকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দাও। হে দয়ালু দাতা, করুনাময়, মঙ্গলময় হে আল্লাহ! আমাদের সকল কর্মের শেষ ফলকে সুন্দর করে দাও। ইহকালের অপমান ও পরকালের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দার ছেলে, তোমার (পবিত্র ঘরের) দরজার নিচে দাড়িয়ে আছি। তোমার দরজার চৌকাটে পড়ে আছি। তোমার সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করছি এবং তোমার রহমতের প্রত্যাশী। তোমার দোযখের শাস্তিকে ভয় করছি। হে চির মঙ্গলময়, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি চাই যেন আমার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। আমার পাপের বোঝা দূর হয়, আমার কাজ সঠিক হয়, আমার অন্তর পবিত্র থাকে, আমার কবর আলোকিত হয়, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং বেহেশতে উচ্চ মর্যাদার আসন আপনার নিকট আমি প্রার্থনা করি। আমিন)

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

যে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে, সে তোয়াফের নামাযের পর মুলতাজিমের নিকটে আসতে হবে, আর যে তাওয়াফের পর সাঈ নেই যেমন নফলী তোয়াফ বা তাওয়াফে জিয়ারত ইত্যাদিতে। (যখন হজ্জের সাঈ হতে প্রথমেই অবসর হয়ে যায়) এ ধরনের তাওয়াফে নামাযের প্রথমেই মুলতাজিমের সাথে আলিঙ্গনবদ্ধ হোন। অতঃপর মকামে ইবরাহীমের নিকট গিয়ে দু রাকআত নামায আদায় করুন।

(আল মাসলাকুল মুতাকাস্যিত, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

এখন জমজমে আসুন

এখন বাবুল কা'বার (কা'বা শরীফের দরজার) সোজা সামনে অনতিদূরে রাখা জমজম শরীফের পানির কোলারের কাছে চলে আসুন এবং (স্মরণ রাখবেন! মসজিদে জমজমের পানি পান করার সময় ইতিকাফের নিয়্যত হওয়াটা আবশ্যক।) ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিন নিঃশ্বাসে খুব পেট ভর্তি করে পান করুন। নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমাদের এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য এটাই যে, তারা জমজমের পানি পেট ভরে পান করে না।"

(ইবনে মাযাহ, ৩য় খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৬১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতিবারে بِسۡمِ اللّٰهِ বলে শুরু করুন এবং পান করার পরে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ বলুন। পান করার সময় প্রতিবার কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখুন। কিছু পানি শরীরের উপর অথবা মুখে ঢেলে দিন। মাথা এবং শরীরে উহা দ্বারা মাসেহ করে নিন। কিন্তু সতর্ক থাকবেন যাতে পানির কোন ফোঁটা মাটিতে না পড়ে। পান করার সময় দোআ করুন, কেননা এটা কবুল হওয়ার সময়।

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী:

﴾১﴿ "এটা (জমজমের পানি) বরকতপূর্ণ আর এটা ক্ষুধার্তদের জন্য খাবার আর রোগীর জন্য শিফা (সুস্থতা)।"

(আবু দাউদ তায়ালুসি, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৭)

﴾২﴿ "জমজম যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে ঐ উদ্দেশ্যে সফল হবে।" (ইবনে মাযাহ, ৩য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৬২)

ইয়ে জমজম উস লিয়ে হে যিছলিয়ে উছকি পিয়ে কুয়ী,
ইসি জমজম মে জান্নাত হে, ইসি জমজম মে কাওসার হে। (যওকে নাত)

এবার জমজম পান করে এই দোআ পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُكَ عِلۡمًا نَّافِعًا وَّ رِزۡقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَآءً مِّنۡ كُلِّ دَآءٍ ط

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিযিক এবং সর্বপ্রকার রোগ হতে সুস্থতা প্রার্থনা করছি।

জমজমের পানি পান করার সময় দোআ করার পদ্ধতি

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী সায়্যিদুনা ইমাম নববী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব, যে ক্ষমা লাভ অথবা রোগব্যাধি ইত্যাদি থেকে শিফা লাভের জন্য পান করতে চায়। তবে সে ক্বিবলা মুখী হয়ে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ط পড়ে এরূপ বলবে; হে আল্লাহ! আমার কাছে এ হাদীস পোঁছেছে যে, **তোমার প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জমজমের পানি ঐ উদ্দেশ্যের জন্য (সৃষ্টি) যে উদ্দেশ্যে এটা পান করা হয়।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৫৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(অতঃপর এভাবে দোআ করতে থাকবেন) যেমন: হে আল্লাহ! আমি এটা এ উদ্দেশ্যে পান করছি যেন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও অথবা হে আল্লাহ! আমি এটা এ উদ্দেশ্যে পান করছি, যাতে এর মাধ্যমে আমার রোগের শিফা মিলে। ওহে আল্লাহ! অতএব; তুমি আমায় শিফা দিয়ে দাও" এবং এরকম আরো অনেক দোআ প্রয়োজনানুসারে আপনি চাইতে পারেন।

(আল ঈযাহ ফি মানাছিকিল হজ্ব লিন্ নববী, ৪০১ পৃষ্ঠা)

অধিক ঠান্ডা পান করবেন না

অধিক ঠান্ডা পানি ব্যবহার করবেন না। অন্যথায় আপনার ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক বাঁধা সৃষ্টির কারণ দেখা দিতে পারে! নফসের ইচ্ছাকে দমন করে এমন কোলার থেকে জমজমের পানি পান করবেন যার উপর লিখা আছে زَمزَم غَيرُمُبَرَّد (অর্থাৎ ঠান্ডাহীন জমজম)

দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়

জমজমের পানি দেখার কারণে দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয় এবং গুনাহ ঝড়ে যায়। তিন অঞ্জলি মাথার উপর ঢালার দ্বারা লাঞ্চনা, অবমাননা ও অপমান থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

(আল বাহরুল আমীক ফিল মানাসিক, ৫ম খন্ড, ২৫৬৯, ২৫৭৩ পৃষ্ঠা)

তু হার সাল হজ্ব পর বোলা ইয়া ইলাহী!
ওয়াহা আবে জমজম পিলা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ছাফা ও মারওয়ার সাঈ

এখন যদি কোন অপরাগতা কিংবা ক্লান্তি না আসে তাহলে দেরী না করে এখনই নতুবা বিশ্রাম করে সাফা ও মারওয়ার সাঈর জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। মনে রাখবেন যে, দৌঁড়ানোর সময় ইজতিবা অর্থাৎ কাঁধ খোলা রাখা যাবেনা। এখন সাঈ করার (দৌঁড়ানোর) জন্য হাজরে আসওয়াদের পূর্বের নিয়মানুসারে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে এই দোআটি পড়ে হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম করুন। দোআটি হল:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسۡمِ اللّٰهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكۡبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوۡلِ اللّٰهِ ط

যদি ইসতিলাম করার সুযোগ না হয় হবে তার দিকে (অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের দিকে) মুখ করে اَللّٰهُ اَكۡبَرُ ط وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ ط এবং দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে দ্রুত বাবুস সাফায় চলে আসুন!

সাফা পাহাড় যেহেতু মসজিদে হারামের বাহিরে অবস্থিত আর সবসময় মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পায়ে বের হওয়া সুন্নাত। তাই এখানেও প্রথমে বাম পা বাইরে রাখুন এবং নিয়মানুযায়ী দরূদ শরীফ পড়ে মসজিদ হতে বের হওয়ার এই দোআ পড়ুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُكَ مِنۡ فَضۡلِكَ وَ رَحۡمَتِكَ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার দয়া এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

এখন দুরূদ ও সালাম পড়ে পড়ে ছাফা পাহাড়ের চুড়ায় এতটুকু উঠবেন যাতে কাবা শরীফ দেখা যায় এবং এটা এখানে সামান্য উঠলেই হয়ে যায়। মূর্খ মানুষের মত অধিক উপরে উঠবেন না।” এখন এই দোয়া পড়ুনঃ

اَبۡدَءُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ ﴿اِنَّ الصَّفَا وَالۡمَرۡوَةَ مِنۡ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنۡ حَجَّ الۡبَيۡتَ اَوِ اعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ اَنۡ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيۡمٌ﴾

অনুবাদঃ আমি সেখান থেকে শুরু করছি যেটাকে মহান আল্লাহ প্রথমে উল্লেখ শুরু করেছেন। নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্ব কিংবা ওমরা করবে এই দুইটির তাওয়াফে (সাঈতে) তার জন্য কোন গুনাহ নেই, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করে। তবে নিশ্চয় আল্লাহ নেকী প্রতিদানকারী ও সর্বজ্ঞ। (পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৫৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাফার উপর লোকদের বিভিন্ন ধরণ

না জানার কারণে অনেক মানুষ হাতের তালুকে কাবা শরীফের দিকে করে রাখে। অনেকে হাত দোলাতে থাকে আবার অনেকে তিনবার হাতকে কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেয়। আপনি এসবের কোনটিই করবেন না। নিয়মানুযায়ী দোয়ার মত হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে এতটুকু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোআ করবেন, যে সময়ে সূরা বাকারার ২৫ (পঁচিশ) আয়াত তিলাওয়াত করা যায়। খুব বিনয়ের সাথে এবং সম্ভব হলে কেঁদে কেঁদে দোআ করবেন। কারণ ইহা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান। নিজের জন্য এবং সমস্ত মুসলমান মানব ও জ্বীন জাতির কল্যাণের জন্য দোআ করবেন, আর বিরাট দয়া হবে, যদি আমি গুনাহগারদের সরদার (সগে মদীনার عُفِیَ عَنْهُ) বিনাহিসাব মাগফিরাতের দোআ করেন। এর সাথে দুরূদ শরীফ পড়ে এই দোয়া পড়বেন[৮]।

ছাফা পাহাড়ের দোআ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط
وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدٰ
نَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَآ اَوْلَانَا
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَآ اَلْهَمَنَا ط
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ

---

[৮] কংকর নিক্ষেপ এবং আরাফাতে অবস্থান ইত্যাদির জন্য যেমন নিয়্যত শর্ত নয় তেমনভাবে সাঈতেও নিয়্যত শর্ত নয়। নিয়্যত ছাড়াও যদি কেউ সাঈ করেনেয় তাও হয়ে যাবে। কিন্তু সাঈর জন্য নিয়্যত করা মুস্তাহাব। নিয়্যত না করলে সাওয়াব মিলবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا
اللهُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ ط لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ
وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ط
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ
وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ جُنْدَهٗ وَهَزَمَ
الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا
نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ط
﴿ فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط
وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ ﴾ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ
لِلْاِسْلَامِ اَسْئَلُكَ اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ
حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ ط سُبْحٰنَ اللهِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ
اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ عَلٰى
سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
وَتَوَفَّنِىْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاَعِذْنِىْ مِنْ
مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا
مِمَّنْ يُّحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُوْلَكَ
وَاَنْبِيَآئَكَ وَمَلٰٓئِكَتَكَ وَ عِبَادَكَ
الصّٰلِحِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىَ الْيُسْرٰى
وَجَنِّبْنِى الْعُسْرٰى اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ
عَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وَتَوَفَّنِىْ مُسْلِمًاوَّ اَلْحِقْنِىْ
بِالصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ
جَنَّةِ النَّعِيْمِ وَاغْفِرْلِىْ خَطِيْٓئَتِىْ يَوْمَ
الدِّيْنَ ط اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا
كَامِلًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّنَسْئَلُكَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عِلْمًا نَّافِعًا وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّدِيْنًا
قَيِّمًا وَّنَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَّنَسْئَلُكَ تَمَامَ
الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ
وَ نَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ
نَسْئَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ ط
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ
عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ
عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا
ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ
ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ ط

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অনুবাদঃ আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন তিনিই সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত, আর যে আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন তিনিই সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত। ঐ আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত যিনি আমাদেরকে সৎকর্মের পথ বুঝিয়েছেন, আর সমস্ত প্রশংসা ঐ **আল্লাহর**, যিনি আমাদেরকে এই হেদায়াত দান করেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত না করতেন তবে আমরা কখনো হেদায়াত প্রাপ্ত হতাম না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই তাঁর জন্য সকল রাজত্ব এবং তিনিই সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত। জীবন এবং মৃত্যু তাঁর হাতে। তিনি এমন জীবিত যে তাঁর জন্য মৃত্যু নেই। সমস্ত কল্যাণ তারই হাতে, আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মালিক নেই। তিনি এক এবং তাঁর ওয়াদা সত্য, আর তিনি তার বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সৈনিকদেরকে সম্মান দিয়েছেন। তিনি একাই বাতিলদের সমস্ত সৈনিকদেরকে পরাজিত করেছেন। **আল্লাহ** ব্যতীত কোন প্রভু নেই, আর আমরা তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত করি না। একনিষ্ঠভাবে তারই ইবাদত করি। যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। **হে আল্লাহ!** নিশ্চয় তুমি বলেছ, আর তোমার কথা সত্য, আমার নিকট দোআ কর আমি তোমাদের দোআ কবুল করব, আর নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করোনা। **হে আল্লাহ!** যেমনিভাবে তুমি আমাকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন এখন আমার প্রার্থনা যাতে আমার থেকে ঐ দৌলত ফিরিয়ে না নেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে মুসলমানই রাখুন। আল্লাহর সত্ত্বা পবিত্র, আর আল্লাহর সত্ত্বাই হল সমস্ত প্রশংসার উপযোগী। আল্লাহ ব্যতীত কোন মালিক নেই এবং আল্লাহই হলেন মহান, মর্যাদাবান, মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতাও নেই কোন শক্তিও নেই। **হে আল্লাহ! আমাদের আক্বা ওয়া মাওলা সায়্যিদুনা মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর, তাঁর আওলাদে পাকের উপর তাঁর সাহাবীদের উপর, তাঁর পুতঃ পবিত্র স্ত্রীদের উপর, তাঁর বংশধর এবং অনুসারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। **হে আল্লাহ!** আমাকে আমার মা বাবাকে এবং সমস্ত মুসলমান নারী পুরুষদের ক্ষমা কর এবং সমস্ত রাসুলদের উপর সালাম পৌঁছে দাও, আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের মালিক।

দোআ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাত ছেড়ে দিন এবং দরূদ শরীফ পড়ে অন্তরে সাঈর নিয়্যত করে নিন। তবে মুখে নিয়্যত পড়া অধিক উত্তম। নিয়্যতের অর্থ অন্তরে রেখে এভাবেই নিয়্যত করুন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাঈর নিয়্যত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِّوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত চক্কর সাঈ (দৌঁড়ানোর) করার ইচ্ছা করেছি। অতএব তুমি উহা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

ছাফা মারওয়া হতে নেমে যাওয়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اسْتَعْمِلْنِىْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَفَّنِىْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاَعِذْنِىْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে দাও। আর আমাকে তাঁর দ্বীনের উপর মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে তোমার রহমত দ্বারা ফিতনা সমূহের গোমরাহী হতে রক্ষা কর। হে সর্বাধিক দয়ালু।

এখন ছাফা হতে যিকির ও দরূদ পাঠরত অবস্থায় মধ্যমপন্থায় চলে মারওয়ার দিকে আসুন। (আজকাল তো সেখানে মর্মর পাথর বিছানো রয়েছে এবং এয়ার কুলারও লাগানো আছে। এক সাঈ উহাও ছিল যা হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا করেছিলেন। আপনার অন্তরে একটু ঐ হৃদয় কাঁপানো দৃশ্যটি সতেজ করে নিন। যখন সেখানে ঘাশ ও পানি বিহীন ময়দান ছিল। আর ছোট বাচ্চা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পিপাসায় কাতর হয়ে ছটপট করতে লাগলেন এবং হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا পানির তালাশে দিশেহারা হয়ে প্রচন্ড রৌদ্রে পাথর ও কংকরময় রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিলেন।) যখনই প্রথমে সবুজ (রাস্তায়) সংকেত আসবে, পুরুষরা দৌড়াতে শুরু করবেন। (কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে দৌড়াবেন উচ্ছৃংখলভাবে নয়) আর আরোহীরা ছাওয়ারীকে দ্রুত চালাবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তবে যদি ভিড় বেশী হয়, আর ভিড় কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে একটু দাঁড়িয়ে যাবেন। দৌড়ার সময় ইহা স্মরণ রাখবেন যে, নিজের কিংবা অন্যের যেন কষ্ট না হয়। কারণ এখানে দৌড়ানোটা হল সুন্নাত, আর ইচ্ছাকৃত ভাবে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। ইসলামী বোনেরা এখানে দৌঁড়াবেন না। এখন ইসলামী ভাইয়েরা দৌড়ে দৌঁড়ে, আর ইসলামী বোনেরা হেঁটে হেঁটে এই দোআ পড়বেন;

সবুজ সংকেত সমূহের মধ্যভাগে পড়ার দোআ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَاهْدِنِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার উপর দয়া কর। আর আমার গুনাহ সমূহ যা তুমি জান, (ক্ষমা করে দাও)। নিশ্চয় তুমি জান যা আমরা জানিনা। নিশ্চয় তুমি অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং আমাকে সরল সঠিক পথের উপর অটল রাখ। হে আল্লাহ! আমার হজ্বকে মাবরুর হজ্বে পরিণত কর। আমার সাঈকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সাঈতে পরিণত কর, আর আমার গুনাহ সমূহকে ক্ষমা কর।

যখন দ্বিতীয় সবুজ সংকেত আসবে, তখন গতি কমিয়ে ধীরগতিতে চলবেন এবং মারওয়া পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবেন। হে আশিক! আপনি এখন মারওয়া শরীফে এসে গেছেন। সাধারণ মানুষেরা অনেক উপরে উঠে গেছে। আপনি তাদের অনুকরণ করবেন না। আপনি অল্প উচুঁতে উঠুন বরং এর নিকটে জমিনের উপর দাঁড়ানোর মধ্যেই মারওয়ার উপর আরোহন হয়ে যায়। এখানে যদিওবা বিল্ডিং তৈরীর কারণে কাবা শরীফ নজরে আসে না, কিন্তু কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ছাফা পাহাড়ের মত ঐ পরিমাণ সময় পর্যন্ত প্রার্থনা করবেন। এখন আর নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। কারণ ইহা প্রথমে হয়ে গেছে। এখন এক চক্কর হয়ে গেল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন পূর্বের নিয়মে দোআ পড়তে পড়তে মারওয়া থেকে সাফার দিকে চলুন এবং নিয়মানুযায়ী সবুজ দুই সংকেতের মধ্যবর্তীস্থানে আসলে পুরুষরা দৌড়ে দৌড়ে এবং ইসলামী বোন হেঁটে হেঁটে পূর্বের দোয়া পড়ুন। এখন সাফা পাহাড়ে পৌঁছলে আপনার দুই চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল। এভাবে সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে ও চলতে চলতে সপ্তম চক্কর মারওয়াতে গিয়ে শেষ হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন আপনার সাঈ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

সাঈ করা কালীন একটি জরুরী সতর্কতা

অনেক সময় লোকেরা সাঈর স্থানে নামায পড়তে দেখা যায়। তাওয়াফ করা কালীন সময়ে তো নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়াটা জায়েজ, কিন্তু সাঈ করা কালীন সময়ে না জায়েয। এই রকম অবস্থা দেখা দিলে তখন নামাযী ব্যক্তির সালাম ফেরানোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন। হ্যাঁ তবে কোন অতিক্রমকারীকে সুতরা (আড়াল) বানিয়ে গমণ করতে পারবেন।

সাঈর নামায মুস্তাহাব

এখন যদি সম্ভব হয় তাহলে মসজিদে হারামে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিন। (যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়) ইহা মুস্তাহাব। আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাঈ করার পরে মাতাফের পার্শ্বে হাজরে আসওয়াদের সোজা সোজা ডান পাশে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করেছেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৭৩১৩। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৮৯ পৃষ্ঠা) এভাবে তাওয়াফ এবং সাঈ করার নাম হল ওমরা। হজ্জে কিরানকারী এবং তামাত্তোকারীর জন্য ইহা “ওমরা” হয়ে গেল।

শরফ মুঝকো উমরা কা মওলা দিয়া হে
করম মুঝ গুনাহগার পর ইয়ে বড়া হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ

ইফরাদ হজ্বকারীর জন্য এই তাওয়াফ তাওয়াফে কুদুম অর্থাৎ দরবারে উপস্থিতির অভিবাদন হয়ে গেল। হজ্বে কিরানকারী এর পরে তাওয়াফে কুদুমের নিয়্যতে অতিরিক্ত একটি তাওয়াফও সাঈ করবে। তাওয়াফে কুদুম হজ্বে কিরানকারী এবং হজ্বে ইফরাদকারী উভয়ের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা। যদি ছেড়ে দেন তাহলে অন্যায় করেছেন, তবে দম ইত্যাদি ওয়াজিব হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১১১ পৃষ্ঠা)

মাথা মুন্ডানো বা চুলকাটা

এখন পুরুষেরা হলক করবে অর্থাৎ মাথা মুন্ডন করাবে অথবা তাকছীর করবে অর্থাৎ চুল কাটাবে। তবে হলক করে নেয়াটা উত্তম। **হুযুর পুরনূর, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুজ্জাতুল ওয়াদা (বিদায় হজ্ব) এর সময় হলক করিয়েছেন, আর মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার রহমতের দোআ করেন ও চুল কর্তনকারীদের জন্য একবার (রহমতের দোআ) করেন। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭২৮)

তাকছীর তথা চুলকাটার সংজ্ঞা

কমপক্ষে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল আঙ্গুলের গিরা পরিমাণ কাটা। এখানে এ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, আঙ্গুলের এক গিরার চেয়ে একটু বেশী কাটতে হবে। যাতে মাথার মধ্যখানের ছোট ছোট যে চুল আছে তাও যেন এক গিরা পরিমাণ কাটা হয়। অনেকে কাঁচি দ্বারা মাথার দুই তিন জায়গা থেকে কিছু চুল কেটে নেয়, হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য ইহা সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি আর এভাবে ইহরামের নিয়মনীতির বাধ্যবাধকতাও শেষ হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামী বোনদের চুলকাটা

ইসলামী বোনদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম। তারা শুধুমাত্র চুল কাটবে। ইহার সহজ পদ্ধতি হল, নিজের মাথার ঝুটির চুলকে আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে এক গিরার চেয়ে একটু বেশী কেটে নিবে। কিন্তু এই সতর্কতা অবশ্যই থাকতে হবে যে, কমপক্ষে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল এক গিরা সমপরিমাণ পর্যন্ত কাটা যেতে হবে।

লাগাওঁ দিল কো না দুনিয়া মে হার কিছি শায় ছে
তাআল্লুক আপনা হো কা'বা ছে ইয়া মদীনে ছে। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাওয়াফে কুদুমকারীদের (মক্কা শরীফে প্রবেশের পর সর্বপ্রথম তাওয়াফ) জন্য নির্দেশনা

তাওয়াফে কুদুমে ইজতিবা রমল এবং সাঈ আবশ্যক নয়। কিন্তু এ তাওয়াফে যদি তা করা না হয় তাহলে এ সকল কাজ তাওয়াফে জেয়ারতে করতে হবে। হতে পারে সে সময় ক্লান্তি ইত্যাদির কারণে কষ্ট হতে পারে, ভারী মনে হতে পারে। তাই আমি এগুলোকে সাধারণভাবে নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছি। যাতে তাওয়াফে জিয়ারতে সেগুলোর আর প্রয়োজন না হয়।

তামাত্তোকারীদের জন্য নির্দেশনা

ইফরাদ হজ্বকারী ও কিরান হজ্বকারীতো হজ্বের রমল ও সাঈ থেকে তাওয়াফে কুদুমেই তা আদায় করার মাধ্যমে অবকাশ পেয়ে গেল। কিন্তু তামাত্তোকারী যে তাওয়াফ এবং সাঈ করেছে উহা ওমরার জন্য এবং তার জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নাত নয়, যাতে করে সে এ তাওয়াফের মধ্যে এগুলো আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তাই যদি তামাত্তোকারীও যদি হজ্বের প্রথমেই এ কাজগুলো আদায় করে কিছুটা অবকাশ নিতে চায় তাহলে যখন সে হজ্বের ইহরাম বাঁধবে তখনই একটি নফল তাওয়াফ আদায়ের মাধ্যমে তাতে রমল ও সাঈ করে নিবে। তখন তার জন্যও তাওয়াফে জেয়ারতে রমল ও সাঈর প্রয়োজন হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১১২ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬ অথবা ৭ অথবা ৮ই জুলহিজ্জায় যদি আপনি হজ্বের ইহরাম বাঁধেন, তাহলে সাধারণত এ সময়ে প্রচন্ড ভিড় হয়। তাই চাইলেও হজ্বের রমল ও সাঈ এর জন্য এখন নফল তাওয়াফের নিয়্যত করবেন না। তাওয়াফে জেয়ারতেই (এ সমস্ত কাজ) করে নিবেন। অন্যথায় ইহরামও হবে না, আর আশা করা হচ্ছে ভিড়েরও কম পাবেন। ১০ তারিখে পুনরায় খুব ভিড় হয়। অবশ্য ১১ ও ১২ তারিখ ভিড়ের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে কম হতে থাকে।

সমস্ত হাজীদের জন্য মাদানী ফুল

এখন সমস্ত হাজীগণ চাই কিরানকারী হোক কিংবা তামাত্তোকারী হোক কিংবা ইফরাদকারী সকলেই মিনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে ৮ই জিলহজ্জের অপেক্ষায় নিজের জীবনের সুন্দর সময়গুলো অতিবাহিত করবে।

আশিকানে রাসুল! ইহা ঐ সম্মানিত গলিসমূহ যেখানে আমাদের **প্রিয় আক্বা মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র জীবনের কম-বেশী ৫৩ বৎসর অতিবাহিত করেছেন। এখানকার প্রতিটি স্থানে **মাহবুবে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মৃতিময় কদমে পাকের ছোঁয়া রয়েছে। তাই এই সম্মানিত গলি সমূহের আদব করুন। সাবধান এখানে গুনাহতো দূরের কথা গুনাহের কল্পনাও যেন না আসে। কেননা এখানকার এক নেকী যেমন লাখের সমান, তেমনি এক গুনাহও লক্ষ গুনাহের সমান। গালি গালাজ, গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা, কু-দৃষ্টি, খারাপ ধারণা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু এখানকার গুনাহতো লক্ষগুণ বেশী, আর কখনও এমন বোকামী করে গুনাহের দুঃসাহস দেখাবেন না যে, মাথা মুন্ডানোর সাথে সাথে (আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন) দাঁড়িও মুন্ডায়ে ফেলবেন। সাবধান! দাঁড়ি মুন্ডানো অথবা দাঁড়ি কেটে একমুষ্টির চেয়ে ছোট করে ফেলা উভয়টি সমপর্যায়ের হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। এখানে তো একবার দাঁড়ি মুন্ডালে কিংবা একবার দাঁড়ি কেটে এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করলে লক্ষবার হারামের গুনাহ হবে। বরং হে খোশ নছীব আশেকানে রাসুল! এখনতো আপনাদের চেহারাকে মক্কা মদীনার হাওয়া চুমু দিচ্ছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাই এই মোবারক চুল (দাঁড়ি) সমূহকে বাড়তে দিন, আর এতদিন পর্যন্ত যতবার দাঁড়ি মুন্ডিয়েছেন অথবা ছেটে এক মুষ্টি থেকে কম করে নিয়েছেন, এর জন্য তাওবা করে নিন এবং সব সময়ের জন্য **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাত দাঁড়ি মোবারককে নিজের চেহারায় সাজিয়ে নিন।

ছরকার কা আশিক ভি কিয়া দাড়ি মুন্ডাতা হে?
কিউ ইশক কা চেহরা ছে ইজহার নেহী হুতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যতক্ষণ মক্কা শরীফে থাকবেন কি করবেন?

(১) বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবেন। ইহা মনে রাখবেন যে, নফল তাওয়াফের মধ্যে তাওয়াফের পরে সর্বপ্রথম মুলতাজিমকে জড়িয়ে ধরতে হয়, অতঃপর মকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নফল নামায পড়তে হয়। (২) কখনো **হুজুর আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে তাওয়াফ করুন, কখনো গাউছুল আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নামে, কখনো নিজের পীর ও মুর্শিদের নামে, কখনো নিজের মা-বাবার নামে তাওয়াফ করুন। (৩) বেশী বেশী নফল রোজা রেখে প্রতি রোজায় লক্ষ লক্ষ রোজার সাওয়াব লাভ করুন। তবে এই সতর্কতা অবলম্বন করুন যে, যদি আপনি মসজিদে হারামে (অথবা যে কোন মসজিদে) রোজার ইফতারের উদ্দেশ্যে খেজুর ইত্যাদি জমজমের পানি পান করেন তখন ইতিকাফের নিয়্যত করা আবশ্যক। (৪) যতবার কা'বা শরীফের উপর দৃষ্টি পড়বে, সাথে সাথে তিনবার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ বলবেন এবং দুরূদ শরীফ পড়ে দোআ করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দোআ কবুল হবে। (৫) যার পায়ে হেঁটে হজ্ব করার নিয়্যত রয়েছে, তিনি যেন ২/৪ দিন পূর্বে মিনা শরীফ, মুজদালিফা শরীফ এবং আরাফাত শরীফে উপস্থিত হয়ে নিজের তাবু দেখে আসে এবং তাতে (চেনার উপায় হিসেবে) কোন নিশান লাগিয়ে আসে। এমনকি যাতায়াতের জন্য রাস্তাকে নির্বাচন করুন যা আপনাকে খুব সহজে এ তাবুতে পৌঁছিয়ে দিবে। নতুবা ভিড়ে কঠিন সমস্যা হতে পারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(ইসলামী বোনদের জন্য বাসে করে যাওয়ার মধ্যে নিরাপত্তা)। পায়ে হাটাতে ইসরামী ভাইদের সাথে সংযুক্ত এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমনকি মুজদারিফায় প্রবেশের সময় লাখো মানুষের ভিড়ে ইসলামী বোনদেরকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। (আল আমান ওয়াল হাফিজ) (৬) কেনাকাটার মধ্যে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার পরিবর্তে ইবাদতের মধ্যে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। বারবার এই সোনালী সুযোগ হাতে আসেনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জুতার ব্যাপারে জরুরী মাসআলা

কিছু লোক **মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দরজা মোবারকের বাহিরে জুতা রেখে দেয়। অতঃপর ফিরে যাওয়ার সময় যে জুতাই পছন্দ হয়, তা পরিধান করে চলে যায়। এধরণের জুতা অথবা চপ্পল আপনি শরয়ী অনুমতি ছাড়া যতবার ব্যবহার করেছেন ততবার আপনার গুনাহ হতেই থাকবে। যেমন: আপনি শরীয়তের অনুমতি ছাড়া এক বারতুলে আনা জুতা ১০০ বার পরিধান করলেন, তাহলে আপনার ১০০ বার পরিধান করার গুনাহ হবে। এই জুতাগুলোর হুকুম হবে লুকতা (অর্থাৎ কারো পড়ে যাওয়া জিনিস) এর হুকুমের মত। যদি এর মালিক পাওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তি এ লুকতা পেয়েছে যদি সে নিজে অভাবী হয় তবে নিজে রাখতে পারবে। নতুবা কোন অভাবী মানুষকে দিয়ে দিবে।

যে ব্যক্তি অন্য কারো জুতা অবৈধ পন্থায় ব্যবহার করে ফেলেছে তিনি এখন কী করবেন?

উপরোল্লোখিত পন্থায় পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যে কোন স্থানে থেকে এই ধরনের কাজ করে ফেলেছেন সে গুনাহগার হবে। নিজের জন্য এই ধরনের "লুকতা" (অর্থাৎ পড়ে যাওয়া বস্তু) কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তিদের উপর ফরয (আবশ্যক) হচ্ছে, তাওবাও করবে এবং এধরনের যতগুলো জুতা,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চপ্পল অথবা নিয়েছে যদি ঐ গুলোর প্রকৃত মালিক বেঁচে থাকে তাহলে তাদের নিকট নতুবা তাদের ওয়ারিশদের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়া। যদি তাদের নিকট পৌছানো সম্ভব না হয় তাহলে ঐ সকল বস্তুগুলো অথবা যদি ঐ সকল বস্তুই অবশিষ্ট না থাকে (অর্থাৎ বিনষ্ট হয়ে যায় বা আপনার মালিকানাই না থাকে) তবে তার সমপরিমাণ মূল্য কোন শরয়ী মিসকিন কে (সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া) দিয়ে দিবে। অথবা তার মূল্য মসজিদ ও মাদরাসা ইত্যাদিতে দিয়ে দিবে। (লুকতার বিস্তারিত মাসআলা জানার জন্য বাহারে শরীয়াত ২য় খন্ডের পৃষ্ঠা নং ৪৭১-৪৮৪ পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন।)

আহ! জো বু চুকা হো ওয়াক্তে দিরাও
হোগা হাসরত কা সামনা ইয়া রব! (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনদের জন্য মাদানী ফুল

মহিলারা নামায তাদের বিশ্রামস্থলেই (আবাসস্থলেই) পড়বে। নামায পড়ার জন্য যে সকল ইসলামী বোনেরা মসজিদাইনে করীমাইনে (অর্থাৎ মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে) উপস্থিত হয়, এটা তাদের মুর্খতা, অজ্ঞতা(র কারণেই করে থাকে)। কেননা মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে সাওয়াব অর্জন করা, আর আমাদের **প্রিয় ছরকার, মাদানী তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "মহিলাদের আমার মসজিদে (অর্থাৎ **মসজিদে নববী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এ নামায পড়ার চেয়ে বেশী সাওয়াব হচ্ছে ঘরে নামায আদায় করা।" (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১১২ পৃষ্ঠা। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ১০ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৭১৫৮)

তাওয়াফের মধ্যে ৭টি কাজ হারাম

তাওয়াফ যদিওবা নফল হয়, তাতে সাতটি কাজ হারাম:

(১) অজু ছাড়া তাওয়াফ করা। (২) একান্ত অপারগতা ব্যতীত পালকীতে আরোহন করে অথবা কোলে চড়ে অথবা কারো কাঁধে আরোহন করে ইত্যাদি নিয়মে তাওয়াফ করা। (৩) কোন অপারগতা ছাড়া বসে বসে সরে যাওয়া (পার্শ্বপরিবর্তন করা) অথবা হামাগুড়ি দিয়ে চলা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪) কা'বাকে হাতের ডান দিকে রেখে উল্টা তাওয়াফ করা। (৫) তাওয়াফে 'হাতিমের' ভিতর দিয়ে চলা। (৬) সাত চক্করের কম তাওয়াফ করা। (৭) যে অঙ্গ সতরের অন্তর্ভূক্ত, উহার এক চতুর্থাংশ খোলা (অনাবৃত) রাখা। যেমন: রান (উরু), কান অথবা হাতের কবজি ও কুনুই এর মধ্যাংশ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১১২ পৃষ্ঠা) ইসলামী বোনেরা এ ব্যাপারে খুব বেশী সতর্ক থাকুন যে, তাওয়াফের সময় বিশেষতঃ হাজরে আসওয়াদে ইসতিলাম দেওয়ার সময় অনেক ইসলামী বোনের হাতের কবজির এক চতুর্থাংশ তো নয় বরং অনেক সময় পুরো হাতের কব্জিই (কবজি থেকে কুনুই এর মধ্যাংশ) উম্মুক্ত হয়ে যায়। (তাওয়াফ ব্যতীত অন্যান্য সময়ও গাইরে মাহরামের সামনে মাথার চুল বা কান বা কব্জি খোলা (উন্মুক্ত করা) হারাম। পর্দার বিস্তারিত বিধান জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দূ কিতাব "পর্দে কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" খুব ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

তাওয়াফের এগারটি মাকরূহ

(১) অনর্থক কথাবার্তা বলা। (২) জিকির, দোআ বা তিলাওয়াত বা না'ত, মুনাজাত অথবা যে কোন শরয়ী কালাম (যেমন: শের-আশআর বা যে কোন ধরনের বৈধ কাথাবার্তা) ইত্যাদি উচ্চ আওয়াজে করা। (৩) হামদ ও সালাত (আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলে পাকের উপর দরূদ ও সালাম) ব্যতীত অন্য কোন শের পড়া। (৪) অপবিত্র কাপড়ে তাওয়াফ করা। (সতর্কতা হচ্ছে, ব্যবহারের সেন্ডেল অথবা জুতা সাথে নিয়ে তাওয়াফ না করা।) (৫) রমল (চক্কর) অথবা (৬) ইজতিবা (ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা) অথবা (৭) হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া ইত্যাদি কাজের যেখানে যেখানে করার হুকুম রয়েছে তা না করা। (৮) তাওয়াফের চক্কর সমূহের মধ্যে বেশী ব্যবধান করা। (অর্থাৎ এক চক্কর ও অন্য চক্করের মাঝখানে বেশী সময়ের দূরত্ব সৃষ্টি করা) ইস্তিন্‌জার জন্য যেতে পারেন। অযু করে বাকী গুলো পুরা করে নিবেন। (৯) এক তাওয়াফ শেষ করার পর উহার দুই রাকাআত নামায না পড়ে দ্বিতীয় তাওয়াফ শুরু করে দেয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তবে যদি মাকরূহ ওয়াক্ত চলে আসে, তাহলে অসুবিধা নেই। যেমন সুবহে সাদিক হতে সূর্য উদয় পর্যন্ত, অথবা আসরের নামাযের পর হতে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত এই সময়ে করা অনেক তাওয়াফ 'তাওয়াফের নামায' ব্যতীত জায়েজ হবে। তবে মাকরূহ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রতি তাওয়াফের জন্য দুই দুই রাকাআত নামায আদায় করে দিতে হবে। (১০) তাওয়াফের সময় কোন কিছু খাওয়া। (১১) প্রস্রাব কিংবা বায়ু ইত্যাদি প্রচন্ড বেগ নিয়ে তাওয়াফ করা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১১৩ পৃষ্ঠা। আল মাসলাকুল মুতাকাস্সিত লিল কারী, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

তাওয়াফ এবং সাঈতে এ সাতটি কাজ জায়েজ

(১) সালাম করা। (২) সালামের জবাব দেওয়া। (৩) প্রয়োজনের সময় কথা বলা। (৪) পানি পান করা। (সাঈর সময় খেতেও পারবেন) (৫) হামদ, না'ত অথবা মানকাবাতের (স্মৃতিচারণ মূলক জীবনী) পংক্তি সমূহ আস্তে আস্তে পড়া। (৬) তাওয়াফকালীন সময়ে নামাজীর সামনে দিয়ে পথ চলা জায়েজ। কারণ তাওয়াফও নামাযের মত। কিন্তু সাঈর সময় নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েজ নয়। (৭) ধর্মীয় মাসআলা জিজ্ঞাসা করা অথবা তার জবাব দেয়া। (প্রাগুক্ত, ১১১৪ পৃষ্ঠা। আল মাসলাকুল মুতাকাস্সিত, ১৬২ পৃষ্ঠা)

সাঈর ১০টি মাকরূহ

(১) প্রয়োজন ছাড়া সাঈর চক্করসমূহের মধ্যে বেশী ব্যবধান করা (অর্থাৎ এক চক্করের মাঝখানে লম্বা দূরত্ব সৃষ্টি করা)। হ্যাঁ তবে হাজত সারার (প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজনে) জন্য যেতে পারে। অথবা অযু নবায়ণ করার জন্যও যেতে পারে। (সাঈতে অযু আবশ্যক নয় বরং মুস্তাহাব) (২) কেনাকাটা করা। (৩) কোন কিছু বিক্রয় করা। (৪) অনর্থক কথাবার্তা বলা। (৫) অনর্থক এদিক সেদিক তাকানো, সাঈর মধ্যেও মাকরূহ এবং তাওয়াফের মধ্যে আরো অধিক মাকরূহ। (৬) সাফা অথবা (৭) মারওয়ায় আরোহণ না করা। (অল্প কিছুর উঠুন, একেবারে চূড়ায় নয়।) (৮) অপারগতা ব্যতীত কোন পুরুষ 'মাসআর' মধ্যে (সাঈর স্থলে) না দৌড়ানো। (৯) তাওয়াফের পর অনেক বিলম্বে সাঈ করা। (১০) লজ্জাস্থান (পরিপূর্ণ) না ঢাকা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১১৫ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাঈর চারটি পৃথক মাদানী ফুল

(১) সাঈর মধ্যে পায়ে হাঁটা ওয়াজিব, যখন কোন অপারগতা না থাকে ঐ অবস্থায়। (কোন অপারগতা ছাড়া বাহনে চড়ে অথবা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে সাঈ করলে 'দম' ওয়াজিব হবে) (লুবাবুল মানাসিক, ১৭৮ পৃষ্ঠা) (২) সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। বরং হায়েজ ও নেফাস চলাকালীন সময়েও মহিলারা সাঈ করতে পারবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা) (৩) শরীর ও পোষাক পবিত্র হওয়া এবং ওযু অবস্থায় হওয়া মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১১০ পৃষ্ঠা) (৪) সাঈ শুরু করার সময় প্রথমে ছাফার দোআ পড়বেন, অতঃপর সাঈর নিয়্যত করবেন। সাঈর অনেক কাজ রয়েছে। যেমন: হাজরে আসওয়াদের ইসতিলাম। ছাফা পর্বতে আরোহণ, দোআ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কাজের শুরুতে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিলে, খুব উত্তম হয়। কমপক্ষে অন্তরে এতটুকু নিয়্যত হওয়া যথেষ্ট যে, সাওয়াব অর্জনের জন্য মূল সাঈর পূর্বের কাজগুলো করছি।

ইসলামী বোনদের জন্য বিশেষ তাকিদ

ইসলামী বোনেরা এখানেও এবং প্রত্যেক জায়গায় পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবেন। অধিকাংশ মূর্খ মহিলারা হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীকে চুমা দেওয়ার জন্য অথবা আল্লাহর কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য বিনা দ্বিধায় পুরুষদের (ভিড়ের) মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যায়। তাওবা! তাওবা! ইহা খুব ঔদ্ধত্য পূর্ণ আচরণ এবং নির্লজ্জের কথা। ইসলামী বোনদের জন্য ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যেমন দিনের ১০টা বাজে তাওয়াফ করা খুবই যথার্থও উপযুক্ত। কেননা ঐ সময় ভীড় খুব কম থাকে।

বৃষ্টি এবং মীজাবে রহমত

বৃষ্টির সময় হাতীম শরীফের মাঝে চারপাশে প্রচন্ড ভীড় হয়ে যায়। মীজাবে রহমত থেকে গড়িয়ে পড়া মোবারক পানি নেওয়ার জন্য হাজী সাহেবগণ পাগলের ন্যায় লাফিয়ে পড়ে। এই মুহুর্তে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার বরং চাপা খেয়ে মৃত্যু বরণ করার পর্যন্ত ঝুঁকি থাকে। এমন স্থানে ইসলামী বোনদের দূরে থাকা জরুরী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে তাওয়াফে খানায়ে কা'বা সাআদাত মারহাবা!
খুব বারাসতা হে ইয়াহা পর আবরে রহমত মারহাবা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হজ্বের ইহরাম বেঁধে নিন

যদি আপনি এখনও পর্যন্ত হজ্বের ইহরাম না বেঁধে থাকেন, তাহলে জুলহিজ্জা মাসের ৮ তারিখেও বাঁধাতে পারেন। কিন্তু ৭ তারিখে বেঁধে নিলেই সুবিধা হয়। কেননা 'মুআল্লিম' আপন আপন হাজী দেরকে ৭ তারিখ ইশার নামাযের পর থেকে মীনা শরীফ পৌঁছানো শুরু করে দেয়। মসজিদে হারামে মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য সময়ে ইহরামের দুই রাকাত নামায আদায় করে শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এভাবে হজ্বের নিয়্যত করুন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْۤ اُرِيْدُ الْحَجَّ ط فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ط وَاَعِنِّىْ عَلَيْهِ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ ط نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهٖ لِلّٰهِ تَعَالٰى ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি হজ্বের ইচ্ছা করেছি। অতঃপর উহা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং উহা আমার পক্ষ থেকে কবুল কর এবং এতে আমাকে সাহায্য কর এবং ইহার মধ্যে আমার জন্য বরকত দান কর। আমি হজ্বের ইচ্ছা করেছি, আর ইহার ইহরামও বেঁধেছি আল্লাহর জন্য।

নিয়্যতের পরে ইসলামী ভাইয়েরা বড় আওয়াজে আর ইসলামী বোনেরা নিচু আওয়াজে তিনবার তিনবার "লাব্বায়কা" পড়বেন। এখন আবার আপনার উপর ইহরামের নিয়ম অনুসারে বাধ্যবাধকতা শুরু হয়ে গেল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একটি উপকারী পরামর্শ

যদি আপনি চান তাহলে, একটি 'নফল তাওয়াফে' হজ্বের ইজতিবা, রমল এবং সাঈ সম্পন্ন করে ফেলতে পারেন। এতে 'তাওয়াফে জিয়ারতে' আপনার আর রমল এবং সাঈ করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবেনা। কিন্তু এ কথাটি স্মরণ রাখবেন যে, ৭ ও ৮ তারিখে প্রচন্ড ভীড় হয়। এমনকি ১০ তারিখে 'তাওয়াফে যিয়ারতে'ও মারাত্মক ভীড় হয়। অবশ্য ১১ ও ১২ তারিখের 'তাওয়াফে যিয়ারতে' ভীড় ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, আর সাঈ করার ক্ষেত্রেও খুব সহজতার সুযোগ থাকে।

মীনায় রওনা

আজ ৮ তারিখ রাত, ইশার নামাযের পর চারিদিকে ধুম পড়ে গেছে। সবার একই লক্ষ্য একই স্লোগান যে, মিনায় চল! আপনিও তৈরী হয়ে যান। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন; তাসবীহ, জায়নামায, ক্বিবলা নির্ণয়ের যন্ত্র, গলায় ঝুলিয়ে নেয়া যায় এমন পানির বোতল, প্রয়োজনী ঔষধপত্র, মোয়াল্লিমের ঠিকানা, আর এটাতো সব সময় সাথে থাকা আবশ্যক। কারণ রাস্তা ভুলে গেলে অথবা مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কোন দূর্ঘটনা হলে, অথবা বেহুশ হয়ে কোথায় পড়ে গেলে কাজে আসবে। সাথে যদি মহিলা হাজী থাকে তাহলে সবুজ অথবা কোন উজ্জল রঙের কাপড়ের টুকরা তাদের মাথার পিছনের দিকে বোরকার সাথে সেলাই করে (অথবা বেঁধে) নিন, যাতে ভীড়ের মধ্যে চেনা যায়। রাস্তায় চলার সময় বিশেষ করে ভীড়ের মধ্যে তাদেরকে নিজের সামনে রাখবেন। যদি আপনি সামনে থাকেন আর এরা বেশী পিছনে রয়ে যায়, তাহলে হারিয়ে যেতে পারে। চুলা সাথে নিবেন না, কেননা সেখানে এটির নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। খাবার এবং কোরবানী ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা সাথে নিতে ভুলে যাবেন না। যদি সম্ভব হয় তাহলে মিনা, আরাফাত মুজদালিফা ইত্যাদির সফর পায়ে হেঁটে করবেন। এতে করে মক্কা শরীফ ফিরে আসা পর্যন্ত প্রতি কদমে সাত কোটি করে নেকী মিলবে। وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْم "আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহ পরায়ন।" সারা রাস্তায় লব্বায়কা, জিকির এবং দুরূদ খুব বেশী বেশী পড়বেন। যখনই মিনা শরীফ দৃষ্টিতে পড়বে দরূদ শরীফ পড়ে এই দোআটি পড়বেন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ مِنًى فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَآئِكَ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ইহা মীনা, তুমি আমার উপর ঐ দয়া কর, যা তোমার আউলিয়াদের (বন্ধুদের) উপর করেছ।

এবার আসুন! আপনি এখন মীনা শরীফের সুন্দর সুন্দর উপত্যকায় প্রবেশ করেছেন। আপনাকে মোবারকবাদ! কতইনা মনোরম দৃশ্য। কি জমিন, কি পাহাড়, চারিদিকে শুধু তাবু আর তাবুরই বাহার আসছে। আপনিও নিজ মোয়াল্লিমের দেয়া তাবুতে অবস্থান করুন। ৮ তারিখে জোহর থেকে শুরু করে আগামীকাল ৯ তারিখের ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আপনাকে মিনা শরীফে আদায় করতে হবে। কারণ **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরকমই করেছেন।

মীনা শরীফে ১ম দিন জায়গার জন্য ঝগড়া

মীনা শরীফে আজকের উপস্থিতি মহান ইবাদত, আর লক্ষ লক্ষ হাজীরা এই মহান ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে। এ কারণে শয়তানও কোমড় বেঁধে নেমেছে, আর কথায় কথায় হাজীদের রাগিয়ে তুলছে। এই রাগের বহিপ্রকাশ কিছুটা এভাবেও হয়ে থাকে যে, তাবুতে জায়গার জন্য অনেক হাজীরা ঝগড়া এবং শোর-চিৎকার ও গালিগালাজে ব্যস্ত। আপনি কিন্তু শয়তানের ফাঁদ থেকে সর্বদা হুশিয়ার থাকবেন। যদি কোন হাজী সাহেব আপনার (জন্য নির্ধারিত) জায়গা সত্যি সত্যি জবরদখল করে নেয় তাহলে করজোরে খুব নম্রভাবে তাকে বুঝান। এখন সে যদি না মানে আর আপনার কাছে অন্য কোন স্থানও নাই তখন ঝগড়া করার পরিবর্তে মুআল্লিমের লোকদের শরণাপন্ন হোন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। সর্বোপরি আপনাকে সব সময় বড় মনমানসিকতা রাখতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার মেহমানদের সাথে খুব নরম মেজাজে এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে মিলেমিশে থাকতে হবে। আজকের দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। হতে পারে অনেক লোক গল্পগুজবে ব্যস্ত। কিন্তু আপনি তাদের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজ ইবাদতে লিপ্ত থাকুন। সম্ভব হলে তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দিন, কেননা এটাও একটি উচ্চস্থরের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত। আজকে আগমনকারী রাত হল, 'আরাফাতের রাত'। যদি সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই এই রাত ইবাদতে অতিবাহিত করবেন। কারণ ঘুমানোর দিন অনেক পড়ে আছে, আর এই সুযোগ বারবার কখন, কবে ফিরে আসবে!

আরাফাতের রাতের দোআ

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আরাফাতের রাতে এই দোআটি হাজার বার পড়বে, তবে সে যা কিছু আল্লাহ তাআলা থেকে চাইবে তা পাবে। যদি (দোআর মধ্যে) গুনাহ অথবা বন্ধন ছিন্নকরার আবেদন না করে থাকে।" দোআটি হল এই:

سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْاَرْضِ مَوْطِئُهٗ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى النَّارِ سُلْطَانُهٗ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْقَبْرِ قَضَائُهٗ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْهَوَآءِ رُوْحُهٗ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَآءَ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ وَضَعَ الْاَرْضَ ط سُبْحٰنَ الَّذِىْ لَا مَلْجَاءَ وَلَا مَنْجٰى مِنْهُ اِلَّا اِلَيْهِ ط

অনুবাদ: ঐ সত্তা পবিত্র যার আরশ সুউচ্চ। ঐ সত্তা পবিত্র যার রাজত্ব যমিনের মধ্যে। ঐ সত্তা পবিত্র যার রাস্তা সমুদ্রের মধ্যে। ঐ সত্তা পবিত্র যার বাদশাহী আগুনের মধ্যে। ঐ সত্তা পবিত্র যার দয়া বেহেস্তের মধ্যে। ঐ সত্তা পবিত্র যার হুকুম কবরের মধ্যে। ঐ সত্তার পবিত্র যার মালিকানায় ঐ প্রাণ যা বাতাসের মধ্যে আছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঐ সত্তা পবিত্র যিনি আসমানকে সুউচ্চ করেছে। ঐ সত্তা পবিত্র যিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছে। ঐ সত্তা পবিত্র যার আযাব থেকে মুক্তি এবং আশ্রয় পাবার কোন স্থান নেই, তাঁর নিকট ব্যতীত।

৯ম তারিখের রাত মীনাতে কাটানো সুন্নাতে মুআক্কাদা

রাতেই মুআল্লিমদের বাস আরাফাত শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়, আর ৯ম তারিখের রাত মীনাতে কাটানো সুন্নাতে মুআক্কাদাটি লক্ষ্য লক্ষ হাজীদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: যদি রাতে মীনাতে থাকল কিন্তু সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই অথবা ফজরের নামাযের পূর্বে অথবা সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আরাফাতে চলে গেল, তাহলে সে মন্দ (কাজ) করল। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১২০ পৃষ্ঠা) জ্ঞান না থাকার কারণে অসংখ্য হাজী সুবহে সাদিকের পূর্বে ফজরের নামায আদায় করে ফেলে! তাড়াহুড়া না করে হাজী সাহেবরা আপন আপন মুআল্লিমের সাথে সাক্ষাৎ করে মীনা শরীফে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ সকালে সূর্যোদয়ের পরে আপনার জন্য বাসের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চলো আরাফাত চলতে হে ওয়াহা হাজী বনেগে হাম
গুনাহ ছে পাক হোগে লোট কে জিছ দম চলেগে হাম।

আরাফাত শরীফে রওয়ানা

আজ যুলহিজ্জার ৯ তারিখ। ফজরের নামায মুস্তাহাব সময়ে আদায় করে লাব্বাইকা এর যিকির ও দোআর মধ্যে মশগুল থাকুন, যতক্ষণ না সূর্য উদয় হয়ে মসজিদে খাইফ শরীফের সামনে 'সাবির পাহাড়ের' উপর চমকাবে, এখন আপনি কম্পমান অন্তরে আরাফাত শরীফের দিকে চলুন। সারা রাস্তায় লাব্বাইকা ও যিকির এবং দরূদ শরীফ বেশী বেশী পড়তে থাকুন। অন্তরকে অন্য সব ধরনের খেয়াল থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করুন। কেননা আজ ঐ দিন, যে দিন কিছু লোকের হজ্ব কবুল করা হবে, আর কিছুকে ঐ মকবুল হাজীদের সদকায় ক্ষমা করে দেয়া হবে। বঞ্চিত সেই যে আজকে বঞ্চিত থাকবে। যদি কুমন্ত্রণা আসে তাহলে তাদের সাথেও যুদ্ধে নামবেন না। কেননা এটাও শয়তানের এক প্রকারের বিজয় যে, সে আপনাকে অন্য এক কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাই ব্যাস আপনার একটাই যেন ধ্যান হয় যে, আমার সাথে আমার আল্লাহ তাআলার আজ কাজ রয়েছে। এভাবে (মনমানসিকতা তৈরী) করার দ্বারা اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ শয়তান ব্যর্থ, পরাজীত এবং দূর হয়ে যাবে।

মহব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী!
না পাওঁ মেঁ আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

আরাফাতের রাস্তার দোআ

(মীনা শরীফ থেকে বের হয়ে এই দোআ পড়ুন)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غُدْوَةٍ غَدَوْتُهَا قَطُّ وَ قَرِّبْهَا مِنْ رِضْوَانِكَ وَ اَبْعِدْهَا مِنْ سَخَطِكَ ط اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُّ فَاجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّحَجِّىْ مَبْرُوْرًا وَّارْحَمْنِىْ وَلَاتُخَيِّبْنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِىْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ط

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** আমার এই সকালকে সমস্ত সকাল থেকে উত্তম বানিয়ে দাও এবং ইহাকে তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী করে দিন এবং তোমার অসন্তুষ্টি থেকে দূরবর্তী করে দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করেছি। তোমার উপর নির্ভর করেছি এবং তোমার সম্মানিত মনোযোগ ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আমার গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে দিন আমার হজ্বকে কবুল করে নাও। আমার উপর দয়া কর। আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আমার সফরে আমার জন্য বরকত দান কর এবং আরাফাতে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দাও। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরাফাত শরীফে প্রবেশ

এবার আসুন! এখন আপনি সম্মানিত আরাফাতের ময়দানের নিকটে এসে পৌঁছেছেন। কেঁপে উঠুন এবং চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত হতে দিন। কারণ অতি সত্ত্বর আপনি ঐ সম্মানিত ময়দানে প্রবেশ করবেন, যেখানে আগমনকারী বঞ্চিত হয়ে ফিরে না। দৃষ্টি যখন 'জবলে রহমতকে' চুম্বন করবে তখন 'লাব্বাইকা' এবং দোআর মধ্যে খুব বেশী করে মগ্ন হয়ে যান। কারণ এখানে যে দোআ করবেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কবুল হবে। অন্তরকে সংযত রাখুন এবং দৃষ্টিকে নত করে লাব্বাইকা ধ্বনি অনবরত পড়তে পড়তে কেঁদে কেঁদে আরাফাতের পবিত্র ময়দানে প্রবেশ করুন।

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! ইহা ঐ পবিত্র স্থান, যেখানে আজ লক্ষ লক্ষ মুসলমান একই পোশাক (ইহরাম) পরিধান করে একত্রিত হয়েছেন। চারিদিকে লাব্বাইকা এর ধ্বনি প্রতি ধ্বনিত হচ্ছে। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন, নিঃসন্দেহে অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এবং আল্লাহ এর দুইজন নবী হযরত সায়্যিদুনা খিজির এবং হযরত সায়্যিদুনা ইলিয়াছ عَلَيْهِمُ السَّلَام আরাফাত দিবসে আরাফাত ময়দান মুবারকে উপস্থিত থাকেন। এখন আপনি খুব গভীরভাবে আজকের দিনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। হযরতসায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: কিছু গুনাহ এমন আছে; যার কাফ্‌ফারা উকুফে আরাফাই (অর্থাৎ তা কেবল আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের মাধ্যমেই ক্ষমা হয়।)

(কুতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

আরাফাতের দিবসের দু'টি মহান ফযীলত

(১) আরাফাতের দিনের চেয়ে বেশী অন্য কোন দিনে আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না। অতঃপর তাদের সাথে (নিয়ে) ফেরেস্তাদের উপর গর্ব করেন। (মুসলিম, ৭০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৪৮) (২) আরাফাতের দিন ছাড়া অন্য কোন দিন শয়তানকে খুব বেশী তুচ্ছ, লাঞ্চিত, অপমানিত, আর খুব বেশী রাগে ভরপূর দেখা যায়নি, আর তার কারণ এটাই যে, ঐ দিনে রহমতের বর্ষণ এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের (অনেক) বড় বড় গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়াটা শয়তান দেখে। (মুআত্তা ইমাম মালিক, ১ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৮২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেউ যখন মহিলদেরকে দেখল......

এক ব্যক্তি আরাফাতের দিনে মহিলাদের দিকে দৃষ্টি দিল, তখন **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আজ ঐ দিন, (যে দিনে) কোন ব্যক্তি (আপন) কান, চোখ ও জিহ্বাকে আয়ত্তে (সংযত) রাখবে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে।" (শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৭১)

ইয়া ইলাহী! হজ্ব করো তেরী রিজাকে ওয়াসিতে
কর কবুল ইছ কো মুহাম্মদ মুস্তফা কে ওয়াসিতে

اٰمِین بِجَاهِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আরাফাতের ময়দানে কংকর গুলোকে সাক্ষী বানানোর ঈমান তাজাকারী ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম ওয়াসিতী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানে ৭টি কংকর হাতে তুলে নিলেন আর তাদের (উদ্দেশ্য করে) বললেন: ওহে কংকরেরা! তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও আমি বলছি: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَ رَسُوۡلُهٗ **অনুবাদ:** 'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং **মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বিশেষ বান্দা ও রাসুল।' অতঃপর যখন (রাতে) ঘুমালেন তখন স্বপ্নে দেখলেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে! হিসাব নিকাশ চলছে! ফয়সালা শুনিয়ে দেয়া হচ্ছে! এখন ফিরিস্তারা (তাকে) জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যখন জাহান্নামের দরজায় পৌঁছে তখন ঐ কংকর গুলো থেকে একটি কংকর দরজায় এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর দ্বিতীয় দরজায় পৌঁছলে অপর একটি কংকর একইভাবে দরজার সামনে এসে যায়। এমন (অবস্থা) জাহান্নামের সাতটি দরজায় ঘটল। এরপর ফিরিস্তারা আরশে মুআল্লার সামনে নিয়ে উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন: ওহে ইবরাহীম! তুমি কংকরগুলোকে তোমার ঈমানের উপর সাক্ষী (বানিয়ে) রেখেছিলে, আর ঐ নিষ্প্রাণ পাথরগুলো তোমার হক নষ্ট করেনি, আমি কিভাবে তোমার সাক্ষ্যর হক বিনষ্ট করতে পারি! অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন: একে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও। সুতরাং যখন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হল তখন জান্নাতের দরজা বন্ধ অবস্থায় পেল। (তখনই) কলেমা পাকের সাক্ষ্য আসল, আর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ জান্নাতে প্রবেশ করলেন।

(দুররাতুল নাসেহীন, ৩৭ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সৌভাগ্যবান হাজী সাহেব-সাহেবাগণ

আপনিও আরাফাতের ময়দানে ৭টি কংকর তুলে নিয়ে উল্লেখিত কলেমা অথবা কলেমায়ে শাহাদাত পড়ে সেগুলোকে সাক্ষী বানিয়ে পুনরায় ঐ স্থানে রেখে দিন। এমনটি পৃথিবীর যেখানেই থাবেন না কেন সুযোগ পেলেই গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্রমালা, নদীনালা এবং বৃষ্টিমালা ইত্যাদি ইত্যাদিকে কলেমা শরীফ শুনিয়ে নিজ ঈমানের সাক্ষী বানাতে থাকুন।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার ৯টি মাদানী ফুল

(১) যখন দ্বিপ্রহর নিকটবর্তী হবে তখন গোসল করে নিন। ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যদি গোসল না করেন, তাহলে কমপক্ষে ওযু অবশ্যই করবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১২৩ পৃষ্ঠা) (২) আজ অর্থাৎ ৯ই যুলহিজ্জা এর দ্বিপ্রহর ঢলে পড়া থেকে (অর্থাৎ যোহরের নামযের ওয়াক্ত শুরু হওয়া) শুরু করে ১০ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকুতে যে কেউ ইহরামের সাথে এক মুহুর্তের জন্যও পবিত্র আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ করল সে 'হাজী' হয়ে গেল। আজকের দিনে এখানে অবস্থান করাটা হজ্জের সবচেয়ে বড় রুকন। (৩) আরাফাত শরীফে যোহরের সময়ে যোহর ও আসরের নামাযকে মিলিয়ে এক সাথে পড়া হয়। কিন্তু এর কিছু শর্ত আছে। (আপনারা নিজ নিজ তাবুতে যোহরের নামায যোহরের সময়ে এবং আসরের নামায আসরের সময়ে জামাআতের সাথে আদায় করুন।) (৪) আজ হাজীদেরকে রোজা বিহীন অবস্থায় থাকা এবং সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকা সুন্নাত। (৫) জবলে রহমতের নিকটে যেখানে কালো পাথরের কার্পেট রয়েছে সেখানে অবস্থান করা উত্তম। (৬) কিছু কিছু লোক 'জবলে রহমতের' একেবারে উপরে উঠে যায় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়াতে থাকে, আপনি এই রকম করবেন না এবং তাদের ব্যাপারেও অন্তরে খারাপ ধারণা আনবেন না। আজকের দিন অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখার দিন নয় বরং নিজের দোষ-ত্রুটির উপর লজ্জিত হওয়া এবং কান্নাকাটি করার দিন। (৭) উকুফ তথা অবস্থানের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরাফাতে অবস্থান করা উত্তম।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিন্তু এটা শর্ত বা ওয়াজিব নয়। বসে থাকলেও উকুফ (অবস্থান) হয়ে যাবে। উকুফের ক্ষেত্রে নিয়্যত করা ও ক্বিবলামুখী হওয়া উত্তম। (৮) নামাযের পর পরই উকুফ (অবস্থান) করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১২৪ পৃষ্ঠা) (৯) মওকিফে (অবস্থান স্থলে) সর্বপ্রকারের ছায়া থেকে এমনকি (ছায়া লাভের উদ্দেশ্যে) ছাতা লাগানো থেকেও বেঁচে (বিরত) থাকুন। হ্যাঁ যে একান্তভাবে অপারগ, বাস্তবে সে অক্ষমই। (প্রাগুক্ত, ১১২৮ পৃষ্ঠা) ছাতা লাগালে পুরুষেরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, যেন মাথার সাথে স্পর্শ না হয়। অন্যথায় কাফ্ফারার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

ইমাম আহলে সুন্নাত رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিশেষ উপদেশ

কুদৃষ্টি সবসময় হারাম। ইহরাম অবস্থায়, মাওকিফে (হজ্বের অবস্থান স্থলে) কিংবা মসজিদে হারামে, কা'বার সামনে, বায়তুল্লাহ এর তাওয়াফরত অবস্থায়াত জায়েয নয়। মূলত কখনও কোনো অবস্থায় কুদৃষ্টি দেয়া বৈধ নয়। ইহা আপনাদের পরীক্ষার স্থান। মহিলাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, এখানে মুখ আবৃত করিওনা এবং আপনাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিওনা। দৃঢ়ভাবে জেনে রাখবেন, এরা বড় মর্যাদাবান বাদশার বাঁদি এবং এই সময় আপনারা এবং তারা সবাই (আল্লাহর) বিশেষ দরবারে উপস্থিত। নিঃসন্দেহে যার বগলের নিচে বাঘের বাচ্চা থাকে, ঐ সময় কে তার প্রতি দৃষ্টি উঠিয়ে কথা বলার সাহস রাখে? তাহলে একক মহাপরাক্তমশালী গযবদাতা **আল্লাহ তাআলা**র বাদীরা তাঁর বিশেষ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, আর (এমতাবস্থায়) তাদের উপর কুদৃষ্টি দেয়ার শাস্তি কতইনা কঠিন হবে! وَلِلّٰہِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।" হ্যাঁ! হ্যাঁ! সাবধান! ঈমান কে বাঁচিয়ে, অন্তর ও দৃষ্টিকে সংযত করে (পথ চলুন)। হেরম (স্মরণ রাখবেন! আরাফাত হেরমের সীমানার বাইরে অবস্থিত।) ঐ জায়গা যেখানে গুনাহর ইচ্ছা করলেও পাকড়াও করা হবে, আর এখানে একটি গুনাহ লক্ষ গুনাহের সমান গণ্য করা হয়। আল্লাহ তাআলা (আমাদেরকে) কল্যাণের তাওফিক দান কর। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭৫০ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গুনাহো ছে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী!
বুরী আদতী ভী ছুড়া ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

আরাফাত শরীফের (আরবী) দোআ সমূহ

(১) দ্বি-প্রহরের সময় মওকিফে অবস্থান কালীন সময়ে নিন্ম লিখিত কালেমায়ে তাওহীদ, সুরা ইখলাস শরীফ এবং এরপরে প্রদত্ত দরূদ শরীফ ১০০ বার করে পাঠকারীকে হাদীসের ভাষ্য মতে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এমনকি যদি সে আরাফাত শরীফে অবস্থানকারী সকলের জন্য সুপারিশ করে (বসে) তাহলে তাও কবুল করে নেয়া হবে।

(ক) এই কালেমা তাওহীদ ১০০ বার পড়বেন:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ط لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই। যাবতীয় মূলক তাঁরই জন্য এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(খ) সূরা ইখলাস শরীফ ১০০ বার পড়বেন।

(গ) এই দুরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বেন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّعَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ প্রেরণ কর, যেভাবে তুমি দুরূদ প্রেরণ করেছ, আমাদের সরদার ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপরে এবং আমাদের সরদার ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিবারকে উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত মর্যাদাবান এবং তাদের সাথে আমাদের উপরেও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ তিনবার। অতঃপর কালেমায়ে তাওহীদ একবার। এরপর এ দোআ তিনবার পড়বেন:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِىْ وَاعْصِمْنِىْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلِىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াতের সাথে পথ প্রদর্শন করুন এবং আমাকে পবিত্র করুন, আর আমাকে খোদাভীতির সাথে গুনাহ থেকে হেফাজত করুন এবং আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা করুন। এর পর একবার এই দোআটি পড়ুন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ط اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ ط اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَاٰبِىْ وَ لَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ ط اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا تَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ ط اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدٰى وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا ط اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمَرْتَ بِالدُّعَآءِ وَ قَضَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ بِالْاِجَابَةِ وَ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَلَا تَنْكُثُ عَهْدَكَ ط اَللّٰهُمَّ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَا اَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ اِلَيْنَا وَيَسِّرْهُ لَنَا وَمَا
كَرِهْتَ مِنْ شَرٍّ فَكَرِّهْهُ اِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ وَلَا تَنْزِعْ
مِنَّا الْاِسْلَامَ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا ط اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرٰى
مَكَانِىْ وَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَ عَلَانِيَتِىْ
وَلَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ اَمْرِىْ اَنَا الْبَآئِسُ
الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ
الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهٖ اَسْئَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ
وَ اَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَ اَدْعُوْكَ
دُعَآءَ الْخَآئِفِ الْمُضْطَرِّ دُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ
رَقَبَتُهٗ وَ فَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَ نَحِلَ لَكَ جَسَدُهٗ وَ
رَغِمَ اَنْفُهٗ ط اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا
وَّكُنْ بِىْ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا يَاخَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَخَيْرَ
الْمُعْطِيْنَ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এই হজ্বকে মাবরুর কবুল কর এবং গুনাহ ক্ষমা করে দাও। হে মালিক! তোমার জন্য প্রশংসা, যেভাবে আমরা বলি এবং তা থেকে উত্তম যা আমরা বলি। হে আল্লাহ! আমার নামায, ইবাদত এবং আমার জীবন ও মৃত্যু তোমারই জন্য এবং তোমারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। পরওয়ারদিগার! তুমি আমার ওয়ারিশ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব, অন্তরের কুমন্ত্রণা এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কর্মের কঠোরতা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি ঐ জিনিসের কল্যাণ যা বাতাসে নিয়ে আসে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই ঐ জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা বাতাসে নিয়ে আসে। হে আল্লাহ! হেদায়েতের প্রতি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন কর এবং খোদাভীতি দ্বারা আমাদেরকে সৌন্দর্যমন্ডিত করুন। এবং ইহকাল ও পরকালে আমাদেরকে ক্ষমা কর। হে মালিক! আমি তোমার নিকট বরকতময় পবিত্র রিযিকের প্রার্থনা করি। ইলাহি! তুমি দোআ করার আদেশ করেছেন এবং কবুল করার দায়িত্ব তুমি নিজেই নিয়েছেন। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাপ করনা এবং তুমি অঙ্গিকার ভঙ্গ করনা। হে মালিক! যে সকল কল্যাণ তুমি পছন্দ কর তা আমাদের নিকটও পছন্দনীয় করে দাও। তা আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং যে সকল খারাপ বিষয় তুমি অপছন্দ কর উহা আমাদের নিকটও অপছন্দনীয় করে দাও এবং আমাদেরকে উহা থেকে রক্ষা কর। ইসলামের প্রতি তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করার পরে আমাদের থেকে উহা চিনিয়া নিও না। ইলাহী! তুমি আমার স্থানকে দেখেছ এবং আমার কথা শুনেছ, আর আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় জান। আমার কর্ম হতে কোন জিনিসই তোমার নিকট গোপন নয়, আমি অভাবী মুখাপেক্ষী, প্রার্থনাকারী, আশ্রয় প্রার্থী, ভীত সন্ত্রস্ত, নিজের গুনাহের স্বীকৃতি ও পরিচয়দানকারী। মিসকিনের মত তোমার নিকট প্রার্থনা করি। লাঞ্চিত গুনাহগারের মিনতির মত তোমার নিকট মিনতি করি। ভীত অসহায় ব্যক্তির দোআর মত তোমার নিকট দোআ করি ঐ ব্যক্তির দোআর মত যার গর্দান তোমার জন্য অবনত হয়েছে এবং তোমার জন্য তার চক্ষু যুগল প্রবাহিত হয়েছে এবং তোমার জন্য তার শরীর দূর্বল হয়েছে ও তার নাক ধূলা মলিন হয়েছে। হে মালিক! তুমি তোমার হেদায়েত থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না এবং আমার উপর অসীম দয়ালু ও করুনাময় হয়ে যাও। হে সর্বোত্তম প্রার্থনা কবুলকারী ও সর্বোত্তম দাতা।

(৩) আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত আছে যে, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আমার এবং অন্যান্য নবীদের আরাফাত দিবসের দোআ এটাই:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ؕ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ؕ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا ؕ اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَتَشْتِيْتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ؕ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَشَرِّ بَوَآئِقِ الدَّهْرِ ؕ

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তিনি একক এবং তাঁর অংশীদার নেই তাঁর জন্য যাবতীয় সাম্রাজ্য এবং সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য। তিনি জীবিত ও কখনো মৃত্যু আসবেনা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ শক্তিকে আলোকিত কর। আমার দৃষ্টিশক্তিকেও আলোকিত কর এবং আমার অন্তরে আলো পরিপূর্ণ করে দাও। হে আল্লাহ আমার বক্ষকে প্রসারিত কর এবং আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই, বক্ষের কুমন্ত্রণা থেকে কাজের কঠোরতা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই ঐ অনিষ্ট থেকে, যা রাত্রি বেলায় প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ অনিষ্ট থেকে যা দিনের বেলায় প্রবিষ্ট হয় আর ঐ অনিষ্ট থেকে যাকে বাতাস প্রবাহিত করে এবং যুগের বিপদ আপদে অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।

মাদানী ফুলঃ সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ আরাফাতের ময়দানে পড়ার বেশ কিছু দোআ উদ্ধৃত করার পর বললেনঃ এই স্থানে পড়া যায় এমন অনেক দোআ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট, আর দরূদ শরীফ ও কোরআন মজীদের তিলাওয়াত সকল দোআ থেকে বেশী উপকারী। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১২৭ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরাফাত ময়দানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোআ করা সুন্নাত

প্রিয় হাজী সাহেবানরা! একাগ্রতার সাথে সত্য অন্তরে নিজের সম্মানিত মালিকের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং কিয়ামতের দিনে আমলের হিসাবের জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিতির কল্পনা করুন। একান্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে কম্পমান অবস্থায় ভয় এবং আশা মিশ্রিত জযবার (আবেগের) সাথে চক্ষু বন্ধ করে মাথা অবনত করে দোআর জন্য হাত আসমানের দিকে মাথার চেয়ে উপরে উঠিয়ে দিন। তাওবা এবং ইস্তিগফারে ডুবে যান। দোআর সময় কিছুক্ষণ পরপর 'লাব্বাইকা' বারবার পড়তে থাকুন। খুব বেশি কেঁদে কেঁদে নিজের এবং নিজের মা-বাবা, আর সমস্ত উম্মতের ক্ষমার জন্য দোআ প্রার্থনা করুন। চেষ্টা করুন যাতে এক আধ ফোঁটা অশ্রু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে কারণ ইহা দোআ কবুল হওয়ার প্রমাণ। যদি কান্না না আসে তাহলে কাঁদার ভাব করুন। কারণ ভাল কাজের ভাব করাও ভাল। তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও পবিত্র আহলে বাইতের ওসিলা আপন মাওলার দরবারে পেশ করুন। ছারকারে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক, খাজা গরীবে নেওয়াজ এবং আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى এর ওসিলা পেশ করুন সমস্ত ওলী ও সকল আশেকে রাসুল এর সদকায় প্রার্থনা করুন। আজ রহমতের দরজা সমূহ খুলে গেছে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রার্থনাকারীরা বিফলে যাবে না। আল্লাহ এর রহমতের বর্ষন বাধা ছিন্ন করে আসতেছে, রহমতের মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, সমগ্র আরাফাত শরীফ নূর, তাজাল্লী এবং রহমত ও বরকতে ডুবে গেছে! কখনও নিজের গুনাহ থেকে এবং আল্লাহ তাআলার গযব দানের ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রেখে এবং তাঁর আযাব হতে পরিত্রাণ চেয়ে সর্বদা দুলে এমন গাছের শাখার ন্যায় কেঁপে উঠুন। আবার কখনও এমন জযবা যেন হয় যে, তাঁর অফুরন্ত রহমতের আশায় আপনার মরু শুষ্ক হৃদয়ে নব প্রষ্ফুটিত ফুলের ন্যায় হেসে উঠে।

আদল করে তা থর থর কমবন উচ্ছিয়া শানা ওয়ালে
ফজলে করে তা বখশে জওয়ান মে জাহে মু কালে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরাফাতের দোআ (বাংলা)

(দোআ চলাকালীণ সময়ে সময়ে লাব্বাইকা ও দরূদ শরীফ পড়ুন)

উভয় হাত বক্ষ পর্যন্ত অথবা কাঁধ পর্যন্ত অথবা চেহারা বরাবর অথবা মাথার একটু উপরে উঠিয়ে হাতের তালুগুলোকে আসমানের দিকে এমনভাবে প্রসারিত করে দিন যেন বগলের নিচের শুভ্র অংশ দেখা যায়, কেননা দোআর ক্বিবলা হল আসমান। এখন এভাবে দোআ প্রার্থনা করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ[৯]

يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا[১০]

যতটুকু পরিমাণ দোআয়ে মাসুরা (অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের দোআ সমূহ) আপনার মুখস্থ আছে, তা আরবীতে আরজ করার পর আাপনার অন্তরের আবেগ নিজ মাতৃভাষায় আপন দয়ালু পরওয়ারদেগার এর মহান দরবারে এ রকম দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে আপনার দোআ কবুল হচ্ছে, এভাবে আরজ করুন ! يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ

---

[৯] মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "পবিত্র নাম "اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ" এর উপর একজন ফিরিশতাকে আল্লাহ তাআলা নিয়োগ করেছেন। যে ব্যক্তি এটাকে অর্থাৎ "اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ" কে তিনবার বলে তখন ফিরিশতা ডাক দিয়ে বলে যে, প্রার্থনা কর, কারণ আরহামার রহিমীন তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।" (আহসানুল ভিআ, ৭০ পৃষ্ঠা)

[১০] সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: যে ব্যক্তি অক্ষম অবস্থায় পাঁচবার يَا رَبَّنَا বলবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ জিনিস থেকে নিরাপদে রাখেন যাকে সে ভয় করে এবং সে যে দোআ প্রার্থনা করে (তাকে) তা দান করে। (আহসানুল ভিয়া, ৭১ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনার কোটি কোটি দয়া যে আপনি আমাকে মানুষ বানিয়েছেন, মুসলমান করেছেন এবং আমার হাতে দামানে **রহমতে আলামিয়ান, নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান করেছেন। হে আল্লাহ! হে মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৃষ্টিকর্তা! আমি কোন ভাষায় আপনার শোকর আদায় করব যে, আপনি আমাকে হজ্ব করার মর্যাদা দান করেছেন। আমার কতই সৌভাগ্য যে, আমি আজ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত। যার নিশ্চিতভাবে আপনার প্রিয় হাবীব এবং আমার **প্রিয় মাদানী আক্বা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারক চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর থেকে এসে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ এখানে একত্রিত হয়েছে। তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে আপনার দুইজন নবী হযরত ইলিয়াছ ও হযরত খিজির عَلَیْهِمَ السَّلَام এবং অসংখ্য আউলিয়ায়ে কিরামও উপস্থিত আছেন। হে রাসুলের রব! আজ রহমতের যে বৃষ্টি আপনার নবীগণ এবং ওলীগণের উপর বর্ষিত হচ্ছে তাঁদের সদকায় এক আধ ফোটা আমি গুনাহগারের উপরও বর্ষণ করে দিন।

يَااللّٰهُ يَا رَحمٰنُ　　يَاحنّانُ يَا مَنّانُ

বখ্‌শ দে বখশে হুঁয়ো কা সদকা, ইয়া আল্লাহ মেরি ঝুলি ভরদে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

ওহে মুস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রব! আমার দূর্বলতা এবং শক্তিহীনতা আপনার নিকট দৃশ্যমান। আহ! আমিতো ঐ দূর্বল বান্দা, যে না বেশী গরম সহ্য করতে পারি, না বেশী ঠান্ডা, আমার মাঝে ছারপোকা, মশার দংশনও সহ্য করার ক্ষমতা নেই, এমনকি যদি পিপঁড়াও কামড় দেয় তাহলে অস্থির হয়ে পড়ি। হায়! কোন সাধারণ কীটপতঙ্গও যদি পোষাকের ভিতর ঢুকে পড়ে নড়াচড়া করতে থাকে, তাহলে আমাকে তা দিশেহারা করে ফেলে। আহ! হায় আমার ধ্বংস! যদি গুনাহের কারণে আমাকে কবরে আপনার কহর এবং গজবের আগুন ঘিরে ফেলে তাহলে আমি কি করব?

আহ! যদি আমার কাফনে সাপ আর বিচ্ছু ঢুকে যায় তাহলে আমার কি অবস্থা হবে। ওহে **মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **রব!**

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় আমার প্রতি দয়া কর। আমাকে কবর, হাশরের কষ্ট থেকে রক্ষা কর। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, যদি তোমার দয়ার শুধুমাত্র একটি দৃষ্টি আমার উপর পড়ে যায় তাহলে আমার মত পাপী, বদকারের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি সুন্দর হয়ে যাবে। **হে মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিক! আমার প্রতি আপনার দয়া ও কৃপা প্রদর্শণ কর, আমার উপর সবসময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান, আর আমাকে তোমার পছন্দনীয় বান্দা বানিয়ে নিন।

গুনাহগার তলবগারে আফউ রহমত হে
আযাব সাহনে কা কিছ মে হে হাউসালা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

ওহে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিক! আমাকে তোমার প্রিয় রাসুল মুহাম্মদে মাদানী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার এই ঘোষণা আমি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন যে, "হে আদম সন্তান, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার নিকট দোআ করতে থাকবে এবং আশা করতে থাকবে তাহলে আমি তোমার গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করতে থাকব, হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এরপরও যদি তুমি আমার নিকট থেকে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে আমি ক্ষমা করে দিব এবং আমার কোন পরোয়া হবে না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি সমস্ত জমিন ভরপুর সম গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আস কিন্তু ঐ অবস্থায় যে, তুমি কোন কুফর এবং শিরক করনি তাহলে আমি জমিন ভরপুর সম রহমত এবং মাগফিরাতের সাথে তোমার নিকট পৌছব।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৫১) হে আমার মাদানী মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাবুদ! যদিও আমি গুনাহ দ্বারা জমিন ও আসমানকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, কিন্তু তারপরও আপনার রহমতের উপর আমি খুব আশান্বিত। ইলাহী! আমার গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উসিলায়, গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওসিলায়, আমার ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওসিলায় এবং আমার মুর্শিদে কারীম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওছিলায়, আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও, আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তু বে হিসাব বখ্‌শ কে হে বে শুমার জুরম
দেতাহো ওয়াসেতা তুঝে শাহে হিজাজ কা। (যওকে না'ত)
(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

ওহে মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রব! আমি স্বীকার করছি যে, আমি অনেক বড় বড় গুনাহ করেছি, কিন্তু এগুলো সবই আপনার মহা ক্ষমাশীলতার মর্যাদার সামনে অনেক ছোট। হে আমার অতি প্রিয় মালিক! নিঃস্বন্দেহে আপনার ক্ষমা এবং বখশিশ গুনাহগারদেরকে তালাশ করে আর এ আরাফাতের ময়দানে আমার চেয়ে বড় অপরাধী কে আছে? হে আমার মাদানী নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রব! আমি আমার গুনাহের উপর লজ্জিত, আর আশা করতেছি যে, আপনার ক্ষমার পুরস্কার আমি গুনাহগারের উপর অবশ্যই থাকবেই। হে বিশ্ব জগতের মালিক! আপনাকে খোলাফায়ে রাশেদীন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ ওসিলা পেশ করছি, বিবি ফাতিমা ও হাসনাইনে করীমাইনের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ বিলাল হাবশী ও ওয়ায়েস করনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ এর ওসিলায় আমাকেও ক্ষমা করে দিন এবং আমার সম্মানিত দয়ালু মুর্শিদ, আমার সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, সমস্ত সুন্নী ওলামা মাশায়েখ, আমার মা-বাবা ও ঘরের সকল সদস্যদেরকে ক্ষমা করে দিন, আর সকল উম্মতের ক্ষমা করুন।

দাওয়ামে দ্বীন পে আল্লাহ মারহামাত ফরমা!
হামারি বলকে উম্মত কি মাগফিরাত ফরমা!
(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

হে নিষ্পাপ মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী মালিক! নিঃসন্দেহে মুসলমানদের দান-খয়রাত করাটা তুমি পছন্দ কর। তবে হে অধিক দানশীল ও দয়ালু আল্লাহ! নেকীর ব্যাপারে। আমার চেয়ে বড় গরীব, ফকীর, অসহায়, আর কে হতে পারে? আর দাতা হিসেবে আপনার চেয়ে বড় দানশীল কে হতে পারে! তাই ওহে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিক! মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাকে দ্বীনের উপর অটলতা দিয়ে দিন। আপনার স্থায়ী সন্তুষ্টি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং বিনা হিসাবে ক্ষমার ভিক্ষা দান করে আমার উপর সবচেয়ে বড় দয়াটি কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুসাইন ইবনে আলীকে লা-ঢলু কা ওয়াসিতা মাওলা!
বাঁচালে হামকো তু নারে জাহান্নাম ছে বাঁচা মাওলা!
(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার ‘লব্বাইকা’ পড়ুন)

হে নিজের মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘামের মধ্যে সুগন্ধি সৃষ্টিকারী! হে অসুস্থদের আরোগ্যদানকারী! সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে দুনিয়ার ভালবাসার সবচেয়ে বড় রোগী, সম্পদের লোভ লালসার রোগী, কঠিন গুনাহে আক্রান্ত রোগী, আরোগ্য প্রার্থনাকারী হয়ে আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। হে রোগ সমূহ হতে আরোগ্যদানকারী! আমি দুনিয়ার ভালবাসা এবং গুনাহ সমূহের রোগ হতে সুস্থতা প্রার্থনা করছি। হে পরওয়ারদিগার! সায়্যিদুল আবরার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন, আমাকে নেক্‌কার বানিয়ে দিন এবং আমাকে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রোগী বানিয়ে দিন, আর আমাকে মদীনার ভালবাসা দান কর।

মাই গুনাহো মে লিথড়া হুয়া হো, বদ ছে বদতর হো বিগড়া হুয়া হো!
আফবে জুর্‌ম ও কুচুর ও খাতা কি, মেরে মওলা তু খায়রাত দে দে।
(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার ‘লব্বাইকা’ পড়ুন)

হে মুস্তফা এর মালিক! তোমাকে তোমার প্রত্যেক নবী عَلَيْهِمُ السَّلَام সাহাবা, আহলে বায়ত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও সমস্ত ওলীদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى উসিলা পেশ করছি। তুমি আমাদের অসুস্থতার আরোগ্য দান কর, ঋণগ্রস্থদেরকে ঋণের বোঝা হতে মুক্তি দান কর, অভাবগ্রস্থদেরকে স্বচ্ছলতা দান কর, আয় রোজগারহীন বেকারদেরকে হালাল এবং সহজভাবে রিজিকদান কর, সন্তানহীনদেরকে অপারেশন ব্যতীত সুস্থতার সাথে নেক সন্তান দান কর, যাদের বিবাহ হচ্ছেনা তাদেরকে সৎ জোড়া নসীব কর, হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিক! মুসলমানদেরকে পশ্চিমা ফ্যাশনের বিপদ থেকে রক্ষা করে সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফিক দান কর, হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিক! যারা অহেতুক মিথ্যা মামলা মোকাদ্দামায় জড়িত হয়ে পড়েছে তাদেরকে মুক্তি দান কর, যারা অসন্তুষ্ট রাগ করেছে তাদের সন্তুষ্ট করে দাও, যারা পৃথক হয়ে গেছে তাদেরকে মিলিয়ে দাও, যাদের ঘরে মনোমালিন্য রয়েছে তাদেরকে পরস্পর মিলিয়ে দাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিক! যাদেরকে যাদু করা হয়েছে অথবা যাদের উপর জ্বিন প্রভাব বিস্তার করেছে তাদেরকে যাদু এবং জ্বিন হতে মুক্তি দান কর। হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিক! মুসলমানদেরকে বিপদাপদ থেকে বাঁচান, সর্ব প্রকার শত্রুদের শত্রুতা, দুষ্টদের দুষ্টামি, হিংসুকদের হিংসা এবং কুদৃষ্টিদান কারীদের কুদৃষ্টি হতে হিফাজতে এবং নিরাপদে রাখ।

উও কে আরছে ছে বীমার হে জো, জ্বীন ও জাদু ছে বে-জার হে জো!
আপনি রহমত ছে উন কো শিফা কি, মেরে মওলা তু খায়রাত দে দে।

(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

ওহে দয়ালু আল্লাহ! বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ওসিলায়, সায়্যিদাতুনা জয়নাব, সায়্যিদাতুনা ছকিনা, সারা, বিবি হাজেরা, বিবি আছিয়া এবং বিবি হাওয়া, বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ গণের ওসিলায় আমাদের মা, বোন এবং স্ত্রী কন্যাদেরকে লজ্জা ও শরমের চাদর দান কর এবং তাদেরকে সকল গাইরে মাহরাম ছাড়াও নিজের দেবর, ভাশুর, চাচাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাই, মামাত ভাই, ভগ্নীপতি, ফুফা, এবং খালু[১১] ইত্যাদি সকল হতে বিশুদ্ধভাবে শরীআত সম্মত পন্থায় পর্দা করার তাওফিক দান কর।

দে দে পরদা মেরি বেটিউ কো, মাওঁ বেহনো সবী আওরাতো কো।
ভীক দে দে তু আপনি আতা কি, মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে।

(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

হে আল্লাহ! (আমার) এমন আমল যা আপনার দরবারে গ্রহণ যোগ্য নয়, এমন অন্তর যা আপনার স্মরণ হতে সর্বদা অমনোযোগী, এমন চোখ যা সিনেমা, নাটক দেখে থাকে ও কুদৃষ্টি দিতে থাকে, এমন কান যা গানবাজনা, গীবত এবং চোগলখোরী শ্রবণ করতে থাকে, এমন পা যা খারাপ আসর গুলোর দিকে চলতে থাকে,

---

[১১] দূর্ভাগ্যবশতঃ এ সকল প্রিয়জন হতে আজকাল পর্দা করা হয় না, অথচ শরীয়াত তাদের থেকেও পর্দা করার হুকুম দিয়েছে, স্মরণ রাখুন যে, এ প্রিয়জনদের সাথে পর্দা করা ছাড়া নিঃসংকোচে চলাফেরা, উঠাবসা মেলামেশা, কথাবার্তা ইত্যাদি খুব কঠিণ গুনাহের কাজ এবং জাহান্নামের আযাব ভোগ করার মত কাজ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমন হাত যা মানুষের উপর জুলুম করতে উম্মুক্ত থাকে, এমন জিহ্বা যা অনর্থক কথাবার্তা বলা ও গালিগালাজ করা থেকে বিরত হয় না, এমন বিবেক যা সর্বদা খারাপ খারাপ ফন্দি আঁটতে থাকে, এমন হৃদয় যা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা আর শত্রুতায় ভরা, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, হে আমার রব! **মক্কা মদীনার তাজেদার, আপনার দান ও দয়ায় সমস্ত খোদায়ীর মালিক ও মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায়, সকল মুজতাহেদীন ও শরীয়াতের চার ইমামগণ এবং চার সিলসিলার সকল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর ওসিলায় আমাকে আপনার প্রতিটি নির্দেশের আনুগত্যকারী বানিয়ে দিয়ে আমার উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া কর।

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মালিক!** আপনাকে সমস্ত আশিকে রাসুলগণের এর ওসিলা পেশ করছি, আমাকে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা পাগল এবং তাঁর ও তাঁর সুন্নাতের ভালবাসা জর্জরিত এমন দু'টি অশ্রুসিক্ত চোখ এবং তাঁর স্মরণে স্পন্দিত হয় এমন অন্তর দান কর। আমাকে সত্যিকারের আশিকে রসুল বানিয়ে দিন এবং আমার বিরান হৃদয়কে **মুহাব্বতে হাবিব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মদীনা বানিয়ে দাও, আর আমাকে বেওয়াফা দুনিয়ার নয় বরং মদীনার প্রেমিক বানিয়েদাও।

পিছা মেরা দুনিয়া কি মুহব্বত ছে ছুড়াদে,
ইয়া রব! মুঝে দিওয়ানা মদীনে কা বানা দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর রব!** আপনাকে সম্মানিত কা'বা শরীফ এবং (আপনার হাবীবের) সবুজ গম্বুজ শরীফের ওসিলা পেশ করছি, আপনি আমার হজ্ব ও জেয়ারত এবং আমার সকল জায়িয দোআ সমূহ যা আমার জন্য মঙ্গলজনক হবে তা কবুল কর, আর আমাকে 'মুস্তাজাবুত দাওয়াত' বানিয়ে দাও, আমার এবং আরাফাতের ময়দানে আজ উপস্থিত প্রত্যেক হাজীর গুনহ সমূহকে ক্ষমা করে দাও, আর আমাকে প্রতি বৎসর হজ্ব ও জেয়ারতে মদীনার সৌভাগ্য দ্বারা মর্যাদাবান করে দাও এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাকে মদীনা পাকে সবুজ গম্বুজের নিচে আপনার মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়াতে (ছায়ায়) নিরাপত্তার সাথে শাহাদাতের মৃত্যু, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে **আপনার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার তৌফিক দান কর। **হে মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর রব!** আমাকে যে সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা দোআর জন্য বলেছে; **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় আপনি তাদের সকল কল্যাণকর জায়িয উদ্দেশ্যকে পূরণ করে দাও এবং তাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও ।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জিন জিন মুরাদো কে লিয়ে আহবাব নে কাহা
পেশে খবীর কিয়া মুঝে হাজত খবর কি হে! (হাদায়িকে বখশিশ)

(শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ এবং তিনবার 'লব্বাইকা' পড়ুন)

সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত দোআ করতে থাকুন!

এভাবে আহাজারীর সাথে দোয়া করতে থাকুন, যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায় এবং রাতের কিছু অংশ এসে যায়। ইহার পূর্বে অবস্থান স্থল (অর্থাৎ যেখানে আপনি অবস্থান করছেন) হতে চলে যাওয়া নিষেধ রয়েছে, আর সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমানা হতে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া হারাম এবং 'দম' দেওয়া ওয়াজিব। যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই আবার পুনরায় আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ করে তবে আর 'দম' দিতে হবে না। মনে রাখবেন! আজ হাজী সাহেবানদের মাগরিবের নামায এখানে নয় বরং এশার নামাযের ওয়াক্তে মুজদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়তে হবে।

গুনাহ সমূহ হতে পবিত্র হয়ে গেল

প্রিয় হাজী সাহেবগণ! আপনাদের জন্য ইহা আবশ্যক যে, আল্লাহর দেয়া সত্য ওয়াদা সমূহের উপর ভরসা করে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে নিন যে, আজ আমি গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র হয়ে গেছি যেমনিভাবে ঐদিন যখন মায়ের পেট হতে জন্ম নিয়েছিলাম, এখন চেষ্টা করুন যেন আগামীতে কোন গুনাহ না হয়। নামায, রোজা,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাকাত ইত্যাদিতে যাতে কখনো অলসতা না হয়। সিনেমা, নাটক এবং গান বাজনা, হারাম রুজি উপার্জন, দাড়ি মুন্ডানো অথবা এক মুষ্টি হতে কম রাখা, মা-বাবার মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত হয়ে কখনো আবার আপনি যেন শয়তানের ধোকায় শিকার হয়ে না যান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুজদালিফায় রওয়ানা

যখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে, তখন আরাফাত শরীফ হতে মুজদালিফা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবেন। সারা রাস্তায় জিকির, দুরূদ এবং 'লাব্বাইকা' বারবার পড়তে থাকবেন। সারা পথ কান্না করে করে এগিয়ে যাবেন। কাল আরাফাতের ময়দানে আল্লাহর হক ক্ষমা হয়ে গেছে এখানে (মুযদালিফায়) বান্দার হক ক্ষমা করার ওয়াদা রয়েছে।
(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৩১, ১১৩৩ পৃষ্ঠা)

এই দেখুন! মুজদালিফা শরীফ এসে গেছে! চারিদিকে কিরণ এবং সৌন্দর্য লেগে আছে, মুযদালিফার সম্মুখভাগে খুব প্রচন্ড ভিড় হয়। আপনি নির্ভয়ে স্বাভাবিক ভাবে একেবারে সামনের দিকে চলে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ ভিতরে প্রশস্থ খোলামেলা জায়গা পেয়ে যাবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে খুব বেশী সতর্ক থাকবেন যে, যেন আবার মীনা শরীফের সীমানায় ঢুকে না যান। যারা পায়ে হেঁটে যাবেন তাদের জন্য আমার পরামর্শ হল; মুযাদালিফায় প্রবেশ করার পূর্বেই ইস্তিন্‌জা, অযু ইত্যাদি সেড়ে নিবেন। অন্যথায় ভীড়ে খুব চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

মাগরিব ও ইশা এক সাথে পড়ার পদ্ধতি

এখানে আপনাকে একটি আযান এবং একটি ইকামত দ্বারা (মাগরিব ও এশা) উভয় ওয়াক্তের নামায এশার সময় এক সাথে আদায় করতে হবে। সুতরাং আযান ও ইকামতের পর প্রথমে মাগরিবের তিন রাকাআত ফরয আদায় করে নিবেন, সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই ইশার ফরয পড়ে নিবেন। অতঃপর মাগরিবের সুন্নাত, নফল (আওয়াবীন) সমূহ এরপর ইশারের সুন্নাত, নফল এবং বিতির অন্যান্য নফল নামায আদায় করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৩২ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কংকর সমূহ বেছে নিন

আজকের রাত কোন কোন আকাবের ওলামা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মতে, লায়লাতুল কদরের চেয়েও উত্তম। এই রাত অমনোযোগীতা এবং খোশগল্পে নষ্ট করা মানে বিরাট কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়া। যদি সম্ভব হয় তাহলে সারারাত 'লাব্বাইকা' যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে অতিবাহিত করুন। (প্রাগুক্ত, ১১৩৩ পৃষ্ঠা) রাতের মধ্যেই শয়তানদেরকে মারার জন্য পবিত্র জায়গা থেকে ৪৯টি কংকর (খেজুর বিচি পরিমাণ) বেঁচে নিন। বরং কিছু বেশী পাথর নিন। যেন নিশানা ভুল হলে (অর্থাৎ পাথর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে না পড়লে বা হাত ফসকে নিচে পড়ে গেলে) ইত্যাদি কাজে আসে। এগুলোকে তিনবার ধুয়ে নিন, বড় বড় পাথরকে ভেঙ্গে কংকর তৈরী করবেন না। অপবিত্র স্থান থেকে অথবা মসজিদ থেকে অথবা 'জামরার' পাশ থেকে কংকর নিবেন না।

একটি জরুরী সতর্কতা

আজ ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে (ওয়াক্তের শুরুতে) আদায় করা উত্তম। কিন্তু নামায ঐ সময় আদায় করবেন যখন প্রকৃত ভাবে সুবহে সাদিক হয়ে যায়। সাধারণত মুআল্লিমের লোকেরা খুব তাড়াহুড়া করে থাকে, আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই 'সালাত সালাত' বলে চিৎকার শুরু করে দেয়। ফলে কিছু হাজী ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই নামায আদায় করে নেয়। আপনারা এমনটি করবেন না। বরং অন্যদেরকে নরম সুরে নেকীর দাওয়াত দিয়ে বুঝিয়ে বলুন যে, এখনও সময় হয়নি। যখন কামানের গোলা[১২] নিক্ষেপ হবে। এরপর নামায আদায় করুন।

মুজদালিফায় অবস্থান

মুজদালিফায় রাত অতিবাহিত করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। তবে মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। মুযদালিফায় অবস্থানের সময় হল সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

---

[১২] সুবহে সাদিকের সময় মুজদালিফায় 'কামানের গোলা' নিক্ষেপ করা হয়, যাতে হাজী সাহেবানদের ফজরের নামাযের সময় জানা হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর মধ্যবর্তী সময়ের যে কোন এক মুহুর্তের জন্য সেখানে অবস্থান করে তাহলে উকুফ বা অবস্থান হয়ে যাবে। এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের সময় সেখানে ফজরের নামায আদায় করবে তার উকুফ তথা 'অবস্থান' বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বেই মুযদালিফা হতে চলে গেল তার ওয়াজিব বাদ পড়ে গেছে। সুতরাং তার উপর 'দম' দেয়া ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ! তবে মহিলা, রোগী, দূর্বল কিংবা শক্তিহীন ব্যক্তি ভীড়ের কারণে যাদের বাস্তবিকই খুব কষ্ট পাবার সম্ভাবনা আছে, তারা যদি এরকম লোক একান্ত অপারগ হয়ে চলে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৩৫ পৃষ্ঠা)

মাশআরুল হারাম পাহাড়ের উপর যদি স্থান পাওয়া না যায়। তাহলে উহার পাদদেশে, আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তাহলে 'ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সির'[৯৩] ব্যতীত যেখানেই জায়গাপাণ, সেখানেই অবস্থান করা জায়েয নয়, আর আরাফাতে অবস্থানকালীন সময়ের সমস্ত নিয়মাবলী এখানেও অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ 'লাব্বাইকা' বেশী বেশী পড়বেন এবং যিকির, দরূদ এবং দোআর মধ্যে মশগুল থাকবেন। (প্রাগুক্ত, ১১৩৩ পৃষ্ঠা) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ যা প্রার্থনা করবেন উহা পেয়ে যাবেন। কারণ, কাল আরাফাত শরীফে আল্লাহর হক ক্ষমা করা হয়েছে, আর এখানে বান্দার হক ক্ষমা করার ওয়াদা রয়েছে। (বান্দার হক ক্ষমা হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ ১৮নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে)

ফযরের নামাযের পূর্বে কিন্তু সুবহে সাদিক হওয়ার পর কেউ যদি এখান থেকে চলে যায় অথবা সূর্য উদিত হওয়ার পরে এখান থেকে বের হল তাহলে সে খুব মন্দ কাজই করল। কিন্তু এর কারণে তার উপর 'দম' ইত্যাদি ওয়াজিব হবে না। (প্রাগুক্ত)

---

[৯৩] 'ওয়াদিয়ে মুহাসসির' এটা মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, আর এটা ঐ উভয়টির সীমানার বাইরের অংশ। মুযদালিফা হতে মীনা যাওয়ার পথে হাতের বাম পাশে যে পাহাড়টি পড়ে তার চূড়া থেকে শুরু করে ৫৪৫ হাত পর্যন্ত এর সীমানা। এখানে 'আসহাবে ফীন' (অর্থাৎ হস্তিবাহিনী) এসে অবস্থান করেছিল এবং তাদের উপর 'আবাবিল পাখির আযাব" নাযিল হয়েছিল। এখানে উকুফ তথা অবস্থান করা জায়িয নেই। এই জায়গা দ্রুত অতিক্রম করা এবং আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা চাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুযদালিফা হতে মীনায় যাওয়ার সময় রাস্তায় পড়ার দোআ

যখন সূর্য উদয় হতে আর দুই রাকাত নামায পড়তে যতটুকু সময় লাগে তৎপরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকে তখনই মিনা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে যান এবং সারা রাস্তায় 'লাব্বাইকা' যিকির এবং দুরূদ শরীফ বারবার পড়তে থাকুন, আর এ দোআ পড়ুন:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَفَضْتُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَشْفَقْتُ وَ اِلَيْكَ رَجَعْتُ وَمِنْكَ رَهِبْتُ فَاقْبَلْ نُسُكِى وَعَظِّمْ اَجْرِى وَارْحَمْ تَضَرُّعِى وَاقْبَلْ تَوْبَتِى وَاسْتَجِبْ دُعَآئِى ،

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** আমি তোমার প্রতি ফিরে এসেছি এবং তোমার শাস্তির ব্যাপারে ভীত এবং তোমার প্রতি মনোনিবেশ করেছি এবং তোমাকে ভয় করি। তুমি আমার ইবাদত কবুল কর এবং আমার প্রতিদান বাড়িয়ে দাও, আর আমার অক্ষমতার উপর দয়া কর এবং আমার তাওবাকে কবুল কর এবং আমার দোআকে কবুল কর।

মীনা দৃষ্টি গোচর হতেই এই দোআ পড়ুন

মীনা শরীফ দৃষ্টিতে পড়লে (প্রথমেও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে) ঐ দোআই পড়ুন; যা মক্কা শরীফ থেকে আসার সময় মীনা শরীফ দেখে পড়েছিলেন। দোআটি হল এই:

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ مِنًى فَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَآئِكَ ط

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** এটা মীনা, আমার উপর ঐ দয়াই কর যা তুমি তোমার আউলিয়াদের (বন্ধুদের) উপর করেছ।

ইয়া ইলাহী! ফজল কর তুঝ কো মীনা কা ওয়াসিতা,
হাজীয়োঁ কা ওয়াসিতা কুল আউলিয়া কা ওয়াসিতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০ই জুলহিজ্জার প্রথম কাজ হল রমী করা

মুযদালিফা শরীফ হতে মিনা শরীফে পোঁছে সোজা জামরাতুল আকাবা অর্থাৎ বড় শয়তানের দিকে চলে যাবেন। আজ শুধুমাত্র এই একটিকেই কংকর মারতে হবে। প্রথমে কাবার দিক জেনে নিন, অতঃপর জামরাহ হতে কমপক্ষে ৫ হাত (অর্থাৎ কমপক্ষে প্রায় আড়াই গজ) দূরে (বেশীর কোন সীমা নির্ধারিত নেই) এভাবে দাঁড়ান যেন মিনা আপনার ডান হাতের দিকে এবং কা'বা শরীফ আপনার বাম হাতের দিকে থাকে, আর মুখ যেন জামরাহ এর দিকে থাকে। সাতটি কংকর আপনার বাম হাতে রাখবেন বরং দুই তিনটি কংকর অতিরিক্ত রাখবেন।[১৪] এখন ডান হাতের চিমটি কাটার স্থানে শাহাদাত আঙ্গুল এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলের অগ্রভাগে নিয়ে ডান হাত এমনভাবে উঠাবেন যেন বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পায়, প্রতিবার

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُ اَكْبَر বলতে বলতে একটি একটি করে সাতটি কংকর এমনভাবে নিক্ষেপ করবেন যেন সমস্ত কংকর জামরাহ পর্যন্ত পৌছে, নতুবা কমপক্ষে (জামরাহ) তিন হাতের দুরত্বে গিয়ে পড়ে। প্রথম কংকর নিক্ষেপ করতেই 'লাব্বাইকা' পড়া বন্ধ করে দিবেন। যখন সাতটি কংকর নিক্ষেপ পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সেখানে আর দাঁড়াবেন না। না সোজা সামনে না ডানে বামে কোথাও, বরং তৎক্ষণাৎ জিকির এবং দোয়া পড়তে পড়তে পিছনে ফিরে আসবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৯৩ পৃষ্ঠা) (দ্রুত পিছন ফিরে চলে আসাই সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে নতুন স্থাপত্যের কারণে পিছন ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই কংকর নিক্ষেপ করে কিছু দূর সামনে এগিয়ে **"ইউটান"** এর ব্যবস্থা করতে হবে।)

---

[১৪] আহ! যদি অন্তরে এ নিয়্যত এসে যায় যে, আমার নিজের উপর যে খারাপ আসা আকাঙ্খা (শয়তান) চেপে বশে আছে, তাকে মেরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমী করার সময় সতর্কতা অবলম্বনের ৫টি মাদানী ফুল

সৌভাগ্যবান হাজী সাহেবান! জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময় বিশেষতঃ দশ তারিখের সকাল বেলায় হাজী সাহেবানদের বিরাট জমায়েত হয়ে থাকে, আর অনেক সময় সেখানে লোকেরা চাপা পড়ে যায়। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) ১৪০০ হিজরীতে দশ তারিখের সকাল বেলায় মীনা শরীফে নিজ চোখে এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখেছি যে, লাশ সমূহকে উঠিয়ে উঠিয়ে এক সারিতে শোয়ায়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে স্থানকে অনেক প্রশস্থ করা হয়েছে। নিচের অংশ ছাড়াও উপরে আরো ৪তলা বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে। তাই ভীড় এখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। নিন্মে কিছু সতর্কতা উপস্থাপন করছি। (১) ১০ তারিখ সকাল বেলা খুব বেশী ভীড় থাকে। দুপুর ৩/৪ টা বাজে ভীড় অনেকাংশে কমে যায়। এখন যদি ইসলামী বোনেরাও সাথে থাকে, তারপরও কোন অসুবিধা নেই। উপর তলা থেকে রমী করলে ভীড় আরো খুব কম পাবেন এবং খোলা বাতাসও মিলবে। (২) রমী করার সময় লাঠি, ছাতা আরো অন্যান্য জিনিসপত্র সাথে নিয়ে যাবেন না। কর্তৃপক্ষের লোকেরা তা কেড়ে নিয়ে রেখে দেয়। পরে তা ফিরে পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। হ্যাঁ! ছোট স্কুল ব্যাগ যদি কোমরে বাঁধা অবস্থায় থাকে, তাহলে অনেক সময় তা নিয়ে যেতে দেয়। কিন্তু ১০ তারিখের রমীতে এগুলোও না নিয়ে যেতে পারলে ভাল। কারণ যদি আটকে ফেলে, তবে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। ১১ ও ১২ তারিখের রমীতে ছোট খাটো জিনিস নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁধা তুলনামূলক কম থাকে। (৩) হুইল চেয়ারে করে যারা রমী করবেন তাদের জন্য উপযুক্ত সময় হল তিনো দিন আসরের নামাযের পর। (৪) কংকর নিক্ষেপের সময় যদি কোন জিনিস হাত থেকে পড়ে যায়, অথবা আপনার সেন্ডেল বা জুতা যদি পা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব হয়, তাহলে ভীড়ের মধ্যে কখনও ঝুঁকবেন না। (৫) যদি কিছু বন্ধু মিলে রমী তথা কংকর নিক্ষেপ করতে চান, তাহলে পূর্ব থেকেই ফিরে এসে একত্রিত হওয়ার জন্য নিকটবর্তী কোন একটি স্থান নির্ধারণ করে উহার চিহ্ন স্মরণ রাখুন। নতুবা বন্ধুদের থেকে পৃথক হয়ে গেলে পেরেশানীর সীমা থাকবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না। ভীড়ের অন্যান্য সকল স্থানে এই কথাটির খুব বেশী স্মরণ রাখবেন! সগে মদীনা عُفِىَ عَنْهُ (লিখক) এমন এমন বৃদ্ধ হাজী সাহেব সাহেবানদেরকে হারিয়ে যেতে দেখেছি যে, এ অসহায়দের নিজেদের মুয়াল্লিমের নামও জানা থাকে না। অতঃপর তারা পরীক্ষায় পড়ে যায়।

রমী করার ৮টি মাদানী ফুল

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি ইরশাদ: (১) আরজ করা হল; রমীযে জিমাবে (তথা কংকর নিক্ষেপে) কী সাওয়াব রয়েছে? তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি তোমার রব এর নিকট এর সাওয়াব তখনই পাবে, যখন তোমার এর (অর্থাৎ সাওয়াবের) খুব বেশী দরকার পড়বে।" (মু'জাম_আউসত, ৩য় খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৪৭) (২) "জামরাতে রমী করা তোমার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে।" (আত্তরগীব ওয়াত্তারহীন, ২য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩) (৩) সাতটি কংকরের চেয়ে কম নিক্ষেপ করা জায়েজ নেই। যদি শুধুমাত্র তিনটি কংকর নিক্ষেপ করে অথবা মোটেও নিক্ষেপ না করে তাহলে 'দম' ওয়াজিব হবে, আর যদি চারটি কংকর নিক্ষেপ করে তাহলে অবশিষ্ট প্রতিটি কংকরের পরিবর্তে 'সদকা' দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬০৮ পৃষ্ঠা) (৪) যদি সমস্ত কংকর এক সাথে নিক্ষেপ করেন তাহলে ইহা সাতটি ধরা হবে না বরং একটি কংকর বলে গণ্য করা হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬০৭ পৃষ্ঠা) (৫) কংকর সমূহ মাটি জাতীয় পদার্থ হতে হবে। (যেমন কংকর, পাথর, চুনা, মাটি) যদি কোন প্রাণীর বিষ্টা নিক্ষেপ করে তাহলে রমী হবে না। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মোহতার, ৩য় খন্ড, ৬০৮ পৃষ্ঠা) (৬) অনুরূপভাবে কোন কোন লোক 'জামারাতের' মধ্যে পাত্র, জুতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে, ইহাও কোন সুন্নাত নয়, আর কংকরের পরিবর্তে জুতা অথবা ডিব্বা ইত্যাদি যদি নিক্ষেপ করে তাহলে রমী আদায় হবে না। (৭) রমীর জন্য উত্তম এটাই হল যে, মুজদালিফা হতে কংকরসমূহ নিয়ে যাবেন। তবে ইহা আবশ্যক নয়। দুনিয়ার যে কোন অংশের কংকর সমূহ নিক্ষেপ করুন না কেন রমী সঠিক ভাবে আদায় হয়ে যাবে। (৮) দশ তারিখের রমী তথা পাথর নিক্ষেপ সূর্য্য উদয় হতে শুরু করে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত (অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত) সময়ে করা সুন্নাত,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর সূর্য্য ঢলে পড়া হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রমী করা মুবাহ (অর্থাৎ জায়েজ), আর সূর্য্য অস্ত যাওয়া হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ে রমী করা মাকরূহ। যদি কোন অপরাগতার কারণে হয়, যেমন রাখাল যদি রাতে রমী করে তাহলে মাকরূহ হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬১০)

ইসলামী বোনদের রমী

সাধারণত দেখা যায় যে, পুরুষেরা কোন অপারগতা ছাড়াই মহিলাদের পক্ষ হতে রমী আদায় করে দেয়। এভাবে ইসলামী বোনেরা রমীর সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যায়, আর যেহেতু রমী করা ওয়াজিব, সেহেতু ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাদের উপর 'দম' ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই ইসলামী বোনেরা নিজের রমী নিজেরাই করবেন।

রোগীদের রমী

কিছু কিছু হাজী সাহেবান এমনি তো সবস্থানে সতস্ফুর্ত ঘুরাঘুরি করে কিন্তু সাধারণ অসুস্থতার কারণে তারা অন্যদের মাধ্যমে রমী করিয়ে নেয়।

অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে রমী করার পদ্ধতি

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি এমন অসুস্থ হয় যে, বাহনের উপর বসেও জামরা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। সে অন্যকে নির্দেশ দিবে যে, তার পক্ষ থেকে যেন রমী করে দেয়। এখন প্রতিনিধির জন্য উচিত যে, যদি সে এখনও পর্যন্ত নিজের রমী না করে থাকে, তাহলে প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে, অতঃপর রোগীর পক্ষ থেকে রমী করবে। এখন যদি প্রতিনিধি এমন করে যে, একটি কংকর নিজের পক্ষ থেকে মেরে অপরটি রোগীর পক্ষ থেকে। এভাবে সাতবার করল তবে মাকরুহ হবে। যদি কেউ অসুস্থ ব্যক্তির হুকুম ব্যতীত তার পক্ষ থেকে রমী আদায় করে দেয়, তাহলে রমী আদায় হবে না, আর যদি অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই যে, রমী করতে তাহলে উত্তম হল যে, তার সাথী তার হাতে কংকর রেখে রমী করিয়ে দিবে। অনুরূপ ভাবে বেহুশ, মাজনুন (অর্থাৎ পাগল) অথবা অবুঝ শিশুর পক্ষ থেকে তার সাথীরা রমী করে দিবে, আর উত্তম হল যে, তাদের হাতে কংকর রেখে রমী করিয়ে দিবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪৮ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজ্বের কোরবানীর ৭টি মাদানী ফুল

(১) দশ তারিখে বড় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের পর কোরবানীর স্থানে তাশরীফ নিয়ে যাবেন এবং কোরবানী করবেন। ইহা ঐ কোরবানী নয়, যা ঈদুল আযহার সময় করা হয় বরং হজ্বের শোকরিয়া স্বরূপ 'হজ্বে কিরানকারী' এবং 'তামাত্তোকারীর' উপর এটা ওয়াজিব, যদিও সে ফকির হোক, আর 'হজ্জে ইফরাদকারীর' জন্য এই কোরবানী মুস্তাহাব যদিও সে ধনী হোক। (২) এখানেও প্রাণীর জন্য ঐ শর্তসমূহ প্রযোজ্য, যা ঈদুল আযহার কোরবানীর জন্য প্রযোজ্য। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪০ পৃষ্ঠা) যেমন ছাগল (এর হুকুমের মধ্যে ছাগী, দুম্বা, দুম্বী এবং ভেড়া, ভেড়ী সব অন্তর্ভূক্ত) এক বৎসর বয়সী হতে হবে। এর চেয়ে কম বয়সী হলে কোরবানী জায়েয হবে না। এক বছরের চাইতে বেশী বয়সী হলে জায়েয বরং উত্তম। হ্যাঁ তবে দুম্বা কিংবা ভেড়ার ছয় মাসের বাচ্চা যদি এতবড় হয় যে, দূর থেকে দেখতে এক বছর বয়সী মনে হয়, তাহলে তা দ্বারা কোরবানী জায়েয হবে। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা) স্মরণ রাখবেন! সাধারণত ছয় মাসের দুম্বার কোরবানী জায়েয নয়। (জায়েয হওয়ার জন্য) তা এতটুকু মোটা তাজা ও উঁচু হওয়া জরুরী যে, দূর থেকে দেখতে যেন এক বছর মত লাগে। যদি ৬ মাস নয় বরং এক বছর থেকে ১ দিন কম বয়সী দুম্বা অথবা ভেড়ার বাচ্চা যদি দূর থেকে ১ বছর বয়সীর মত না লাগে তবে তা দ্বারা কোরবানী হবে না। (৩) যদি পশুর কানের তিন ভাগের এক অংশের বেশী কাটা হয়ে থাকে, তাহলে মূলত কোরবানী আদায় হবে না, আর যদি তিন ভাগের এক অংশ কিংবা তার চেয়ে কম কাটা হয়ে থাকে বা কান ছেড়া হয় অথবা কানের মধ্যে ছিদ্র থাকে, এধরনের কোন সাধারণ দোষত্রুটি থাকলে, তাহলে এ ধরনের প্রাণী দ্বারা কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ (তানযিহী) হবে। (৪) যদি যবেহ করতে জানেন, তাহলে নিজেই কোরবানী করবেন, কারণ ইহাই সুন্নাত। অন্যথায় যবেহের সময় উপস্থিত থাকবেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪১ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্যকেও কোরবানী করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন[১৫]। (৫) উট দ্বারা কোরবানী করা উত্তম। কারণ আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্বের সময় নিজের হাত মোবারক দ্বারা ৬৩টি উট নহর (জবেহ) করেছেন, আর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতিক্রমে অবশিষ্ট উট গুলো হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم নহর করেন। (মুসলিম, ৬৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২১৮) অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে যে, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ৫টি অথবা ৬টি উট আনা হয়। তখন উট গুলোর মাঝেও এক ধরনের অবস্থা ছিল, আর তারা এভাবে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, যেন প্রতেকটি উটই চাচ্ছিল যে, প্রথমে আমার নহর হওয়ার সৌভাগ্য মিলে যায়।

(আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৬৫)

হার এক ভি আরজু হে পেহলে মুঝকো জবেহ ফরমায়ে
তামাশা কর রহে হে মরনে ওয়ালে ঈদে কোরবা মে। (যওকে না'ত)

(৬) উত্তম হচ্ছে যে, জবেহ করার সময় পশুর সামনের দুই হাত (পা), পিছনের এক পা বেঁধে নিন। জবেহ করার পর খুলে দিন। এই কোরবানী করে আপনার নিজের এবং সকল মুসলমানের হজ্ব ও কোরবানী কবুল হওয়ার (জন্য) দোআ করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪১ পৃষ্ঠা) (৭) দশ তারিখে কোরবানী করা উত্তম। ১১ ও ১২ তারিখেও কোরবানী করতে পারেন। কিন্তু ১২ তারিখ সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে কোরবানীর সময় শেষ হয়ে যায়।

---

[১৫] কোরবানীর মাসয়ালা সমূহ বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৩২৭ নং পৃষ্ঠা হতে ৩৫৩ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ুন। এর সাথে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "ঘোড়ার আরোহী" পড়ুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজী এবং ঈদুল আযহার কোরবানী

প্রশ্নঃ হাজী সাহেব-সাহেবার উপর ঈদুল আযহার কোরবানী করা ওয়াজিব নাকি ওয়াজিব নয়?

উত্তরঃ মুকীম (স্থানীয়) ধনী হাজীর উপর ওয়াজিব, মুসাফির হাজীর উপর ওয়াজিব নয়। যদিও সে ধনী হোক। ঈদুল আযহার কোরবানী হেরেম শরীফের মধ্যে করা জরুরী নয়। নিজ দেশেও কাউকে বলে করিয়ে নিতে পারেন। অবশ্য দিন, তারিখ সময়ের খেয়াল রাখতে হবে যে, যেখানে কোরবানী করা হবে ওখানে এবং যেখানে কোরবানী দাতা আছেন সেখানেও উভয় স্থানে কোরবানীর দিন হতে হবে। মুকীম হাজীর উপর কোরবানী ওয়াজীব হওয়ার ব্যাপারে "আলবাহরুর রাঈক" কিতাবের মধ্যে রয়েছেঃ যদি হাজী সাহেব মুসাফির হয়, তবে তার উপর কোরবানী ওয়াজিব নয়। অন্যথায় সে (অর্থাৎ মুকীম হাজী) মক্কাবাসীর ন্যায় এবং (ধনী হওয়া অবস্থায়) তার উপর কোরবানী ওয়াজিব। (আল বাহরুর রাঈক, ২য় খন্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা) ওলামায়ে কেরাম যেই হাজীর উপর কোরবানী ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলেছেন, তা দ্বারা ঐ হাজী উদ্দেশ্যে যিনি মুসাফির। সুতরাং 'মাবসূত' কিতাবে রয়েছেঃ কোরবানী শহরবাসীদের উপর ওয়াজিব, হাজীগণ ছাড়া, আর এখানে শহরবাসী দ্বারা মুকীম উদ্দেশ্য এবং হাজীগণ দ্বারা মুসাফির উদ্দেশ্য। মক্কাবাসীদের উপর কোরবানী ওয়াজিব যদিও তারা হজ্ব করে।

(আল মবসূত লিস্‌সারাখসী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২তম পর্ব, ২৪ পৃষ্ঠা)

কোরবানীর টোকেন

আজকাল অনেক হাজী সাহেব-সাহেবানরা ব্যাংকে কোরবানীর টাকা জমা করিয়ে টোকেন সংগ্রহ করে থাকেন। আপনি এরকম করবেন না। এসব যে কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোরবানী করানোর ক্ষেত্রে সরাসরি ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা তামাত্তোকারী এবং কিরানকারীর জন্য এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব যে, প্রথমে রমী তথা কংকর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর কোরবানী করবেন। এরপরে হলক করবেন। যদি এই ধারাবাহিকতার বিপরীত করে থাকে, তাহলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন ঐ প্রতিষ্ঠানকে আপনি টাকা জমা দিয়েছেন তারা যদি আপনার নামে কোরবানী দেওয়ার সময়ও যদি জানিয়ে দেয় তারপরও আপনার নিকট এ কথার সংবাদ পাওয়া সীমাহীন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে যে, আপনার কোরবানী সময়মত হয়েছে কিনা? যদি আপনি কোরবানীর পূর্বেই হলক তথা মাথা মুন্ডন করিয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপর 'দম' ওয়াজিব হয়ে যাবে। যে হাজী সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোরবানী করাতে চায় তাকে এই ইখতিয়ার দেওয়া যায় যে, যদি তিনি নিজের কোরবানীর সঠিক সময় জানতে চায় তাহলে ৩০টি প্রাণীর উপর নিজের একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে নিবে। অতঃপর তাকে বিশেষ পাশ দেওয়া হয়, আর তিনি গিয়ে সকলের কোরবানী সমূহ আদায় করার অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে পারেন। তবে এখানেও এই ত্রুটির সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানটির মালিক লক্ষ লক্ষ প্রাণী ক্রয় করে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি ত্রুটিমুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অধিকাংশ (হজ্ব) ব্যবস্থাপকরাও সম্মিলিতভাবে কোরবানীর ব্যবস্থা করে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রেও অনেকের সুদঘুষের মত লেনদেনের খুব জঘন্য কালো হাত থাকে। সর্বোপরি যথার্থ এটাই হবে যে, নিজ কোরবানী নিজের হাতেই করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হলক এবং তাকছিরের ১৭টি মাদানী ফুল

হজ্ব ও ওমরায় ইহরাম খোলার সময় মাথা মুন্ডন করার ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি ইরশাদ মোবারক: (১) "মাথা মুন্ডন করার ক্ষেত্রে প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি নেকী (মিলবে) এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আত্তারগীব ওয়াত্তরহীব, ২য় খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা) (২) "মাথা মুন্ডনের সময় যে চুল মাটিতে পড়বে । তা তোমার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে।" (প্রাগুক্ত) (৩) কোরবানী হতে অবসর হয়ে পুরুষেরা কিবলার দিকে মুখ করে হলক তথা মাথা মুন্ডন করবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডাবে অথবা তাকসীর করবে। অর্থাৎ কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মাথার চুল আঙ্গুলের গিরা বরাবর কেটে নিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই তিন স্থান থেকে কাঁচি দ্বারা কিছু চুল কেটে নিলে যথেষ্ট হবে না। (৪) হলক করুন কিংবা তাকছির, তা ডান দিক হতে শুরু করবেন। (৫) ইসলামী বোনেরা শুধুমাত্র তাকসীর করাবেন। অর্থাৎ মাথার এক চতুর্থাংশের প্রতিটি চুল হাতের আঙ্গুলের এক গিরা পর্যন্ত কাটিয়ে নিবে অথবা নিজেই কাঁচি দ্বারা কেটে নিবে। তাদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪২ পৃষ্ঠা) (স্মরণ রাখবেন! মহিলাদের জন্য পর পুরুষ দ্বারা চুল কাটানো এমনকি তার সামনে নিজের চুল দেখানো (প্রকাশ করাও জায়েয নেই।) (৬) হ্যাঁ! চুল যেহেতু ছোট বড় হয়ে থাকে, তাই এক গিরা হতে কিছু বেশী কাটাবেন। যাতে মাথার এক চতুর্থাংশের সকল চুল কমপক্ষে এক গিরার সমান কাটা যায়। (৭) এখন আপনার ইহরাম হতে বের হয়ে আসার সময় চলে এসেছে, তাই আপনি মুহরিম ব্যক্তি (অর্থাৎ ইহরাম পরিহিত ব্যক্তি) নিজের অথবা অন্যের মাথা মুন্ডন কিংবা কসর করতে পারবেন। যদিও অপর ব্যক্তিটি মুহরিম (ইহরাম ওয়ালা) হয়ে থাকে। (৮) হলক অথবা তাকছিরের পূর্বে যদি নখ কাটেন অথবা চেহেরায় খত্ বানান, তাহলে কাফ্ফারা আবশ্যক হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় মাথা মুন্ডানোর পর মোঁচ কাটা নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। (৯) হলক অথবা তাকসীরের সময় হল কোরবানীর দিন সমূহ। অর্থাৎ জুলহিজ্জা মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখ। তবে উত্তম হল জিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ। যদি ১২ তারিখ পর্যন্ত হলক অথবা কছর না করে থাকেন, তাহলে দম আবশ্যক হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা) (১০) যার মাথায় চুল নেই, সৃষ্টিগতভাবে মাথায় টাক আছে তারও নিজের মাথার উপর ক্ষুর টেনে নেওয়া ওয়াজিব। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা) (১১) যদি কারো মাথার উপর ফোঁড়া অথবা জখম ইত্যাদি থাকে, যার কারণে মাথা মুন্ডান করা সম্ভব হচ্ছে না, আর চুলও এত বড় হয়নি যে, কাটা সম্ভব হবে। তাহলে এ অপারগতার কারণে তার মাথা মুন্ডানো এবং চুল কাটার হুকুম বিলুপ্ত হয়ে গেল। তার জন্যও মাথা মুন্ডানো এবং চুল কাটানো ব্যক্তির মত সকল জিনিস হালাল হয়ে যাবে। তবে উত্তম হল, সে যেন কোরবানীর দিন সমূহ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকে। (প্রাগুক্ত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১২) হলক অথবা কছর মীনা শরীফের মধ্যে করা সুন্নাত, আর হেরমের সীমানার মধ্যে করা ওয়াজিব। যদি হেরমের সীমানার বাহিরে করেন, তাহলে 'দম' ওয়াজিব হবে। (মীনা হেরমের সীমানার ভিতরে অবস্থিত।) (১৩) হলক অথবা তাকছিরের সময় এই তাকবীরটি পড়তে থাকুন এবং বাক্যটি শেষ হলেও পড়ুন:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(১৪) (হলক বা তাকসীর থেকে) অবসর হওয়ার পর শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ পড়ে এই দোআটি পড়ুন:

اَللّٰهُمَّ اَثْبِتْ لِيْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَّامْحُ عَنِّيْ بِهَا سَيِّئَةً وَّارْفَعْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً ط

<u>অনুবাদঃ</u> ইয়া আল্লাহ! প্রতিটি চুলের বিনিময়ে তুমি আমার জন্য একটি নেকী লিখে দাও এবং একটি গুনাহ মুছে দাও, আর প্রতিটি চুলের বিনিময়ে আমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি কর। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

(১৫) ইফরাদ হজ্বকারী যদি কোরবানী করতে চায়, তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব হল; হলক অথবা তাকছির কোরবানীর পর করাবে। আর যদি হলকের পরে কোরবানী করে থাকে তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। আর 'তামাত্তো' ও 'কিরান'কারীর জন্য হলক অথবা তাকছির কোরবানীর পরে করা ওয়াজিব। যদি হলক অথবা তাকছির পূর্বে করে নেয় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪২ পৃষ্ঠা) (১৬) চুল মাটির নিচে দাফন করে দিন, আর সবসময় শরীর থেকে যে সকল বস্তু যেমন: চুল (লোম ইত্যাদি), নখ, চামড়া আলাদা হলেই তা দফন করে দিন। (প্রাগুক্ত, ১১৪৪ পৃষ্ঠা)

(১৭) হলক অথবা তাকছির হতে অবসর হওয়ার পর এখন স্ত্রী সহবাস করা, উত্তেজনা সহকারে তাকে ছোঁয়া, চুমু খাওয়া, লজ্জাস্থান দেখা ব্যতীত যে সকল কাজ ইহরামের কারণে হারাম ছিল তা সব হালাল হয়ে গেল। (প্রাগুক্ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওয়াফে জেয়ারতের ১০টি মাদানী ফুল

(১) তাওয়াফে জেয়ারতকে তাওয়াফে ইফাজা বলে। এটা হজ্বের আরেকটি রুকন। এর সময় ১০ই জুলহিজ্জার দিন সুবহে সাদিক থেকে শুরু হয়। এর পূর্বে (তা আদায়) হতে পারেনা। এতে ৪ চক্কর ফরজ এটা (৪ চক্কর) ছাড়া তাওয়াফ হবেই না এবং হজ্ব হবে না, আর ৭ চক্কর পূর্ণ করা ওয়াজিব। (২) তাওয়াফে জেয়ারত জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ করা উত্তম। সুতরাং প্রথমে জামরাতুল আকাবার রমী অতঃপর কোরবানী এবং এরপর হলক অথবা তাকছীর হতে অবসর হয়ে যাবেন। এখন উত্তম হল যে, কোরবানীর কিছু মাংস খেয়ে পায়ে হেঁটে মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হোন। আর ইহাও উত্তম যে, বাবুস সালাম দিয়ে মসজিদে হারাম শরীফে প্রবেশ করবেন। (৩) (এর) উত্তম সময় তো ১০ তারিখ কিন্তু তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১২ তরিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত জেয়ারত করতে পারবেন। কেননা ১০ তারিখ খুব বেশী পরিমাণে ভীড় হয়ে থাকে। তাই নিজের জন্য যেভাবে যখন সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাই খুব উপকারী। এভাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ অনেক কষ্টদায়ক বস্তু এবং অনেক সময় অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া, মহিলাদের সাথে (ভীড়ে) মিশে একাকার হয়ে যাওয়া, তাদের সাথে শরীর ঘর্ষণ হওয়া এবং নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাওয়া অনেক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবেন। (৪) অজু সহকারে এবং সতর ঢাকা অবস্থায় তাওয়াফ করুন। (অধিকাংশ ইসলামী বোনদের হাতের কব্জি (কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত) তাওয়াফের সময় খোলা থাকে। যদি তাওয়াফে জেয়ারতের চার চক্কর অথবা তার চেয়ে বেশী একরম করে আদায় করে যে, হাতের কব্জির ৪ অংশের ১ অংশ অথবা মাথার ৪ অংশের ১ অংশের চুল খোলা ছিল তাহলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। হ্যাঁ! যদি সতর ঢাকা অবস্থায় এ তাওয়াফ পুনরায় আদায় করে দেয় তাহলে ‘দম’ রহিত হয়ে যাবে।) (৫) যদি কিরানকারী এবং হজ্বে ইফরাদ আদায়কারী তাওয়াফে কুদুমের মধ্যে আর তামাত্তোকারী হজ্বের ইহরাম বাঁধার পরে কোন নফল তাওয়াফের মধ্যে হজ্বের ‘রমল এবং সাঈ’ থেকে অবসর হয়ে থাকে (অর্থাৎ তা এর মধ্যে আদায় করে থাকেন) তাহলে এখন তাওয়াফে জিয়ারতের মধ্যে উহার (আদায় করার আর)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রয়োজন হবে না। (৬) যদি রমল এবং সাঈ পূর্বে না করে থাকে, তাহলে এখন নিত্যদিনের পোষাকেই তা আদায় করে নিন। হ্যাঁ! তার এতে ইজতিবা করা সম্ভব হবে না। কেননা এখন আর এর সময় নেই। (৭) যে ব্যক্তি (এই তাওয়াফ) ১১ তারিখ না করে থাকেন, তাহলে ১২ তারিখে করে নিন। এই সময়ের পর বিনা কারণে দেরী করা গুনাহ। জরিমানা হিসেবে একটি কোরবানী করতে হবে। হ্যাঁ! যেমন: মহিলার হায়েজ অথবা নেফাস শুরু হয়ে গেল তাহলে সে তা শেষ পরে হওয়ার তাওয়াফ করবে। কিন্তু হায়েজ অথবা নেফাস থেকে যদি এমন সময়ে পাক হয় যে, গোসল করে ১২ তারিখে সূর্য ডুবার পূর্বে ৪টি চক্কর করে নিতে পারবে তাহলে তা করে নেয়া ওয়াজিব। না করলে গুনাহগার হবে। এমনই ভাবে যদি এতটুকু সময় সে পেয়েছিল, যে তাওয়াফ করে নিতে পারত কিন্তু সে করল না, আর এ মুহুর্তে তার হায়েজ অথবা নেফাস চলে আসল তাহলে সে গুনাহগার হল। (প্রাগুক্ত, ১১৪৫ পৃষ্ঠা) (৮) যদি তাওয়াফে জেয়ারত না করে থাকে তাহলে মহিলারা (ইহরাম হতে) হালাল হবে না। যদিওবা কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা) (৯) তাওয়াফ হতে অবসর হয়ে দুই রাকাআত ‘ওয়াজিবুত তাওয়াফের’ নামায নিয়মানুযায়ী আদায় করবেন। এরপর মুলতাজিমেও হাজেরী দিবেন এবং জমজমের পানিও পেট ভরে পান করবেন। (১০) اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! আপনাকে মোবারকবাদ যে, আপনার হজ্ব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং মহিলারাও (স্ত্রীগণও) হালাল হয়ে গেছে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১১ এবং ১২ তারিখের রমী’র ১৮টি মাদানী ফুল

(১) ১১ এবং ১২ জুলহিজ্জায় তিনটি শয়তানকেই কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। উহার ধারাবাহিকতা হল নিম্নরূপ:-
প্রথমে জামরাতুল উলায় (অর্থাৎ ছোট শয়তান), অতঃপর জামরাতুল উসতায় (অর্থাৎ মধ্যম শয়তান) এবং সর্বশেষে জামরাতুল আকাবার (অর্থাৎ বড় শয়তান)। (২) দ্বি প্রহরের পর জামরাতুল উলা (অর্থাৎ ছোট শয়তান)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর নিকট আসবেন এবং ক্বিবলার দিকে মুখ করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। (কংকর ধরার এবং নিক্ষেপ করার নিয়ম এই কিতাবের ... বর্ণিত আছে) কংকর সমূহ নিক্ষেপ করে জামরা হতে একটু আগে অগ্রসর হোন এবং বাম হাতের দিকে ফিরে ক্বিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত এমনভাবে উঠান যেন হাতের তালু সমূহ আসমানের দিকে নয় বরং ক্বিবলার দিকে থাকে[১৬]। এখন দোআ ও ইস্তিগফারের মধ্যে কমপক্ষে ২০টি আয়াত তিলাওয়াত করার সমপরিমাণ সময় মশগুল থাকুন। (৩) এখন জামরাতুল উসতা (অর্থাৎ মধ্যম শয়তানের) ক্ষেত্রেও এরকম করুন। (৪) অতঃপর সর্বশেষে জামরাতুল আকাবা (অর্থাৎ বড় শয়তান) এর উপরও এ রকম রমী করুন, যেভাবে আপনি দশ তারিখে রমী করেছেন। (... নং পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে) স্মরণ রাখবেন যে, বড় শয়তানকে রমী করার পর আপনি সেখানে অবস্থান করবেন না। তৎক্ষণাৎ ফিরে আসবেন এবং ঐ সময়টুকুতে দোআ করে নিবেন। (বিশুদ্ধ নিয়ম এটাই কিন্তু বর্তমানে দ্রুত ফিরে আসা অসম্ভব ব্যাপার। তাই কংকর মেরে কিছুটা পথ সামনে গিয়ে .... ইউটার্ন দিরে আসার ব্যবস্থা করে নিন।) (৫) ১২ তারিখেও এরকম তিনটি জামরাতে রমী করবেন। (৬) এগার এবং বার তারিখের রমীর সময় সূর্য ঢলে পড়ার পর (অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্তের শুরু) থেকে শুরু হয়। সুতরাং ১১ ও ১২ তারিখের রমী দ্বি প্রহরের পূর্বে কোনো ভাবেই শুদ্ধ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪৮ পৃষ্ঠা) (৭) ১০, ১১ ও ১২ তারিখের রাত (অধিকাংশ অর্থাৎ প্রতিটি রাতের অর্ধেকের চেয়ে বেশী অংশ) মীনা শরীফে অতিবাহিত করা সুন্নাত। (৮) ১২ তারিখে রমী করার পর আপনার ইখতিয়ার (অনুমতি) রয়েছে যে, সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হয়ে যেতে পারবেন। যদি সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর চলে যাওয়া আপনার জন্য দোষণীয়।

---

[১৬] রমীয়ে জামরা করার পর দোআ করার ক্ষেত্রে হাতের তালুদ্বয়কে ক্বিবলার দিকে করে রাখুন। হাজরে আসওয়াদ এর সামনে দাঁড়ানোর সময়ও হাতের তালুদ্বয়কে হাজরে আসওয়াদের দিকে করে রাখবেন, আর অবশিষ্ট সর্বক্ষেত্রে আসমানের দিকে করে রাখবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন আপনাকে মীনার মধ্যেই অবস্থান করে ১৩ তারিখ দ্বিপ্রহর ঢলে পড়ার পরে নিয়মানুযায়ী তিনটি শয়তানকেই কংকর নিক্ষেপ করে মক্কা মুকাররমায় যেতে হবে ইহাই উত্তম। (৯) যদি মিনা শরীফের সীমানার মধ্যেই ১৩ তারিখের সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তাহলে রমী করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি রমী করা ব্যতীত চলে যান তাহলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। (১০) ১১ এবং ১২ তারিখের রমী করার সময় হল সূর্য্য ঢলে পড়া (অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়া) থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তবে কোন অপারগতা ব্যতীত সূর্য্য ডুবে যাওয়ার পরে রমী করা মাকরূহ। (১১) ১৩ তারিখের রমী করার সময় হল সুবহে সাদিক হতে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সুবহে সাদিক হতে যোহরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়ে রমী করা মাকরূহে (তানযীহি)। যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে রমী করা সুন্নাত। (১২) যদি কোন দিনের রমী থেকে যায় বা আদায় করা না হয়, তাহলে তা দ্বিতীয় দিন কাযা আদায় করবে এবং দমও দিতে হবে। কাযা আদায় করার সর্বশেষ সময় হল ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। (১৩) এক দিনের রমী অনাদায়ী থেকে গেল, আর আপনি ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের আগে আগেই কাযা করে নিলেন তারপরও এবং যদি কাযা আদায় না করেন তাহলেও, অথবা যদি একদিনের বেশী দিন সমূহের রমী অবশিষ্ট রয়ে যায় বরং যদি মোটেও রমী না করে থাকেন, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় শুধুমাত্র একটি দম ওয়াজিব হবে। (১৪) অতিরিক্ত বেঁচে যাওয়া কংকর সমূহ যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে দিয়ে দিন। অথবা কোন পবিত্র স্থানে ফেলে দিন। এগুলো জামরাতের উপর নিক্ষেপ করা মাকরূহ (তানযীহি)। (১৫) আপনি কংকর নিক্ষেপ করেছেন, আর উহা কারো মাথা ইত্যাদিতে আঘাত করে জামরাতে লেগেছে। অথবা তিন হাতের দূরত্বে গিয়ে পড়েছে তাহলে জায়েয হয়ে যাবে। (১৬) হ্যাঁ! যদি আপনার কংকর কারো উপর গিয়ে পড়ে, আর সে হাত ইত্যাদি নাড়া বা ঝাড়া দিল, আর এ কারণে যদি ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে উহার পরিবর্তে দ্বিতীয় আরেকটি মারবেন। (১৭) উপরের স্থান হতে রমী করেছেন আর কংকর জামরায় চারপাশে তৈরীকৃত পেয়ালার মত প্রাচীর (অর্থাৎ সীমানার দেওয়াল) এর মধ্যে পড়েছে, তাহলে জায়েয হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারণ প্রাচীর হতে গড়িয়ে হয়ত তা জামরাতে লাগবে অথবা তিন হাতের দূরত্বের অভ্যন্তরে গিয়ে পড়বে। (১৮) যদি সন্দেহ হয় যে, কংকর যথাস্থানে পৌঁছেছে নাকি পৌঁছেনি, তাহলে আবার নিক্ষেপ করুন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪৬, ১১৪৮ পৃষ্ঠা)

রমীর ১২টি মাকরূহ

(১নং ও ২নং উভয়টি সুন্নাতে মুআকাদাহ ছেড়ে দেয়ার কারণে দোষণীয়। না হয় অবশিষ্ট সবকটি মাকরুহে তানযিহী)

(১) একান্ত অপারগতা ব্যতীত ১০ তারিখের রমী সূর্যাস্তের পরে করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহর বিপরীত হওয়ার দরুণ নিন্দরীয়। (২) জামরার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ঠিক নারাখা। (৩) ১০ তারিখের রমী যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে করা। (৪) বড় পাথর নিক্ষেপ করা। (৫) বড় পাথর ভেঙ্গে কংকর সমূহ তৈরী করা। (৬) মসজিদের কংকর সমূহ নিক্ষেপ করা। (৭) জামরার নিচে যে সকল কংকর পড়ে থাকে উহাকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করা (মাকরূহে তানযিহী)। কারণ এগুলো (আল্লাহর দরবারে) কবুল না হওয়া কংকর যেগুলো কবুল হয়ে থাকে সেগুলো অদৃশ্য ভাবে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং কিয়ামতের দিন উহা নেকী সমূহের পাল্লায় রাখা হবে। (৮) জেনেবুঝে ৭টির বেশী কংকর নিক্ষেপ করা। (৯) অপবিত্র কংকর নিক্ষেপ করা। (১০) রমী করার জন্য যে দিক নির্ধারণ করা হয়েছে তার বিপরীত করা। (১১) জামরা সমূহ হতে ৫ হাতের কম দূরত্বে দাঁড়ানো। বেশী হলে কোন অসুবিধা নেই। (অবশ্য এটা জরুরী যে, খুবই নিকটে পৌঁছে গেলে তার পরও কংকর নিক্ষেপই করতে হবে, শুধুমাত্র রেখে দেয়ার মত করে মারলে হবে না) (১২) নিক্ষেপ করার পরিবর্তে কংকর জামরার নিকটে ঢেলে দেওয়া। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪৮-১১৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিদায়ী তাওয়াফের ১৯টি মাদানী ফুল

(১) যখন বিদায় নেওয়ার ইচ্ছা হবে, তখন বহিরাগত (মীকাতের বাইরের) হাজীর উপর বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। ইহা আদায় না করলে দম ওয়াজিব হবে। এটাকে তাওয়াফে বিদা ও তাওয়াফে সদরও বলে থাকে। (২) এর মধ্যে ইস্তেবা, রমল এবং সাঈ নেই। (৩) ওমরাকারীদের জন্য ওয়াজিব নয়। (৪) হায়েজ ও নেফাসরত মহিলার যদি (ফিরার) সিট বুকিং করা থাকে (যা অতি সন্নিকটে) তাহলে চলে যেতে পারবে, এখন তার উপর এই তাওয়াফ ওয়াজিব নয় এবং দমও ওয়াজিব নয়। (৫) বিদায়ী তাওয়াফে শুধুমাত্র তাওয়াফের নিয়্যতই যথেষ্ট। ওয়াজিব, আদা, বিদা (অর্থাৎ বিদায়) ইত্যাদি শব্দ সমূহ নিয়্যতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক নয়। এমনকি নফল তাওয়াফের নিয়্যত করলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। (৬) সফরের (অর্থাৎ চলে যাওয়ার) ইচ্ছা ছিল, বিদায়ী তাওয়াফ করে নিল। অতঃপর কোন কারণে অবস্থান করতে হচ্ছে, যেমন গাড়ী ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাধারণত বিলম্ব হয়ে যায়, আর এখন একামত তথা অবস্থানের নিয়্যত না করলে ঐ তাওয়াফই যথেষ্ট। দ্বিতীয়বার করার প্রয়োজন নেই এবং মসজিদুল হারামে নামায ইত্যাদির জন্য যেতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে হ্যাঁ মুস্তাহাব হল যে, পুনরায় তাওয়াফ করে নেওয়া যাতে তাওয়াফই সর্বশেষ কাজ হয়। (৭) তাওয়াফে জিয়ারতের পরে প্রথম যে তাওয়াফ করা হবে উহাই বিদায়ী তাওয়াফ। (৮) যে তাওয়াফ ছাড়া বিদায় হয়ে গেল সে যদি মীকাত অতিক্রম না করে থাকে তাহলে আবার ফিরে আসবে এবং তাওয়াফ করে নিবে। (৯) যদি মীকাত অতিক্রম করার পরে স্মরণ হয় তখন আবার ফিরে আসা আবশ্যক নয়। বরং দমের জন্য কোন পশু হেরমে পাঠিয়ে দিবে, আর যদি পুনরায় ফিরে আসে তাহলে ওমরার ইহরাম করে প্রবেশ করবে এবং ওমরা হতে অবসর হয়ে বিদায়ী তাওয়াফ করবে। এখন এই অবস্থায় তার থেকে পূর্বের দম রহিত হয়ে যাবে। (১০) বিদায়ী তাওয়াফের যদি তিন চক্কর ছুটে যায় তাহলে প্রতি চক্করের পরিবর্তে একটি করে ছদকা দিবে, আর যদি চার চক্করের কম করে থাকে তাহলে দম দিতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১১) যদি সম্ভব হয় তাহলে অস্থিরভাবে অঝোরনয়নে কেঁদে কেঁদে বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করুন। কারণ আপনি তো জানেন না যে, আগামীতে এ সৌভাগ্য সহজে আর আসবে কিনা? (১২) তাওয়াফের পরে নিয়মানুযায়ী দুই রাকাআত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' (তথা তাওয়াফের ওয়াজিব নামাজ) আদায় করুন। (১৩) বিদায়ী তাওয়াফের পর নিয়ামানুযায়ী জমজম শরীফের পাশে উপস্থিত হয়ে জমজমের পানি পান করুন এবং শরীরের উপরও ঢালুন। (১৪) অতঃপর কাবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে কাবার পবিত্র চৌকাটে চুম্বন দিন এবং হজ্ব ও জেয়ারত কবুল হওয়ার জন্য এবং বারবার উপস্থিত হওয়ার তৌফিক কামনা করে দোআ করুন, আর দোআয়ে জামে (অর্থাৎ رَبَّنَا اٰتِنَا....... শেষ পর্যন্ত) পড়ুন অথবা এই দোআটি পড়ুন:

اَلسَّآئِلُ بِبَابِكَ يَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ مَعْرُوْفِكَ وَ يَرْجُوْ رَحْمَتَكَ

অনুবাদঃ তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষুক তোমার নিকট দয়া ও করুনা ভিক্ষা চাচ্ছে এবং তোমার রহমত কামনা করছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৫২ পৃষ্ঠা)

(১৫) মুলতাজিমে এসে কাবার গিলাফ জড়িয়ে ধরে পূর্বের নিয়মে আলিঙ্গন করুন এবং জিকির দরূদ ও দোআ বেশী বেশী করে করুন। (১৬) অতঃপর যদি সম্ভব হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করুন এবং যে অশ্রু অবশিষ্ট আছে উহাও প্রবাহিত করুন। (১৭) অতঃপর কাবার দিকে মুখ করে উল্টো পায়ে অথবা নিয়মানুযায়ী চলতে চলতে বারবার ফিরে ফিরে কাবায়ে মুআজ্জমাকে বেদনার দৃষ্টিতে দেখে দেখে উহার বিচ্ছেদে অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় অথবা কমপক্ষে কান্নার আকৃতি ধারণ করে মসজিদে হারাম হতে নিয়মানুযায়ী বাম পা বাড়িয়ে বের হয়ে আসুন এবং বের হয়ে যাওয়ার দোয়া পড়ুন। (১৮) হায়েজ ও নেফাস বিশিষ্ট ইসলামী বোন মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে বেদনার দৃষ্টিতে কেঁদে কেঁদে কাবা শরীফের জেয়ারত করুন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করতে করতে ফিরে আসুন। (১৯) অতঃপর সামর্থ অনুযায়ী মক্কায়ে মুআজ্জমার ফকীরদের মধ্যে ধন সম্পদ বন্টন করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৫১-১১৫৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইয়া ইলাহী! হার বরছ হজ্ব কি সাআদাত হো নসিব
বাদ হজ্ব জা কর করেঁ দিদার দরবারে হাবিব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বদলী হজ্ব

যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। কিন্তু নফল হজ্বের জন্য কোন শর্ত নেই। ইহা তো ইছালে সাওয়াবের একটি পদ্ধতি মাত্র। আর ঈসালে সাওয়াব ফরয নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকা এবং দান খয়রাত ইত্যাদি সর্ব প্রকার আমলের হতে পারে। তাই যদি নিজের মৃত মা-বাবা ও অন্যান্যদের পক্ষ থেকে আপনি আপনার ইচ্ছায় হজ্ব করতে চান, অর্থাৎ তাদের উপর যা ফরযও ছিলনা আবার তারা ওসিয়তও করেনি তাহলে এর জন্য কোন রকম শর্ত নেই। হজ্বের ইহরাম পিতা অথবা মাতার পক্ষ হতে নিয়্যত করে বেঁধে নিন এবং হজ্বের যাবতীয় বিধানাবলী আদায় করে নিন। এই পদ্ধতিতে এ উপকার অর্জন হবে যে, তার (অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে হজ্ব করা হয়েছে) নিকট একটি হজ্বের সাওয়াব মিলবে এবং হজ্ব আদায়কারীকে হাদীসের হুকুম অনুযায়ী দশটি হজ্বের সাওয়াব দান করা হবে। (দারু কুতনী, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৫৭৮) তাই যখনই নফল হজ্ব করবেন তখনই উত্তম হল যে, পিতা অথবা মাতার পক্ষ থেকে আদায় করবেন। মনে রাখবেন! ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হজ্বে তামাত্তু অথবা হজ্বে কিরান এর কোরবানী করা ওয়াজিব, আর হজ্বকারী স্বয়ং নিজের নিয়্যতে তা করবে এবং এর ইছালে সাওয়াব করে দিবে।

বদলী হজ্বের ১৭টি শর্তাবলী

যে সকল মানুষের উপর হজ্ব ফরয হয়েছে, তাদের বদলী হজ্বের জন্য যে সকল শর্তাবলী রয়েছে তা এখন উল্লেখ করা হচ্ছে:-

(১) যে ব্যক্তি বদলী হজ্ব করাবে তার জন্য আবশ্যক যে, তার উপর হজ্ব ফরয হতে হবে। অর্থাৎ যদি ফরয না হওয়া সত্ত্বেও সে বদলী হজ্ব করায় তাহলে ফরজ হজ্ব আদায় হল না। অর্থাৎ পরবর্তীতে যদি তার উপর হজ্ব ফরজ হয় তাহলে পূর্বের হজ্ব তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) যার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করা হবে সে এমন অক্ষম অপারগ হতে হবে যে, সে নিজে হজ্ব করতে সক্ষম নয়। যদি সে নিজে হজ্ব করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব আদায় হবে না। (৩) হজ্ব আদায় করানোর সময় থেকে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত অপারগতা পূর্ণ অবশিষ্ট থাকতে হবে। অর্থাৎ বদলী হজ্ব করানোর পর থেকে মৃত্যুর পূর্ববর্তী সময় কারো মধ্যে যদি ঐ ব্যক্তি নিজের হজ্ব আদায় করার উপযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে যে হজ্ব অন্যের মাধ্যমে আদায় করেছে উহা বাতিল হয়ে যাবে। (৪) হ্যাঁ! যদি এমন অপারগতা ছিল যা দূর হয়ে যাওয়ার আশাও ছিল না যেমন অন্ধ ব্যক্তি, আর বদলী হজ্ব করানোর পর তার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। তাহলে এখন আর দ্বিতীয় বার হজ্ব করার প্রয়োজন নেই। (৫) যার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করা হবে তিনি নিজেই তার পক্ষ থেকে হজ্ব করার আদেশ দিতে হবে। তার আদেশ ব্যতীত তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব হবে না। (৬) হ্যাঁ! যদি ওয়ারিশ তার মূরিছ (অর্থাৎ যে তাকে ওয়ারিশ বানিয়েছে) এর পক্ষ থেকে আদায় করে, তাহলে সেক্ষেত্রে আদেশের প্রয়োজন নেই। (৭) যাবতীয় ব্যয় অথবা কমপক্ষে অধিকাংশ ব্যয় হজ্বে যে পাঠিয়েছে তার পক্ষ থেকে হতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২০১-১২০২ পৃষ্ঠা) (৮) ওসিয়ত করেছিল যে, আমার সম্পদ হতে যেন হজ্ব আদায় করানো হয়। কিন্তু ওয়ারিশগণ নিজেদের সম্পদ দ্বারা হজ্ব করিয়ে দিল, তাহলে বদলী হজ্ব হল না। হ্যাঁ! যদি এই নিয়্যত থাকে যে, পরিত্যক্ত সম্পদ (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদ) হতে (হজ্বের যাবতীয় ব্যয়) নিয়ে নিবে, তাহলে বদলী হজ্ব হয়ে যাবে। আর যদি নেওয়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে হবে না। আর যদি কোন আজনবী (তথা যে ঐ ব্যক্তির ওয়ারিশ নয়) নিজের সম্পদ হতে হজ্ব করিয়ে দেয়, তাহলে হবে না। যদিও ইহা (ব্যয়) ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, আর মৃত ব্যক্তি যদিও নিজে ঐ লোকটিকে বদলী হজ্ব করার জন্য বলে যায় (তার পরও হজ্ব আদায় হবে না)। (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা) (৯) যদি (মৃত ব্যক্তি) এরকম বলল 'আমার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করিয়ে দেয়া হোক', আর এটা বলে নি যে, 'আমার মাল থেকে'। এখন যদি ওয়ারিশ নিজের মাল থেকে বদলী হজ্ব করিয়ে দেয় এবং (হজ্বের খরচাদি) ফেরৎ নেয়ারও ইচ্ছা না থাকে, তবে হজ্ব হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১০) যাকে আদেশ করা হয়েছে সেই করবে। যদি যাকে আদেশ করা হয়েছে সে অন্যের দ্বারা আদায় করে দেয় তাহলে আদায় হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২০২ পৃষ্ঠা) (১১) মৃত ব্যক্তি যার ব্যাপারে ওসিয়ত করেছে যদি তারও মৃত্যু হয়ে যায় অথবা সে যদি হজ্বে যেতে রাজী না হয় এবং এজন্য অন্যের দ্বারা হজ্ব আদায় করে নেয়া হল তাহলে জায়েয হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা) (১২) বদলী হজ্ব আদায়কারী অধিকাংশ রাস্তা আরোহনরত অবস্থায় (গাড়ী অথবা প্রাণীর উপর আরোহণ করে) অতিক্রম করবেন। নতুবা বদলী হজ্ব হবে না এবং যে হজ্বে পাঠিয়েছে সেই খরচ বহন করবে। তবে হ্যাঁ যদি খরচের টাকা পয়সা কমে যায় তাহলে পায়ে হেঁটেও যেতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২০৩ পৃষ্ঠা) (১৩) যার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করবে, তার দেশ থেকেই হজ্বে রওয়ানা হবে। (প্রাগুক্ত) (১৪) যদি আদেশদাতা হজ্ব করার আদেশ দেয়, আর মা'মুর (অর্থাৎ যাকে আদেশ করা হয়েছে সে) নিজে 'হজ্বে তামাত্তো' করল। তাহলে খরচ ফেরত দিতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা) কারণ 'তামাত্তু হজ্বের' মধ্যে হজ্বের ইহরাম আদেশ দাতার মীকাত থেকে হবে না। বরং হেরম শরীফ থেকেই বাঁধতে হয়। হ্যাঁ যদি আদেশ দাতার অনুমতি সাপেক্ষে এরকম করা হয় (অর্থাৎ তামাত্তু হজ্ব করে) তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (১৫) অছি (অর্থাৎ যাকে ওসিয়াত করে গেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে হজ্ব করিয়ে দিবে সে) যদি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ এই পরিমাণ হয় যে ঐ সম্পদ দ্বারা তার দেশ হতে কোন মানুষকে হজ্বে পাঠাতে পারবে, তা সত্ত্বেও যদি অন্য জায়গা থেকে লোক হজ্বে পাঠিয়ে থাকে তাহলে এ হজ্ব মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হবে না। হ্যাঁ যদি ঐ স্থান নিজ দেশ হতে এত নিকটবর্তী হয় যে, সেখানে গিয়ে রাত হওয়ার আগেই ফিরে আসা যায় তাহলে আদায় হয়ে যাবে। নতুবা তার জন্য আবশ্যক হবে যে, নিজের সম্পদ হতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার হজ্ব করিয়ে দেওয়া।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। রাদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৬) আমের (অর্থাৎ যে হজ্বের আদেশ করেছে) তার পক্ষ থেকেই হজ্ব করতে হবে। আর উত্তম হল যে, মুখেও বলবে لَبَّيْکَ عَنْ فُلَان লাব্বায়কা আন ফুলান[১৭], আর যদি তার নাম ভুলে যায় তাহলে এ নিয়্যত করে নিবে যে, যে পাঠিয়েছে (অথবা যার জন্য পাঠিয়েছে) তার পক্ষ থেকে করছি। (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা) (১৭) যদি ইহরাম বাঁধার সময় নিয়্যত করতে ভুলে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত হজ্বের বিধান সমূহ শুরু না করে ততক্ষণ তার জন্য নিয়্যত করার অনুমতি রয়েছে। (প্রাগুক্ত, ১৮ পৃষ্ঠা)

বদলী হজ্বের ৯টি পৃথক মাদানী ফুল

(১) ওছি (অর্থাৎ অছিয়তকারী) এই বৎসর কাউকে বদলী হজ্বের জন্য নিয়োগ করেছেন। কিন্তু সে এই বৎসর যায়নি। পরের বৎসর গিয়ে আদায় করল। আদায় হয়ে যাবে, তার উপর কোন জরিমানা নেই। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা) (২) বদলী হজ্ব সম্পাদনকারীর জন্য আবশ্যক যে, হজ্ব শেষে যে টাকা পয়সা অবশিষ্ট থাকবে উহা ফেরত দিয়ে দিবে। যদিও উহা পরিমাণে খুবই অল্প হোক। উহা রেখে দেওয়া জায়েয হবে না। যদিও শর্ত করে নেয় যে, যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে উহা ফেরত দেব না। কারণ এই শর্ত বাতিল। তবে হ্যাঁ দুই পদ্ধতিতে উহা রেখে দেওয়া জায়েয হবে। (ক) প্রেরক যদি প্রেরিত ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করে এ কথা বলে দেয় যে, যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা সে যেন নিজে নিজেকে হেবা (অর্থাৎ দান) করে গ্রহণ করে নেয়। (খ) প্রেরক যদি মৃত্যু পথ যাত্রী হয়ে থাকে এবং সে এরকম অছিয়ত করে যায় যে, যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা আমি তোমাকে অছিয়ত করে দিলাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২১০ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা) (৩) উত্তম হল এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্বের জন্য প্রেরণ করা যে পূর্বে নিজের ফরয হজ্ব আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছে। যদি এমন ব্যক্তিকে পাঠায় যে নিজে হজ্ব করেনি, তারপরও বদলী হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

---

[১৭] فُلاں এর স্থলে যার নামে হজ্ব করতে চায় তার নাম উল্লেখ করবে। যেমন বলবে; لَبَّیْک عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْک শেষ পর্যন্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যার উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পরও হজ্ব আদায় করেনি, এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্বের জন্য পাঠানো মাকরূহে তাহরিমী। (আল মাসলাকুল মুতাকাস্সিত লিলক্বারী, ৪৫৩ পৃষ্ঠা) (৪) উত্তম হল যে, এমন ব্যক্তি পাঠানো, যে হজ্বের বিধান সমূহ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত। যদি মুরাহিক অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে এমন বাচ্চা দ্বারা বদলী হজ্ব করায় তাহলেও আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২০৪ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৪র্থ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা) (৫) প্রেরকের টাকা পয়সা দ্বারা কাউকে খাবার খাওয়াতেও পারবে না, কোন ফকীরকে দানও করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ! যদি প্রেরণকারী অনুমতি দেয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২১০ পৃষ্ঠা। লুবাবুল মানাসিক, ৪৫৭ পৃষ্ঠা) (৬) সব ধরনের ইচ্ছাকৃত অপরাধের ‘দম’ বদলী হজ্ব আদায়কারীর জিম্মায় থাকবে, প্রেরণকারীর জিম্মায় নয়। (অর্থাৎ বদলী হজ্ব আদায়কারী তা আদায় করবে) (৭) যদি কেউ নিজেও হজ্ব করেনি, ওয়ারিশকে অছিয়তও করেনি, এমতাবস্থায় মারা গেল। আর ওয়ারিশ নিজের ইচ্ছায় নিজের পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করিয়ে দিল। (অথবা নিজে আদায় করল) তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ আশা করা যায় যে, তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা) (৮) বদলী হজ্ব আদায়কারী যদি মক্কা শরীফে থেকে যায়, তাহলে ইহাও জায়েজ হবে। কিন্তু উত্তম হল যে, যেন দেশে ফিরে আসে। আসা যাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার প্রেরণকারীর জিম্মায় থাকবে। (প্রাগুক্ত) (৯) বদলী হজ্বকারী প্রেরণ কারীর টাকা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার একবার সফর করতে পারবে। মক্কা মদীনার জেয়ারতে খরচ করতে পারবে না। মাঝারি পর্যায়ের খাবার খেতে পারবে। যার মধ্যে মাংসও অন্তর্ভূক্ত। তবে অবশ্য সিক কাবাব, চারগা ইত্যাদি দামি খাবার খাওয়া, মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি, ঠান্ডা পানিয়, ফলমূল ইত্যাদি খেতে পারবে না। এমনকি খেজুর, তাসবীহ ইত্যাদি তাবারুক সামগ্রীও আনতে পারবে না। (বদলী হজ্বের বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **“বাহারে শরীয়াত”** ১ম খন্ডের ১১৯৯-১২১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ণ করা অত্যন্ত জরুরী)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার হাজেরী

হাসান হজ্ব কর লিয়া কা'বে ছে আঁখো নে যিয়া পায়ী,
চলো দে খে ওয় বস্তি জিছকা রাস্তা দিল কে আন্দর হেঁ।

আগ্রহ বাড়ানোর পদ্ধতি

মদীনা শরীফে আপনার পবিত্র সফরকে মোবারকবাদ! সারা রাস্তায় বেশী বেশী পরিমাণে দরূদ এবং সালাম পড়ুন এবং না'তে রাসুল পড়তে থাকুন। অথবা যদি সম্ভব হয় তাহলে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে সুললিত কণ্ঠের না'ত পরিবেশন কারীর ক্যাসেট শুনতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ আগ্রহ বৃদ্ধির মাধ্যম হয়ে যাবে। মদীনা শরীফের সম্মান এবং মহান মর্যাদার কল্পনা করতে থাকুন। উহার ফযীলত ও গুরুত্বের উপর চিন্তা করতে থাকুন।[১৮] এর দ্বারাও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ আপনার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে।

মদীনা কত দেরীতে আসবে!

মক্কায়ে মুকাররমা থেকে মদীনায়ে মুনাওওয়ারার দূরত্ব প্রায় ৪২৫ কি:মি:। যা সচরাচর বাস ৫ ঘন্টায় অতিক্রম করে নেয়। কিন্তু হজ্বের সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে গাড়ির গতিবেগ কম রাখা হয়, আর এ কারণে পৌঁছাতে বাসের ৮ থেকে ১০ ঘন্টা সময় নিয়ে নেয়। "হাজীদের রিসিপশান কেন্দ্রে" বাস দাঁড়ায়। এখানে পাসপোর্ট যাচাই বাছাই হয় এবং পাসপোর্ট রেখে দিয়ে একটি কার্ড ইস্যু করা হয় যা হাজীদের অতিযত্নে সংরক্ষণ করতে হয়। এই স্থানে সকল কার্যাদি সমাপ্ত করতে অনেক সময় কয়েক ঘন্টা লেগে যায়। মনে রাখবেন! ধৈর্য্যের ফল অত্যন্ত মিষ্টি। অতিসত্তর আপনি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ প্রিয় মদীনার গলিগুলো স্পর্শ করে তার জালওয়া লাভে মুগ্ধ হবেন।

---

[১৮] মক্কা ও মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে মক্কা ও মদীনার উপর লিখিত কিতাব সমূহ অধ্যয়ন আগ্রহ ও আগ্রহ বৃদ্ধির উত্তম পন্থা, আর ইশকে রসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাড়ানোর জন্য আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নাতের বই **"হাদায়িখে বখশিশ"** এবং উস্তাদে জামান মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত কালাম গ্রন্থ **"যওকে না'ত"** এর খুব বেশী করে অধ্যায়ণ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতি দ্রুত আপনি সবুজ গম্বুজের দীদার করে আপন চোখ দু'টিকে শীতল করবেন। যখনই দূর থেকে মসজিদে নববী শরীফের নূর বর্ষণকারী আভিজাত্যপূর্ণ মিনারে আপনার দৃষ্টি পড়বে। সবুজ সবুজ গম্বুজ আপনার নজরে আসবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ আপনার হৃদয়ে আনন্দের দোলা বইবে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ থেকে আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকবে।

সায়েম কামালে জব্‌ত কি কৌশিশ তু কি মগর
পালকো কা হালকা তোড়া কর আসু নিকাল গেয়ে।

মদীনার বাতাসে আপনার মস্তিষ্কের রন্দ্রে রন্দ্রে, শিরা-উপশিরা সুগন্ধিযুক্ত হতে চলেছে, আর আপনি আপনার অন্তরে সতেজতা অনুভব করছেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে খালি পায়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় মদীনা শরীফের ভূমিতে প্রবেশ করুন।

জুতে উতার লো চলো বাহুশ বা-আদব
দেখো মদীনে কা হাছী গুলজার আ-গেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খালি পায়ে থাকার ব্যাপারে কোরআনের দলীল

আর এখানে খালি পায়ে থাকা শরীয়াত বিরোধী কোন কাজ নয়। বরং সম্মানীত ভূমির সরাসরি আদব। যেমনঃ হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের মালিক! এর সাথে কথা বলার মর্যাদা অর্জন করেছেন। তখন **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করলেন:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তুমি আপন জুতা খুলে ফেলো। নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা তুওয়া এর মধ্যে এসেছো। (পারা-১৬, সূরা- ত্বাহা, আয়াত-১২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! যখন সিনাই পর্বতের সম্মানিত উপত্যকায় সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা জুতা খুলে ফেলার আদেশ দিয়েছেন, আর মদীনাতো মদীনাই এখানে যদি খালি পায়ে থাকা যায় তাহলে কত বড় সৌভাগ্য হবে। কোটি কোটি মালেকিদের ইমাম এবং প্রসিদ্ধ আশিকে রাসুল হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পবিত্র মদীনা শরীফের গলি সমূহে খালি পায়ে চলতেন। (আত্‌তাবকাতুল কুবরা লিশ্‌শারানি, ১ম খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনায়ে মুনাওওয়ারায় কখনও ঘোড়ার উপর আরোহণ করতেন না। বলতেন: আমার **আল্লাহ তাআলা**র ব্যাপারে কে খুব বেশী লজ্জা হয় যে, ঐ পবিত্র বরকতময় জমিনকে আপন ঘোড়ার পা দ্বারা পিষ্ট করব যার মধ্যে তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত আছেন। (অর্থাৎ **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজা রয়েছে)

(ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

আয় খাকে মদীনা! তুহী বাতা মায় কেইছে পাঁও রাখ্যো ইহা।
তু খাকে পা ছরকার কি হে আখোঁ ছে লাগায়ী জাতি হে।

হাজেরীর প্রস্তুতি

রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারক উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আপনার থাকার স্থানে ইত্যাদির ব্যবস্থা করে নিন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি থাকলে খেয়ে নিন ও পান করে নিন। মোটকথা প্রত্যেক ঐ সকল কাজ যা একাগ্রতা ও আন্তরিকতায় বাধা সৃষ্টিকারী হয় তা সেড়ে নিন। এখন তাজা অজু করে নিন। এতে মিসওয়াক অবশ্যই করবেন। বরং উত্তম হল যে, গোসল করে নিন। ধৌত করা কাপড় বরং সম্ভব হলে নতুন সাদা পোষাক, নতুন ইমামা শরীফ ইত্যাদি পরিধান করে নিন। সুরমা এবং সুগন্ধি লাগান, আর মুশ্‌ক (এক ধরনের সুগন্ধি) লাগানো উত্তম। এখন কেঁদে কেঁদে দরবারের দিকে এগিয়ে যান। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২২৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনোযোগী হোন! সবুজ গম্বুজ এসে গেছে

এই দেখুন! ঐ সবুজ গম্বুজ যাকে আপনি ছবির মধ্যে দেখেছেন, মনের মধ্যে ভাবনার চুম্বন দিয়েছেন, আজ সত্যি সত্যি আপনার চোখের সামনে।

আশকো কে মওতি আব নিছাওয়ার যায়েরো করো,
ওহ্ সবজে গুম্বদ মাম্বায়ে আনওয়ার আগায়া।
আব ছর ঝুকায়ে বা-আদব পড়তে হুয়ে দরূদ,
রোতে হুয়ে আগে বাড়ো দরবার আগেয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

হ্যাঁ! হ্যাঁ! ইহা তো ঐ সবুজ গম্বুজ যাকে দেখার জন্য আশিকদের অন্তর সর্বদা অস্থির থাকে, চোখ সমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে থাকে। খোদার শপথ! রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারক হতে সুন্দর এবং পবিত্র স্থান দুনিয়ার কোন স্থানে তো নয় বরং বেহেশতের মধ্যেও নেই।

ফিরদৌস কি বুলন্দি ভি ছু সাকে না ইছ কো,
খুলদে বারি ছে উচাঁ মীঠে নবী কা রওযা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"ওয়াসায়িলে বখশিশ"** এর ২৯৮ পৃষ্ঠার পাদটিকায় রয়েছে: রওজা শব্দের শাব্দিক অর্থ হল 'বাগান'। শের এর মধ্যে রওজা দ্বারা উদ্দেশ্য হল জমিনের ঐ অংশ যার উপর **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, রাসুলে মুহতাশম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মোবারক তাশরীফ রেখেছেন। এর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে সম্মানিত ফকহিগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: **মাহবুবে খোদা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শরীর মোবারকের সাথে জমিনের যে অংশটুকু স্পর্শ হয়েছে তা সম্মানিত কা'বা শরীফ থেকে বরং আরশ ও কুরছি থেকেও উত্তম।

(দুররে মুখতার, ৪র্থ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্ভব হলে 'বাবুল বাকী' দিয়ে হাজীর হোন

এখন আপাদমস্তক আদব সহকারে এবং সজাগ দৃষ্টিতে অশ্রু প্রবাহিত করতে করতে অথবা কান্না যদি না আসে তাহলে কমপক্ষে কান্নার মত চেহেরা করে বাবুল বকীতে[১৯] উপস্থিত হোন।

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللهِ

আরজ করে একটু দাড়িয়ে যান। যেন **ছরকারে ওকার, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহী দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। এখন بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط বলে আপনার ডান পা মসজিদে নববী শরীফে রাখুন এবং সারা শরীর পূর্ণ আদবের প্রতিচ্ছবি বানিয়ে মসজিদে নববী عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মধ্যে প্রবেশ করুন। এ সময় যে ধরনের সম্মান এবং আদব ফরয উহা সকল আশিক মুমিনের অন্তরে জানা আছে। হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা, অন্তর সবগুলো অন্যের ধ্যান ধারণা হতে পবিত্র করুন এবং কেঁদে কেঁদে সামনের দিকে অগ্রসর হোন। এদিক সেদিক দৃষ্টি ফিরাবেন না। মসজিদের নকশা এবং চিত্রের প্রতিও দৃষ্টি দিবেন না। শুধুমাত্র একটিই বাসনা এবং একটিই ধ্যান হবে যে, পলাতক কোন গোলাম নিজের **আক্বা (মুনিব)** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশ্রয়হীনদের এক মাত্র আশ্রয়স্থল বরকতময় দরবারে হাজির হওয়ার জন্য চলছে।

চলা হু এক মুজরিম কি তারাহ মাই জানিবে আক্বা
নজর শারমিন্দা শরমিন্দা বদন লরজিদা লরজিদা।

---

[১৯] এটা মসজিদে নববী শরীফের পূর্বদিকে অবস্থিত। সাধারণত আজকাল দারোয়ান বাবুল বাকী দিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য যেতে দেয়না। তাই মানুষ **"বাবুস সালাম"** দিয়েই উপস্থিত হয়। এভাবে হাজেরী মাথা মোবারকের দিক থেকেই হয়, আর ইহা আদবের পরিপন্থি। কারণ বুযুর্গদের দরবারে পায়ের দিক হতে আসাই হল আদব। যদি বাবুল বাকী দিয়ে হাজেরী সম্ভব না হয়, তবে বাবুস সালাম দিবে হাযির হলেও কোন অসুবিধা নেই। যদি ভীড় ইত্যাদি না হয় তাহলে চেষ্টা করুন যেন বাবুল বাকী দিয়ে আপনার হাজেরী হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শোকরিয়ার নামায

এখন যদি মাকরূহ সময় না হয় এবং আগ্রহের প্রাধান্যতা যদি আপনাকে সুযোগ করে দেয় তাহলে দুই রাকাআত **“তাহিয়্যাতুল মসজিদ”** এবং দুই রাকাআত মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়ার নামায আদায় করুন। প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহা এরপর সূরা ইখলাস শরীফ পড়ুন।

সোনালী জালিসমূহের সামনা সামনি

এখন আদব ও আগ্রহের সাগরে ডুবে গিয়ে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিন, চক্ষু যুগল নিচু করুন, অশ্রু ভাসিয়ে কম্পমান অবস্থায় গুনাহ সমূহের লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে **ছরকারে নামদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি আশা রেখে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত চরণ যুগলের[২০] দিক থেকে সোনালী জ্বালীর সামনা সামনি ‘মুয়াজাহা’ শরীফে (অর্থাৎ চেহারা মোবারকের সামনে) উপস্থিত হোন। কারণ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নূর ভরা মাযারে ক্বিবলামুখী অবস্থায় আপন নূরানী মাজার শরীফে অবস্থানরত আছেন। মোবারক চরণযুগলের দিক থেকে যদি আপনি উপস্থিত হন, তাহলে **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রহমতভরা দৃষ্টি মোবারক সরাসরি আপনার মত আশ্রয়হীনের প্রতি পড়বে, আর এ কথা সীমাহীন আনন্দময় হওয়ার সাথে সাথে আপনার জন্য উভয় জগতের সৌভাগ্যের কারণও হবে। وَالْحَمْدُ لِلّٰه।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২২৪ পৃষ্ঠা)

---

[২০] বাবুল বাকী দিয়ে প্রবেশের সুযোগ হলে প্রথমে চরণ যুগল আপনার চোখের সামনে পড়বে, আর বাবুস সালাম দিয়ে আসলে প্রথমে পবিত্র মস্তক মোবারক আপনার দৃষ্টিতে আসবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুয়াজাহা শরীফে হাজেরী[২১]

এখন আপাদমস্তক অত্যন্ত আদবের প্রতিচ্ছবি বানিয়ে সোনালী বাতির নিচে ঐ রৌপ্যের কীলকের সামনে যা সোনালী জালি সমূহের মোবারক দরজার মাঝে উপরের দিকে পূর্ব প্রান্তে লাগানো আছে, ক্বিবলাকে পিছনে রেখে কমপক্ষে ৪ হাত (অর্থাৎ প্রায় ২ গজ) দূরে নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে **ছরকারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা মোবারকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যান। যেমন ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ইত্যাদির মধ্যে এই আদবই লেখা আছে যে,

يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ **"ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে দাঁড়াবেন যেমনিভাবে নামাযে দাঁড়ানো হয়।" দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করুন যে, ছরকার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নূর ভরা মাজারে হুবহু বাহ্যিক জীবনের মত এমনই জীবিত যেভাবে বিদায় নেয়ার পূর্বে ছিলেন এবং আপনাকেও দেখতেছেন। বরং আপনার অন্তরে যে সকল ধারণা আসছে উহাও অবগত। সাবধান! জালি মোবারককে চুমু দেয়া কিংবা হাত লাগানো থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ ইহা আদবের বিপরীত। যেহেতু আমাদের হাত ঐ জালি মোবারককে স্পর্শ করারও উপযুক্ত নয়। তাই চার হাত (অর্থাৎ প্রায় দুইগজ) দূরে থাকবেন। ইহাও কি কম মর্যাদার বিষয় যে, ছরকার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে নিজের সম্মানিত 'মুয়াজাহা শরীফের' নিকটে ডেকেছেন! ছরকার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দৃষ্টি যদিও প্রতিটি স্থানে আপনার প্রতি ছিল কিন্তু এখন বিশেষভাবে খুব নিকটে থেকে আপনার প্রতি আছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২২৪-১২২৫ পৃষ্ঠা)

দীদার কে কাবিল তু কাহা মেরি নজর হে,
ইয়ে তেরি ইনায়াত হে জু রুখ তেরা ইধর হে।

---

[২১] লোকেরা সাধারণত বড় ছিদ্রটিকে মুয়াজাহা শরীফ বলে মনে করে থকে। বরং অধিকাংশ উর্দূ কিতাবেও এমনই লিখা হয়েছে। কিন্তু **"রফীকুল হারামাঈনে"** ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গবেষণা অনুযায়ী মুয়াজাহা শরীফ চিহ্নিত করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছরকার ﷺ এর খিদমতে সালাম পেশ করুন

এখন আদব ও পূর্ণ আগ্রহের সাথে বেদনাপূর্ণ আওয়াজে কিন্তু আওয়াজ এত বড় এবং কর্কশ যেন না হয়, যাতে সমস্ত আমলই নষ্ট হয়ে যায়, আবার একেবারে ছোট আওয়াজেও নয় কারণ ইহাও সুন্নাতের পরিপন্থী। মধ্যম আওয়াজে এই শব্দাবলী দিয়ে সালাম পেশ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَ اُمَّتِكَ اَجْمَعِيْنَ ط

অনুবাদ: **হে নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকসমূহ বর্ষিত হোক। **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্টি থেকে সর্বোত্তম সৃষ্টি আপনার প্রতি সালাম। হে গুনাহগারদের সুপারিশাকারী আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি, আপনার পরিবারের উপর ও সাহাবীদের উপর এবং সকল উম্মতের প্রতি সালাম।

যতক্ষণ পর্যন্ত জবান আপনার সঙ্গ দেয়, অন্তরে একাগ্রতা থাকে ভিন্ন ভিন্ন উপাধী দ্বারা সালাম পেশ করতে থাকুন। যদি উপাধি সমূহ স্মরণ না হয় তাহলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বারবার পড়তে থাকুন। যে সকল মানুষ আপনাকে সালাম পেশ করার জন্য বলেছেন তাদের সালামও পেশ করুন। যে সমস্ত ইসলামী ভাই অথবা বোনেরা এই লেখাটি পড়বেন সে যদি আমি সগে মদীনার (লিখকের) পক্ষ থেকে সালাম পেশ করে দেন তাহলে আমি অধম গুনাহগাদের সরদারের উপর বিরাট দয়া হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে বেশী বেশী প্রার্থনা করুন এবং বার বার এভাবে শাফায়াতের ভিক্ষা প্রার্থনা করুন:

اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অর্থাৎ **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার নিকট সুপারিশের প্রার্থনা করছি।

ছিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর খিদমতে সালাম

অতঃপর পূর্ব দিকে (অর্থাৎ আপনার ডান হাতের দিকে) আধা গজের মত সরে গিয়ে (নিকটবর্তী ছোট ছিদ্রের দিকে) হযরত সায়্যিদুনা ছিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নূরানী চেহারার সামনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় হাত বেঁধে তাঁকে সালাম পেশ করুন। উত্তম হল যে, এভাবে সালাম পেশ করা:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ فِى الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط

অনুবাদঃ হে রাসুলুল্লাহর খলীফা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আপনার উপর সালাম। **হে রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজির! আপনার উপর সালাম, হে সওর পর্বতে গুহায় **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বন্ধু! আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

ফারুকে আজম رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর খিদমতে সালাম

অতঃপর এতটুকু দূরে পূর্বদিকে (আপনার ডান দিকে) একটু সরে গিয়ে সর্বশেষ ছোট ছিদ্রের দিকে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সামনা সামনি সালাম পেশ করুন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط

অনুবাদঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার উপর সালাম, হে ৪০ সংখ্যা পূর্ণকারী! আপনার উপর সালাম, হে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান! আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

দ্বিতীয়বার একসাথে শায়খাইনের খিদমতে সালাম

অতঃপর এক বিঘত পরিমাণ পশ্চিমে অর্থাৎ নিজের বাম হাতের দিকে সরে যাবেন এবং উভয় ছোট ছিদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে এক সাথে ছিদ্দিকে আকবর এবং ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا এর খিদমতে এভাবে সালাম পেশ করুন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا خَلِيْفَتَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَسْئَلُكُمَا الشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمَا وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ط

অনুবাদঃ হে রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই খলিফা! আপনারা উভয়ের উপর সালাম। হে রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই উজির! আপনারা উভয়ের উপর সালাম। **হে রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পার্শ্বে আরামকারী (আবু বকর এবং উমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا! আপনারা উভয়ের উপর সালাম। আল্লাহর রহমত এবং বরকত আপনারা উভয় হযরতের নিকট প্রার্থনা করছি যে, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাঁর উপর এবং আপনারা উভয়ের উপর দরূদ, সালাম এবং বরকত নাযিল করুক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই সকল দোআ প্রার্থনা করুন

এ সকল উপস্থিতি দোআ কবুল হওয়ার উপযুক্ত স্থান। এখানে ইহকালও পরকালের কল্যাণ নিজের মা, বাবা, পীর, মুর্শিদ, উস্তাদ, সন্তানগণ, পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব এবং সমস্ত উম্মতের জন্য মাগফিরাতের দোআ করবেন এবং **ছরকার, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। বিশেষ করে মুয়াজাহা শরীফে না'তে আশআর পেশ করবেন। যদি এখানে সগে عُفِىَ عَنْهُ (লিখক) মদীনার পক্ষ থেকে নিচে দেয়া কসিদার এই শেষ পংক্তিটি ১২ বার পেশ করবেন তাহলে বিরাট দয়া হবেঃ

পড়োছি খুলদ মে আত্তার কো আপনা বানা লিজিয়ে,
জাহা হে ইতনে এহসাঁ আওর এহসান ইয়া রাসুলাল্লাহ।

নবী করীম ﷺ এর মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

(১) পবিত্র মিম্বরের পাশে দোআ প্রার্থনা করুন। (২) জান্নাতের কেয়ারীতে (অর্থাৎ যে স্থান মিম্বর ও হুযুরা মোবারকের মধ্যবর্তী, এটাকে হাদীস শরীফে জান্নাতের কেয়ারী অর্থাৎ 'জান্নাতের বাগান' বলেছেন) এসে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকাআত নফল পড়ে দোআ করুন। (৩) যতদিন পর্যন্ত মদীনা তৈয়্যবায় অবস্থান করার সুযোগ নসীব হয়। একটি নিঃশ্বাসও যেন অহেতুক ব্যয় না হয়। (৪) বাইরে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অধিকাংশ সময় মসজিদে নববী শরীফে পবিত্রাবস্থায় উপস্থিত থাকুন। নামায ও তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ পাঠে সময় অতিবাহিত করুন। দুনিয়াবী কথাবার্তা যে কোন মসজিদে না বলা চায় এখানেতো আরো অধিক সতর্কতা। (৫) মদীনায়ে তৈয়্যবায় যদি রোযা নসীব হয় বিশেষ করে গরম কালে। তাহলে খুবই সৌভাগ্য। কারণ এতে শাফাআতের ওয়াদা রয়েছে। (৬) এখানে প্রতিটি নেকী একের বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার লিখা হয়ে থাকে। তাই ইবাদত করার ব্যাপারে খুব বেশী চেষ্টা করুন। খাবার-দাবার খুব কমই খাবেন। যতটুকু সম্ভব হয় সদকা দান-খয়রাত করবেন। বিশেষ করে এখানকার স্থানীয়দের উপর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭) কমপক্ষে এক খতম কোরআনে পাক এখানে এবং এক খতম হাতীমে কা'বায় আদায় করুন। (৮) রওজায়ে আনওয়ার এর উপর দৃষ্টি দেয়া (অর্থাৎ দেখা) ইবাদত। যেমনিভাবে কা'বায়ে মুআজ্জমা অথবা কোরআনে মজীদ দেখাও ইবাদত। তাই আদব সহকারে এই আমলটি বার বার অধিকহারে করবেন এবং দরূদ ও সালাম পেশ করবেন। (৯) পঞ্জেগানা অথবা কমপক্ষে সকাল-বিকাল মুআজাহা শরীফে সালাম পেশ করার জন্য হাজির হবেন। (১০) শহরের মধ্যে হোক কিংবা শহরের বাইরে যেখান থেকেই সবুজ গুম্বুজ চোখে পড়বে সাথে সাথে খুব দ্রুত হাত বেঁধে সেদিকে মুখ করে সালাত ও সালাম আরজ করবেন। এরূপ করা ছাড়া কখনও পথ অতিক্রম করবেন না। কারণ এটা আদাবের পরিপন্থি। (১১) যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন 'মসজিদে আউওয়ালে' অর্থাৎ **হুযুর আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সময়ে মসজিদ যতটুকু ছিল, তার মধ্যে নামায পড়ার, আর এর পরিমাণ হচ্ছে ১০০ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১০০ হাত প্রস্থ। (অর্থাৎ প্রায় ৫০×৫০ গজ)। যদিও পরে কিছুটা অংশ বাড়ানো হয়। ঐ (বর্ধিত) অংশেও নামায পড়া মানে মসজিদে নববী শরীফেই নামায পড়া। (১২) রওজায়ে আনওয়ারের তাওয়াফও করবেন না, সিজদাও করবেন না, না (সেদিকে) এতটুকু পরিমাণে ঝুঁকবেন যা রুকু করার বরাবর হয়ে যায়। **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান তাঁর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১২২৭- ১২২৮ পৃষ্ঠা)

আলমে ওয়াজদ মে রাক্বসা মেরা পর পর হোতা,
কাশ্! মাই গুম্বদে খাজরা কা কবুতর হোতা।

জালি মোবারকের সামনাসামনি পড়ার অজিফা

হুজুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানীত রওজার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে এ আয়াত শরীফ একবার পড়ুন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنَّ اللّٰہَ وَمَلٰٓئِکَتَہٗ یُصَلُّوۡنَ عَلَی النَّبِیِّ ؕ
یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا صَلُّوۡا عَلَیۡہِ وَسَلِّمُوۡا تَسۡلِیۡمًا ؕ

অতঃপর ৭০ বার ইহা পাঠ করুন: صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡکَ وَسَلَّمَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہِ ؕ
ফিরিশতা তার উত্তরে এ কথা বলেন যে, হে অমুক! তোমার উপর আল্লাহর সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করেন: **হে আল্লাহ!** তার যেন এমন কোন প্রয়োজন না থাকে যাতে সে সফল হবে না (অর্থাৎ তারসকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দাও)।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)

দোআর জন্য জালি মোবারককে পিছনে রাখবেন না

যখনই সোনালী জালি সমূহের নিকট উপস্থিত হবেন, এদিক সেদিক কখনো দেখবেন না, আর বিশেষ করে জালি শরীফের ভিতরে উকি মেরে দেখা তো অনেক বড় অপরাধ। ক্বিবলার দিকে পিঠ করে জালি মোবারক হতে কমপক্ষে ৪ হাত (কামপক্ষে ২ গজ) দূরে দাঁড়িয়ে মুয়াজাহা শরীফের দিকে মুখ করে সালাম পেশ করুন, দোআ ও প্রার্থনা ও মুয়াজাহা শরীফের দিকে মুখ করে করুন। কোন কোন মানুষ সেখানে দোয়া প্রার্থনার জন্য কাবার দিকে মুখ করতে বলেন, তাদের কথা শুনে কখনো সোনালী জালির দিকে পিঠ করে **আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অর্থাৎ কাবার কাবাকে পিঠ দিবেন না।

কা'বে কি আজমতো কা মুনকির নেহী হো লে-কিন
কা'বে কা ভি হে কা'বা মীঠে নবী কা রওজা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

পঞ্চাশ হাজার ইতিকাফের সাওয়াব

যখনই আপনি মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এ প্রবেশ করবেন তখন ইতিকাফের নিয়্যত করতে ভুলবেন না। এভাবে প্রতিবারে আপনার পঞ্চাশ হাজার নফল ইতিকাফের সাওয়াব মিলবে, আর সাথে সাথে সেখানে খাওয়া, পান করা, ইফতার করা ইত্যাদিও জায়েয হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইতিকাফের নিয়্যত এরকম করুন:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَافِ ط [২২]

অনুবাদঃ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করেছি।

প্রতিদিন ৫টি হজ্বের সাওয়াব

বিশেষ করে ৪০ নামায বরং সমস্ত ফরয নামায সমূহ মসজিদে নববীতেই আদায় করুন। কারণ **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ওজু করে আমার মসজিদে নামায পড়ার ইচ্ছায় বের হয়, ইহা তার জন্য একটি হজ্বের সমান। (শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৯১)

মুখ দিয়েই সালাম পেশ করুন

সেখানে যে সালাম পেশ করা হবে উহা যেন মুখস্থ করে তারপর পেশ করেন। কিতাব হতে দেখে দেখে সালাম এবং দোআর শব্দাবলী সেখানে পড়া খুবই আশ্চর্য ধরনের লাগে। কারণ **ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মাওজুদাত, তাজেদারে রিসালাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় হুজরা মোবারকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে অবস্থানরত আছেন এবং আমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত আছেন। এই চিত্রটি ফুটে উঠার পরে কিতাব থেকে দেখে সালাম ইত্যাদি পেশ করা বাহ্যিক দৃষ্টিতেও অনুচিত বলে মনে হয়। যেমন মনে করুন আপনার পীর সাহেব আপনার সামনে উপস্থিত, তাহলে কি আপনি উনাকে কিতাব থেকে পড়ে পড়ে সালাম পেশ করবেন।

---

[২২] যদি **'বাবুস সালাম'** এবং **'বাবুর রহমত'** দিয়ে মসজিদে নববী عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام প্রবেশ করেন তাহলে সামনের স্তম্ভ মোবারকটিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, উহার উপর সোনালী হরফে نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَافِ ط দ্বারা ইতিকাফের নিয়্যত সাজানো ভাবে আপনার দৃষ্টিতে পড়বে। যা জেয়ারতকারী আশিকানে রাসুলদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য লিখিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নাকি মুখেই এরূপ বলবেন: "হে হযরত আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" আশা করি আপনি আমার বলার উদ্দেশ্য বুঝে গেছেন। স্মরণ রাখুন! **বারগাহে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বানানো সাজানো শব্দাবলী নয় বরং অন্তর দেখা হয়।

বৃদ্ধার দীদার নসীব হয়ে গেল

হিজরী ১৪০৫ সালে মদীনা শরীফে উপস্থিত কালীন সময়ে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখককে) এক পীর ভাই মরহুম হাজী ইসমাঈল সাহেব এই ঘটনাটি শুনিয়ে ছিলেন; দুই অথবা তিন বৎসর পূর্বের ঘটনা। ৮৫ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা হজ্ব করতে আসলেন। মদীনা শরীফে সোনালী জালির সামনে অতি সাধারণ শব্দাবলী দ্বারা সালাত ও সালাম পেশ করা শুরু করে দিলেন। হঠাৎ এক মহিলার উপর তার দৃষ্টি পড়ল যে, একটি কিতাব থেকে দেখে দেখে বড়ই উত্তম উপাধি সমূহের সাথে সে সালাত ও সালাম পেশ করছে। ইহা দেখে বেচারী অশিক্ষিত বৃদ্ধার মন ছোট হয়ে গেল। আরজ করলেন, **ইয়া রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি তো এতো পড়া লেখা জানিনা যে আপনার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মূল্যবান মর্যাদাপূর্ণ উপাধি সমূহের সাথে সালাম পেশ করবো! আমি মূর্খের সালাম আপনার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে পছন্দ হবে! তার অন্তর খুব ভারী হয়ে গেল। অশ্রু প্রবাহিত করে শেষে চুপ হয়ে গেল। রাত্রে যখন ঘুমালেন তখন ভাগ্য জেগে উঠল। দেখলেন মাথার পাশে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। ঠোঁট মোবারক স্পন্দিত হল, রহমতের ফুল ঝড়তে লাগল; শব্দ সমূহের কিছুটা এরকম ধারাবাহিকতা ছিল। **"নিরাশ কেন হচ্ছো? আমিতো তোমার সালাম সবার আগেই কবুল করেছি।"**

তুম উচ কে মদদগার হো তোম উছ কে তরফদার,
জু তুম কো নিকাম্মে ছে নিকাম্মা নজর আয়ে।
লাগাতে হে উছ্ কো ভি সীনে ছে আক্বা,
জু হোতা নেহী মু' লাগানে কে কাবিল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপেক্ষা....! অপেক্ষা....!

সবুজ সবুজ গম্বুজ এবং হুজরায়ে মাকছুরা (যেখানে **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজা রয়েছে) এর উপর দৃষ্টিপাত করা সাওয়াবের কাজ। বেশী বেশী সময় **মসজিদে নববীতে** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। মসজিদ শরীফে বসে দরূদ ও সালাম পড়তে পড়তে পবিত্র হুজরার উপর যতটুকু সম্ভব বিশ্বাসের দৃষ্টি জমিয়ে রাখুন এবং এ সুন্দর কল্পনার মধ্যে ডুবে যান যে, অতিসত্ত্বর আমাদের **প্রিয় প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুজরা শরীফ হতে বাহিরে তাশরীফ নিয়ে আসবেন। **আক্বায়ে নামদার, মদীনার তাজেদার, মাহবুবে গাফ্ফার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা, বিরহ, বিচ্ছেদ ও অপেক্ষায় নিজের অশ্রুমালাকে প্রবাহিত হতে দিন।

কিয়া খবর আজ হি দীদার কা আরমা নিকলে
আপনি আখোঁ কো আকীদাত ছে বিছায়ে রাখিয়ে।

এক মেমন হাজীর দীদার হয়ে গেল

সগে মদীনাকে (লিখক) হিজরী ১৪০০ সালের মদীনার সফরে, মদীনায়ে পাকে করাচীর একজন যুবক হাজী বলেছেন যে, আমি **মসজিদে নববী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মধ্যে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, রাসুলে দোআলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **'হুজরায়ে মাকছুরা'** এর পিছনে পবিত্র পিষ্ঠ মোবারকের পাশে সবুজ জালি সমূহের নিকট বসাবস্থায় ছিলাম। বাস্তব জাগ্রত অবস্থায় আমি দেখলাম যে, হঠাৎ সবুজ সবুজ জালি সমূহের অন্তরায় দূর হয়ে গেল এবং তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুজরা শরীফ হতে বাহিরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং আমাকে ইরশাদ করলেন: তুমি কি চাও চেয়ে নাও? আমি নূরের তাজাল্লীতে এমনভাবে হারিয়ে গেলাম যে, কোন কিছু বলার সাহসও ছিল না। আহ! আমার আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীদার দান করে আমাকে অস্থির বানিয়ে নিজের পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরবতে দীদনে এক আগ লাগায়ি দিল মে,
তাপিশে দিল কো বাড়ায়া হে বুজানে না দিয়া।
আব কাহা জায়ে গা নক্শা তেরা মেরে দিল ছে,
তেহ মে রাখা হে ইছে দিল নে গুমানে না দিয়া।

গলি সমূহে থু থু ফেলবেন না

মক্কা মদীনার গলি সমূহে থু থু ফেলবেন না। নাকও পরিস্কার করবেন না। আপনি তো জানেন না যে, এই গলি সমূহ দিয়ে আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পথ চলেছেন!

আও পায়ে নজর হুশ মে আ, কুয়ে নবী হে,
আঁখো ছে ভি চলনা তু ইহা বে আদবী হে।

জান্নাতুল বাক্বী

জান্নাতুল বাক্বী শরীফ এবং জান্নাতুল মুয়াল্লাহ (মক্কা মুকাররমা) উভয় সম্মানিত কবরস্থানের সমাধি গুলো এবং মাজার সমূহকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং অসংখ্য আহলে বায়তে আতহার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ও সত্যিকারের আশিকানে রাসুলদের মাজার সমূহের চিহ্ন সহ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আপনি যদি ভিতরে প্রবেশ করেন, তাহলে আপনার পা (আল্লাহর পানাহ) কোন সাহাবী অথবা কোন ওলির মাজারের উপর পড়তে পারে! শরয়ী মাসআলা হলো যে, সাধারণ মুসলমানদের কবরের উপরও পা রাখা হারাম। **“রদ্দুল মুহতার”** কিতাবে রয়েছে, (কবরস্থানে কবরকে ধ্বংস করে) যে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে উহার উপর দিয়ে চলা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা) বরং যদি নতুন রাস্তার ব্যাপারে সন্দেহও হয় (যে এই রাস্তা কবর সমূহ ধ্বংস করে তৈরী করা হয়েছে) তাহলে ঐ রাস্তা দিয়ে চলা না-জায়িয ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

তাই মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, বাইরে দাঁড়িয়েই সালাম পেশ করুন, আর তাও জান্নাতুল বাক্বী মেইন দরজায় নয় বরং তার চার দেয়ালের বাইরে এমনভাবে দাঁড়াবেন যেখানে দাঁড়ালে কিবলার দিকে আপনার পিঠ হবে এবং জান্নাতুল বকীতে দাফনকৃতদের চেহারা আপনার দিকে হবে, অতঃপর এ নিয়মে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাক্বীবাসীদেরকে সালাম পেশ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ط اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ ط اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ ط

অনুবাদ: হে মুমিনদের বস্তি (এলাকায়) বসবাসকারীগণ! আপনাদের উপর সালাম! আমরাও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ আপনাদের সাথে এসে মিলিত হব। হে আল্লাহ! বাক্বীর কবর বাসীদের ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের কে ও তাদেরকেও ক্ষমা করেদিন।

অন্তরের উপর খঞ্জর পড়ে যায়

আহ! এমন একটি সময় ছিল যে, যখন হেজাজে মুকাদ্দাসের মধ্যে আশিকদের খিদমতের যুগ ছিল, আর ঐ সময়ের খতীব ও ইমামগণও আশিকানে রাসুল হয়ে থাকতেন। জুমার খুতবা দেওয়ার সময় খতীব সাহেব **মসজিদে নববী শরীফের** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام রওজায়ে আনোয়ারের দিকে হাতে ইশারা করে যখন বলতেন اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى هٰذَا النَّبِىِّ ط (অর্থাৎ এই **সম্মানিত নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক), তখন হাজার হাজার নবীর আশিকদের অন্তরের উপর খঞ্জর পড়ে যেত, আর তারা বর্তমানে নিজে নিজে এ সময়ে অঝোড় নয়নে কাঁদতে দেখা যেত।

বিদায়ী হাজেরী

যখন মদীনা মুনাওয়ারা হতে বিদায় নেওয়ার কঠিন সময় ঘনিয়ে আসে তখন ক্রন্দন করতে করতে যদি ইহা সম্ভব না হয় তাহলে ক্রন্দনের মত চেহেরা করে 'মুয়াজাহা শরীফে' উপস্থিত হোন এবং কেঁদে কেঁদে সালাম পেশ করুন এবং গভীর বেদনাভরা হৃদয়ে ফুফিয়ে ফুফিয়ে এভাবে আরজ করুন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْوَدَاعُ يَارَسُوْلَ اللهِ ط اَلْوَدَاعُ يَارَسُوْلَ اللهِ ط
اَلْوَدَاعُ يَارَسُوْلَ اللهِ ط اَلْفِرَاقُ يَارَسُوْلَ اللهِ ط
اَلْفِرَاقُ يَارَسُوْلَ اللهِ ط اَلْفِرَاقُ يَارَسُوْلَ اللهِ ط
اَلْفِرَاقُ يَاحَبِيْبَ اللهِ ط اَلْفِرَاقُ يَا نَبِيَّ اللهِ ط
اَلْاَمَانُ يَاحَبِيْبَ اللهِ ط لَا جَعَلَهُ اللهُ تَعَالٰى اٰخِرَ
الْعَهْدِ مِنْكَ وَلَامِنْ زِيَارَتِكَ وَلَامِنَ الْوُقُوْفِ
بَيْنَ يَدَيْكَ اِلَّا مِنْ خَيْرٍوَّعَافِيَةٍ وَّصِحَّةٍ وَّسَلَامَةٍ
اِنْ عِشْتُ اِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالٰى جِئْتُكَ وَاِنْ مِّتُّ
فَاَوْدَعْتُ عِنْدَكَ شَهَادَتِىْ وَاَمَانَتِىْ وَعَهْدِىْ
وَمِيْثَاقِىْ مِنْ يَّوْمِنَا هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهِىَ
شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ط ﴿سُبْحٰنَ
رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ ط سَلٰمٌ عَلَى
الْمُرْسَلِيْنَ ط وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط﴾
اٰمِيْن اٰمِيْن اٰمِيْن يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط بِحَقِّ طٰهٰ وَ
يٰسٓ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিদায় তাজেদারে মদীনা

আহ! আব ওয়াক্তে রুখসত হে আয়া, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
আহ! আব ওয়াক্তে রুখসত হে আয়া, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
সদ মায়ে হিজর কেইসে সাহোঙ্গা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
বে করারী বড়ী জারেহী হে, হিজর কি আব ঘাঢ়ী আ-রাহী হে,
দিল হুয়া জা-তা হে পারা পারা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
কিস তারাহ শওক সে মাই চলা থা, দিল কা গুনছা খুশি ছে খিলাথা,
আহ! আব ছোট্তা হে মদীনা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
কুয়ে জানা কি রঙ্গী ফাজাও! আই মুআত্তার, মুআম্বর হাওয়াওঁ,
লো সালাম আখিরী আব হামারা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
কাশ! কিসমত মেরা সাথ দেতী, মওত ভী ইয়া ওয়ারী মেরী করতী,
জান কদমো পে কুরবান করতা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
সুযে উলফত ছে জলতা রাহো মাই, ইশক্ মে তেরে গুলতা রাহো মাই,
মুঝ কো দিওয়ানা সমজে যমানা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীন।
মাই জাহা ভী রহো মেরে আক্বা, হো নযর মে মদীনে কা জলওয়া,
ইলতিজা মেরী মকবুল ফরমা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।
কুছ না হুসনে আমল কর সাকা হো, নযরে চন্দ আশক মাই কর রাহাহো,
বস্ ইয়েহী হে মেরা কুল আছাছা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীন।
আঁখ সে আব হুয়া খুন জারী, রুহ পর ভী হুয়া রঞ্জ তারী,
জলদ '*আত্তার*' কো পির বুলানা, আল ওয়াদা তাজেদারে মদীনা।

এখন পূর্বে ন্যায় শায়খাইনে করীমাঈনের (সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) পাক দরবারেও সালাম আরজ করুন, খুব বেশী কান্না করে করে দোআ প্রার্থনা করুন। বার বার হাজির হতে পারার তাওফিক কামনা করুন এবং মদীনায় ঈমান ও ক্ষমার সাথে মৃত্যু ও জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন হতে পারার ভিক্ষা কামনা করুন। দোআ হতে অবসর নেওয়ার পর কেঁদে কেঁদে বাম পায়ে (অর্থাৎ পা পিছন দিকে ফেলে ফেলে) ফিরে আসুন, আর বার বার **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারকে বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখুন। যেমনভাবে কোন বাচ্চা নিজের মায়ের কোল থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, তখন সে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে এবং তাঁর দিকে বেদনার দৃষ্টিতে থাকাচ্ছে যে, মা হয়ত এখন ডাকবে, যেন এই ডাকছে, আর ডেকে স্নেহপূর্ণভাবে আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হায়! যদি বিদায়ের সময় এমন হত তাহলে কতই না সৌভাগ্য হত যে, যদি **মদীনার ছরকার, দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডেকে নিয়ে আপন সিনার সাথে লাগিয়ে নেয় এবং অস্থির প্রাণ কদমে পাকের উপর কোরবান হয়ে যায়।

হে তামান্নায়ে 'আত্তার' ইয়া রব! উন কে কদমো মে ইউ মওত আয়ে।
ঝুম কর জব ঘিরে মেরা লাশা, থা-ম লে বাড় কে শাহে মদীনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মক্কায়ে মুকাররমার জিয়ারত সমূহ

সারওয়ারে আলম ﷺ এর জন্মস্থান

হযরত আল্লামা কুতুব উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুজুর আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মস্থানে দোআ কবুল হয়। (বলদুল আমীন, ২০১ পৃষ্ঠা) এখানে পৌঁছার সহজ পদ্ধতি এই যে, আপনি মারওয়া পাহাড়ের যে কোন কাছের একটি দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে যান সামনে নামাযীদের জন্য অনেক বড় ঘেরাও তৈরী করা হয়েছে। এই ঘেরাও এর ঐ প্রান্তে এই মহান আলীশান ঘর মোবারক নূরানী জালওয়া বিকিরণ করছে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক দূর থেকে তা দৃষ্টিতে পড়বে। খলিফা হারুনুর রশিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কর্তৃক এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে ঐ পবিত্র স্থানকে লাইব্রেরী হিসেবে রূপান্তর করে নেয়া হয়েছে, আর এর উপর একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে লিখিত আছে 'মক্কায়ে মুকার্‌রমা লাইব্রেরী'।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জবলে আবু কুবাইছ

এই মুকাদ্দাস পাহাড়টি দুনিয়ার সর্বপ্রথম পাহাড়, যা বাইতুল্লাহ শরীফের বাইরে ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের খুবই নিকটে অবস্থিত। এই পাহাড়ে দোআ কবুল হয়। মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষের সময় এখানে এসে দোআ করত। হাদীসে পাকে রয়েছে: হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে এই স্থানেই অবতীর্ণ হয়েছিল। (আত্‌তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০) এই পাহাড়কে আল আমীনও বলা হয়েছে। কারণ নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তুফানের সময় হাজরে আসওয়াদ এই পাহাড়ে পূর্ণ হিফাযতের সাথে তাশরীফ নিয়েছিলেন। কা'বা শরীফের নির্মাণকালে এই পাহাড় হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে আহবান করে আরজ করেছিলেন: 'হাজরে আসওয়াদ' এখানে। (বলদুল আমীন, ২০৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত) বর্ণিত আছে যে, আমাদেরই প্রিয় আক্বা صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করেছিলেন। যেহেতু মক্কা শরীফ পাহাড় সমূহের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। তাই এ পাহাড় থেকে চন্দ্র দেখা যেত, আর (মাসের) প্রথম রাতের চাঁদকে 'হেলাল' বলা হয়ে থাকে। তাই উক্ত ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে রাখার জন্যে এখানে "মসজিদে হেলাল" নির্মিত হয়েছে। কতিপয় লোক ইহাকে 'মসজিদে বিলাল رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ'ও বলে থাকে। وَاللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বর্তমানে এ পাহাড়ের উপর শাহী মহল নির্মাণ করা হয়েছে এখন আর ঐ মসজিদের জেয়ারত করা সম্ভব নয়। ১৪০৯ হিজরী হজ্ব মৌসুমে ঐ মহলের নিকটবর্তীতে বোম ফুটেছিল এবং কয়েকজন সম্মানিত হাজী সাহেব শাহাদাত বরণ করেছিলেন। সেই কারণে বর্তমানে ঐ মহলের চতুর্পার্শ্বে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহলের হেফাজতের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের সুড়ঙ্গে তৈরীকৃত ওযুখানাও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এক বর্ণনানুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিয়্যুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এই 'জবলে আবু কুবাইছে' গারে কান্‌যে (কান্‌য গুহায়) সমাহিত হয়েছেন, আর অন্য এক মুস্তানাদ বর্ণনা মতে, মসজিদে খাইফে তিনি সমাহিত হয়েছেন, যা মিনায় অবস্থিত। وَاللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাদিজাতুল কুবরার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا রহমতপূর্ণ ঘর

মক্কা ও মদীনার সুলতান صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যতদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মহান মহিমান্বিত ঘরে অবস্থান করেছিলেন। সায়্যিদুনা ইবরাহীম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ছাড়া সকল আউলাদে পাক, এমনকি শাহজাদীয়ে কাউনাইন বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর জন্মও এখানেই হয়েছে। সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এই আলীশান ঘরে অসংখ্য বার বারগাহে রিসালাতে হাজেরী দিয়েছেন। **হুজুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক ওহী এখানেই নাযিল হয়েছে। মসজিদে হারামের পরে মক্কায়ে মুকাররমায় তাঁর চেয়ে অধিক উত্তম অন্য কোন স্থান নেই। তবে শতকোটি নয় বরং হাজার লক্ষকোটি আফসোস! বর্তমানে তার নিশানাও অবশিষ্ট নেই। সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। মানুষ চলাচলের জন্য তাতে সমতল জায়গা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। মারওয়ার পাহাড়ের কাছে অবস্থিত **‘বাবুল মারওয়া’** দিয়ে বের হয়ে ঠিক বাম দিকে খুবই মর্মাহত দৃষ্টিতে এই পবিত্র স্থান মোবারকের শুধুমাত্র খালিস্থানের জেয়ারতটুকু করে নিবেন।

সওর পর্বতের গুহা

এই পবিত্র গুহা মোবারকটি মক্কায়ে মুকাররমার ঠিক ডান দিকে **‘মাসফালা’** নামক মহল্লার দিকে কমবেশী ৪ কিলোমিটার দূরে **‘জবলে সওর’** এ অবস্থিত। এটা সেই পবিত্র গুহা যার বর্ণনা পবিত্র কোরআনুল করীমে রয়েছে। **মক্কা ও মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গুহার বন্ধু, মাযারের বন্ধু হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে হিজরতকালে তিনরাত পর্যন্ত সময়কাল অবস্থান করেছিলেন। যখন শত্রু তাঁদের খোঁজ করতে সওর গুহায় একেবারে মুখে এসে পৌছে, তখন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই পেরেশান হয়ে যান এবং আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দুশমন এতই নিকটে এসেছে যে যদি তারা আপন পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয় তবে আমাদের দেখে ফেলবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তখন **ছরকারে নামদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সান্তনা দিয়ে ইরশাদ করলেন:

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** দুঃখিত হয়োনা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত, ৪০)

এই জবলে সওরে কাবিল সায়্যিদুনা হাবিল رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে শহীদ করে।

হেরা গুহা

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এই স্থানেই তিনি যিকর ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। ইহা কিবলামূখীই অবস্থিত। **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সর্বপ্রথম ওহী হেরা গুহায় অবতরণ হয়েছিল। আর তা হল:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত সর্বমোট পাঁচটি আয়াত শরীফ, আর এই মোবারক গুহাটি মসজিদুল হারাম থেকে পূর্ব দিকে প্রায় তিন মাইলের কাছাকাছি হেরা পর্বতের অবস্থিত। এই মোবারক পাহাড়কে **'জবলে নূর'**ও বলা হয়। **'হেরা গুহা' 'সওর গুহা'** থেকে উত্তম। কারণ সওর গুহায় তিন দিন পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারক চুমেছিল, আর হেরা গুহা **সুলতানে আম্বিয়া, মাহবুবে কিবরিয়া, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতপূর্ণ সংস্পর্শ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লাভ করে ধন্য হয়েছে।

কিসমতে সওর ও হেরা কি হিরস হে
চাহতে হে দিল মে গেহরা গার হাম। (হাদায়িকে বখশিশ)

দারে আরকম

দারে আরকাম সাফা পর্বতের নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন অত্যাচারী কাফিরদের পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়ে গেল তখন **ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মাওযুদাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মহিমান্বিত ঘরে গোপনভাবে অবস্থান করেন, আর এই ঘরেই কয়েক সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই ঘরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আর এই ঘরেই এই আয়াতে মোবারকটি;

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ নাযিল হয়।

খলিফা হারুনুর রশিদ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا এই স্থানে মসজিদ নিমার্ণ করান। পরবর্তীতে আরো কয়েকজন খলিফা আপন আপন যুগে এর সংস্কার করে সৌন্দর্যতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বর্তমানে এটাকে (সাফা-মারওয়ার পরিধি বাড়ানোর কারণে) বর্ধিত অংশে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়। তাই এর আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত বর্তমানে খুজেঁ পাওয়া যায় না।

মহল্লা মাস্‌ফালা

এই মহল্লা ইতিহাসখ্যাত। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এখানেই অবস্থান করতেন। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর ও ফারুক এবং সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ ও এই মহল্লায় অবস্থান করতেন, আর ইহা খানায়ে কাবার দেয়ালাংশের 'মুস্তাজাব' এর পার্শ্বেই অবস্থিত।

জান্নাতুল মুয়াল্লা

জান্নাতুল বাক্বীর পরেই জান্নাতুল মুয়াল্লাই দুনিয়ায় সকলের চেয়ে উত্তম কবরস্থান। এখানেই উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সহ অসংখ্য সাহাবা عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ও তাবেঈন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ আউলিয়া ও সালেহীন رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی গণের পবিত্র মাযার সমূহ রয়েছে। আহ! বর্তমানে তাদের (মাজারের) গম্বুজ সমূহ শহীদ করে দেয়া হয়েছে। মাজারাতকে ধ্বংস করে তাতে সড়ক তৈরী করা হয়েছে। তাই বাইর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম আরজ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

অনুবাদঃ ওহে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলমানরা আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি।

নিজের জন্য, নিজ পিতা মাতার জন্য এবং সকল উম্মতের জন্য বিশেষত জান্নাতুল মুয়াল্লার অধিবাসীদের জন্য ইছালে সাওয়াব করুন। এই কবরস্থানে দোআ কবুল হয়।

মসজিদে জ্বীন

এই মসজিদটি জান্নাতুল মুয়াল্লার নিকটেই অবস্থিত। ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে ফযরের নামাযে (তিলাওয়াত কালে) কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শ্রবণ করে এখানে জ্বীন জাতিরা মুসলমান হয়েছিল।

মসজিদুর রায়া

ইহা মসজিদে জ্বীনের কাছাকাছিতে ডান হাতের দিকেই অবস্থিত। "রায়া" শব্দটি আরবী শব্দ। ইহার অর্থ পতাকা। ইহা ঐ ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে মক্কা বিজয়ের সময়ে আমাদেরই প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ পবিত্র পতাকা স্থাপন করেছিলেন।

মসজিদে খাইফ

ইহা মিনাতে অবস্থিত বিদায় হজ্বের সময় আমাদের প্রিয় প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে নামায আদায় করেছেন। রহমতে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

صَلّٰى فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا "মসজিদে খাইফএ ৭০ (সত্তর) জন নবী عَلَيهِمُ السَّلَام নামায আদায় করেছেন।"

(মু'জামে আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৪০৭)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরো ইরশাদ করেন: فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا "মসজিদে খাইফে ৭০ জন নবী عَليهمُ السَّلام কবর রয়েছে।" (মু'জামে কবীর, ১২তম খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৫২৫) বর্তমানে এই মসজিদের যথেষ্ট সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জেয়ারত কারীদের উচিত যেন তারা ঈমান ও সম্মানের সাথে এই মসজিদের জেয়ারত করে নবীগণ عَليهمُ السَّلام এর খিদমতে এইভাবে সালাম আরজ করবেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَنْبِيَاءَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ অতঃপর ইছালে সাওয়াব করে দোআ প্রার্থনা করুন।

জিয়রানাহ মসজিদ

মক্কায়ে মুকাররমা থেকে তায়েফ নগরীর দিকে প্রায় ২৬ (ছাব্বিশ) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আপনিও এই স্থান থেকেও ওমরার ইহরাম বাঁধতে পারেন। কেননা মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ শরীফ বিজয় করে ফেরার পথে **আমাদের প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখান থেকেই ওমরার জন্য ইহরাম পরিধান করেছিলেন। ইউসুফ বিন মাহাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: জিয়রানাহ নামক স্থান থেকে ৩০০ জন নবী عَليهمُ السَّلام ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিয়রানায় আপন লাঠি মোবারক গেঁড়ে দেন, যার দ্বারা পানির ঝরনা ধারা প্রবাহিত হয়। যা খুবই ঠান্ডা ও সুমিষ্ট ছিল। (বলদুল আমীন, ২২১ পৃষ্ঠা। আখবারে মক্কা, ৫ম খন্ড, ৬২-৬৯ পৃষ্ঠা)। প্রসিদ্ধি রয়েছে; ঐ স্থানে কুয়া আছে। সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেছেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফ হতে ফেরার পথে এখানে অবস্থান করেন এবং এখানে গনীমতের মালও বন্টন করেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২৮ শাওয়াল এখান থেকে ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। (বলদুল আমীন, ২২০-২২১ পৃষ্ঠা)। এই স্থানের সম্পর্ক এক কোরাইশী নারীর সাথে। যার উপাধি ছিল 'জিয়রানা"। (প্রাগুক্ত, ১৩৭ পৃষ্ঠা) সাধারণ লোকেরা এই স্থানটিকে "বড় ওমরা" বলে থাকে। এটা খুবই স্পর্শকাতর একটি স্থান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ **“আখবারুল আখরার”** নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেন যে, আমার পীর ও মুরশিদ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আমাকে খুব বেশী জোড় দিয়েছেন যে, সুযোগ পেলে জিয়রানাই থেকে অবশ্যই ওমরার ইহরাম বাঁধবে। কেননা এটা এমন এক বরকতময় স্থান, যেখানে আমি এক রাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ১০০ বারের চেয়েও অধিক বার স্বপ্নে **মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হয়েছি। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর অভ্যাস ছিল যে, ওমরার ইহরাম বাঁধার জন্য রোজা রেখে পায়ে হেঁটে জিয়রানাহ গমণ করতেন। (আখবারুল আখরার, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

মায়মুনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর মাযার শরীফ

মদীনা রোডেই “নাওয়ারিয়া” নামক স্থানের কাছাকাছিতে ইহা অবস্থিত। এই বর্ণনা দেয়ার সময় কালে এখানে হাজেরী দেয়ার সহজ পদ্ধতি এই যে, আপনি বাস নং 2A অথবা 13 এর মধ্যে উঠবেন, আর এই বাসটি মদীনা রোডে তানয়ীম অর্থাৎ মসজিদে আয়িশা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়। মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ১৭ কি:মি: দূরে এর শেষে স্টপিজের না ‘নাওয়ারিয়া’। এখানে নেমে পড়ুন, আর পিছন ফিরে রোডের ঐ পার্শ্বেই (অর্থাৎ যে পাশে আপনি আছেন) মক্কা শরীফের দিকে পথ চলা শুরু করুন। দশ কিংবা পনের মিনিট পথ অতিক্রম করার পর একটি পুলিশ চেক পোষ্ট রয়েছে। এর পরেই রয়েছে হাজীদের জন্য থাকার স্থান। এর থেকে কিছুটা সামনে রোডের ঐদিকে একটি চার দেয়ালের বেষ্টনী দেখতে পাবেন, আর এটাই উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মায়মুনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর নূরানী মাজার শরীফ। এই মাজার মোবারকটি ঠিক সড়কের মাঝখানে মানুষের বক্তব্য হচ্ছে; রাস্তার নির্মাণ কাজের জন্য এই মাযার শরীফকে শহীদ করে দেয়ার অনেক চেষ্টা করা হয়। তখন বারবার ট্রেক্টার **(TRACTOR)** উল্টে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত না পেরে এখানে চার দেয়াল দ্বারা বেষ্টনী তৈরী করে দেয়া হয়। আমাদের প্রিয় প্রিয় আম্মাজান সায়্যিদাতুনা মায়মূনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর কারামাতকে মারহাবা!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহলে ইসলাম কি মাদারানে শফিক
বানুওয়ানে তাহারাত পে লাখো সালাম।

মসজিদুল হারামের ঐ ১১টি স্থান যেখানে রহমতে আলম ﷺ নামায আদায় করেছিলেন

(১) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে, (২) মকামে ইব্রাহীমের পিছনে, (৩) মাতাফের কিনারায় হাজরে আসওয়াদের সোজাসোজি স্থানে, (৪) হাতীম এবং বাবুল কাবার মধ্যবর্তী রুকনে ইরাকীর নিকটবর্তী স্থান, (৫) মকামে হুফরায় যা বাবুল কা'বা ও হাতীমের মধ্যবর্তী কা'বা শরীফের দেয়ালের গোড়ায় অবস্থিত স্থান, আর এই স্থানকে 'মকামে ইমামতে জিব্রাঈল'ও বলা হয়। **শাহানশাহে দোআলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই স্থানে সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতী করার সৌভাগ্য দান করেন, আর ঐ মোবারক স্থানেই সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় মাটির কাঁদা বানিয়ে ছিলেন। (৬) বাবুল কা'বার দিকে মুখ করে (দরজায়ে কা'বার সোজাসোজি স্থানে নামায আদায় করা সকল দিকের চেয়ে উত্তম[২৩]) নামায আদায় করেন, (৭) মিজাবে রহমতের দিকে মুখ করে (বলা হয়ে থাকে যে, নূরানী মাজার শরীফে **ছরকারে আলী ওয়াকার, মাহবুবে গাফ্ফার, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহেরা মোবারক ওই দিকেই মুখ করা), নামায পড়েন। (৮) হাতীমের সকল স্থানে, বিশেষত মিজাবে রহমতের নিচে, (৯) রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে, (১০) রুকনে শামীর নিকটে। এভাবে যে, বাবে ওমরাটি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মোবারকের পিছনে অবস্থিত থাকত। চাই তিনি হাতিমের বাইরে নামায আদায় করেন কিংবা ভিতরে, (১১) হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামাযের স্থান যা রুকনে ইয়ামানীর ডানে কিংবা বামে অবস্থিত রয়েছে। অধিক প্রকাশ্য (নির্ভরযোগ্য) কথা এই যে, আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামায পড়ার স্থান হল **"মুস্তাজার"**।

(কিতাবুল হজ্ব, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

[২৩] বলা হয়ে থাকে যে; পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান বাবুল কা'বার দিকেই অবস্থিত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ ، وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনায়ে মুনাওয়ারার জেয়ারত সমূহ

রওজাতুল জান্নাহ

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুযুরা মোবারকা (যেখানে **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাজার রয়েছে) এবং নূরভরা মিম্বরের (যেখানে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুৎবা ইরশাদ করতেন) মধ্যবর্তী স্থান, যার দৈর্ঘ্য ২২ মিটার ও প্রস্থ ১৫ মিটার। **‘রওজাতুন জান্নাহ’** অর্থাৎ জান্নাতের বাগান। যেমন; **আমাদের প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَابَيْنَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ـ অর্থাৎ আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান গুলোর মধ্য হতে একটি বাগান। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯৫) সাধারণভাবে লোকজন কথাবার্তার মধ্যে এটাকে **“রিয়াজুল জান্নাহ”** বলে থাকে। কিন্তু মূলত শব্দটি হচ্ছে **‘রওজুল জান্নাহ’**।

ইয়ে পিয়ারী পিয়ারী কিয়ারী তেরে খানা বাগ কি’
সরদ ইছ কি আ-ব ও তা-ব ছে আ-তিশ সাকার কিহে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে কুবা

মদীনায়ে তাইয়্যেবা থেকে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে “কুবা” নামে একটি পুরাতন নগরী রয়েছে। যেখানে এই বরকতময় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। কোরআন মজীদ ও অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীসে মোবারকার মধ্যে এর ফযীলত খুবই গুরুত্বসহ বর্ণিত হয়েছে। আশিকানে রাসুলগণ মসজিদে নববী শরীফ হতে মধ্যম গতিতে পায়ে হেঁটে প্রায় ৪০ মিনিট পথ চললে ‘মসজিদে কুবা’ পৌঁছে যেতে পারেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে: প্রত্যেক শনিবারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো পায়ে চলে আর কখনো আরোহী হয়ে এখানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওমরার সাওয়াব

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) "মসজিদে কুবাতে নামায পড়াটা ওমরার সমতুল্য।" (তিরমিযি, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৪) (২) "যে ব্যক্তি নিজ ঘরে অযু করে, অতঃপর মসজিদে কুবায় গিয়ে নামায পড়ে, তবে তার ওমরার সাওয়াব মিলবে।"

(ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৪১২)

সায়্যিদুনা হামযা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাযার শরীফ

তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ উহুদ যুদ্ধে ৩য় হিজরী সনে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর মাযার শরীফ উহুদ শরীফের নিকটেই অবস্থিত। তাঁর সঙ্গে হযরত সায়্যিদুনা মুছয়াব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাযারদ্বয়ও রয়েছে। এমনকি উহুদ যুদ্ধে যে ৭০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ শোহাদায়ে উহুদ ঐ স্থানে একসাথে তৈরী করা চার দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে আরাম করছেন।

শোহাদায়ে উহুদকে সালাম করার ফযীলত

সায়্যিদুনা শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করছেন: যে ব্যক্তি এই শোহাদায়ে উহুদগণের মাযার শরীফ অতিক্রম করে এবং তাদেরকে সালাম করে, তার উপর কিয়ামত পর্যন্ত ঐ শোহাদায়ে উহুদগণ সালাম প্রেরণ করতে থাকেন। শোহাদায়ে উহুদগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিশেষত সায়্যিদুশ শোহাদা সায়্যিদুনা হামযা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাযার থেকে অনেকবার সালামের জবাব দেয়ার আওয়াজ শোনা গেছে।

(জযবুল কুলুব, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খিদমতে সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا سَیِّدَنَا حَمْزَةُ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاعَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاعَمَّ نَبِیِّ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاعَمَّ حَبِیْبِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا عَمَّ الْمُصْطَفٰی ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا سَیِّدَ الشُّهَدَآءِ وَ یَا اَسَدَ اللّٰهِ وَاَسَدَ رَسُوْلِهٖ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا سَیِّدَنَا عَبْدَاللّٰهِ بْنَ جَحْشٍ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مُصْعَبَ بْنَ عُمَیْرٍ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا شُهَدَآءَ اُحُدٍ كَآفَّةً عَامَّةً وَّ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط

অনুবাদঃ হে সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে রাসুলুল্লাহর চাচা! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে নাবিয়াল্লাহর চাচা! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে হাবিবাল্লার চাচা! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে মুস্তফার চাচা! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে শহীদদের সরদার! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর সিংহ ও রাসুলাল্লাহর সিংহ! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন জাহস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে সকল শোহাদায়ে উহুদগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان! আপনাদের সকলের উপর ব্যাপক হারে সালাম বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শোহাদায়ে উহুদকে একত্রে সালাম প্রদান

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَآءُ يَا سُعَدَآءُ يَا نُجَبَآءُ يَا نُقَبَآءُ يَآ اَهْلَ الصِّدْقِ وَالْوَفَآءِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَآءَ اُحُدٍ كَآفَّةً عَآمَّةً وَّ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

অনুবাদঃ আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে শহীদগণ, হে সৎকর্মকারীগণ, হে ভদ্রগণ, হে সরদারগণ, হে সততা ও অঙ্গিকার পূর্ণকারীগণ! আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে জিহাদকারীগণ! আল্লাহর পথে জিহাদের হক আদায়কারীগণ! ﴿**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক, আপনাদের ধৈর্য্যের ফলশ্রুতিতে, আর কতইনা উত্তম আপনাদেরকে পরকাল।﴾ আপনাদের উপর ব্যাপক হারে সালাম বর্ষিত হোক, হে সকল উহুদ শহীদগণ এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

জিয়ারতগাহ সমূহে পৌঁছার দু'টি পদ্ধতি

প্রিয় মক্কী মদীনার জিয়ারতকারীগণ! জেয়ারত করা এবং জেয়ারতের স্থান সমূহের দীর্ঘ বিস্তারিত বিবরণ ও পরিচিতি "রফিকুল হারামাঈনে" তুলে ধরা হয়নি। উৎসুক আশিকানে রাসুলগণ যিয়ারত এবং ঈমান উজ্জীবিত কারী ঘটনা সমূহের বিস্তারিত জানার জন্য তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনীতিক সংগঠণ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"আশিকানে রাসুল কি হিকায়াতে মাআ মক্কে মদীনে কি জেয়ারত"** বেশী করে অধ্যয়ণ করুন এবং আপনার ঈমানকে তাজা করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবশ্য কিতাব পাঠ করে প্রত্যেক ব্যক্তি জেয়ারতের ঐ সকল জায়গায় পৌঁছাতে পারবে এটা খুবই কঠিণ ব্যাপার। জেয়ারত দু'ধরণের হয়ে থাকে; একটা এই যে: **মসজিদে নববী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বাইরে সকাল বেলায় গাড়ী চালকগণ জিয়ারাহ! জিয়ারাহ! বলে বলে ডাকতে থাকে। আপনি তাদের গাড়ীতে উঠে যাবেন, আর এটা আপনাকে মসজিদে খামছা, মসজিদে কুবা ও মাযারে সায়্যিদুনা হামযা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এ নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়টা এই যে: মক্কা মদীনার আরো মোবারক স্থান জেয়ারত করতে চাইলে আপনাকে এমন এক জন লোকের সন্ধান করতে হবে যিনি পারিশ্রমিক নিয়ে জেয়ারত করিয়ে থাকেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অপরাধ ও তার কাফ্ফারা

সামনে আগত প্রশ্নোত্তর অধ্যায়টি পড়ার পূর্বে কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিভাষা ইত্যাদি স্মৃতি পটে আয়ত্ব করে নিন।

দম ইত্যাদির সংজ্ঞা

(১) **দম:** অর্থাৎ একটি ছাগল। (এতে নর ছাগল, মাদী ছাগল (ছাগী), দুম্বা, ভেড়া এবং গাভী কিংবা উটের সপ্তাংশ সবই অন্তর্ভূক্ত)

(২) **বাদানাহ:** অর্থাৎ উঠ কিংবা গাভী (এতে ষাড়, বলদ, মহিষ, মহিষী ইত্যাদি সবই অন্তর্ভূক্ত) গাভী, ছাগল ইত্যাদি সকল পশু ঐসব শর্ত সম্বলিত হতে হবে যা কোরবানীর জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

(৩) **সাদ্‌কা:** অর্থাৎ সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ। বর্তমানের হিসাবানুযায়ী সদকায়ে ফিতরে পরিমাণ হল, ২ কিলো থেকে ৮০ গ্রাম কম গম অথবা তার আটা কিংবা এর মূল্য বা উহার দ্বিগুন জব বা খেজুর কিংবা এর মূল্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দম ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ

আপনি যদি রোগী কিংবা কঠিন সর্দিগ্রস্থ কিংবা খুবই গরমের কারণে কিংবা ফোঁড়া, জখম (আঘাত), অথবা উকুনের অসহ্য যন্ত্রনার কারণে কোন 'অপরাধ' হয়ে থাকে। তখন এটাকে গাইরে ইখতেয়ারী জুরম (অনিচ্ছাকৃত অপরাধ) বলা হয়। যদি এমন কোন 'জুরমে গাইরে ইখতেয়ারী' সংঘটিত হয়ে যায়, যার কারণে দম ওয়াজিব হয়; তখন এ অবস্থায় আপনার জন্য অনুমতি থাকবে যে, হয়তঃ আপনি চাইলে দম দিয়ে দিতে পারেন কিংবা তার পরিবর্তে ৬ জন মিসকীনকে সদকা দিয়ে দিবেন, আর যদি একই মিসকীনকে ৬টি সদকা দিয়ে দেয়া হয়, তখন তা 'একটি সদকা' হিসেবে গণ্য হবে। অতএব এটা আবশ্যক যে, আলাদা আলাদা ৬ জন মিসকীনকেই দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশেষ সুযোগ হচ্ছে, যদি চায় তা হলে দম দেয়ার পরিবর্তে ৬ জন মিসকিনকে ২ বেলা পেট ভর্তি করে খাওয়ানো। আর তৃতীয় সুযোগ হচ্ছে; যদি সদ্‌কা ইত্যাদি দিতে না চান, তাহলে ৩টি রোজা রেখে নিবেন, দম আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এমন 'গাইরে ইখতিয়ারী জুরম' করল, যার কারণে সাদ্‌কা ওয়াজিব হয়; তখন আপনার অনুমতি থাকবে যে, সদ্‌কার পরিবর্তে একটি মাত্র রোযা রেখে নিতে পারেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬২ পৃষ্ঠা)

দম, সাদ্‌কা ও রোযার জরুরী মাসআলা

যদি আপনি কাফ্‌ফারার রোযা রাখেন, তখন শর্ত এই যে, রাত থেকে অর্থাৎ সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার পূর্বেই এই নিয়্যত করে নিবেন যে, আমি অমুক কাফ্‌ফারার রোযা রাখছি। ঐ রোযা গুলোর ক্ষেত্রে না ইহরাম বাঁধা শর্ত, না ধারাবাহিকতা রক্ষা করা শর্ত। সদ্‌কা ও রোযা আপনি চাইলে নিজ দেশে এসেও আদায় করতে পারবেন। তবে সদকা ও খাবার যদি হারাম শরীফের মিসকীনদের দেওয়া হয়, তা হবে অতি উত্তম কাজ, আর দম ও বাদানার পশু হারাম শরীফের মধ্যে জবেহ হওয়াটা শর্ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজ্বের কোরবানী ও দমের মাংসের বিধান

হজ্বের শোকরানা কোরবানী হুদুদে হারামের (অর্থাৎ হারাম শরীফের) মধ্যেই হওয়াটা শর্ত। এর মাংস আপনি নিজেও খান, ধনীদেরকেও খাওয়ান এবং মিসকীনদেরও পেশ করুন। কিন্তু 'দম' ও 'বাদানাহ' ইত্যাদির মাংস শুধুমাত্র অভাবীদেরই হক। তা থেকে না নিজে খেতে পারবেন, না ধনীদেরকে খাওয়াতে পারবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬২-১১৬৩ পৃষ্ঠা)। দম হোক কিংবা শোকরানার কোরবানী, জবেহ করার পর এর মাংস ইত্যাদি হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু জবেহ 'হুদুদে হারাম' (অর্থাৎ হারামের সীমানার মধ্যে করা আবশ্যক)।

আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করুন

অনেক অজ্ঞ লোকেরা জেনে বুঝে অপরাধ করে থাকে, আর কাফ্ফারাও আদায় করে না। এখানে দু'টি গুনাহ হয়েছে। প্রথমত: জেনে বুঝে গুনাহ করা। দ্বিতীয়ত: কাফ্ফারা না দেওয়া। এদের কাফ্ফারাও দিতে হবে এবং তাদের উপর তাওবা করাও ওয়াজীব হবে। হ্যাঁ! যদি অপারগ অবস্থায় 'অপরাধ' করে, কিংবা অসতর্কতা বশতঃ হয়ে যায়। তখন কাফ্ফারাই যথেষ্ট হবে, এরজন্য তাওবা ওয়াজিব হবে না, আর ইহাও স্মরণ রাখুন যে, জুরম (অপরাধ) জানা বশতঃ হোক কিংবা ভুলে হোক, এটা যে 'জুরম' তা জানা থাকুক কিংবা জানা না থাকুক। খুশীতে হোক কিংবা বাধ্য হয়ে করুক, নিদ্রায় হোক কিংবা জাগ্রতাবস্থায়, অজ্ঞানে কিংবা স্বজ্ঞানে, নিজ ইচ্ছায় করে থাকুক কিংবা অন্যের মাধ্যমে করানো হোক, প্রতিটি অবস্থায় কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। যদি কাফ্ফারা না দিয়ে থাকে, তবে সে গুনাহগার হবে। যখন খরচ মাথার উপর এসে যায়, তখন কতিপয় লোক এরকমও বলে দেয় যে, "আল্লাহ্ তাআলা মাফ করে দিবেন", আর এটা বলে তারা দম ইত্যাদি আদায় করে না। এমন লোকদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, 'কাফ্ফারা' শরীআতই ওয়াজিব করেছে, আর জেনে বুঝে টালমটাল করা মানে শরীআতেরই বিরোধীতা করা, যা খুবই কঠিন জুরম (অপরাধ)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনেক সম্পদ লোভী অজ্ঞ হাজীরা! ওলামায়ে কেরাম থেকে এতটুকু পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে শুনা যায় যে, "শুধুমাত্র গুনাহ তাই না! দম তো ওয়াজিব না? مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ শতকোটি আফসোস! তাদের অতি সামান্য পয়সা বাঁচানোরই শুধু চিন্তা গুনাহের কারণে যে কঠিণ আযাবের উপযুক্ত সাব্যস্থ হচ্ছে তার কোন পরওয়াই নেই। গুনাহকে হালকা (ছোট) মনে করা খুবই মারাত্মক কথা বরং অনেক সময় (এরূপ মনে করা) "**কুফর**"। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মাদানী চিন্তাধারা দান করুন।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعالىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কারিন হজ্বকারীর জন্য দ্বিগুণ কাফ্ফারা

যে ক্ষেত্রে একটি কাফ্ফারা (অর্থাৎ একটি দম অথবা একটি সাদ্কা) আদায়ের হুকুম রয়েছে, সেক্ষেত্রে কারিন হজ্বকারীদের জন্য দু'টি কাফ্ফারা (আদায়ের হুকুম রয়েছে)। (হেদায়া, ১ম খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা) না-বালিগ যদি কোন 'জুরম' (অপরাধ) করে, তাহলে কোন কাফ্ফারা নেই।

কারিন হজ্বকারীর জন্য কোথায় দ্বিগুণ কাফ্ফারা আর কোথায় নেই

সাধারণ ভাবে সকল কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ্বকারী অথবা তামাত্তু হজ্বকারীর উপর একটি দম অথবা একটি সাদ্কা দেওয়া আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে কারিন হজ্বকারীর জন্য দু'টি দম অথবা দু'টি সাদ্কা দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই মাসআলা তার নিজস্ব স্থানে ঠিক আছে কিন্তু এর কিছু বিশেষ অবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ এমন নয় যে, যেখানেই ইফরাদ ও তামুত্ত হজ্বকারীর উপর একটি দম দেয়া আবশ্যক হবে সেক্ষেত্রেই কারিন হজ্বকারীর উপর দু'টি দম দেয়ার বিধান সাব্যস্থ হবে। অতএব এ মাসআলাটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে; যাতে কোন ভুল বুঝাবুঝির স্বীকার না হন। হযরত আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণীর সারমর্ম হচ্ছে: ইহরাম পরিধানকারীর উপর শুধু ইহরামের কারণে যে সমস্ত কাজ করা হারাম যদি তৎমধ্য হতে কোন কাজ ইফরাদ হজ্বকারী করে তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর হজ্বে কিরানকারীর উপর অথবা যে ব্যক্তি তার (কিরান হজ্বকারীর) হুকুমে (অর্থাৎ বিধানাবলীর আওতায়) রয়েছে যে যদি ঐ (হারাম) কাজ করে তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে, আর সাদ্কার ব্যাপারেও কারিন হজ্বকারীর একই হুকুম যে, তার উপর দু'টি সাদ্কা ওয়াজিব হবে। কেননা সে হজ্ব ও ওমরা উভটির ইহরাম বেঁধেছে, আর যদি সে হজ্বের ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, যেমনঃ সাঈ বা রমী করা ছেড়ে দিল, অপবিত্র (অর্থাৎ গোসল ফরয) অবস্থায় অথবা ওযু ছাড়া হজ্ব কিংবা ওমরার তাওয়াফ করল অথবা হারাম শরীফের ঘাস কাটল, তাহলে তার উপর দ্বিগুণ শাস্তি ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলোর ইহরামের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় বরং তা হজ্ব ও ওমরার ওয়াজিব সমূহ ও হারাম শরীফের নিষিদ্ধ কাজ গুলোর অন্তর্ভূক্ত। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৭০১-৭০২ পৃষ্ঠা)

এই মাসআলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বর্ণনা করেছেনঃ কিরান হজ্বকারী অথবা কিরানকারীর হুকুমের আওতায় যে আছে তার উপর দম অথবা সাদ্কা ইত্যাদি ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল এটাই যে, (শুধুমাত্র ইহরামের কারণে) প্রত্যেক ঐ নিষিদ্ধ কাজ যা করার কারণে হজ্বে ইফরাদকারীর উপর একটি দম বা একটি সাদ্কা ইত্যাদি দেয়া ওয়াজিব হয়, ঐ কাজ করার কারণে হজ্বে কিরানকারীর উপর অথবা যে ব্যক্তি কিরানকারীর হুকুমের মধ্যে পড়ে তার উপর হজ্ব ও ওমরার ইহরামের কারণে দুইটি দম এবং দুইটি সাদ্কা ওয়াজিব হবে। অবশ্য এমন কিছু অবস্থা রয়েছে যেগুলোর কারণে তাদের উপর শুধুমাত্র একটি দম অথবা একটি সাদ্কা ইত্যাদি ওয়াজিব হবে। (আর এর আসল কারণ ওটাই যে, ঐ সকল বস্তুর সম্পর্ক শুধুমাত্র ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ বস্তু গুলোর সাথে নয়।)

(১) যখন হজ্ব ও ওমরাকারী ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে ফেলল এবং পুনরায় ফিরে না এসে ওখান থেকে হজ্বে কিরানের ইহরাম বেঁধে নেয় তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা সে যে নিষিদ্ধ কাজটি করেছে তা হজ্বে কিরানের ইহরাম বাঁধার পূর্বে করেছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) যদি হজ্বে কিরানকারী অথবা যে ব্যক্তি কিরনকারীর হুকুমের মধ্যে পড়ে সে যদি হারাম শরীফের গাছ কাটে তবে তার উপর একটি বিনিময় দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা গাছ কাটার সম্পর্ক ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ বস্তুগুলোর সাথে নয়। (৩) যদি পায়ে হেঁটে হজ্ব বা ওমরা করার মান্নত করে, অতঃপর যেমন হজ্বের দিন সমূহে হজ্বে কিরান করল এবং আরোহী হয়ে হজ্বের জন্য গিয়ে থাকে তবে এ কারণে (আরোহী হওয়ার কারণে) একটি দম ওয়াজিব হবে। (৪) যদি তাওয়াফে জেয়ারত অপবিত্র (গোসল ফরয) অবস্থায় করে অথবা অযু ছাড়া করে তাহলে একটি মাত্র বিনিময় দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা তাওয়াফে জেয়ারতের কারণে নিষিদ্ধ কাজগুলো শুধুমাত্র হজ্বের সাথেই নির্দিষ্ট। অনুরূপভাবে যদি শুধুমাত্র ওমরাকারী ওমরার তাওয়াফ ঠিক একইভাবে করে তাহলে তার উপর একটি বিনিময় (দম অথবা সাদ্‌কা) ওয়াজিব হবে। (৫) যদি কিরানকারী অথবা কিরানের হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত সে যদি কোন অপরাগতা ছাড়া ইমামের পূর্বে আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসে, আর এখনও পর্যন্ত সূর্যও না ডুবে থাকে তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা হজ্বের ওয়াজিবগুলোর সাথেই নির্দিষ্ট এবং ওমরার ইহরামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। (৬) কোন ওজর (অপারগতা) ছাড়াই মুজদালিফার অবস্থান ছেড়ে দিল, তাহলে কারিন হজ্বকারী এর যে কারিন হজ্বকারীর হুকুমের আওতায় হবে তার উপর একটি দম দেয়া ওয়াজিব হবে। (৭) যদি সে জবেহ করার পূর্বেই মাথা মুন্ডিয়ে নেয়, তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। (৮) যদি সে কোরবানীর দিন সমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর মাথা মুন্ডায় তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। (৯) যদি সে কোরবানীর দিন সমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর কোরবানীর পুশু জবেহ করে তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। (১০) যদি সে পরিপূর্ণ রমী না করে থাকে অথবা এতটি রমী ছেড়ে দিয়েছে যার কারণে দম অথবা সাদ্‌কা ওয়াজিব হয়, তাহলে তার উপর একটি দম অথবা একটি সাদ্‌কা ওয়াজিব হবে। (১১) যদি সে ওমরাহ অথবা হজ্ব উভয়টি হতে যে কোন একটির সাঈ ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। (১২) যদি সে তাওযাফে ছদর (অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা এর সম্পর্ক আফাকী হাজীদের সাথে, ওমরাকারীদের সাথে সাধারনভাবে এর কোন সম্পর্ক নেই।

নোটঃ কিরান হজ্বকারীর উপর দু'টি বিনিময় (অর্থাৎ দম অথবা সাদ্কা) ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে যে মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত যে দুইটি ইহরামকে একত্রিত করেছে, আর দুইটি ইহরামকে একত্রিত করা চাই সুন্নাত তরকিায় হোক; যেমন: ঐ হজ্বে তামাত্তুকারী যে হাদী (কোরবানীর পশু) সাথে করে নিয়ে আসেনি কিন্তু এখনও ওমরার ইহরাম থেকে বেরিয়ে না এসেই হজ্বের ইহরাম বেঁধে নেয়। অথবা চাই সুন্নাত তরীকায় না হোক, যেমন: মক্কায়ে মুকাররমার অধিবাসী অথবা যে পবিত্র মক্কার অধিবাসীর অর্থে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে (অর্থাৎ মক্কায় দীর্ঘ কাল ধরে অবস্থান করছে অথবা চাকুরীর কারণে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে আসছে) এমন ব্যক্তি যদি হজ্বে কিরানের ইহরাম বেঁধে নেয়। এমনি ভাবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে এক নিয়্যতের মাধ্যমে অথবা দুই নিয়্যতের মাধ্যমে কিংবা এক নিয়্যতের উপর অপর একটি নিয়্যত করে দুইটি হজ্ব অথবা দুইটি ওমরার ইহরাম কে একত্রিত করে ফেলে্ এমনিভাবে যদি শত হজ্ব কিংবা শত ওমরা করার নিয়্যতে ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু তা পূর্ণ করার পূর্বেই কোন জুরম (অপরাধ) প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর (ঐ 'জুরম' এর হিসাবানুসারে) শত বিনিময় আদায় করা ওয়াজিব হবে।

(আল মাসলাকুল মুতাকাস্সিত লিলক্বারী, ৪০৬-৪১০ সংক্ষেপিত)

তাওয়াফে জেয়ারতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ ভদ্র মহিলা তাওয়াফে জেয়ারত করছিলেন। তাওয়াফ চলাকালীন সময়ে তার মাসিক শুরু হয়ে যায়, এখন তিনি কী করবেন?

উত্তরঃ খুব দ্রুত তাওয়াফ করা বন্ধ করে দিয়ে মসজিদুল হারাম থেকে বাইরে চলে আসবে। যদি তাওয়াফ চালু রাখে অথবা মসজিদের ভেতরেই থেকে যায় তাহলে গুনাহগার হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ যদি চার চক্কর দেয়ার পর হায়েজ আসে তখন আর চার চক্করের পূর্বে (অর্থাৎ চার চক্কর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই) আসলে তখন কী হুকুম?

উত্তরঃ তাওয়াফ চলাকালীন সময়ে যদি কোন মহিলার হায়েজ শুরু হয়ে যায় তখন চাই তার চার চক্কর পূর্ণ হোক বা না হোক, সে দ্রুত তাওয়াফ করা বন্ধ করে দিবে। কারণ হায়েজ অবস্থায় তাওয়াফ করা কিংবা মসজিদে থাকা জায়িয নেই এবং মসজিদুল হারাম থেকে বাইরে চলে যাবে। সম্ভব হলে তায়াম্মুম করে বাইরে আসবে। কেননা এটাই অধিক সতর্কতা অবলম্বন ও মুস্তাহাব। অতঃপর যখন ঐ মহিলা পবিত্র হবে তখন যদি পূর্বে চার চক্কর অথবা তারও বেশী চক্কর করে নিয়ে থাকে তাহলে অবশিষ্ট চক্করগুলো আদায় করে নিজের পূর্বের ঐ তাওয়াফকে পূর্ণ করবে, আর যদি তিন অথবা এর থেকেও কম চক্কর আদায় করে থাকে, তবে এখনও তা পূর্ণ (অর্থাৎ যেখান থেকে ছুটে গেছে ওখান থেকে শুরু) করতে পারে। যে মহিলার তিন চক্কর আদায় করার পর হায়েজ আসল, আর তার যদি নিজের হায়েজের অবস্থা নিয়ম (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ) সম্পর্কে জানা ছিল এবং হায়েজ আসার পূর্বে সে এতটুকু সময় পেয়েছিল যে, যদি সে চাইত তবে চার চক্কর পূর্ণ করে নিতে পারত তবে এক্ষেত্রে তার উপর চার চক্কর দেরীতে আদায় করার কারণে দম ওয়াজিব হবে এবং সে গুনাহগারও হবে। **বাহারে শরীয়াতে রয়েছেঃ** এমনিভাবে যদি সে এতটুকু সময় পেয়েছিল যে, তাওয়াফে করে নিতে পারত কিন্তু সে করল না, আর এখন তার হায়েজ বা নিফাছ চলে আসল, তাহলে সে গুনাহগার হল। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪৫ পৃষ্ঠা) কিন্তু যে মহিলা চার চক্কর করে নিয়েছে, তার উপর ঐ তিন চক্করে দেরী করার কারণে কিছু ওয়াজিব হবেনা। কেননা তাওয়াফে জেয়ারতের অধিকাংশ সময়ের মধ্যে হওয়াটা ওয়াজিব, পুরাটা নয়। বাহারে শরীয়াতের "হজ্বের ওয়াজিব কাজ সমূহের মধ্যে একটি ওয়াজিব এমনই রয়েছেঃ "তাওয়াফে ইফাজা" এর অধিক অংশ কোরবানীর দিন সমূহের মধ্যে হওয়া। আরাফাত হতে ফিরে আসার পর যে তাওয়াফ করা হয় তার নাম 'তাওয়াফে ইফাজা'। তাওয়াফে জেয়ারতের অধিকাংশ থেকে যা অতিরিক্ত (বেশী) রয়েছে। অর্থাৎ তিন চক্কর কোরবানীর দিন ছাড়া অন্য সময়েও করা যায়। (প্রাগুক্ত, ১০৪৯ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি মহিলাটি চার চক্কর পুরো আদায় করে থাকে এবং অবশিষ্ট তিন চক্কর অপারগ হয়ে কিংবা অপারগ না হয়ে এই (অর্থাৎ হায়েজ) অবস্থায় পূর্ণ করে নেয় অথবা ঐ চারটি চক্কর আদায় করেই চলে যায় এবং অবশিষ্ট চক্কর গুলো ছেড়ে দেয় তাহলে (এসকল অবস্থায়) দম ওয়াজিব হবে, আর যদি সে হায়েজ অবস্থায় করে ফেলা তাওয়াফটি পুনরায় আদায় করে নেয়, তাহলে তার উপর থেকে দম রহিত হয়ে যাবে। যদিও সে কোরবানীর দিন গুলোর পরে তা পুনরায় আদায় করে নেয় এবং যদি তিন চক্কর পাক পবিত্র অবস্থায় করে থাকে, আর অবশিষ্ট চার চক্কর হায়েজ অবস্থায় আদায় করে থাকে তবে তার উপর 'বাদানাহ' ওয়াজিব হবে। সাথে সাথে তা আবার পুনরায় আদায় করে দেয়াও ওয়াজিব হবে। **বাহারে শরীয়াতে রয়েছেঃ** ফরয তাওয়াফ পুরোটা অথবা এর অধিকাংশ অর্থাৎ চার চক্কর অপবিত্র অবস্থায় অথবা হয়েজ ও নেফাস অবস্থায় করলে, তাহলে 'বাদানাহ' ওয়াজিব হবে। আর অযুবিহীন অবস্থায় করলে দম ওয়াজিব হবে। প্রথম অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করার পর তা পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত, ১১৭৫ পৃষ্ঠা) আর পবিত্র হয়ে পুনরায় আদায় করে দেয়ার ক্ষেত্রে 'বাদানাহ' রহিত হয়ে যাবে, যেমনি ভাবে উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হায়েজা মহিলার যদি সিট বুকিং দেয়া থাকে, তবে তাওয়াফের জেয়ারতের কী করবে?

প্রশ্নঃ হায়েজা মহিলার (অর্থাৎ যার বর্তমানে হায়েজ চলছে) যদি ফিরার দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট থাকে তাহলে তাওয়াফে জেয়ারতে কী করবে?

উত্তরঃ ঐ দিনের যাত্রা বাতিল কিংবা স্থগিত করে দিন এবং পবিত্রতা অর্জনের পরেই (অর্থাৎ পাক হয়ে গোসল করে) তাওয়াফে জিয়ারত করে নিবে, আর সিট বাতিল করনে যদি তার নিজের কিংবা সাথীদের মারাত্মক অসুবিধা হয় তাহলে অপারগ অবস্থায় তাওয়াফে জেয়ারত করে নিবে কিন্তু 'বাদানাহ' অর্থাৎ গাভী কিংবা উটের কোরবানী দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে এবং তাওবা করাও জরুরী হবে। কেননা অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা এবং তাওয়াফ করা উভয় কাজই গুনাহ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি ১২ই জিলহজ্জের সূর্য্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করে তাওয়াফে জেয়ারতকে পুনরায় আদায় করে নিতে সফল হয়ে যায়, তাহলে কাফ্‌ফারাও রহিত হয়ে যাবে, আর ১২ তারিখের পরে যদি পবিত্র হওয়ার পর সময়-সুযোগ পেয়ে যায়, আর তাওয়াফও পুনরায় আদায় করে নিল, তাহলে 'বাদানাহ' দেওয়া রহিত হয়ে যাবে কিন্তু দম দিতে হবে।

প্রশ্নঃ আজকাল অনেক মহিলারা হায়েজ বন্ধ রাখার জন্য ট্যাবলেট খেয়ে থাকে। তাই তাদের ঐ নির্দিষ্ট দিন গুলোতে ঔষধের কারণে যখন হায়েজ বন্ধ থাকে তখন কি তারা তাওয়াফে জেয়ারত করতে পারবে নাকি পারবেনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ, করতে পারবে। (কিন্তু এ ব্যাপারে আপন কোন মহিলা ডাক্তার থেকে পরামর্শ নিন। কারণ, ঐ ধরনের ঔষধের ব্যবহার অনেক সময় মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর যদি খুব দ্রুত ক্ষতির চরম সম্ভাবনা ব্যাপারে প্রবল ধারণা জন্মে তবে ঔষধ ব্যবহার করাটা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।) অবশ্য হায়েজ বন্ধ হওয়া অবস্থায় তাওয়াফ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ যদি কেউ অযুবিহীন অথবা নাপাক কাপড়ে তাওয়াফে জেয়ারত করে নেয়, তার হুকুম কি?

উত্তরঃ অযু ছাড়া তাওয়াফে জেয়ারত করলে দম ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, তবে অযুসহ পুনরায় আদায় করে নেয়া মুস্তাহাব। পুনরায় আদায় করে নিলে দমও আর ওয়াজিব থাকবেনা। বরং ১২ই জিলহজ্জের পরেও যদি পুনরায় আদায় করে নেয়, তাহলে (তার উপর থেকে) দম রহিত হয়ে যাবে। নাপাক কাপড়ে প্রত্যেক ধরনের তাওয়াফ মাকরুহে তানযিহী ঐ অবস্থায় করে নিলেও কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবেনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওয়াফের নিয়্যতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

প্রশ্ন: আপনি দশম দিবসে "তাওয়াফে জেয়ারত" করার জন্যে হাজির হলেন, তবে ভুলে "নফল তাওয়াফের" নিয়্যত করে নিলেন। এখন কি করা প্রয়োজন?

উত্তর: আপনার "তাওয়াফে জেয়ারত" আদায় হয়ে গেছে। তবে একথা মনে রাখবেন যে, তাওয়াফে নিয়্যত করা ফরয, আর এটা ছাড়া তাওয়াফ হবেইনা। তবে তাতে এই শর্ত নেই যে, কোন সুনির্দিষ্ট তাওয়াফের নিয়্যত করতে হবে। প্রত্যেক প্রকারের তাওয়াফ সাধারণ তাওয়াফের নিয়্যত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। বরং যে তাওয়াফকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে, সে সময়ে আপনি অন্য তাওয়াফ করলেও তা আদায় হবে না। বরং সুনির্দিষ্ট সময়ের তাওয়াফ হিসেবেই ইহা গণ্য হয়ে যাবে। যেমন: কেউ ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধে বাইরে থেকে উপস্থিত হল, আর ওমরার তাওয়াফের নিয়্যত না করে সাধারণ ভাবে শুধুমাত্র তাওয়াফেরই নিয়্যত করে নিল বরং নফল তাওয়াফে নিয়্যত করে নিল, তাহলে উপরের প্রত্যেক অবস্থায় ইহাকে ওমরার তাওয়াফ হিসেবেই গণ্য করা হবে। অনুরূপ কিরানের ইহরাম বেঁধে কেউ হাজির হল এবং আসার পরে সে যে প্রথম তাওয়াফটি করল তা ওমরারই হবে, আর দ্বিতীয় তাওয়াফ 'তাওয়াফে কুদুম' হিসেবে গণ্য হবে। (আল মাসলাকুল মুতাকাস্সিত লিল ক্বারী, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি তাওয়াফে জেয়ারত করা ছাড়া কেউ নিজ দেশে চলে যায়, তবে তার কাফ্ফারা কি হবে?

উত্তর: কাফ্ফারা দ্বারা তার রেহাই নেই। কেননা তার হজ্বও আদায় হল না। এই ভুলের সংশোধনের জন্য এর পরিপূরক কোন বদলা নেই। এখন তার উপর আবশ্যক হবে যে, সে পুনরায় মক্কা শরীফে আসবে এবং তাওয়াফে জেয়ারত আদায় করবে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাওয়াফে জেয়ারত করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য তার স্ত্রী বৈধ হবে না। চাই এভাবে বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে থাক। যদি এই ভুল কোন মহিলা করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাওয়াফে জেয়ারত করছেনা সে তার স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। যদি এই ভুল কোন কুমারী মেয়ে করে বসে এবং এ অবস্থায় তার বিয়েও হয়ে যায় তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত সে 'তাওয়াফে জেয়ারত' করে নিবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত সে (তার স্বামীর জন্য) বৈধ হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওয়াফে রুখছত (বিদায়ী তাওয়াফ) প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: তাওয়াফে রুখছত (বিদায়ী তাওয়াফ) করে নিল, তারপর গাড়ী লেইট হয়ে গেল। এখন নামায পড়ার জন্যে মসজিদুল হারামে যেতে পারবে কিনা? আর চলে আসার সময় কি বিদায়ী তাওয়াফ আবার করতে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ! যেতে পারবে। বরং যতবার সুযোগ পাবেন আরো অতিরিক্ত ওমরা ও তাওয়াফ ইত্যাদি করে নিতে পারবেন। দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করা ওয়াজিব নয় কিন্তু করে নেয়া মুস্তাহাব। সদরুশ শরীয়াহ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: ফিরে যাওয়ার (অর্থাৎ সফরের) ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোন কারণে অবস্থান করতে হল; এখন যদি ইকামতের (অর্থাৎ ১৫দিনের বেশী সময় থাকার) নিয়্যত না করে থাকে তাহলে ঐ তাওয়াফই যথেষ্ট, কিন্তু মুস্তাহাব হচ্ছে যে, পূনারায় আবার তাওয়াফ করা যাতে সর্বশেষ কাজ তাওয়াফই হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৫১ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

তাওয়াফে রুখছতের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

প্রশ্ন: যদি হজ্ব শেষে ফেরার দুই দিন পূর্বে জিদ্দা শরীফে যে কোন আত্মীয়ের কাছে থাকার ইচ্ছা আছে এবং এরপর মদীনা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছাকরে তবে তাওয়াফে রুখছত কখন করবে?

উত্তর: জিদ্দা শরীফ গমন করার আগেই করে নিবেন। তাওয়াফে জেয়ারতের পরে যদি কেউ নফলী তাওয়াফ আদায় করে নেয় তবে তাই হবে তাওয়াফে রুখছত। কেননা (মীকাতের বাইরের) বহিরাগত হাজীদের জন্য তাওয়াফে জেয়ারতের (করার) পরেই তাওয়াফে রুখছতের সময় আরম্ভ হয়ে যায়, আর আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রকারের তাওয়াফ সাধারণ নিয়্যতে আদায় হয়ে যায়। সার কথা হল; নিজ দেশে ফেরত আসার পূর্বে তাওয়াফে জেয়ারতের পরে যদি কেউ 'নফলী তাওয়াফ' করে নেই তখনই তার তাওয়াফে রুখছত আদায় হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ বিদায় হওয়ার সময় আফাকী (অর্থাৎ মীকাতের বাইরের) মহিলার হায়েজ চলে আসল, তখন তাওয়াফে রুখছত এর ব্যাপারে কী করবে? এখন কি সেখান অবস্থান করবে নাকি সে দম দিয়ে চলে যাবে?

উত্তরঃ তার উপর এখন আর তাওয়াফে রুখছত ওয়াজিব রইল না। সে নিজ দেশে চলে যেতে পারবে। দম দেওয়ারও তার আর প্রয়োজন হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৫১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ যারা মক্কায়ে মুকাররমা কিংবা জিদ্দা শরীফে অবস্থান করে, তাদের উপরও কি তাওয়াফে রুখছত (বিদায়ী তাওয়াফ) ওয়াজিব?

উত্তরঃ জ্বি না। যারা মীকাতের বাহির থেকে হজ্জে আসে, তাদেরকে 'আফাকী হাজী' বলা হয়। শুধুমাত্র তাদের উপরই তাওয়াফে রুখছুত ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ মদীনাবাসীরা যদি হজ্ব করে বিদায় কালে তাদের তাওয়াফে রুখছত করা ওয়াজিব নাকি নয়?

উত্তরঃ ওয়াজিব। কেননা তারা আফাকী হাজী; মদীনায়ে মুনাওওয়ারা মীকাত থেকে বাইরে অবস্থিত।

প্রশ্নঃ ওমরাকারীদের উপরও কি তাওয়াফে রুখছত ওয়াজিব?

উত্তরঃ জ্বি না। ইহা শুধুমাত্র 'আফাকী হাজীদেরই' জন্য বিদায়কালে ওয়াজিব।

তাওয়াফ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ যে কোন তাওয়াফকালীণ সময়ে ভিড়ের কারণে কিংবা অসতর্কতাবশতঃ কিছুক্ষণের জন্য যদি বুক অথবা পিঠ কা'বা শরীফের দিকে হয়ে যায় তখন কি করবে?

উত্তরঃ তাওয়াফে বুক কিংবা পিঠ কা'বা শরীফের দিকে করে যতটুকু স্থান আপনি অতিক্রম করেছেন, ঐ স্থান সমূহ পুনরায় তাওয়াফ করে দেয়া ওয়াজিব, আর উত্তম এই যে; ঐ চক্করটি আবার নতুনভাবে করে নেয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম করার সময় হাত কতটুকু উঠাবেন?

প্রশ্ন: তাওয়াফে হাজরে আসওয়াদের সামনে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত নাকি নামাযী ব্যক্তির মত কান পর্যন্ত?

উত্তর: এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। **"ফাতোওয়ায়ে হজ্ব ও ওমরা"** নামক কিতাবে আলাদা আলাদা মতামত গুলো উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছে: কান পর্যন্ত হাত উঠানো এটা পুরুষদের জন্য। কেননা তারা নামাযের জন্যও কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকে, আর মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। কেননা তারা নামযের জন্য এতটুকু পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকে। (ফাতোওয়ায়ে হজ্ব ও ওমরা, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: নামাযের মত হাত বেঁধে তাওয়াফ করা কেমন?

উত্তর: (এরূপ করা) মুস্তাহাব নয়, বিরত থাকাই যুক্তিযুক্ত।

তাওয়াফকালীন চক্করের সঠিক সংখ্যা মনে না থাকলে তবে?

প্রশ্ন: যদি তাওয়াফকালীন চক্করের সংখ্যার গণনা ভুলে যায় কিংবা সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ চলে আসে, তখন এই অবস্থার সমাধান কি?

উত্তর: যদি এই তাওয়াফ ফরজ হয় (যেমন: ওমরার তাওয়াফ অথবা তাওয়াফে জেয়ারত) কিংবা ওয়াজিব হয় (যেমন: তাওয়াফে বিদা বা বিদায় তাওয়াফ), তাহলে পুনরায় নতুনভাবে শুরু করবেন। যদি কোন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলে দেয় যে, একটি চক্কর হয়েছে, তাহলে তার কথার উপর আমল করে নেয়া উত্তম, আর যদি দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলে দেয় তাহলে তাদের কথার উপর অব্যশই আমল করবেন। আর যদি এই তাওয়াফ ফরয কিংবা ওয়াজিব এমন না হয়, যেমন: তাওয়াফে কুদুম (কেননা ইহা কিরান হজ্বকারী ও ইফরাদ হজ্বকারীর জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ) কিংবা অন্য কোন নফলী তাওয়াফ তখন এমতাবস্থায় নিজের প্রবল ধরণার ভিত্তিতেই আমল করবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওয়াফে মাঝখানে যদি অযু ভেঙ্গে যায় তখন কী করবে?

প্রশ্ন: যদি তৃতীয় চক্করে অযু নষ্ট হয়ে যায়, আর সে নতুন অযু করতে চলে গেল তখন অযু করে ফিরে এসে সে কিভাবে তাওয়াফ আরম্ভ করবে?

উত্তর: ইচ্ছা হলে সাতটি চক্কর আবার নতুনভাবে শুরু করবে, আর এটারও অনুমতি আছে যে, যে স্থান থেকে ছুটেছে (অর্থাৎ অযু ভঙ্গ হয়েছে) সেখান থেকেই পুনরায় শুরু করবে। চক্কর এর সংখ্যা চার কিংবা তার কমে হল এই হুকুম, আর যদি চার কিংবা তার বেশী চক্কর আদায় করে নেয়ার পরে হয় তখন আর নতুনভাবে করতে পারবে না। যেস্থান থেকে ছুটেছে, সেখান থেকেই আদায় করতে হবে। 'হাজরে আসওয়াদ' থেকেও আরম্ভ করার প্রয়োজন নেই। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

প্রস্রাবের ফোঁটা পড়তে থাকা রোগীর তাওয়াফের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি প্রস্রাবের ফোঁটা পড়তে থাকা ইত্যাদি রোগের কারণে 'শরয়ী মাজুর' বলে সাব্যস্থ হয়, তাহলে তাওয়াফের জন্য তার অযু কতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে?

উত্তর: যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ (ওয়াক্তের) নামাযের সময়সীমা বাকী থাকবে (ততক্ষণ পর্যন্ত তার অযু কার্যকর ভূমিকা রাখবে)। সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: মাজুর ব্যক্তি তাওয়াফ করা কালীণ সময়ে চার চক্কর করার পর যদি নামাযের সময় চলে যায় তাহলে এখন তার জন্য (শরয়ী) নির্দেশ হচ্ছে অযু করে তাওয়াফ করবে। কেননা নামাযের সময় চলে যাওয়ার কারণে মাজুর ব্যক্তির অযু ভেঙ্গে যাবে, আর অযু ব্যতিত তাওয়াফ করা হারাম। এখন (সে) অযু করে বাকী চক্কর গুলো পরিপূর্ণ করবে, আর যদি চার চক্কর করার পূর্বেই (নামযের) ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় তখনও অযু করে বাকী (চক্কর) গুলো পূর্ণ করবে। আর এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে যে, শুরু থেকে পুনরায় (আবার তাওয়াফ) শুরু করা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১০১ পৃষ্ঠা। আল মাসলাকুল মুতাকাযি্যত, ১৬৭ পৃষ্ঠা)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধুমাত্র প্রস্রাবের ফোঁটা চলে আসার কারণে কেউ 'শরয়ী মাজুর' হয়ে যায় না, এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। এর বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৯৯ পৃষ্ঠা সম্বরিত উর্দু কিতাব **'নামাযের আহকাম'** এর ৪৩-৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন।

মহিলারা তাদের ঋতুবর্তীকালীণ সময়ে 'নফল তাওয়াফ' করে ফেললে তবে?

<u>প্রশ্ন</u>: কোন মহিলা যদি ঋতুবর্তীকালীণ সময়ে 'নফল তাওয়াফ' করে ফেলে তাহালে এর হুকুম কি?

<u>উত্তর</u>: গুনাহগার হবে এবং দমও ওয়াজিব হবে। সুতরাং আল্লামা শামী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: নফল তাওয়াফ যদি অপবিত্র অবস্থায় (বিনা গোসলে অথবা মহিলারা ঋতুবর্তীকালীণ সময়ে) করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে, আর যদি বিনা অযুতে করে তাহলে সাদ্কা (ওয়াজিব হবে)। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৬১ পৃষ্ঠা) যদি গোসল অনাদায়ী ব্যক্তি পবিত্র হওয়ার পর এবং অযু বিহীন ব্যক্তি অযু করার পর তাওয়াফ পুনরায় করে নেয়, তাহলে (তার) কাফ্ফারা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে এরূপ করে থাকে তাহলে তাওবা করতে হবে। কেননা ঋতুবর্তী সময় এমনকি অযু ছাড়া তাওয়াফ করা গুনাহ।

<u>প্রশ্ন</u>: তাওয়াফে ৮ম চক্করকে ৭ম মনে করল পরে স্মরণ আসল যে, ইহা ৮ম চক্করই, তখন কি করবে?

<u>উত্তর</u>: এখানেই (ঐ চক্করেই) তাওয়াফ শেষ করে নিবেন। হ্যাঁ! যদি জেনে বুঝে (সে) ৮ম চক্কর করে, তাহলে এটা একটি নতুন তাওয়াফ শুরু হয়ে গেল। এখন এটারও সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। (প্রাগুক্ত, ৫৮১ পৃষ্ঠা)

<u>প্রশ্ন</u>: ওমরার তাওয়াফের এক চক্কর ছুটে গেলে কী কাফ্ফারা আদায় করতে হবে?

<u>উত্তর</u>: ওমরার তাওয়াফ ফরয। ইহার এক চক্করও যদি ছুটে যায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি মোটেও তাওয়াফ না করে থাকে কিংবা অধিকাংশ চক্কর (অর্থাৎ চার চক্কর) ছেড়ে দেয় তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে না বরং তা আদায় করে দেয়া আবশ্যক হবে। (লুবাবুল মানাসিক, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: কিরানকারী কিংবা মুফরিদ হাজী তাওয়াফে কুদুমকে ছেড়ে দিল তখন তার কী শাস্তি?

উত্তর: তার উপর কোন কাফ্‌ফারা নেই। তবে সুন্নাতে মুআক্কাদা ত্যাগকারী হল এবং খুবই মন্দ কাজ করল। (লুবাবুল মানাসিক ওয়াল মাস লাকুল মুতাকায্যিত, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

মসজিদুল হারামের ১ম অথবা ২য় তলা থেকে তাওয়াফ করার মাসআলা

প্রশ্ন: মসজিদুল হারামের ছাদে উঠে তাওয়াফ করা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: যদি মসজিদুল হারামের ছাদে উঠে পবিত্র কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে তাহলে ফরয তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে যদি মাঝখানে কোন দেয়াল ইত্যাদি আড়াল বা পর্দা হিসাবে না দাঁড়ায়। কিন্তু যদি নিচে মাতাফে তাওয়াফ করতে পারার কোন সম্ভাবনা সুযোগ থাকে তাহলে ছাদে উঠে তাওয়াফ করা মাকরুহ, আর তা এ কারণে যে, এ ভাবে তাওয়াফ করলে বিনা প্রয়োজন মসজিদের ছাদে উঠা ও চলাচল করার ব্যাপারটি প্রকাশ পাচ্ছে যা মাকরুহ। এরই সাথে এই অবস্থায় তাওয়াফ করলে কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হওয়ার স্থলে অনেক দূরবর্তী হওয়াটা প্রকাশ পাচ্ছে, আর বিনা কারণে নিজেকে খুব কষ্ট এবং ক্লান্তির মাঝে ফেলাও হচ্ছে। যেহেতু অধিকতর নিকটবর্তী স্থান দিয়ে তাওয়াফ করা উত্তম, আর বিনা কারণে নিজেকে নিজে কষ্টের মাঝে পতিত করা নিষেধ। হ্যাঁ! যদি নিচে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে অথবা সুযোগ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় তবে ছাদে উঠে তাওয়াফ করা কোন ধরণের মাকরুহ ছাড়া জায়েয। وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

(মাহানামা আশরাফিয়্যা, জুন সংখ্যা ২০০৫ইং, ১১তম ফকীহ সেমিনার, ১৪ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওয়াফ চলাকালীণ উঁচু আওয়াজে মুনাজাত করা কেমন?

প্রশ্নঃ তাওয়াফ করা কালীণ সময়ে উঁচু আওয়াজে দোআ, মুনাজাত অথবা না'ত শরীফ ইত্যাদি পড়া কেমন?

উত্তরঃ এতটুকু আওয়াজে পড়া, যাদ্বারা অন্য তাওয়াফকারী অথবা নামাযী ব্যক্তির সমস্যা হয় তবে তা মাকরূহে তাহরীমি। না-জায়েয ও গুনাহ। অবশ্য কারো কষ্ট না হয় এমন ধরনের গুনগুন করে অর্থাৎ নিম্নস্বরে পড়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে ঐ সকল সাহেবরা খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন যাদের মোবাইল ফোন থেকে তাওয়াফ করাকালীণ সময়ে রিংটোন সর্বদা বাজতেই থাকে, আর এইদিকে ইবাদত কারীদের খুবই বিরক্ত ও পেরেশান করতে থাকে। তাদের সকলের উচিত তারা যেন তাওবা করে নেয়। স্মরণ রাখবেন! এই হুকুম (বিধান) শুধুমাত্র 'মসজিদুল হারামের' ক্ষেত্রে নয় বরং সকল মসজিদ এমনকি সকল স্থানের জন্য প্রযোজ্য, আর মিউজিক্যার টোন মসজিদ ছাড়াও (সর্বদা) না-জায়েয।

ইজতিবা ও রমল প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ যদি সাঈ এর পূর্বে কৃত তাওয়াফের প্রথম চক্করে রমল করা ভুলে যায় তখন কি করতে হবে?

উত্তরঃ রমল শুধু প্রথম তিন চক্করেই সুন্নাত। সাত চক্করেই (রমল) করা মাকরুহ। তাই যদি প্রথমটিতে করা না হয় তাহলে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়তে করে নিবেন, আর যদি প্রথম দুই চক্করে করা না হয় তখন শুধু তৃতীয়টিতে করে নিবেন এবং যদি প্রথম তিনটিতে না করা হয়, তখন অবশিষ্ট চার চক্করেও করতে পারবেন না।

(দুরের মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ যে তাওয়াফে ইজতিবা ও রমল করার কথা ছিল তাতে করল না, তখন তার কাফ্‌ফারা কি হবে?

উত্তরঃ কোন কাফ্‌ফারা নেই। অবশ্য একটি মহা সুন্নাত (আদায়) হতে আপনি বঞ্চিত হলেন।

প্রশ্নঃ যদি কেউ সাত চক্করেই রমল করে নেয় তবে?

উত্তরঃ মাকরুহে তানযিহী। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু কোন জরিমানা ইত্যাদি নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাঈ প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: হাজী সাহেব একেবারে সাঈই করল না এবং নিজ দেশে চলে গেল, তখন কি করবে?

উত্তর: হজ্বের সাঈ ওয়াজিব। যে মোটেও সাঈ করল না কিংবা চার অথবা তার অধিক চক্কর ছেড়ে দিল তার উপর দম ওয়াজিব হবে, আর যদি তার কমসংখ্যক চক্কর ছেড়ে দেয় তখন সে প্রতিটি চক্করের পরিবর্তে সদকা দিয়ে দিবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যার হজ্বের সাঈ অনাদায়ী রয়ে যায়, আর এ অবস্থায় দেশে চলে যায় এবং দমও না দিয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে সুযোগ করে দিল এবং ২ বছর পর আবার হজ্ব করার সৌভাগ্য নসীব হয়। এখন রয়ে যাওয়া সাঈ করতে পারবে কি পারবে না?

উত্তর: করতে পারবে এবং দমও রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ভেবে সাঈনা করে দেশে চলে যাবে না যে, পরবর্তীতে আবার এসে করে নিব। কেননা জীবনের কোন ভরসা নেই, আর জীবিত থাকলেও পুনরায় হাজির হওয়াটা অনিশ্চিত।

প্রশ্ন: কেউ হজ্বের সাঈর চারটি চক্কর করল এবং ইহরাম খুলে দিল, অর্থাৎ হলক ইত্যাদি করিয়ে নিল, এখন সে কি করবে?

উত্তর: সে তিনটি সদকা আদায় করবে। হ্যাঁ যদি হলক ইত্যাদির পরেও থেকে যাওয়া সাঈ আদায় করে নেয়, তাহলে কাফ্ফারা রহিত হয়ে যাবে। স্মরণ রাখবেন! সাঈর জন্যে হজ্বের সময়কাল কিংবা ইহরাম শর্ত নয়। সে যদি আদায় না করে থাকে তাহলে জীবনে যে কোন সময় আদায় করে নিলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। (আদায় করার পর কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই)

প্রশ্ন: যদি তাওয়াফের পূর্বেই সাঈ করে নেয়, তখন কি করা চাই?

উত্তর: সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: সাঈর জন্য শর্ত হচ্ছে যে, সারা তাওয়াফ অথবা তাওয়াফের অধিকাংশের পরেই হওয়া, তাই যদি তাওয়াফের পূর্বে অথবা তাওয়াফের তিন চক্করের পরে সাঈ করে নেয়, তাহলে (আদায়) হবে না এবং সাঈর পূর্বে ইহরাম (পরিহিত অবস্থায়) হওয়াও শর্ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চাই তা হজ্বের ইহরাম হোক কিংবা ওমরার, ইহরামের পূর্বে সাঈ হতেই পারে না, আর হজ্বের সাঈ যদি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পূর্বে করে নেয় তাহলে সাঈর সময়েও ইহরাম হওয়া শর্ত, আর উকুফে আরাফার পরে করলে তাহলে সুন্নাত হল যে, ইহরাম খুলে ফেলা অবস্থায় হওয়া এবং ওমরার সাঈতে ইহরাম ওয়াজিব অর্থাৎ যদি তাওয়াফের পর মাথা মুন্ডিয়ে নেয় অতঃপর সাঈ করে নেয় তাহলে সাঈ হয়ে গেল কিন্তু যেহেতু ওয়াজিব ছুটে গেছে সেহেতু দম ওয়াজিব হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১০৯ পৃষ্ঠা)

স্ত্রীকে চুমু খাওয়া কিংবা স্পর্শ করা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে স্পর্শ করা কেমন?

উত্তরঃ স্ত্রীকে কামবাসনা ছাড়া স্পর্শ করা বৈধ। তবে উত্তেজনা বশতঃ হাতে হাত রাখা কিংবা শরীর স্পর্শ করা হারাম। যদি কামবাসনা সহ চুমু ও স্পর্শ করল কিংবা শরীরকে স্পর্শ করল তাহলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। এই কাজগুলো চাই স্ত্রীর সাথে হোক অথবা কোন আমরদ (সুদর্শণ বালক) এর সাথে হোক, উভয়টির হুকুম একই। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা) যদি মুহরিমা মহিলারও পুরুষের এই ধরনের কাজে স্বাদ, মজা, তৃপ্তি অনুভব হয়, তাহলে তাকেও দম দিতে হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ যদি কল্পনা দৃঢ় হয়ে যায় কিংবা লজ্জাস্থানের দিকে নজর পড়ে যায় এবং বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে তার কাফ্ফারা কি হবে?

উত্তরঃ এই অবস্থায় এর কোন কাফ্ফারা নেই। (আলগিরী, ১ম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)। তবে বাকী রইল ঐ কথা যে, হারামকৃত মহিলা অথবা আমরদ (সুদর্শন বালক) এর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের নোংড়া কল্পনা করা। এসব কাজ ইহরাম ছাড়াও হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। এমনকি এই ধরনের নোংড়া কুমন্ত্রনা যদি এসেও পড়ে তাহলে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ এর দ্বারা তৃপ্তি অনুভব না করে খুবদ্রুত নিজের দৃষ্টি কিংবা মনোভাবকে ফিরিয়ে নিন। অনুরূপভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

প্রশ্নঃ যদি স্বপ্নদোষ হয়ে যায় তখন কি করবে?

উত্তরঃ কোন কাফ্ফারা নেই। (আলগিরী, ১ম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: যদি (আল্লাহ না করুক) কোন মুহরিম হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয় তখন তার কাফ্ফারা কি?

উত্তর: যদি এমতাবস্থায় বীর্যপাত ঘটে যায় তবে দম ওয়াজিব হবে। অন্যথায় মাকরূহ হবে। (প্রাগুক্ত) ইহরাম অবস্থায় হোক বা না হোক এই ধরনের কাজ সর্বাবস্থায় অবৈধ ও হারাম হবে এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেছেন: যে ব্যক্তি হস্তমৈথুন করে, যদি সে তাওবা করা ছাড়া মারা যায় তাহলে কিয়ামতের দিন সে এই অবস্থায় উঠবে যে, তার উভয় হাতের তালুদ্বয় গর্ভবতী (মহিলার পেটের ন্যায়) হবে। যার কারণে অসংখ্য লোকের জন সমুদ্রে তার খুব মানহানি হবে (লজ্জা হবে)। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

ইহরাম অবস্থায় আমরদের সাথে মুসাফাহা করল এবং ......?

প্রশ্ন: যদি কেউ কোন আমরদ তথা সুন্দর আকর্ষনীয় বালকের সাথে মুসাফাহা করল, আর তা দ্বারা কামবাসনা জাগ্রত হল তখন তার শাস্তি কি?

উত্তর: তার উপর দম ওয়াজিব হবে, আর এক্ষেত্রে আমরদ[২৪] ও আমরদ নয় এরূপ কোন শর্ত নেই। যদি উভয়ে কামবাসনার হয়, আর অপর ব্যক্তিও মুহরিম হয়, তখন তার উপরও দম ওয়াজিব হবে।

---

[২৪] ঐ বালক কিংবা পুরুষ যাকে দেখলে কিংবা স্পর্শ করলে কামবাসনা জাগ্রত হয়, ইহরামে হোক বা না হোক এমতাবস্থায় তার থেকে দূরে সরে থাকা আবশ্যক। যদি মুসাফাহা করার করণে কিংবা স্পর্শ করার কারণে কিংবা তার সাথে আলোচনা করারদ্বারা কামবাসনা উত্তেজিত হয় তখন তার সাথে উপরোক্ত কাজগুলো করা জায়েজ নেই। এর ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দূ রিসালা **"কওমে লূত কি তাবাহকারিয়া"** অধ্যয়ণ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্বামী-স্ত্রী হাতে হাত রেখে চলা

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হাত ধরে তাওয়াফ অথবা সাঈ করার সময় যদি উত্তেজনা চলে আসে তবে?

উত্তর: যার উত্তেজনা চলে আসে তার উপর দম ওয়াজিব। যদি উভয়ের আসে তবে উভয়ের উপর ওয়াজিব। যদি ইহরাম পরিহিত পুরুষেরা একে অপরের হাত ধরে চলার ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

স্ত্রী সঙ্গম প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: স্ত্রী সহবাসের কারণে কি হজ্ব ভঙ্গও হয়ে যেতে পারে?

উত্তর: উকুফে আরাফাতের পূর্বে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে তখন হজ্জ ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর সে ঐ হজ্বকে হজ্বের ন্যায় পূর্ণ করে দম দিবে এবং পরবর্তী বছর কাযা করে দিবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা) আর যদি মহিলাও হজ্বের ইহরামে হয় তাহলে তার উপরও ঐ কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে। যদি এই বিপদে পুনরায় পড়ার ভয় হয় তাহলে এটাই উপযুক্ত হবে যে, কাযা করার সময় ইহরামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উভয়ে এমনিভাবে পৃথক থাকবে যেন একে অপরকে না দেখে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি কেউ মাসআলা জানা না থাকার কারণে অথবা ভুলে স্ত্রী সঙ্গম করে নিল তখন কি করবে?

উত্তর: ভুল করে হোক কিংবা না জেনে স্ত্রী সহবাস করে ফেলল অথবা জেনে বুঝে নিজ ইচ্ছায় (তা) করে নিল, কিংবা বাধ্য হয়ে স্ত্রী সঙ্গম করল সর্বাবস্থায় একই হুকুম। বরং অন্য মজলিশেও যদি দ্বিতীয়বার স্ত্রী সঙ্গম করে থাকে, তখন দ্বিতীয় বার দম আবশ্যক হবে। হ্যাঁ! হজ্ব পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে নেয়ার পর স্ত্রী সঙ্গম করার দ্বারা দম আবশ্যক হবে না।

প্রশ্ন: স্ত্রী সঙ্গম করার কারণে কি হাজীর ইহরাম শেষ হয়ে যায়?

উত্তর: জ্বি না। ইহরাম নিয়মানুযায়ী অবশিষ্ট থাকবে। যে কাজ মুহরিমের জন্য না-জায়িয। তা এখনও (তার জন্য) না-জায়িয, আর অনুরূপ সকল আহকামই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭৫ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ যদি হজ্ব ভঙ্গ হয়ে যায়, আর ঐ সময়ই সে ঐ বছরের হজ্ব পালনের জন্য নতুন ইহরাম বেঁধে নেয় তবে?

উত্তরঃ এই নিয়ম পালনে না সে কাফ্ফারা থেকে মুক্তি পাবে, না এ বছরের তার হজ্ব আদায় হবে। কেননা তা তো নষ্ট হয়ে গেছে। সর্বোপরি কথা হল, সে আগামী বছর হজ্ব কাযা দেওয়া থেকে মুক্তি পাবে না। (প্রাগুক্ত)

প্রশ্নঃ তামাত্তুকারী ওমরা করে ইহরাম খুলে নিল, আর এদিকে হজ্বের আহকাম পালণের দিনগুলো শুরু হতে এখনো কয়েক দিন বাকী আছে, তাহলে কি সে তার স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে বাস করতে পারবে? নাকি পারবে না?

উত্তরঃ যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে হজ্বের ইহরাম পরিধান করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত পারবে।

প্রশ্নঃ যদি ওমরার ইহরাম বাঁধার পর তাওয়াফ ইত্যাদির পূর্বে স্ত্রী সঙ্গম করে নিল তখন তার কাফ্ফারা কি হবে?

উত্তরঃ ওমরার মধ্যে তাওয়াফের চার চক্কর পূর্ণ করে নেয়ার পূর্বে যদি স্ত্রী সঙ্গম করে নেয় তখনই তার ওমরা ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে ওমরা পুনরায় করবে এবং তার দমও দিতে হবে, আর যদি চার চক্কর কিংবা পূর্ণ তাওয়াফের পরে স্ত্রী সঙ্গম করে তখন শুধু দম ওয়াজিব হবে, ওমরা বিশুদ্ধ ভাবে আদায় হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ যদি ওমরাকারী তাওয়াফ ও সাঈর পরে শুধুমাত্র মাথা মুন্ডানোর পূর্বে স্ত্রী সঙ্গম করে থাকে, তাহলে তো কোন শাস্তি নেই?

উত্তরঃ কেন শাস্তি থাকবে না। এখনও দম ওয়াজিব হবে। হলক কিংবা কসর করে নেয়ার পরই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নখ কাটা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: মাসআলা জানা ছিল না, আর উভয় হাতের কিংবা উভয় পায়ের নখ কেটে নিল, এখন কি হবে? যদি কাফ্‌ফারা থেকে থাকে তবে তাও বলে দিন?

উত্তর: জানা বা না জানা এখানে কোন ওজর (বাধ্যগতকারণ) হিসেবে গণ্য হবে না। চাই আপনি ভুল করে অপরাধ করুন কিংবা জেনে শুনে নিজ ইচ্ছায় করেন কিংবা কেউ বাধ্য করে করিয়ে থাকে প্রত্যেক অবস্থাতেই কাফ্‌ফারা দিতে হবে। সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: এক হাত এক পায়ের পাঁচটি নখ কাটলে অথবা বিশটি নখ সব এক সাথে কাটলে একটি দম দিতে হবে, আর কেউ যদি হাত অথবা পায়ের সম্পূর্ণ পাঁচটি কাটেনি তাহলে প্রতিটি নখের বিনিময়ে একটি করে সাদ্‌কা দিবে। এমনকি যদি হাত-পা চারটির চারটি করে করে নখ কাটে তাহলে ষোলটি সাদ্‌কা দিবে। কিন্তু যদি সাদ্‌কার মূল্য একটি দমের বরাবর হয়ে যায়, তাহলে কিছুটা কমিয়ে নিবে অথবা দম দিবে, আর যদি এক হাত অথবা এক পায়ের পাঁচটি নখ একই বৈঠকে এবং অন্য পাঁচটি অপর একটি বৈঠকে কাটে তাহলে দুইটি দম আবশ্যক হবে, আর হাত-পা চারটির নখ চারটি বৈঠকে কাটে তাহলে চারটি দম (দিতে হবে)।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭২ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: নখ যদি দাঁত দিয়ে কেটে থাকে তাহলে এর শাস্তি কি?

উত্তর: আপনি চাই নখ ব্লেইড দিয়ে কাটুন কিংবা ছুরি দিয়ে কিংবা নেইল কাটার দিয়ে কিংবা দাঁত দিয়ে, সবকটির একই হুকুম।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মুহরিম ব্যক্তি অন্যের নখ কেটে দিতে পারবে, কি পারবে না?

উত্তর: কাটতে পারবে না। এর ক্ষেত্রে ঐ হুকুমই প্রযোজ্য হবে যা অন্যের (মাথার) চুল মুন্ডিয়ে বা কেটে দেয়ার কারণে হয়ে থাকে।

(আল মাসলাকুল মুতাকাসি্সত লিলক্বারী, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চুল কাটা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: যদি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কোন মুহরিম ব্যক্তি নিজের দাড়িকে কর্তন করে নিলেন তখন তার শাস্তি কি?

উত্তর: দাড়ি মুন্ডানো কিংবা ছেটে ছোট করে ফেলা এমনিতেই হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ, আর ইহরামকালীন তা অত্যাধিক হারাম। তবে ইহরামকালীন মাথার চুলও কাটতে পারে না। সর্বোপরি ইহরামের হুকুমের ব্যাপারে সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: যদি মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কিংবা দাড়ির এক চতুর্থাংশ চুল কিংবা তার চেয়ে বেশী যে কোন পন্থায় কেটে নেয় তখন তার উপর দম ওয়াজিব হবে, আর এক চতুর্থাংশের কমে হলে সদকা দিতে হবে এবং যদি টাক থাকে অথবা দাড়িতে লোম কম থাকে, আর তা যদি এক চতুর্থাংশের সমপরিমাণ হয় তাহলে ঐ পরিপূর্ণ অংশের জন্য দম অন্যথায় সাদ্‌কা দিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে অল্প অল্প চুল নিলে, তবে তার সমষ্টি যদি এক চতুর্থাংশের সমপরিমাণ হয় তবে দম দিতে হবে অন্যথায় সাদ্‌কা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭০ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মহিলারা নিজের চুল তুলে নিতে পারবে কিনা?

উত্তর: না। মহিলারা যদি পূর্ণ মাথা কিংবা এক চতুর্থাংশ মাথার চুল এক দাগ পরিমাণ তুলে নেয়, তাহলে দম দিতে হবে, আর তার চেয়ে কম হলে সাদ্‌কা দিবে।

প্রশ্ন: কোন মুহরিম ব্যক্তি নিজ গর্দান বা বগল অথবা নাভীর নিচের চুল তুলে নিবে এর কি হুকুম হবে?

উত্তর: সম্পূর্ণ গর্দান অথবা পরিপূর্ণ এক বগলে দম দিতে হবে, আর এর কম হলে সাদ্‌কা (ওয়াজিব হবে)। যদিও তা অর্ধেক অথবা তার চেয়ে বেশী হয়, আর একই হুকুম নাভীর নিচের লোমের ক্ষেত্রেও। উভয় বগল সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে নিলেও একটি মাত্র দম (দিতে হবে)।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭০ পৃষ্ঠা। দুররে মুহতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৫৯ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ মাথা, দাড়ি, বগল ইত্যাদি এক সঙ্গে একই মজলিশে মুন্ডিয়ে নিল, তখন কতটি কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে?

উত্তরঃ মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরের চুল একই মজলিশে মুন্ডিয়ে নিলে তবে একটি মাত্র দম ওয়াজিব হবে, আর যদি প্রত্যেক অঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে মুন্ডানো হয় তখন যত মজলিশ তত সমপরিমাণ কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৫৯-৬৬১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ যদি ওযু করতে চুল (বা দাড়ি) ঝড়ে পড়ে, তার জন্যও কি কাফ্‌ফারা দিতে হবে?

উত্তরঃ কেন দিতে হবে না! অবশ্যই দিতে হবে। ওযু করার সময়, চুলকালে কিংবা আঁচড়াতে গিয়ে যদি দুই কিংবা তিনটি চুল পড়ে যায় তখন প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে একটি মিঠা আনারস কিংবা একেকটি রুটির টুকরা কিংবা একটি খেজুর গাছ খাইরাত করবে, আর তিনের অধিক হলে সদকা দেয়া আবশ্যক হবে।

প্রশ্নঃ যদি খাদ্য রান্না করার সময় চুলার গরমে কিছু চুল জ্বলে গেল। তখন কি করবে?

উত্তরঃ সদকা প্রদান করতে হবে। (প্রাগুপ্ত)

প্রশ্নঃ গোঁফ পরিস্কার করলে তার কাফ্‌ফারা কি?

উত্তরঃ গোঁফ যদি সম্পূর্ণ কর্তন করে নেয় কিংবা মুন্ডিয়ে নেয়। তাহলে সদকা প্রদান করতে হবে।

প্রশ্নঃ যদি সিনার চুল মুন্ডিয়ে নেয় তখন কি করবে?

উত্তরঃ মাথা, দাঁড়ি, গর্দান, বগল এবং নাভীর নিচের চুল ব্যতীত বাকী অঙ্গের চুল মুন্ডিয়ে ফেললে শুধু সদকা আবশ্যক হবে।

প্রশ্নঃ চুল পড়ে যাওয়ার রোগ হল কিংবা চুল নিজে নিজে পড়ে যায়। তখন তার প্রসঙ্গে কোন ছাড় আছে কিনা?

উত্তরঃ যদি হাত লাগানো ব্যতীত নিজে নিজে চুল পড়ে যায়। এরকম যদি নিজে নিজে সব চুলও পড়ে যায়। তখন কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ মুহরিম ব্যক্তি অপর মুহরিমের মাথা মুন্ডিয়ে দিল তখন তার শাস্তি কি?

উত্তরঃ যদি ইহরাম খুলে নেয়ার সময় হয়, তখন তারা একে অন্যের চুল মুন্ডিয়ে দিতে পারবে, আর যদি ইহরাম খুলে নেয়ার সময় এখনও হয়নি তখন তার জন্য কাফ্‌ফারার ধরন ভিন্ন রয়েছে। যদি এক মুহরিম অপর মুহরিমের মাথা মুন্ডিয়ে দিল। তখন যার মাথা মুন্ডাল তার উপর কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে, আর মুন্ডনকারীর উপর সদকা আবশ্যক হবে এবং যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি অপর গাইরে মুহরিম ব্যক্তির মাথা মুন্ডিয়ে দিল। কিংবা গোফ কেটে দিল। কিংবা নখ কেটে দিল তখন কোন মিসকীনকে খাইরাত দিবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪২, ১১৭১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ গাইরে মুহরিম ব্যক্তি মুহরিমের মাথা মুন্ডাতে পারে কিনা?

উত্তরঃ সময় হওয়ার পূর্বে পারবে না। তবুও মুন্ডিয়ে নিলে মুহরিমকে কাফ্‌ফারা আর গাইরে মুহরিমকে অবশ্যই সদকা প্রদান করতে হবে।

প্রশ্নঃ যদি হেয়ার ক্লিনার বা ক্রিম দিয়ে চুল উঠালে এর কি হুকুম?

উত্তরঃ বাহারে শরীয়াতে উল্লেখ রয়েছেঃ চুল মুন্ডানো, কাটা অথবা কিছু দিয়ে চুল উঠানো সব কিছুর একই হুকুম। (প্রাগুপ্ত)

সুগন্ধি প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ ইহরামকালীন আতরের শিশি হাতে নিলে, হাতে সুগন্ধি লেগে গেল তখন তার কাফ্‌ফারা কি?

উত্তরঃ যদি মানুষেরা দেখে বলেন যে, আপনার অনেক আতর লেগে গেছে যদি অঙ্গের কোন ছোট অংশেও লেগে থাকে দম আবশ্যক হবে। আর সামান্য আতর লেগে গেলে সদকা আবশ্যক হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ মাথায় যদি সুগন্ধিময় তৈল দিয়ে দেয় তখন কি করবে?

উত্তরঃ যদি কোন বড় অঙ্গে যেমনঃ রান, মুখ, হাত কিংবা অন্য অঙ্গে আর সে সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে যায়। সুগন্ধিময় তৈল দ্বারা হোক কিংবা আতর দ্বারা তার উপর দম ওয়াজিব হবে। (প্রাগুপ্ত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: বিছানা কিংবা ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লেগে গেল। কিংবা অন্য কেউ লাগিয়ে দিল। তখন কি করবেন?

উত্তর: সুগন্ধি কত পরিমাণ হয় দেখা যাবে। অধিক হলে দম ওয়াজিব হবে, আর কম হলে সদকা আবশ্যক হবে।

প্রশ্ন: যে রুম থাকার জন্য পাওয়া গেল তাতে কার্পেট, বিছানা, বালিশ, চাদর ইত্যাদি সুগন্ধিময় হলে কি করবে?

উত্তর: মুহরিম ঐ জিনিসের ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকবে। যদি (মুহরিম) সর্তক না থাকে আর এই সুগন্ধি থেকে সুগন্ধ ছুটে শরীর এবং ইহরামের উপর লেগে গেল তবে অধিক হওয়া অবস্থায় দম দিতে হবে। আর কম হলে সদকা ওয়াজিব হবে। আর যদি না লাগে তবে কোন কাফ্ফারা নেই। কিন্তু এরূপ অবস্থায় বেঁচে থাকা উত্তম। মুহরিমের উচিত যে, ঘরের মালিককে রুম পরিবর্তনের জন্য বলে। এটাও হতে পারে যে, মেঝে ও বিছানার উপর কোন সুগন্ধিবিহীন চাদর বিছিয়ে নেয়, বালিশের ভিজা কভার পরিবর্তন করে নেয় অথবা এটাকে কোন সুগন্ধিবিহীন চাদর দিয়ে জড়ায়ে নিবে।

প্রশ্ন: যে সুগন্ধি ইহরামের নিয়্যত করার পূর্বে শরীর কিংবা ইহরামের চাদরে লাগানো হয়েছিল। ইহরামের নিয়্যত করার পর সেই সুগন্ধিকে দূর করে নেয়া আবশ্যক হবে কিনা?

উত্তর: দূর করতে হবে না। সদরুশ শরীয়াহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: ইহরামের পূর্বে শরীরে খুশবু লাগিয়ে ছিল, ইহরামের পর তা ছড়িয়ে অন্য অংঙ্গে লেগে গেলেও কাফ্ফারা নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: ইহরামের নিয়্যতের পূর্বে গলাতে যে ব্যাগ ছিল এর মধ্যে অথবা বেল্টের পকেটে আতরের বোতল ছিল। নিয়্যতের পর মনে পড়লে তা বের করা আবশ্যক নাকি রাখা যাবে? যদি এই বোতলের সুগন্ধ হাতে লেগে গেল, তবুও কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর: ইহরামের নিয়্যতের পর ঐ আতরের শিশি ব্যাগ অথবা বেল্ট থেকে বের করা আবশ্যক নয়। আর পরবর্তীতে ঐ বোতলের সুগন্ধ হাত ইত্যাদিতে লেগে গেলে তবে কাফ্ফারা আবশ্যক; কেননা এটা এমন সুগন্ধি নয় যা ইহরামের নিয়্যতের পূর্বে কাপড় বা শরীরে লাগানো হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: নিয়্যতের পূর্বে জানলাম, যে ব্যাগ পরিহিত ছিল তা সুগন্ধীময় ছিল আবার এর ভিতর সুগন্ধি রুমাল বা সুগন্ধি তাসবীহ্ ইত্যাদি ছিল। এগুলো মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে কিনা?

উত্তর: এ বস্তুসমূহের সুগন্ধ ইচ্ছাকৃতভাবে ঘ্রাণ নেয়া মাকরূহ। আর এমন সর্তকতার সাথে ব্যবহারের অনুমতি আছে যে, যদি এর সিক্ততা অবশিষ্ট থাকে, তবে তা যেন ইহরাম এবং শরীরে না লাগে। তবে তাসবিহ্ এর ক্ষেত্রে এরূপ সর্তকতা অবলম্বন করা নিতান্ত কঠিন বরং রুমালের ক্ষেত্রেও বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে থাকে। সুতরাং এসব ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই কল্যাণ।

প্রশ্ন: যদি দুই তিনটা অতিরিক্ত সুগন্ধি চাদর নিয়্যতের পূর্বে কোলে রেখে নেয় বা পরিধান করে নেয় পরে ইহরামের নিয়্যত করে। নিয়্যতের পর অতিরিক্ত চাদর সরিয়ে দেয়, আবার একই ইহরাম অবস্থায় ঐ চাদর এর ব্যবহার এর হুকুম কি?

উত্তর: যদি সিক্ততা অবশিষ্ট থাকে তবে তা ব্যবহারের অনুমতি নেই, আর যদি সিক্ততা শেষ হয়ে যায় শুধু সুগন্ধ থেকে যায় তবে ব্যবহার করা যাবে কিন্তু মাকরূহে তানযিহী হবে। সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: যদি ইহরামের পূর্বে সুগন্ধিযুক্ত করেছিল, আর তা ইহরামে পরিধান করলে তা মাকরূহ। কিন্তু কাফ্ফারা নেয়।

প্রশ্ন: স্বপ্নদোষ হয়ে গেল কিংবা যে কোন কারণে ইহরামের একটি চাদর কিংবা উভয়টি নাপাক হয়ে গেল। তবে অন্য দুটি চাদর বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু তাতে পূর্বেকার সুগন্ধি লেগে আছে। তখন এই চাদরদ্বয় পরিধান করতে পারবে কিনা?

উত্তর: যদি আদ্রতা ও জড়তা এখনো অবশিষ্ট আছে। চাদরগুলো পরিধানে কাফ্ফারা অবশ্য দিতে হবে, আর যদি জড়তা শেষ হয়ে যায় শুধু সুগন্ধি রয়ে যায় তবে মুহরিম ঐ চাদর ব্যবহার করতে পারবে। অবশ্য বিনাকারণে এরূপ চাদর ব্যবহার করা মাকরূহে তানযিহী। ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বর্ণনা করেন: যে কাপড়ে জড়তা থেকে যায় তা ইহরমে পরিধান করা নাজায়েয। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা) বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: যদি ইহরামের পূর্বে সুগন্ধিযুক্ত ছিল, আর ইহরাম পরিধান করল তবে মাকরূহ কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৫ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিতে গিয়ে বা রুকনে ইয়ামানি থেকে আসতে বা মুলতাযিমে শু'তে গিয়ে যদি সুগন্ধি লেগে যায়। তখন কি করবে?

উত্তর: যদি অত্যাধিক লেগে যায় তখন দম দিতে হবে। আর যদি অল্প লেগে যায় তখন সদকা দিতে হবে। (প্রাগুক্ত, ১১৬৪ পৃষ্ঠা) (যেখানে সুগন্ধি লেগে যাওয়ার কথা রয়েছে সেখানে সুগন্ধি কম নাকি বেশী তা অন্যের মাধ্যমে ফয়সালা করাতে হবে। যেহেতু বেশী খুশবু লাগার কারণে দম দিতে হবে, সেহেতু হতে পারে আপন নফস বেশী খুশবুকেও কম মনে করবে।

প্রশ্ন: কোন মুহরিম সুগন্ধিময় ফুলের ঘ্রাণ নিতে পারে কিনা?

উত্তর: না, মুহরিম জেনে শুনে সুগন্ধি অথবা সুগন্ধিময় বস্তুর ঘ্রাণ নেয়া মাকরূহে তানযিহি তবে কাফ্ফারা দিতে হবে না। (প্রাগুক্ত, ১১৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: রান্না করা হয়নি এমন এলাচি অথবা রূপার মত পাতা বিশিষ্ট এলাচিদানা খাওয়া কেমন?

উত্তর: হারাম। যদি নিরেট সুগন্ধি যেমন: মুশ্ক, জাফরান, লং, এলাচি, দারুচিনি এত পরিমাণ খেল যে মুখের অধিকাংশে লেগে গেল। তবে দম ওয়াজিব হলো, আর কম হলে সদকা।

প্রশ্ন: সুগন্ধিময় জর্দা, বিরয়ানী, কোর্মা, সুগন্ধিময় সুপ, সুপারি, ক্রিমযুক্ত বিস্কিট, টপি ইত্যাদি খেতে পারবে কিনা?

উত্তর: যে খুশবু খাওয়ার মধ্যে পাকানো হয়েছে। চাই তা থেকে এখনো খুশবু আসুক তা আহার করায় কোন অসুবিধা নেয়। অনুরূপভাবে খাবার রান্নার সময় ঢালা হয়নি; পরবর্তীতে উপরে ঢেলে দেয়া হয়েছিল কিন্তু এখন এর গন্ধ চলে গেল তা খাওয়াও জায়েয। যদি রান্না ছাড়া খুশবু খাবার অথবা মানজুন ইত্যাদি ঔষধে মিলিয়ে দেয়া হলে, তবে এখন তার (সুগন্ধির) অংশ বিশেষ থেকে বেশী, তবে এটা নিখুঁত খুশবুর হুকুমে। আর এতে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সুতরাং খুশবু মুখের অধিকাংশ স্থানে লাগলে দম, আর কম লাগলে সদকা। আর যদি খাদ্য ইত্যাদির পরিমাণ অধিক অন্যদিকে খুশবু কম হলে, কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। হ্যাঁ! নিরেট খুশবুর ঘ্রাণ আসলে মাকরূহে তানযিহী হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: সুগন্ধিময় শরবত, ফ্রুট, জুস, ঠান্ডা পানিয় ইত্যাদি পান করা কেমন?

উত্তর: যদি নিরেট খুশবু যেমন: চন্দন ইত্যাদি শরবত হয় তবে ঐ শরবত তো রান্না করেই তৈরী হয়, সুতরাং পান করার অনুমতি আছে। আর যদি এর ভিতরে সুগন্ধি সৃষ্টি করার জন্য কোন বস্তু (Essense) ঢালে তবে আমার জানা মতে এগুলো ঢালার পদ্ধতি এরূপ যে রান্নাকৃত শরবতে তা ঠান্ডা হওয়ার পর ঢালা হয়ে থাকে। আর অবশ্য এটা খুবই অল্প পরিমাণ হয়ে থাকে। এ শরবতের হুকুম হলো। যদি তাতে তিন বার বা এর বেশী পান করলে দম দিতে হবে অন্যথায় সদকা। বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: পান করার জিনিসে যদি সুগন্ধি মিলানো হয়, যদি সুঘ্রাণ প্রাধান্য পায়, তবে দম দিতে হবে আর কম হলে তা তিন বা এর চেয়ে বেশী পান করলে দম অন্যথায় সদকা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মুহরিম ব্যক্তি নারিকেল তৈল ইত্যাদি মাথায় লাগাতে পারে কিনা?

উত্তর: কোন ক্ষতি নেই। তবে জয়তুন জাতীয় তৈল খুশবুর অন্তর্ভূক্ত। যদিও তাতে খুশবু না থাকে। ইহা শরীরে লাগাতে পারবে না। হ্যাঁ ইহা খাদ্যে, নাকে দেওয়া, আঘাতে লাগানো আর কানে দেওয়াতে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। (প্রাগুক্ত, ১১৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় চোখে সুরমা লাগানো কেমন?

উত্তর: ইহা হারাম হবে। সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: খুশবুযুক্ত সুরমা এক বা দু'বার লাগালে সদকা দেবে এর বেশী হলে দম, আর যে সুরমাতে খুশবু নেই, তা ব্যবহারে ক্ষতি নেয়। তবে তা যেন প্রয়োজনীয় অবস্থায় হয়। বিনা কারণে মাকরূহ (খেলাফে আওলা)। (প্রাগুক্ত, ১১৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: খুশবু লাগালেন আর কাফ্‌ফারাও দিয়ে দিলেন তখন ঐ খুশবু লাগিয়ে রাখবেন কিনা?

উত্তর: খুশবু লাগানো যখন অপরাধ হল। ইহাকে শরীর কিংবা কাপড় থেকে দূর করে দেয়াও ওয়াজিব হবে। আর কাফ্‌ফারা আদায় করার পরে যদি তা দূর করে দেয়া না হয়, তখন পুনরায় দম ইত্যাদি ওয়াজিব হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ১১৬৬ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি সাবানের ব্যবহার

প্রশ্ন: বড় বড় হোটেলে সুগন্ধিময় সাবান, সেম্পু, পাউডার হাত ধৌত করার জন্য রাখা হয়, আর মুহরিম নির্ভয়ে তা ব্যবহার করে। উড়োজাহাজে এবং ইয়ারর্পোটেও মুহরিমদের এরূপ অবস্থায়ই দেখা যায়। কাপড় এবং হাতে পায়ে পাউডারও হুজ্জাযে মুকাদ্দাসে সুগন্ধিযুক্তই হয়ে থাকে। এ জিনিসগুলোর ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর: মুহরিম এ জিনিসগুলো ব্যবহার করলে কোন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। (অবশ্যই খুশবুর নিয়্যতে এ জিনিসগুলোর ব্যবহার মাকরূহ)

(গৃহিত: ইহরাম আওর খুশবুদার সাবুন[২৫])

মুহরিম এবং গোলাপ ফুলের মালা

প্রশ্ন: ইহরাম এর নিয়্যত করার পর ইয়ারর্পোট ইত্যাদিতে গোলাপ ফুলের মালা পরিধান করা যাবে কিনা?

উত্তর: ইহরামের নিয়্যতের পরে গোলাপের মালা পরবেন না। কেননা গোলাপ ফুল নিজে খুবই সুগন্ধিময় আর এর ঘ্রাণ শরীর এবং কাপড়েও মিশে যায় আর যদি তার ঘ্রাণ কাপড়ে মিশে গেল এবং বেশী হয় ও চার প্রহর তথা ১২ ঘন্টা পর্যন্ত ঐ কাপড় পরিহিত থাকে তবে দম দিতে হবে, অন্যথায় সদকা। আর যদি খুশবু কম হয় আর কাপড়ে এক বিগত বা এর কম অংশে লাগল আর চার প্রহর পর্যন্ত তা পরিহিত থাকে, তবে সদকা দিতে হবে। আর এর কম পরিধান করলে এক মুষ্টি গম দেওয়া ওয়াজিব।

---

[২৫] **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশ **"তাহকীকাতে শরীয়াত"** উম্মতের রেহনুমায়ীর জন্য সর্বসম্মত মতামতের উপর এ ফতোয়া সমূহ একত্রিত করে। সাথে সাথে তিনজন নির্ভরযোগ্য সুন্নি আলিম (১) মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান আল্লামা আব্দুল কায়য়ুম হাজারবী, (২) শরফে মিল্লাত আল্লামা আব্দুল হাকীম শরফ কাদেরী ও (৩) ফয়যে মিল্লাত হযরত আল্লামা ফয়য আহমদ ওয়াইসী رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی এর সত্তায়ন গ্রহণ করেন এবং মাকতাবাতুল মদীনা (ইহরাম আওর খুশবুদার সাবুন) নামে এ রিসালা প্রকাশ করেছে। যারা এ ব্যাপারে আরো ভালভাবে জানাতে আগ্রহী তারা এটা সংগ্রহ করুন অথবা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এ দেখুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর যদি সুগন্ধি অল্প কিন্তু এক বিগতের চেয়ে বেশী অংশে ছড়িয়ে যায় তবে বেশীর হুকুমেই পরিগণিত হবে। অর্থাৎ চার প্রহরে দম আর কম হলে সদকা। আর এ মালা পরিধান সত্বেও ঘ্রাণ কাপড়ে মিশে গেল না তবে কোন কাফ্‌ফারা নেয়। (ইহরাম আওর খুশবুদার সাবুন, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: কারো সাথে মুসাফাহা করলো আর তার হাত থেকে মুহরিমের হাত খুশবু লেগে গেলে তবে?

উত্তর: যদি প্রকৃত খুশবু লাগে তবে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর যদি প্রকৃত খুশবু লাগল না বরং হাতে শুধুমাত্র ঘ্রাণ এসেছে তবে কোন কাফ্‌ফারা নেই। কেননা ঐ মুহরিম শুধু খুশবু থেকে উপকার গ্রহণ করেনি। অবশ্যই উচিত হলো যে, হাত ধুয়ে ঐ সুগন্ধি দূর করে দেয়া। (প্রাগুক্ত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: সুগন্ধিময় সেম্পু দিয়ে মাথা বা দাঁড়ি ধৌত করতে পারবে কিনা?

উত্তর: রিসলা "ইহরাম আওর খুশবুদার সাবুন" এর ২৫-২৮ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত কিছু মাদানি ফুল পরিদর্শন করুন সেম্পু যদি মাথা বা দাঁড়িতে ব্যবহার করা হয় তবে সুগন্ধির নিশেধ ও তার কারণের উপর এর নিশেধাজ্ঞা। নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুমেই বুঝে এসে যায় বরং কাফ্‌ফারাও হাওয়া উচিত। যেমন খিতমী (সুগন্ধিযুক্ত ঔষধ) দ্বারা মাথা এবং দাঁড়ি ধৌত করার হুকুম রয়েছে যে, এটা চুলকে নরম করে দেয় এবং উকুনকে মেরে ফেলে আর মুহরিমের জন্য এটা জায়েয নয়। **"দুররে মুখতার"** কিতাবে রয়েছে: মাথা এবং দাঁড়িকে খিতমী (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঔষধ) দ্বারা ধৌত করা হারাম। কেননা এটা খুশবু, আর উকুনকে মেরে ফেলে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫৭০ পৃষ্ঠা) সাহেবাইন (অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর নিকট যেহেতু এটা সুগন্ধি নয়, তাই ইহা "জিনায়েতে ক্বাসিরাহ" (অসম্পূর্ণ অপরাধ) এর প্রমাণিত হবে আর সেটার উদ্দেশ্য 'সাদাকাহ' হবে। শ্যাম্পু দ্বারা মাথা ধৌত করা অবস্থাতেও প্রকাশ্য ভাবে 'জিনায়াতে ক্বাসিরাহ' (অর্থাৎ অসম্পুর্ণ অপরাধ) এর অস্তিত্বই বুঝা যায় যেন তার মধ্যেও আগুনের তৈরীকৃত কার্যাদী হয়ে থাকে। তাই সুগন্ধির হুকুম তো রহিত হয়ে গেল কিন্তু চুল গুলোকে নরম করা এবং উকুন মারার ত্রুটি (অর্থাৎ কারণ) বিদ্যমান রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ জন্য সাদাকাহ ওয়াজিব হওয়া উচিত। এই বিষয়টাও মনোযোগের প্রয়োজন যে, যদি করো মাথার চুল এবং মুখে দাঁড়ি না থাকে তাহলে কি এখনোও পূর্বের হুকুমই প্রযোজ্য হবে? প্রকাশ্য ভাবে এই অবস্থাতে কাফ্ফারার হুকুম না হওয়া উচিত কেননা নিষিদ্ধ হুকুমের কারণ চুলগুলোর নরম হওয়া এবং উকুনের ধ্বংস হওয়ার ছিল, আর উল্লেখিত অবস্থায়তে এটা ইল্লতে মাফকুদ (অর্থাৎ অনুপস্থিতির কারণ) রয়েছে এবং ইনতিফা ইল্লত অর্থাৎ কারণ না হওয়াটাই নিষেধাজ্ঞার কারণগুলোকে মুসতালযিম (আবশ্যক কারী) কিন্তু তার দ্বারা যদি শরীরের ময়লা পরিষ্কার হয়, তা হলে এটা মাকরূহ যেমন মুহরিমের জন্য ময়লা পরিষ্কার করা মাকরূহ। আর হাত ধৌত করার মধ্যে তার অবস্থা সাবানের মত। কেননা এটা তরল (liquid) অবস্থায় সাবান ধরে নেওয়া হবে এবং এর মধ্যেও আগুনের কার্যাদী করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: সম্মানীত মসজিদদ্বয়ের কার্পেটকে ধৌত করাতে যে সুগন্ধিযুক্ত স্প্রে (SOLUTION) ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটাতে লক্ষ মুহরিমের পাদ্বয়ের মলিনতো হয়ে থাকে সেটার হুকুম কি?

উত্তর: কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা এটার সুগন্ধি নেই। আর যদিও এই বিশুদ্ধ সুগন্ধিও হয়ে থাকে তারপরেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা প্রকাশ্য যে, এই স্প্রে প্রথমে পানিতে মিশানো হয়ে থাকে আর পানি সেই স্প্রে থেকে বেশী হয় এবং এই স্প্রে প্রভাব কম হয়ে থাকে আর যদি তরল সুগন্ধিকে কোন তরল পদার্থের মধ্যে মিশানো হয় আর তরল পদার্থ প্রাধান্য পায় তবে কোন প্রতিফল নেই। ফিকহের কিতাবের মধ্যে পান করার যে হুকুম সাধারণত লিখা হয়েছে সেটার দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ সুগন্ধির তরল পদার্থে মিশে যাওয়া। আল্লামা হোসাইন বিন মুহাম্মদ আবদুল গনী মক্কী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ "ইরশাদুস সারী" ৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: তাই এটা থেকে জানা গেল যে, গলিত চিনি (অর্থাৎ মিষ্টি শরবত) এবং তার মত গোলাপের পানির সাথে মিশানো হয়, তবে যদি গোলাপের রস প্রাধান্য পায় যেমন: স্বভাবগতভাবে এমনিই সাধারণত হয়ে থাকে তাহলে এতে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর হযরত আল্লামা ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এটার উদাহরণ "ত্বরা বুলুসী" থেকে নকল করেন আর এটাকে স্থায়ী রাখলেন এবং সেটাকে সমর্থন করেন আর সেটার মূল বেষ্টনকারী তে রয়েছে।

(ইহরাম আওর খুশবুদার সাবুন, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মুহরিম যদি টুথ পেষ্ট ব্যবহার করে নেয় তবে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর: টুথ পেষ্টের স্থলে যদি আগুনের কয়লার ছাই ব্যবহার করে যেমন ধরুন ইহাই প্রকাশ্য, তখন তো কাফ্ফারা ওয়াজিব হবেনা। যেরকম পূর্বের বর্ণনাতে অতিবাহিত হয়ে গেছে। (প্রাগুক্ত, ৩৩ পৃষ্ঠা) অবশ্য যদি মুখ থেকে দূর্গন্ধ দূর করার জন্য এবং সুগন্ধি অর্জনের নিয়্যতে হয়, তখন মাকরূহ হবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বিন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: তামাকের উপাদানে সুগন্ধি ঢেলে রান্না করা হয়েছে, তখন সেটা খাওয়া সাধারণত জায়েয যদিওবা সুগন্ধি বের হয়। হ্যাঁ! শুধু সুগন্ধির উদ্দেশ্য সেটাকে গ্রহণ করা অপছন্দ থেকে খালি নয়।

(ফাতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ১০ম খন্ড, ৭১৬ পৃষ্ঠা)

সেলাইযুক্ত কাপড় ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: মুহরিম ব্যক্তি যদি ভুলে সেলাই করা, কাপড় পরিধান করে নেয়। আর দশ মিনিট পর স্মরণ আসতেই খুলে ফেলে। তখন কোন কাফ্ফারা দিতে হবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ! দিতে হবে। যদিও এক মূহুর্তের জন্য পরিধান করে। জেনে বুঝে কিংবা ভুলে পরিধান করুক তবে সদকা ওয়াজিব হবে, আর যদি চার প্রহর[২৬] তথা একদিন একরাত তার চেয়ে বেশী চাই লাগাতার কয়েকদিন পরিধান করল তখন অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে।

(ফাতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ১০ম খন্ড, ৭৫৭ পৃষ্ঠা)

---

[২৬] চার প্রহর অর্থাৎ একদিন এক রাতের সময়ের পরিমাণকে বলে। যেমন সূর্য্য অস্ত থেকে সূর্য্য উদয় পর্যন্ত কিংবা সূর্য্য উদয় থেকে সূর্য্য অস্ত পর্যন্ত। কিংবা দুপুর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত কিংবা অর্ধরাত থেকে পরবর্তী দিনের দুপুর পর্যন্ত সময় চার প্রহর নামে খ্যাত। (হাশিয়া আনোয়ারুল বিশারত সংগ্রহিত ফাতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ১০ম খন্ড, ৭৬৭ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: যদি টুপি অথবা পাগড়ি পড়ল অথবা ইহরামেরই চাদর মুহরিম মাথা অথবা মুখে তুলে নিল অথবা ইহরামের নিয়্যত করার সময় পুরুষ সেলাইযুক্ত কাপড় অথবা টুপি খুলতে ভুলে গেল অথবা ভিড়ের মধ্যে অন্যের চাদর দ্বারা মুহরিমের মাথা অথবা মুখ ঢেকে গেল তাহলে কি শাস্তি হবে?

উত্তর: জেনে বুঝে হোক বা ভুল করে অথবা অন্যের অলসতার ভিত্তিতে হোক না কেন কাফ্‌ফারা দিতে হবে। হ্যাঁ! জেনে বুঝে ভুল করলে গুনাহও হবে। অতএব তাওবা করাও ওয়াজিব হবে। এখন কাফ্‌ফারা বুঝে নিন: পুরুষ পূর্ণ মাথা অথবা মাথার চর্তুথাংশ অথবা পুরুষ বা মহিলা বহিরাংশ পূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ চেহারা অথবা চুর্তুথাংশ চার প্রহর তথা একদিন এক রাত কিংবা তার বেশী সময় ধারাবাহিক ঢেকে রাখে তখনও "দম" ওয়াজিব হবে, আর এক চতুর্থাংশ থেকে কম চার প্রহর তথা একদিন একরাত পর্যন্ত বা চার প্রহরের কম সময় যদিও সমস্ত মুখ অথবা মাথা ঢেকে রাখে তখন সদকা দিতে হবে। এক চতুর্থাংশের কম অঙ্গকে চার প্রহরের কম সময়ে ডেকে রাখল তখন কাফ্‌ফারা নেই তবে গুনাহ হবে।

(প্রাগুক্ত, ৭৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: সর্দিতে কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করতে পারবে কিনা?

উত্তর: কাপড় দ্বারা পরিস্কার করতে পারবে না। কাপড় বা তোয়েলে দূরে রেখে তাতে নাকের ময়লা পরিস্কার অর্থাৎ ঝেড়ে নিন। সদরুশ শরীয়াহ বদরুত তরিকাহ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: কান এবং কাধ ঢেকে রাখাতে অসুবিধা নেই। অনুরূপ নাকের উপর খালি হাত রাখতে এবং যদি হাতে কাপড় থাকে আর কাপড় সহ নাকের উপর হাত রাখল কাফ্‌ফারা (ওয়াজিব) হবেনা কিন্তু মাকরূহ এবং গুনাহ হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৯ পৃষ্ঠা)

ইহরাম পরিহিত অবস্থায় টিস্যু পেপারের ব্যবহার

প্রশ্ন: টিসু পেপার দিয়ে মুখের ঘাম অথবা ওযুর পানি কিংবা সর্দিতে নাক পরিস্কার করতে পারবে কিনা?

উত্তর: পরিস্কার করতে পারবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ তাহলে মুখের মধ্যে কাপড় অথবা টিসু পেপারের মুখোশ লাগানো কেমন?

উত্তরঃ নাজায়িয ও গুনাহ। শর্ত পাওয়া অবস্থায় কাফ্ফারাও আবশ্যক হবে।

প্রশ্নঃ মুহরিম সুগন্ধিযুক্ত টিসু পেপার ব্যবহার করে নিল তাহলে?

উত্তরঃ সুগন্ধিমুক্ত টিসু পেপারে যদি সুগন্ধির যথাযথ প্রভাব থাকে অর্থাৎ সেই পেপার সুগন্ধি দ্বারা স্যাত স্যাতে হয়ে যায়। তাহলে সেই ভিজাটা শরীরের উপর লাগাবস্তায় যেই হুকুম সুগন্ধির হয়ে থাকে সেই হুকুম তারও হবে অর্থাৎ যদি অল্প (অর্থাৎ কম হয় এবং সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রতঙ্গে না লাগে তাহলে সদকা করতে হবে তা নাহলে যদি অধিক হয় অথবা সম্পূর্ণ অঙ্গে লেগে যায়, তাহলে 'দম' ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রভাব না থাকে বরং শুধু সুগন্ধ আসে তবে যদি এটার মাধ্যমে চেহারা ইত্যাদি পরিস্কার করল এবং চেহারা অথবা হাতে সুগন্ধির প্রভাব এসে যায়। তাহলে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। এ জন্য যে এতে সুগন্ধির আসল প্রভাব পাওয়া যায়নি এবং টিসু পেপার ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য সুগন্ধি থেকে উপকার নেয়া নয়। (ইহরাম আওর খুশবুদার সাবুন, ৩১ পৃষ্ঠা) যদি কেউ এমন রুমে প্রবেশ করল, যাকে সুগন্ধ ধোয় দেয়া হল এবং তার কাপড়ে সুগন্ধ লেগে গেল, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না, কেননা সে সুগন্ধির প্রভাব থেকে উপকার গ্রহণ করেনি। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ শোয়ার সময় সেলাই করা কাপড় শরীরের উপরে দিতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ চেহারা ব্যতিরেখে এক বা তার চেয়ে বেশী চাদরও শরীরের উপর দিতে পারবে, যদিওবা পূর্ণ পা ঢেকে যায়।

প্রশ্নঃ উড়ো জাহাজ অথবা বাস ইত্যাদির প্রথম সিটের পিছনে কিংবা বালিশের উপর মুখ রেখে মুহরিম ঘুমিয়ে পড়ে তবে তার কি হুকুম?

উত্তরঃ বালিশের উপর মুখ রেখে শুয়ে পড়লে তার কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না, কিন্তু এটা মাকরূহ তাহরিমী অথচ বাস ইত্যাদির প্রথম সিটের পিছে চেহারা রেখে ঘুমানো জায়েয। কেননা সাধারণত বাসের সিট দরজার কাঠের মত শক্ত থাকে বালিশের মত নরম হয়না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: হাঁটুর উপর চেহারা রেখে শুয়া কেমন? বালিশের উপর চেহারা রেখে শুয়াতে কাফ্‌ফারা দিতে হয়না কিন্তু সেটা মাকরূহ কেন?

উত্তর: যদি শুধু হাঁটুর উপর চেহারা থাকে অর্থাৎ হাঁটুর শক্ত জায়গার উপর জায়েয। কেননা কাপড়ের ভিতর যদি শক্ত জাতীয় কোন জিনিস থাকে তবে সেই শক্ত জিনিসের হুকুম গন্য হবে। কাপড়ের নয়, যেমন ভাবে উলামায়ে কেরাম ছোট বস্তা এবং পুটলির কাপড় ব্যতিত হুকুম লিখেছেন। কিন্তু হাঁটুর উপর চেহারা রেখে শোয়াতে এই অবস্থা অনেক কষ্টকর বরং ঘুমন্তাবস্তায় হাঁটুর শক্ততার উপর এবং শুধু কাপড়ের উপর চেহারা চলে আসবে তাই এটা থেকে বিরত থাকা (অর্থাৎ বাঁচা) উচিৎ। তা নাহলে কাফ্‌ফারার অবস্থাদি সৃষ্টি হতে পারে এবং যতটুকু পর্যন্ত বালিশের সম্পর্ক রয়েছে তবে সেটা নরম কাপড়ের মত (এ জন্যই নিষেধ করা হয়েছে) কিন্তু مِن كُلِّ الْوُجُوه (অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার) কাপড় নয় (এজন্য কাফ্‌ফারা ওযাজিব নয়)।

প্রশ্ন: মুহরিম সর্দি থেকে বাঁচার জন্য যিফ (zip) ওয়ালা বিছানাতে চেহেরা এবং মাথা ছাড়া বাকী শরীর ঢেকে ঘুমাতে পারবে কিনা?

উত্তর: ঘুমাতে পারবে। কেননা অভ্যাসগত ভাবে এটাকে পোশাক পরিধান করা বলা যাবে না।

প্রশ্ন: যদি মুহরিমের প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ে তাহলে কি করবে?

উত্তর: সেলাই ছাড়া নেংটি বেঁধে নিবে। সাধারাণত ইহরাম অবস্থায় নেংটি বাঁধা জায়েয, যদি সেটা সেলানো না হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: রোগ ইত্যাদির বাধ্যবাধকতায় সেলাই করা কাপড় পরিধানে কোন কাফ্‌ফারা আছে কি?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ। রোগ ইত্যাদির কারণে যদি মাথা থেকে পা পর্যন্ত সকল কাপড় পরিধান করার প্রয়োজন হয়। তখন একই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ধরে নেয়া হবে। যদি চার প্রহর কিংবা তার অধিককাল পরিধান করে তখন দম ওয়াজিব হবে, আর তার চেয়ে কম হলে সদকা দিতে হবে। আর যদি ঐ রোগে মাত্র একটি কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। সে ইচ্ছাকৃত দুটি পরিধান করে যেমন কাপড়ের প্রয়োজন ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে তার সাথে সেলাই করা গেঞ্জি পরে নিল। তখন সে পদ্ধতিতে একটি মাত্র কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। তবে গুনাহগার হবে, আর যদি দ্বিতীয় কাপড় দ্বিতীয় স্থানে পড়ে নেয়। যেমন পায়জামার প্রয়োজন ছিল। সে তার সাথে কাপড়ও পরে নিল। তখন ইহাকে একটি জুরমে গাইরে ইখতিয়ারী হিসেবে গণ্য করা হবে, আর অপরটি হল জুরমে ইখতিয়ারী।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৮ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি প্রয়োজন ছাড়া সকল কাপড় পরিধান করে নেয়। তখন কতটুকু কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর: আর যদি প্রয়োজন ছাড়া সকল কাপড় এক সঙ্গে পরিধান করে নেয় তখন ইহাকে একটি গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। আর দুইটি জুরম হবে ঐ সময়ে যখন একটি প্রয়োজন বশতঃ আর অপর প্রয়োজন ছাড়া হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি মুখ উভয় হাত দ্বারা ঢেকে নেয় কিংবা মাথায় অথবা চেহেরাতে কেউ হাত রেখে দিল তখন তার হুকুম কি?

উত্তর: মাথা অথবা নাকের উপর নিজের কিংবা অন্য কারো হাত রাখা জায়েয। হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: নিজের কিংবা অন্য কারো হাত নিজের মাথা অথবা নাকের উপর রাখা সর্বসম্মতিক্রমে মুবাহ (অর্থাৎ জায়েয)। কেননা যে ব্যক্তি এ রকম করে, তাকে গোপনকারী বলা যায় না।

(লুবাবুল মানাসিক ওয়াল মাসলাকুল মুতাকাস্সিত, ১২৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: তাহলে কি মুহরিম দোআ করার পর নিজের হাত মুখে বুলাতে পারবে না?

উত্তর: বুলাতে পারবে। মুখে হাত রাখার সাধারণত অনুমতি রয়েছে। দাঁড়ি বিশিষ্ট ইসলামী ভাই দোআর পরে মুখের উপর বরং ওযুর মধ্যেও এই ভাবে হাত মাজা থেকে বাঁচা উচিত যার দ্বারা চুল পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: যদি কাঁধে সেলাই করা কাপড় নিল তখন তার কাফ্ফারা কি?

উত্তর: কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। সদরুশ শরীয়াহ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: পরিধান করার উদ্দেশ্য এটা যে, সে কাপড়কে এভাবে পরিধান করবে যেমন: স্বভাবগত পরিধান করা হয়, তা না হলে যদি জামার লুঙ্গি বেঁধে নিল অথবা পায়জামাকে লুঙ্গির মত ভাঁজ করে পায়ের পিছনে না রাখে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এমনিতেই আচকানকে ছড়িয়ে উভয় কাঁধের উপর রেখে দিল। কাফ্ফারাদিতে হবে না কিন্তু এটা মাকরূহ এবং মোড়ার (অর্থাৎ কাঁধের উপর) সেলাইকৃত কাপড় রেখে দিলে কোন সমস্যা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৬৯ পৃষ্ঠা)

ওয়াকুফে আরাফাত প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: ১০ তারিখের রাতেও কি ওয়াকুফে আরাফাত হয়?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ! কারণ ওয়াকুফের সময় জুলহিজ্জার ৯ তারিখ যোহরের প্রথম ওয়াক্ত হতে শুরু করে ১০ তারিখের ফযর উদয় হওয়া পর্যন্ত। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

মুজদালিফা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

প্রশ্ন: যার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই তাকে মুযদালিফা থেকে মীনার উদ্দেশ্যে কখন বের হওয়া উচিৎ?

উত্তর: সূর্য উদয়ের শুধু এতটুকু সময়অবশিষ্ট থাকে, যাতে (সুন্নাত অনুযায়ী ক্বিরাআতের সাথে) দু'রাকাত নামায আদায় করা যেতে পারে, সেই সময় চলা শুরু করবে। যদি সূর্য্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করে, তাহলে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বাদ পড়ে গেল। এমন করা "মন্দ কাজ" কিন্তু দম ইত্যাদি ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ! যদি মীনা শরীফের দিকে চলা শুরু করল কিন্তু ভীড় ইত্যাদির কারণে মুযদালিফাতেই সূর্য উদিত হয়ে গেল তখন সুন্নাত ত্যাগকারী বলা যাবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমী প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: যদি কোনদিন অর্ধেকের চেয়েও বেশী কংকর নিক্ষেপ করল, যেমন: এগার দিবসে তিনটি শয়তানকে ২১ টি কংকর মারার কথা ছিল কিন্তু ১১টি কংকর নিক্ষেপ করল তাহলে তার কি শাস্তি?

উত্তর: প্রতিটি কংকরের বিনিময়ে একটি একটি সদকা দিতে হবে। সদরুশ শারীয়াহ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: এক দিনও কংকর মারেনি অথবা এক দিন সম্পূর্ণ করেছে কিংবা মারল অথবা এগার দিবস ইত্যাদিতে ১০টি কংকর পর্যন্ত মারল কিংবা কোন দিন পুরো পুরি অথবা অধিকাংশ কংকর অন্যান্য দিনে মারল তবে এই সমস্ত অবস্থাতে দম ওয়াজিব, আর কোন দিন অর্ধেক থেকে কম ছেড়ে দিল, যেমন: দশম দিবসে চারটি কংকর মারল। তিনটি ছেড়ে দিল। অথবা অন্যান্য দিনে ১১টি মারল ১০টি ছেড়ে দিল, কিংবা অন্যান্য দিনে করল তবে প্রতিটি কংকরের বিনিময়ে একটা সদকা দিতে হবে, আর যদি সদকার মূল্য দমের সমান হয়ে যায়, তবে কিছু কম করে দেবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৭৮ পৃষ্ঠা)

কোরবানী প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: দশম তারিখের রমি করার পরে যদি জিদ্দা শরীফে গিয়ে তামাত্তুর কোরবানী এবং হলক করতে চায় তাহলে পারবে কিনা?

উত্তর: করতে পারবে না। কেননা জিদ্দা শরীফ হেরমের সীমানার বাইরে। যদি করে তবে একটি কোরবানীর আর দ্বিতীয়টা হলক্বের (মাথা মুন্ডানোর) এ রকম দু'টি দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: তামাত্তু ও কিরানকারী হাজী যদি রমি করে নেয়ার পূর্বে কোরবানী করে দেয়, কিংবা কোরবানীর আগে হলক করে। তখন তার জন্য কোন কাফ্‌ফারা আছেকি?

উত্তর: উভয় অবস্থায় দম দিতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: যদি হজ্বের ইফরাদকারী কোরবানীর আগে হলক (মাথা মুন্ডায়) করে তাহলে কোন শাস্তি আছে কিনা?

উত্তর: নেই। কেননা মুফরিদ হাজীর উপর কোরবানী ওয়াজিব নহে। তার জন্য ইহা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত, ১১৪০ পৃষ্ঠা) যদি সে কোরবানী করতে চায়, তখন তার জন্য উত্তম হল, প্রথম হলক করবে তারপর কোরবানী করবে।

মাথা মুন্ডানো ও চুল ছোট করার প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: যদি হাজী সাহেব দ্বাদশ দিবসের পরে হারাম থেকে বের হয়ে মাথা মুন্ডাইয়া নিল। তখন তার শাস্তি কি?

উত্তর: দুটি দম দেয়া। একটি হল হারমের বাইরে গিয়ে হলক করার জন্য আর অন্যটি হলক দ্বাদশ দিবসের পরে হওয়ায় জন্য।

(রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি ওমরার হলক (মাথা মুন্ডানো) হারমের বাইরে করতে চায় তখন করে নিতে পারবে কিনা?

উত্তর: করতে পারবে না। যদি করে নেয়া হয় দম ওয়াজিব হবে। তবে তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যারা জেদ্দা শরীফ ইত্যাদিতে কাজ করে তাদেরকেও কি প্রত্যেকবার ওমরার মধ্যে মাথার চুল মুন্ডাতে হবে?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ! না হলে ইহরামের বাধ্যবাধকতা শেষ হবে না।

প্রশ্ন: যে মহিলার চুল ছোট (যেভাবে আজকার ফ্যাশন হিসেবে চুল রাখা হয়) ওমরা করার আগ্রহ আছে কিন্তু বার বার চুল ছোট করলে মাথার চুল শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ আঙ্গুলের এক তৃতীয়াংশ বা এক দাগ থেকে কম বাকি থাকল। এখন যদি ওমরা করে তবে চুল কমানো সম্ভব নয় এ অবস্থায় ক্ষমা পাবে কিন?

উত্তর: যতক্ষণ মাথার চুল অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলার জন্য প্রত্যেকবার চুল কমানো ওয়াজিব। **হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডানো নয় বরং চুল কমানো ওয়াজিব"। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৮৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমন মহিলা যার চুল আঙ্গুলের এক তৃতীয়াংশ বা এক দাগ থেকে কম রয়ে গেল তার জন্য এখন কমাতে হবেনা। কেননা কমানো সম্ভব নয় এবং তার জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডানো নিষেধ। এমন অবস্থায় যদি হজ্ব করতে হয় তবে উত্তম হল, আয়্যামে নহর (অর্থাৎ ১২ই জিলহজ্জ এর সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর) এর শেষে ইহরাম থেকে বের হয়ে আসবে, আর যদি আয়্যামে নহর এর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নি তবে তার জন্য কোন জিনিস আবশ্যক হবে না।

পৃথক কতিপয় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ যদি মুহরিমের মাথা ফেটে যায় কিংবা মুখে আঘাত হয়। আর বাধ্য হয়ে সে মুখ কিংবা মাথায় পাট্টি বাঁধিয়ে থাকে। তার উপর কোন গুনাহ আছে কিনা?

উত্তরঃ বাধ্য হয়ে করল কোন গুনাহ নেই। তবে জুরমে গাইরে ইখতিয়ারীরও কাফ্ফারা দিতে হবে। তাই যদি দিনে রাতে কিংবা তার চেয়ে বেশী সময়ে এত চওড়া পাট্টি বেঁধে থাকে যে, মাথার এক চতুর্থাংশ কিংবা তার অধিক কিংবা মুখ ঢেকে গেল। তখন দম দিতে হবে। আর তার কমে সদকা আবশ্যক হবে। ইহা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গে কিংবা মহিলারা মাথায় বাধ্য হয়ে ইহা বেঁধে নিলে কোন ক্ষতি নেই।

প্রশ্নঃ তামাত্তু ও কিরানকারী হজ্জের অপেক্ষায় আছে। আর এই সময়কালে সে ওমরা করে নিতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ কিরানকারীর ইহরাম এখনও অবশিষ্ট আছে। ইহা তো সে করতেই পারে না। আর মুতামাত্তু ব্যক্তি প্রসঙ্গে ওলামায়ে কিরামগণ মতভেদ করেছেন। তবে উত্তম হল এই যে, সে যতবার মনে চায় নফলী তাওয়াফ করে নিবে। আর যদি ওমরা করে নেয় তখন কতিপয় ওলামার মতে ইহা দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। তবে হজ্জের আহকাম থেকে অবসর হয়ে তামাত্তুকারী কিংবা কারিন কিংবা মুফরিদ কেউ ওমরা করে নিতে পারবে। স্মরণ রাখুন, আইয়্যামে তাশরিকে (অর্থাৎ ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩) জুলহাজ্জাহ মাসের উক্ত পাঁচদিনে ওমরা করা মাকরূহে তাহরিমী, আর যদি ওমরা করে থাকে দম আবশ্যক হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ আরব শরীফের বিভিন্ন জায়গা, যেমনঃ দামাম এবং রিয়াদ ইত্যাদিতে বসবাসকারী যারা মিকাত থেকে বাহিরে বসবাস করে তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই। তারা পুলিশকে ধোকা দেওয়ার জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত থেকে অতিক্রম করে ইহরাম বাঁধে এবং হজ্ব করে তাদের জন্য কি হুকুম?

উত্তরঃ (১) আইন এর বিরোধীতা করে নিজেকে নিজে লাঞ্ছনায় উপস্থাপন করা বৈধ নয়। (২) ইহরাম ব্যতীত মীকাত থেকে সামনে অতিক্রম করার কারণে আওফ (অর্থাৎ মীকাত পর্যন্ত পুনরায় ফিরে এসে ইহরাম বাঁধা) অথবা দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি পূর্বের অবস্থায় হজ্ব অথবা ওমরা করে নিল তবে দম ওয়াজিব হবে এবং গুনাহগার হবে এবং যদি এখন হজ্ব কিংবা ওমরা এর কার্যসমূহ শুরু করা ব্যতীত ঐ বছরে মীকাত পর্যন্ত ফিরে এসে যে কোন প্রকারের ইহরাম বাঁধে তবে দম বাতিল হয়ে যাবে, আর না হলে হবে না।

প্রশ্নঃ হজ্ব ওমরার সাঈর পূর্বে মাথা মুন্ডিয়ে নিল কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল কি করবে?

উত্তরঃ হজ্বের মধ্যে মাথা মুন্ডানোর সময় সাঈর পূর্বেই হয়ে থাকে অর্থাৎ (মাথা) মুন্ডানোর পূর্বে সাঈ করা সুন্নাতের পরিপন্থী সুতরাং কেউ যদি সাঈর পূর্বে মাথা মুন্ডিয়ে ফেলল তবে কোন সমস্যা নেই এবং কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও অতিরিক্ত কিছু সাব্যস্ত হবে না। কেননা সাঈর জন্য কোন শেষ সময় নির্ধারিত নয়। তবে যদি সাঈ করা ব্যতীত ঘরে ফিরে আসে তাহলে ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে দম সাব্যস্ত হবে অতঃপর যদি সে ফিরে এসে সাঈ করে নেয় তবে দম বাতিল হয়ে যাবে বরঞ্চ উত্তম হচ্ছে যে, সে দম দিবে। কেননা এটার মধ্যে ফকীরদের উপকার রয়েছে। এই হুকুম তখনই হবে যখন মাথা মুন্ডানো নিজের সময় অর্থাৎ আয়্যামে নহরে দশ তারিখের কংকর নিক্ষেপ করার পর করিয়ে ছিল যদি কংকর নিক্ষেপ করবে অথবা আয়্যামে নহরের পরে মাথা মুন্ডিয়ে ছিল তাহলে দম ওয়াজিব হবে অতঃপর যদি সম্পূর্ণ অথবা তাওয়াফ এর অধিকাংশ অর্থাৎ চার চক্কর দিয়েছিল তাহলে ইহরাম থেকে বের হয়ে যাবে, না হলে নয়। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে ও সাঈ বাতিল হবে না। কেননা এটা ওয়াজিব। সুতরাং তাকে সাঈ করতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: যেই ব্যক্তি হজ্বে ইফরাদ এর নিয়্যত করেছে কিন্তু ওমরা করে ইহরাম খুলে ফেলেছে তার উপর কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে কি এবং এখন সে কি করবে?

উত্তর: হজ্বের ইহরাম ওমরা করে খুলে ফেলা বৈধ নয় এবং এভাবে করলে ঐ ব্যক্তি ইহরাম থেকে বাহির হবে না বরঞ্চ এখন ও সে মুহরিম থাকবে। তার জন্য আবশ্যক যে, সে হজ্বের কর্মসমূহ আদায় করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। হজ্বের আহকাম সমূহ আদায় করা ব্যতীত ইহরাম খুলে ফেলার নিয়্যত করে নেয়া যথেষ্ট নয়। সুতরাং যখন তার ইহরাম অবশিষ্ট থাকবে তখন যদি নিষিদ্ধ বিষয় গুলো থেকে একটি করার কারণে কাফ্‌ফারা ও আবশ্যক হবে। তবে কাফ্‌ফারা শুধু একটাই অপরিহার্য হবে যদিওবা ইহরাম নিষিদ্ধ হওয়ার সমস্ত কার্যাবলি করে ফেলে। যেমন: সেলাই করা কাপড় পরিধান করে নিল, খুশবু লাগিয়ে নিল, মাথা মুন্ডায়ে নিল ইত্যাদি। এ সমস্ত কাজের জন্য একটাই দম আবশ্যক হবে। এখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সেরাইকৃত কাপড় খুলে পূনরায় সেলাইবিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। তাওবা করবে এবং পূর্বের হজ্বের ইহরামের নিয়্যত করে হজ্বের আরকান সমূহ পূর্ণ করবে।

প্রশ্ন: যেই ব্যক্তি ঈদুল আযহার কুরবানী করতে চায় সে যদি যিলহজ্জের চাঁদ উদিত হওয়ার পর ইহরাম বাঁধে তবে নখ এবং অপ্রয়োজনীয় চুল ইত্যাদি কাটবে কিনা? কেননা এই দিনগুলোতে তার জন্য নখ ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব। তার জন্য কোন আমল করাটা উত্তম?

উত্তর: হাজীর যদি প্রয়োজন হয় তবে তার জন্য নখ ও চুল কাটা মুস্তাহাব, স্বরণ রাখবেন! যদি এত দিন অতিবাহিত হয়ে গেল যে, এখন নখ এবং চুল কাটা ব্যতীত ইহরাম বেঁধে নিলে চল্লিশ (৪০) দিন হয়ে যাবে, তবে এখন কাটা আবশ্যক কেননা চল্লিশ (৪০) দিন থেকে অতিরিক্ত দেরী করা গুনাহ।

প্রশ্ন: তবে কি ১৩ই জিলহজ্জ থেকে ওমরা শুরু করে দেওয়া হবে?

উত্তর: জ্বি, না। আইয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ্জ এই পাঁচ দিনে ওমরার ইহরাম বাঁধা মাকরূহে তাহরীমি। যদি বাঁধে তবে দম অপরিহার্য হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩ তারিখের সূর্যাস্তের পর ইহরাম বাঁধাতে পারে

প্রশ্নঃ মক্কার বসবাসকারী যারা এই বছর হজ্ব করেনি তারও কি এই দিবস গুলোতে (অর্থাৎ ৯ থেকে ১৩) ওমরা করতে পারবেনা?

উত্তরঃ তাদের জন্যও এই দিনগুলোতে ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরা করা মাকরূহে তাহরীমি। আফাকী, হিল্লী এবং মিকাতী সবার জন্য আসল নিষেধাজ্ঞা হল এই দিনগুলোতে ওমরার ইহরাম বাঁধা। ওমরার সময় সারা বছর কিন্তু পাঁচ দিন ওমরা বাঁধা মাকরূহে তাহরীমি, আর যদি ৯ তারিখের পূর্বে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এই পাঁচ দিনে ওমরা করলে সমস্যা নেই এবং এই অবস্থায় মুস্তাহাব হচ্ছে এই দিনগুলো (৯ থেকে ১৩) অতিবাহিত করে ওমরা করা। (লুবাবুল মানাসীক, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ আশহুরী হজ্বে (হজ্বের মাস সমূহে) যদি কেউ হিল্লী অথবা হারামী ওমরাও করে এবং হজ্বও করে তবে এর ব্যাপারে কি হুকুম রয়েছে?

উত্তরঃ এভাবে হজ্বকারীর উপর দম সাব্যস্ত হবে কেননা তাকে হজ্বে ইফরাদ করার অনুমতি রয়েছে যার মধ্যে ওমরা অন্তর্ভূক্ত নয়। বরঞ্চ সে শুধু ওমরা করতে পারবে।

প্রশ্নঃ ইহরামে খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা কেমন? না ধুইলে ময়লা পেটে যাবে এবং পরে না ধুইলে হাত পিচ্ছিল এবং দুর্গন্ধযুক্ত রয়ে যাবে, কি করা যায়?

উত্তরঃ উভয় বার সাবান ইত্যাদি ব্যতিত হাত ধুয়ে নিন যদি কেউ খারেজী কালি অথবা পিচ্ছিলতা হাতে লেগে থাকে তবে প্রয়োজনে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। কিন্তু লোম যেন না ভাঙ্গে এই ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করুন।

প্রশ্নঃ ওযু করার পরে মুহরিম ব্যক্তির রুমাল দ্বারা হাত পরিস্কার করা কেমন?

উত্তরঃ মুখে কাপড় লাগাতে পারবে না। শরীরের (পুরুষেরা মাথায়ও) অপর অঙ্গ সমূহও এভাবে সতর্কতার সহিত পরিস্কার করে নিবে যেন ময়লাও না থাকে আর লোম ও টপকে না পড়ে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ মুহরিমা মুখে এমন নেকাব লাগাল যা দ্বারা তার চেহারা স্পর্শ হয় না তার অনুমতি আছে কিনা?

উত্তরঃ যদি চেহারায় স্পর্শ না হয় তখন নেকাব লাগাতে পারবে। তারপরও তাতে কয়েকটি মাসআলার সৃষ্টি হয়। যেমন বাতাস চলল কিংবা ভুলে নিজ হাত নেকাবে লেগে যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য নেকাব সমস্ত চেহারায় লেগে যায়, তখন তার সদকা দেয়া আবশ্যক হবে।

প্রশ্নঃ হলক করানোর সময় মুহরিম নিজ মাথায় সাবান লাগাবে কিনা?

উত্তরঃ সাবান লাগাবেন না। কেননা তখন ময়লা বের হবে, আর ইহরামকালীন ময়লা দূরীভূত করা হারাম।

প্রশ্নঃ ঋতুগ্রস্থ মহিলা ঋতুকালীন ইহরামের নিয়্যত করতে পারে কিনা?

উত্তরঃ করতে পারে। তবে ইহরামের নফল নামায আদায় করতে পারবে না, আর তাওয়াফও পবিত্র হওয়ার পরে করবে।

প্রশ্নঃ সেলাইযুক্ত চপ্পল পরিধান করা কেমন?

উত্তরঃ পায়ের মধ্যখানে উচ্চ অংশটি আবৃত না হলে জায়িয হবে।

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় গিরা বা সেপ্টিপিন অথবা বোতাম লাগানো কেমন?

উত্তরঃ সুন্নাতের পরিপন্থী। লাগানো ব্যক্তি মন্দ কাজ করল, অবশ্য দম ইত্যাদি ওয়াজিব নয়।

প্রশ্নঃ সাধারণত হাজীগণ সতর্কতাবশতঃ একটি দম আদায় করে থাকে, এটা কেমন হয়, আর যদি পরে জানা হয় যে, বাস্তবেই একটি দম ওয়াজিব হয়েছিল। তখন ঐ সতর্কতাবশতঃ দম তার জন্যে যথেষ্ট হবে কিনা?

উত্তরঃ ওয়াজিব হওয়ার পরে আদায় করল, তাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সতর্কতা মূলক দম দেয়ার পর দম ওয়াজিব হল তাহলে যথেষ্ট হলনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ মুহরিম নাক কিংবা কানের ময়লা দূরীভূত করতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ অযুর মধ্যে নাকের নরম হাড্ডি পর্যন্ত প্রতিটি লোমে পানি পৌছানো সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং গোসলের মধ্যে ফরয। অতএব নাকের ময়লা জমে শুকিয়ে গেলে তা বের করতে হবে। আর চোখের পলকের মধ্যে পাপড়ী শুকিয়ে গেছে সেটাও অযু এবং গোসলের মধ্যে ফরয। কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে লোম না ভাঙ্গে। থাকল কানের ময়লা পরিষ্কার করা। এর অনুমতি কেউ দেয়নি। অতএব এটার হুকুম সেটাই যা শরীরের রয়েছে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার করা মাকরূহে তানযিহী। কিন্তু এই সর্তকতা জরুরী যে লোম বা চুল না ঝড়ে।

প্রশ্নঃ নিজ জীবিত পিতা মাতার জন্যে ওমরা করতে পারে কিনা?

উত্তরঃ করতে পারে। ফরয নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত হোক কিংবা কোন নফলী কাজের প্রত্যেক প্রকারে সাওয়াব জীবিত হোক কিংবা মৃত সকলকে ইছালে সাওয়াব করতে পারে।

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় উকুন মারার কাফ্ফারা বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ নিজের উকুন নিজের শরীর কিংবা কাপড়ে মেরে ফেলল কিংবা নিক্ষেপ করে দিল। তখন উকুন একটি হলে রুটির একটি টুকরা আর দুই কিংবা তিনটি হলে এক মুষ্টি আনাজ আর এর চেয়ে বেশী হয় তাহলে সদকা। উকুন গুলো মারার জন্য মাথা অথবা কাপড় ধৌত করল অথবা রোদে দিল তখন সেটাই কাফ্ফারা যা মারার মধ্যে রয়েছে। অন্য কেউ তার আদেশে তার উকুন মারল তখনও মুহরিমের উপর কাফ্ফারা রয়েছে। যদিও দমনকারী ইহরামের অবস্থায় না হয়। মাটি ইত্যাদিতে পড়ে থাকা উকুন অন্যের শরীরে অথবা কাপড়ের উকুন মারাতে তার উপরে কোন হুকুম নেই। যদি ঐ অন্য ব্যক্তিও মুহরিম হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজ্বে আকবর (আকবর হজ্ব)

প্রশ্ন: জুমার দিন যে হজ্ব হয়, তাকে হজ্বে আকবর বলা কেমন?

উত্তর: কোন সমস্যা নেই। যেমনিভাবে ১০ম পারায় সূরা তাওবা এর ৩নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

(পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা দিচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে সমস্ত লোকের মধ্যে মহান হজ্বের দিনে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদুনা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমার ব্যাপারে উল্লেখ করেন: হজ্বকে হজ্বে আকবর বলেছেন এই কারণে যে, ঐ সময়ে ওমরাকে হজ্বে আসগর (ছোট হজ্ব) বলা হত এবং এক বর্ণনা এই যে, ঐ হজ্বকে হজ্বে আকবর এই জন্যেই বলা হয়েছে যে ঐ রছরে **রাসুলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হজ্ব করেছিলেন এবং এই হজ্ব জুমার দিন হয়েছিল। এই জন্য মুসলমানরা সেই হজ্বকে যেটা জুমার দিন হয়। বিদায় হজ্বের মুযাক্কির (অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়ার) জন্য হজ্বে আকবর বলে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দিনসমূহের মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ আরাফার দিন যা জুমার দিনের সাথে মিলে যায় এবং সেই দিনের হজ্ব সেই সত্তর হজ্বের চেয়ে উত্তম যা জুমার দিন হয়না।"

(ফাতহুল বারী, ৯ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীসের ব্যাখ্যা: ৪৬০৬)

আরব শরীফে কর্মরতদের জন্য

প্রশ্ন: মক্কায়ে মুকাররমায় কর্মরত ব্যক্তি কিংবা সেখানের স্থায়ী বাসিন্দা যদি তায়িফ শরীফ গমন করে। তখন প্রত্যাবর্তনকালে তাকে হজ্ব ও ওমরার ইহরাম বাঁধা জরুরী কিনা?

উত্তর: এই নিয়মটি স্মরণ রাখুন যে, মক্কাবাসী যদি কোন কাজের উদ্দেশ্যে "হেরমের সীমানার" বাইরে যায়। তবে মীকাতের ভিতরেই (যেমন জিদ্দা শরীফ) থাকে তখন সে প্রত্যাবর্তন হওয়াতে ইহরামের প্রয়োজন নেই, আর যদি "মীকাতের" বাইরে (যেমন মদীনায়ে পাক, তায়িফ, রিয়াদ ইত্যাদি) যায় তখন ইহরাম ছাড়া প্রত্যাবর্তন হওয়া জায়িয নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইহরাম না বাঁধে তো হিলা

প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি জিদ্দা শরীফে কাজ করে তখন নিজের ঘর যেমন পাকিস্তান থেকে কাজের জন্য জিদ্দা শরীফ আসল। তখন তার কি ইহরাম করা আবশ্যক হবে?

উত্তরঃ যদি জিদ্দা শরীফে যাওয়ার নিয়্যতও ছিল। তখন তার ইহরাম করার প্রয়োজন নেই। বরং এখন জিদ্দা শরীফ থেকে মক্কায়ে মুকাররমায় যেতে হলে ইহরাম ব্যতীত যেতে পারবেন। তাই যে ব্যক্তি হারাম শরীফে ইহরাম ব্যতীত যেতে চায়, সে হিলা করতে পারে তবে শর্ত হল বাস্তবিকই তার ইচ্ছা ছিল প্রথমেই সেখানে যাওয়া। যেমন জিদ্দা শরীফ যাওয়া ছিল। আর মক্কায়ে মুকাররমা হজ্ব ও ওমরার ইচ্ছায় সে যাচ্ছে না। যেমন ব্যবসার জন্যে জিদ্দা শরীফ যায়, আর নিজ কাজ থেকে অবসর হয়ে মক্কায়ে মুকাররমা যাওয়ার ইচ্ছা করল আর যদি প্রথম থেকেই মক্কায়ে মুকাররমা যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন কিন্তু ইহরাম ছাড়া যেতে পারবে না। আর সে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে হজ্জে বদল করতে যায় তার জন্যে এই হিলা করা জায়িয নেই।

হজ্ব কিংবা ওমরার জন্য আর্থিক সহযোগীতা চাওয়া কি?

প্রশ্নঃ কতিপয় মিসকিন আশিক তার ইশকের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হজ্ব কিংবা ওমরা করার জন্যে মানুষের নিকট আর্থিক সাহায্য চায়। ইহা কি জায়িয?

উত্তরঃ ইহা হারাম। সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, ইয়ামেনের কতিপয় লোক সম্পদহীন হয়ে হজ্বের সফরে যায়, আর তারা নিজেদেরকে মুতাওয়াক্কিল (নির্ভরশীল) বলে দাবী করে। তারা মক্কায়ে মুকাররমা গিয়ে সুওয়াল (ভিক্ষাবৃত্তি) করা আরম্ভ করে দেয়, আর কখনো তারা পর সম্পদ আত্মসাৎ ও খেয়ানতে লিপ্ত হয়ে যেত। তাদের ব্যাপারে নিম্নের আয়াতে মুকাদ্দসা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছিল, আর নির্দেশ হল তোমরা হজ্বে সম্পদসহ যাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর অন্যের উপর বোঝা চেপে দিওনা। ভিক্ষা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয় উত্তম সম্পদ হল খোদাভীতি অবলম্বন করা, আর আয়াতে মুকাদ্দাসা এই

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা সম্পদ সঙ্গে নাও। আর সকলের চেয়ে উত্তম সম্পদ হল খোদাভীতি অবলম্বন করা।

সুলতানে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে সকল ব্যক্তি মানুষের নিকট ভিক্ষা করে অথচ তার কোন অভাব নেই। অধিক সন্তানও নেই যে, সে মূলত সক্ষম ব্যক্তি। কিয়ামতের দিন এভাবেই সে হাজির হবে, যে তার মুখে মাংস থাকবে না।"

(শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫২৬)

মদীনার প্রেমিকরা! ধৈর্য্যধারণ করুন! ভিক্ষার নিষেধাজ্ঞায় কঠোর গুরুত্ব রয়েছে, আর ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام অতটুকু লিখেছেন যে: গোসলের পরে ইহরাম বাঁধার পূর্বে নিজ শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে নিন। তবে শর্ত হল নিজের কাছে বিদ্যমান থাকতে হবে, আর যদি নিজের কাছে না থাকে তখন অন্যের নিকট তালাশ করিওনা। কেননা ইহাও এক প্রকার ভিক্ষা। (রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)

জব বুলাইয়া আক্বা নে, খুদ হি ইনতিজাম হো গেয়ি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওমরার ভিসায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করা কেমন?

প্রশ্ন: কিছুলোক নিজ দেশ থেকে রমজানুল মুবারকে ওমরার জন্য ভিসা নিয়ে হারামাইন তৈয়্যেবাইনে গমন করে। ভিসার সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ওখানে থেকে যায়। কিংবা হজ্ব করে নিজ দেশে চলে যায় তাদের এ কাজ শরীআত মতে সঠিক কিনা?

উত্তর: দুনিয়ার সকল দেশের নিয়ম কানুন এই যে, ভিসা ছাড়া অন্য দেশের কোন লোককে দেশে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। আর হারামাঈনে তৈয়্যেবাইনেও এই একই নীতি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভিসার মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অবস্থানকারী ব্যক্তি যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সে ইহরাম অবস্থায় থাকলেও তাকে বন্দি করে নেয়া হয়। তখন তাকে আর হজ্বও করতে দেয়া হয় না। ওমরার সুযোগও দেয়া হয় না বরং শাস্তি দিয়ে তাকে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মনে রাখবেন! যে আইনের বিরোধিতা করলে লাঞ্চনা, ঘুষ, মিথ্যা ইত্যাদি বিপদে পড়ার আশঙ্খা রয়েছে সেই আইনের বিরোধিতা করা জায়েয নেই। সুতরাং আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: মুবাহ (অর্থাৎ জায়েয) বিষয়ের মধ্যে থেকে কিছু বিষয় আইনগত ভাবে অপরাধ হয়ে থাকে। তবে জড়িত হওয়া (অর্থাৎ এভাবে আইনের বিরোধিতা করা) নিজের সত্বাকে কষ্ট ও লাঞ্চনার জন্য সম্মুখিন করা, আর এটা না-জায়েয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৮তম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা) সুতরাং visa ছাড়া দুনিয়ার যে কোন দেশে থাকা কিংবা হজ্বের জন্য অবস্থান করা জায়েয নেই। অবৈধ পদ্ধতিতে হজ্বের জন্য অবস্থান করাকে مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ ও রাসুল** عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া মনে করা কঠিন স্পর্ধা।

অবৈধভাবে হজ্বকারীদের নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

প্রশ্ন: হজ্বের জন্য ভিসা ছাড়া অবস্থানকারী নামায সম্পূর্ণ পড়বে অথবা ক্বসর?

উত্তর: ওমরার ভিসায় গিয়ে অবৈধভাবে হজ্বের জন্য অবস্থান করা অথবা পৃথিবীর যে কোন দেশে visa এর সময় পূর্ণ হওয়ার পর অবৈধভাবে থাকার যার নিয়্যত রয়েছে যেই শহর বা গ্রামে মুকিম হবে সেখানে যতক্ষণ থাকবে তার জন্য মুকিমের আহকাম বর্তাবে যদিও বা বছরের পর বছর যেখানে অবস্থান করে, বরঞ্চ একবারও যদি ৯২ কি:মি: অথবা এর চেয়ে বেশী দূরত্বের সফর করার ইচ্ছায় ঐ শহর অথবা গ্রাম থেকে বের হয়, তাহলে নিজের বাসস্থান থেকে বাহির হতেই মুসাফির হয়ে গেল। এখন তার ইকামতের নিয়্যত অনর্থক। উদাহারণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি পাকিস্তান থেকে ওমরার ভিসায় মক্কা মুকাররমা গেল আর ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় মক্কা শরীফেই মুকীম রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তবে তার উপর মুকীমের আহকাম বর্তাবে। এখন যদি উদাহরণ স্বরূপ সেখান থেকে মদীনাতুল মুরাওওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا চলে আসল চায় বছরের পর বছর অবৈধভাবে অবস্থান করে মুসাফির থাকবে। এমনকি পুনরায় মক্কা মুকাররমায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পুনরায় চলে আসা সত্ত্বেও মুসাফির থাকবে। তাকে নামায কাছর পড়তে হবে। তবে পুনরায় ভিসা যদি পেয়ে যায় তবে ঐ অবস্থায় ইকামতের নিয়্যত করতে পারবে।

হেরেমের মধ্যে কবুতর এবং ফড়িংকে উড়ানো, কষ্ট দেওয়া

প্রশ্ন: হেরেমের কবুতর এবং ফড়িংকে অযথা উড়ানো কেমন?

উত্তর: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: হেরেমের কুবতর উড়ানো নিষেধ। (মালফুযাতে আ'লা হযরত, ২০৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হেরেমের কবুতর এবং ফড়িংকে কষ্ট দেওয়া কেমন?

উত্তর: হারাম। সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: হেরেমের পশু শিকার করা অথবা তাকে কোন কষ্ট দেওয়া হারাম। মুহরিম এবং গাইরে মুহরিম উভয় একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৮৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মুহরিম কবুতর জবাই করে খেতে পাবে?

উত্তর: বাহারে শরীয়াতের প্রথম খন্ডের ১১৮০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মুহরিম জঙ্গলের জানোয়ারকে জবাই করলো তবে হালাল হলনা বরং মৃত এটাই যে, জবাই করার পর তাকে খেয়ে ফেলল যদিও বা কাফ্ফারা দেওয়ার পর খেয়েছে। তাহলে পুনরায় খাওয়ার কাফ্ফারা দিবে এবং যদি না দিয়ে থাকে তাহলে একটা কাফ্ফারাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন: হেরেমের ফড়িং ধরে খেতে পারবে কিনা?

উত্তর: হারাম (তবে ফড়িং হালাল মৃত মাছের মত খেতে পারবে এটাকে জবাই করার প্রয়োজন নেই)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: মসজিদুল হারাম এর বাইরে মানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হওয়া আহত এবং মৃত অসংখ্য ফড়িং থাকে, যদি এই ফড়িং গুলোকে খেয়ে নেয় তবে হুকুম কি?

উত্তর: যদি কেউ ফড়িং খেয়ে নেয় তবে তার উপর কোন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। কেননা হেরেমে শিকারকৃত ঐ জানোয়ার খাওয়া হারাম যা শরয়ী নিয়মে জবাই করলে হালাল হয়ে যাবে। যেমন: হরিণ ইত্যাদি, আর এমন শিকার হারাম হওয়ার কারণ হল হেরেমে শিকার করলে সেই জানোয়ার মৃত সাব্যস্ত হয়। আর মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম। ফড়িং কে খাওয়া এই জন্য হালাল। যেহেতু ফড়িংকে জবেহ করা শরীয়তে শর্ত নেই। এটাকে যেভাবেই জবাই করা হোকনা কেন হালাল হবে। যেভাবে পায়ের নিচে পিষ্ট করে অথবা গলায় চাপ প্রয়োগ করার কারণে মারা হোক। তারপর ও হালাল হবে। তবে স্মরণ রাখুন যে, ইচ্ছাকৃত ফড়িং শিকার করার অনুমতি হেরেম শরীফে নেই।

প্রশ্ন: হেরেমের স্থলের জঙ্গলের পশুকে জবাই করার কাফ্ফারা বলে দিন।

উত্তর: ইহার কাফ্ফারা হল ইহার সমপরিমাণ মূল্য সদকা করা।

প্রশ্ন: হেরেমের মুরগী জবাই করা এবং খাওয়া কেমন?

উত্তর: হালাল। ঘরোয়া পশু যেমন মুরগী, ছাগল, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি জবাই করা এবং তার মাংস খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। তবে জঙ্গলী পশু শিকার করার নিষেধাজ্ঞা আছে।

প্রশ্ন: মসজিদুল হেরেমের বাইরে অনেক ফড়িং থাকে, যদি কোন ফড়িং পা কিংবা গাড়িতে পিষ্ট হয়ে আহত বা নিহত হল তবে?

উত্তর: কাফ্ফারা দিতে হবে। বাহারে শরীয়তের ১ম খন্ড, ১১৮৪ পৃষ্ঠায় ফড়িংও স্থলের জানোওয়ার। তাকেও মারলে কাফ্ফারা দিবে, আর একটি খেজুরই কাফ্ফারা দেওয়া যথেষ্ট। ১১৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: কাফ্ফারা আবশ্যক হওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত হত্যা করা শর্ত নয়। অনিচ্ছাকৃত ভাবে মারা গেলেও কাফ্ফারা দিতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: মসজিদুল হারামে অসংখ্যা ফড়িং থাকে। খাদেম পরিষ্কার করার সময় ওয়েপার ইত্যাদি দ্বারা দয়াবিহীন হেচড়াতে থাকে যার কারণে আহত হয় ও নিহত হয়। যদি তা না করে তবে কিভাবে পরিষ্কার করবে। ঠিক সেভাবেই শুনেছি কবুতরের সংখ্যা কমানোর জন্য তাদেরকে ধরে কোন দূরেনিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে অথবা খেয়ে ফেলে।

উত্তর: ফড়িং যদি এতো অধিক যে তাদের কারণে সমস্যা হয়ে থাকে তবে সেগুলোকে মারলে সমস্যা নেই তা না হলে ক্ষতিরপূরণ আবশ্যক হবে হোক তা ইচ্ছাকৃত হত্যা করুক অথবা অনিচ্ছাকৃত হত্যা করুক হেরেমের কবুতর ধরে জবাই করে দিলে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। ঠিক সেভাবেই হেরেমের বাইরেও ছেড়ে আসলেও ক্ষতিপূরণ আবশ্যক ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শান্তি সাথে হেরেমে চলে আসার বিষয়টা জানা না যায়। উভয় অবস্থায় ক্ষতিপূরণ কবুতরের সমপরিমাণ মূল্য এবং সেটা দ্বারা ঐ মূল্য যে সেখানে এই সমস্ত বিষয়াদি পরিচিতি এবং দৃশ্যঅবলোকনকারী দু'জন ব্যক্তি বর্ণনা করবে এবং যদি দু'জন ব্যক্তি পাওয়া না যায়, তবে এক জনের কথা বিশ্বাস করে নেওয়া হবে।

প্রশ্ন: হেরেমের মাছ খাওয়া কেমন?

উত্তর: মাছ স্থলের পশু নয়। তাকে খেতে পারেন এবং প্রয়োজনে শিকারও করতে পারেন।

প্রশ্ন: হেরেমের ইঁদুরকে মেরে ফেললে কি কাফ্ফারা রয়েছে?

উত্তর: কোন কাফ্ফারা নেই। তাকে মারা জায়েয। বাহারে শরীয়তের ১ম খন্ডের ১১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: কাক, চিল, বাঘ, বিচ্ছু, সাপ, ইঁদুর, এমন কুকুর যেটা কামড় দিয়ে থাকে, বিচ্ছুর মত পোকা, মশা, কচ্ছপ, কাঁকড়া, প্রজাপতি, কামড় দেয় এমন পিপড়া, মাঁছি, টিকটিকি এবং হাশরাতুল আরদ অর্থাৎ পোকা-মাকড়, বৃজী, শিয়াল, খেক শিয়াল যখন এই ধরনের হিংস্র প্রাণী আক্রমন করে অথবা যে পশু এমন হয় যা প্রথমেই আক্রমণ করে, যেমন: সিংহ, চিতা, তেন্দওয়া, এমন পশু যা চিতা বাঘের মত হয়ে থাকে। এগুলোকে মারতে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপ ভাবে পানির সমস্ত প্রাণীদের জবাই করাতে কাফ্ফারা হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হারমের গাছ-পালা কাটা

প্রশ্ন: হারম শরীফে গাছ-পালা কাটার ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা দান করুন।

উত্তর: দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃত প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" এর ১১৮৯-১১৯০ পৃষ্ঠায় কিছু মাসআলা অবলোক্ষণ করুন। হারামের গাছপালা ৪ প্রকারের রয়েছে। (১) কেউ সেটা রোপন করেছে এবং সেটা এমন গাছ অন্যান্য মানুষরাও রোপন করে। (২) রোপন করেছে কিন্তু এ রকম না যেটা মানুষ রোপন করে। (৩) কেউ সেটাকে রোপন করেনি, কিন্তু এ রকম যেটাকে লোকেরা রোপন করে। (৪) রোপন করেনি, না ঐ রকম গাছ কেউ রোপন করে। প্রথমত তিন প্রকারকে কাটা ইত্যাদিতে কিছু নয় অর্থাৎ জরিমানা নেই। থাকল এই কথা সে যদি কারও দেশে আছেন, তাহলে মালিক ক্ষতিপূরন নিবে। ৪র্থ প্রকারে জরিমানা দিতে হবে এবং যদি কারও দেশে হয়, তাহলে ক্ষতিপূরন নিবে এবং জরিমানা ঐ সময়ই আছে যখন ভিজে যায় অথবা ভেঙ্গে যায় অথবা উত্তোলনকৃত না হয়। জরিমানা এটাই যে, ওটার দামের শষ্য মিসকীনের উপর সম্পূর্ণ করে। প্রত্যেক মিসকীনকে একটি সদকা আর যদি শষ্যের দাম সম্পূর্ণ সদকা থেকে কম হয় তাহলে এক মিসকীনকেই দিয়ে দিবে। আর তার জন্য হারামের মিসকীন হওয়া জরুরি নয় আর এটাও হতে পারে যে মূল্যই সম্পূর্ণ সদকা করে দেয়। আর এমনও করা যেতে পারে ঐ মূল্যের পশু ক্রয় করে হারামে জবাই করে দিবে রোযা রাখা যথেষ্ট নয়। **মাসআলা ৩:** যে গাছ শুকিয়ে গেছে সেটা উত্তোলন করতে পারবে এবং তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করা যাবে। **মাসআলা ৫:** গাছের পাতা ভাঙ্গতে যদি গাছের কোন ক্ষতি না হলে কোন অসুবিধা নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে যে গাছ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাকেও কাঁটলে জরিমানা হবে না। যেহেতু মালিক থেকে অনুমতি নিয়ে নেয় তাকে তার মূল্য দিয়ে দেয়। **মাসআলা ৬:** কিছু লোক একত্রিত হয়ে যদি গাছ কাটে তাহলে একজনই ক্ষতিপূরন দিবে। যা সবার উপর ভাগ হয়ে যাবে। সবাই মুহরিম হোক অথবা মুহরিম না হোক, অথবা কিছু মুহরিম হোক অথবা কিছু মুহরিম না হোক। **মাসআলা ৭:** হেরেমের পিলু অথবা কোন গাছের মিসওয়াক বানানো বৈধ নয়। **মাসআলা ৯:** নিজে অথবা জীব-জন্তু চলতে অথবা তাবু স্থাপন করতে কিছু গাছ যেদে থাকে (অর্থাৎ নষ্ট হতে থাকে) তবে সমস্যা নেই। **মাসআলা ১০:** ফতোয়া এটাই যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঐখানকার ঘাস জানোয়ার কে খাওয়ানো বৈধ। এছাড়া কাটা, উপরে ফেলা এগুলোর হুকুম উহাই হবে, যা গাছের এবং শুকনা ঘাস ব্যতীত তা থেকে প্রত্যেক প্রকারের উপকারীতা অর্জন করা বৈধ। খুটি ভাঙ্গাতে এবং তুলে ফেলাতে কোন সমস্যা নেই।

মীকাত থেকে ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: যদি কোন আফাকি মীকাত থেকে ইহরাম না বেঁধে ওমরা করে নেয় তবে তার হুকুম কি?

উত্তর: যদি মক্কা মুকাররমার ইচ্ছায় কোন আফাকি চলে এবং মীকাতে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করে ফেলল তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এখন মসজিদে আয়িশা থেকে ইহরাম বাঁধা যথেষ্ট নয়। হয়তো দম দেবে অথবা আবার মীকাত থেকে বাইরে যাবে এবং ওখান থেকে ওমরা ইত্যাদির ইহরাম বেঁধে আসবে তখন দম রহিত হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

বাচ্চাদের হজ্ব

দরূদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহর যিকির অধিক করা এবং আমার দরূদ পড়া দারিদ্রতাকে দূর করে।" (আল কাওলুল বাদী, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

আলমে ওয়াজদ মে রুকছা মেরা পার পার হোতা,
কাশ! মে গুম্বদে খায্রা কা কাবুতর হোতা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রশ্ন: বাচ্চাও কি হজ্ব করতে পারে?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ! যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বর্ণনা করেছেন; ছরকারে দোআলম, নূরে মুজাস্সম, নবীয়ে আকরাম, হুযুর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রূওহা নামক স্থানে একটি কাফিলার সাথে সাক্ষাত হলে তিনি صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: এরা কারা? তার আরজ করলেন; আমরা মুসলমান, অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করল যে; আপনি কে? তিনি صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশরাদ করলেন: আল্লাহ তাআলার রাসুল। তাদের মধ্য থেকে একজন মহিলা বাচ্চাকে উপরে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল: কি এরও (বাচ্চারও) হজ্ব হয়ে যাবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! এবং তোমাকেও এর সাওয়াব দেয়া হবে। (মুসলীম, ৬৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩৬) প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: অর্থাৎ বাচ্চাকেও হজ্ব করার সাওয়াব দেওয়া হবে এবং তোমাকেও হজ্ব করানোর সাওয়াব দেয়া হবে। আরও বলেছেন: এই হাদীসে পাক থেকে বুঝা গেল যে, বাচ্চাদের নেকী দেয়া হবে (বাচ্চাও নেকী পাবে) বাচ্চার বাবা-মাকেও নেকী দেয়া হবে। অতএব তাদেরকে নামায, রোজার নিয়মিত আদায়কারী বানান। (মিরাত, ৪র্থ খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: তাহলে কি হজ্ব করলে বাচ্চার ফরয আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: জ্বি, না! হজ্বের শর্ত সমূহ থেকে একটি শর্ত বালিগ হওয়াও রয়েছে। আর আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: বাচ্চার উপর হজ্ব ফরয নয়। যদি করে নেয় তাহলে নফল হবে সাওয়াব বাচ্চাই পাবে। বাবা এবং অন্যান্য বৃদ্ধরাও শিক্ষ ও প্রশিক্ষণের সাওয়াবে পাবে। আবার যখন বালিগ হওয়র পর শর্ত সমূহ একত্রিত হবে তখন তার উপর হজ্ব ফরয হয়ে যাবে। শিশুকালের হজ্ব যথেষ্ট হবে না। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ১০ম খন্ড, ৭৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ আহকামের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের কতটি প্রকার রয়েছে?

উত্তর: এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে বাচ্চাদের ২টি প্রকার রয়েছে।

(১) বিবেকবান: যে পাক-নাপাক, ঝাল-মিষ্টির স্বাদ পার্থক্য করতে পারে। কারণ ইসলাম নাজাতের মাধ্যম। (ইরশাদুস্‌সারী, হাশিয়া মানাসীক, ৩৭ পৃষ্ঠা)

(২) অবুঝ: যে উপরোক্ত কাজ সমূহের বুদ্ধি জ্ঞান রাখে না।

প্রশ্ন: বিবেকবান বাচ্চাদরা কি হজ্বের আহকাম সমূহ নিজেই আদায় করতে হবে?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ! বিবেকবান বাচ্চা নিজেই হজ্বের কাজ সমূহ আদায় করবে। রমী (অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ) ইত্যাদি কাজ ছেড়ে দিলে কাফ্‌ফারা ইত্যাদি ওয়াজিব নয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: বিবেকবান বাচ্চা কিছু কাজ নিজে করতে পারে এবং কিছু করতে পারে না তাহলে কি করবে? কাউকে কি নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে পারবে?

উত্তর: হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: যে কাজ বিবেকবান বাচ্চা নিজেই করতে পারে তার মধ্যে কাউকে নিজের স্থলাবিষিক্ত করা ঠিক নয় এবং যে কাজ নিজে করতে পারবে না সেগুলোর মধ্যে অন্যকে নিজের স্থলাবিষিক্ত করা সঠিক। কিন্তু তাওয়াফের পরের দু'রাকাত নামায যদি নিজে পরতে নাপারে তাহলে অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে আদায় করতে পারবে না। (আল মাসলাকুল মুতাকাসীত লিল ক্বারী, ১১৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবুঝ বাচ্চার হজ্বের পদ্ধতি

প্রশ্নঃ অবুঝ বাচ্চা হজ্বের জরুরি কাজ কিভাবে আদায় করবে?

উত্তরঃ যে কাজ গুলোতে নিয়্যত করা শর্ত রয়েছে; ঐ সমস্ত কাজ সমূহ তার পক্ষ থেকে তার অবিভাবক আদায় করবে, আর যেগুলো কাজের মধ্যে নিয়্যত করা শর্ত নয় সেগুলো নিজেই করতে পারবে, আর ফকিহগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেনঃ অবুঝ বাচ্চা যদি ইহরাম বাঁধল অথবা হজ্বের কাজ সমূহ সম্পন্ন করল তাহলে হজ্ব আদায় হল না। বরং তার অবিভাবক তার পক্ষ থেকে আদায় করবে। কিন্তু তাওয়াফের পরের দু'রাকাত যা বাচ্চার পক্ষ থেকে তার অবিভাবক আদায় করবেনা। তার সাথে বাবা এবং ভাই দুইজনই হলে বাবা আরকান সমূহ আদায় করবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৭৫ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়াহ, বদরুত তরিকা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেনঃ এই (অবুঝ বাচ্চা অথবা পাগল) নিজে ঐ কাজ সমূহ করতে পারবে না যার মধ্যে নিয়্যত করা জরুরি। যেমনঃ ইহরাম বাঁধা অথবা তাওয়াফ করা বরং তার পক্ষ থেকে যেন অন্য কেউ করে, আর যে কাজ নিয়্যত করা শর্ত নয় যেমনঃ উকুফে আরাফাত নিজেই করতে পারবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ কি ইহরামের পূর্বে বাচ্চাদেরকেও গোসল করাতে হবে?

উত্তরঃ জ্বি, হ্যাঁ! ফাতোওয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ৫৫৭ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত অংশের সারাংশ হচ্ছেঃ বিবেকবান বাচ্চা এবং অবুঝ বাচ্চা উভয়ই গোসল করবে। অন্য থায় এই পার্থক্য আছে যে, বিবেকবানের জন্য নিজেই গোসল করা মুস্তাহাব এবং অবিভাবকের জন্য গোসলের আদেশ দেয়া মুস্তাহাব এবং অবুঝ বাচ্চাকে অবিভাবকের জন্য অথবা মা ইত্যাদির সাহায্যে গোসল করানো মুস্তাহাব হবে।

প্রশ্নঃ অবুঝ বাচ্চাকে কি ইহরাম পরিধান করাতে হবে?

উত্তরঃ জ্বি, হ্যাঁ! এমন করা উচিৎ যে, অবুঝ বাচ্চার সেলাই করা পোশাক খুলে চাদর তেহবন্দ অভিবাবক অথবা অন্য কেউ পরিধান করিয়ে দেয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিন্তু তার পক্ষ থেকে বাবা, বাবা না হলে ভাই এবং ভাই না হলে যে কেউ তার রক্তের ক্ষেত্রে আত্মীয় হলে সে তার পক্ষ থেকে ইহরমের নিয়্যত করবে, আর ঐ সমূহ কাজ থেকে বাঁচাবে যা মুহরিমের জন্য না-জায়েয, আর সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেছেন: বাচ্চার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধলে তাহলে তার সেলাইকৃত কাপড় খুলে নেওয়া উচিৎ। চাদর এবং তেহবন্দ পরিধান করিয়ে দেয় এবং ঐ সমস্ত কাজ সমূহ থেকে বাঁচাবে যা মুহরিমের জন্য নাজায়েয। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ১০৭৫ পৃষ্ঠা) বিবেকবান বাচ্চা ইহরামের নিয়্যত নিজেই করবে। অবিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধতে পারবেনা। যেমন; শামীর মধ্যে রয়েছে: যদি বাচ্চা বিবেকবান হয় তাহলে তাকে নিজেই ইহরাম বাঁধতে হবে। অবিভাবক তার পক্ষ থেকে বাঁধতে পারবে না, কেননা জায়েয নেই। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৩৫ পৃষ্ঠা) যদি বিবেকবান বাচ্চা নিজেই ইহরাম বাঁধার ক্ষমতা রাখে তাহলে তাকে নিজেই ইহরাম বাঁধতে হবে। অবিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধতে পারবে না এবং অবিভাবকের বাঁধার কারণে বিবেকবান বাচ্চা নিজেই ইহরাম বাঁধার ক্ষমতা না রাখে তাহলে অবিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধবে।

প্রশ্ন: অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে অবিভাবক কি ইহরামের নফল পড়তে পারবে?

উত্তর: জ্বি, না। অবুঝ বচ্চার পক্ষ থেকে অবিভাবক ইহরামের নফল পড়তে পারবে না।

অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে নিয়্যত এবং লাব্বাইকা এর নিয়ম

প্রশ্ন: অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে নিয়্যত এবং লাব্বাইকা এর নিয়ম বলে দিন।

উত্তর: অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে ইহরামের নিয়্যত তার অবিভাবক করবে, আর এভাবে বলবে اَحْرَمْتُ عَنْ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধার নিয়্যত করছি। (অমুকের জায়গায় বাচ্চার নাম নিবে।) অনুরূপভাবে লাব্বাইকাও এরকম বলবে لَبَّیْک عَنْ فُلَانٍ (অমুকের জায়গায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাচ্চার নাম নিবে এবং শেষ পর্যন্ত لَبَّیْکَ সম্পন্ন করবে) আরবিতে নিয়্যত তখনই কার্জকর হবে যখন এর অর্থ জানা থাকবে। আপন মাতৃ ভাষা অথবা উর্দূতেও নিয়্যত করতে পারেন। যেমন: বাচ্চার নাম হেলাল রযা পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধছি। এটাও স্মরণে থাকে যে, অন্তরে নিয়্যত হওয়া শর্ত। যেহেতু উচ্চারণ করে নিয়্যত করা মুস্তাহাব। যদি মুখ থেকে উচ্চারণ করে নিয়্যত না করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। لَبَّیْکَ লাব্বাইকা উচ্চারণ করে বলা জরুরি, আর সেটাও যেন কমপক্ষে এত আওয়াজে হয়, যাতে কোন বাঁধা ছাড়া নিজে শুনতে পারে এবং এখানে এভাবে বলবে যে, যেমন:

لَبَّیْکَ عَن ہِلال رضا اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ ط
لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ ط اِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ ط لَاشَرِیْکَ لَکَ ط

অবুঝের পক্ষ থেকে তাওয়াফের নিয়্যত এবং ইসতিলাম করার নিয়ম

প্রশ্ন: অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে তাওয়াফের এবং হাজরে আসওয়াদের ইসতিলামের নিয়্যতের নিয়ম ইরশাদ করুন।

উত্তর: অন্তরে নিয়্যত যথেষ্ট। উত্তম হচ্ছে মুখ থেকেও যেন এভাবে উচ্চারণ করে নেয়, যেমন: আমি হেলাল রযার পক্ষ থেকে তাওয়াফের ৭ চক্করের নিয়্যত করছি। এরপর যা ইসতিলাম হবে, সেটাও বাচ্চার পক্ষ থেকে হবে।

প্রশ্ন: কোলে তুলে তাওয়াফ করাবে না আঙ্গুল ধরে?

উত্তর: যেভাবে সুবিধা হয সেভাবে।

প্রশ্ন: তাওয়াফের সময় কি অবিভাবক নিজের তাওয়াফেরও নিয়্যত করতে পারে?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ! বরং করে নেওয়া উচিৎ। এভাবে এক সাথে দু'জনের তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখবেন! যেন প্রত্যেক চক্করের পর দু'বার ইসতিলাম করতে হবে। একবার নিজের পক্ষ থেকে আর একবার বাচ্চার পক্ষ থেকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: বাচ্চা কিভাবে তাওয়াফ করবে?

উত্তর: বিবেকবান বাচ্চা নিজেই তাওয়াফ করে তাওয়াফের নফল আদায় করবে। এক্ষেত্রে অবুঝ বাচ্চাকে তার অবিভাবক তাওয়াফ করাবে। কিন্তু তাওয়াফের দু'রাকাত নফল বাচ্চার পক্ষ থেকে অবিভাবক আদায় করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: বাচ্চাকে রমী কীভাবে করাবো?

উত্তর: বিবেকবান বাচ্চা নিজেই রমী করবে এবং অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে তার সাথে যে থাকবে সে করবে। উত্তম এটাই তার হাতে কংকর রেখে রমী কারা। (সুনসাক মুতাওয়াসাত, ২৪৭ পৃষ্ঠা। ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা। বাহরে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: বাচ্চার হজ্বের জরুরি আহকাম কিছু বাকী রইল অথবা সে এমন কাজ করল যার কারণে কাফ্ফারা বা দম ওয়াজিব হয়ে যায় তাহলে কি করবে?

উত্তর: বাচ্চা কোন কাজকে ছেড়ে দেয় অথাব নিষিদ্ধ কাজ করে তাহলে তার উপর না কাযা ওয়াজিব, আর না কাফ্ফারা। অনুরূপভাবে বাচ্চার পক্ষ থেকে বাবা ইহরাম বাঁধল এবং বাচ্চা কিছু নিষিদ্ধ কাজ করল, তাহলে বাবারও উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০৭০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: বাচ্চা যদি হজ্ব ফাসিদ করে দেয় তাহলে কি করতে হবে?

উত্তর: বাচ্চা যদি হজ্ব ফাসিদ করে দেয় তাহলে না দম ওয়াজিব হবে না কাযা। বাচ্চা বিবেকবান হোক না কেন।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: বাচ্চার জন্য হজ্বের কুরবানী কি হুকুম আছে?

উত্তর: বাচ্চা বিবেকবান হোক অথবা অবুঝ তার উপর (তামাত্তু হজ্ব অথবা কিরান) কুরবানী ওয়াজিব হবে না এবং হজ্বে ইফরাদে বৃদ্ধদের উপরেও হয় না। (আল মাসলাকুর মুতাকাসীত লিল ক্বারী, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: যদি অবিভাবক বাচ্চার পক্ষ থেকে হজ্বের কুরবানী করতে চায়, তাহলে করতে পারবে কি পারবে না?

উত্তর: করতে পারে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে করবে। বাচ্চার টাকা দিয়ে করলে ক্ষতিপুরন দিতে হবে। অর্থাৎ ঐ পরিমান টাকা বাচ্চাকে ফেরত দিতে হবে।

বাচ্চার ওমরা করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: বাচ্চাকে কি ওমরা করানো যাবে? যদি হয় তাহলে পদ্ধতি কি?

উত্তর: হ্যাঁ! করানো যাবে। মাসআলার মধ্যে এখানেও ঐ বিবেকবান ও অবুঝ বাচ্চার বিস্তারিত রয়েছে। অতএব এর মধ্যে অতিরিক্ত বিস্তারিত এটাই যে, অতি ছোট শিশুকে মসজিদে প্রবেশ করার আহকামের উপর লক্ষ্য করতে হবে। হুকুম এটাই যে, বাচ্চার দ্বারা নাপাকী বের হওয়ার কাঠোর ধারনা আছে তাহলে তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী অন্যথায় মাকরূহে তানযিহী।

প্রশ্ন: বাচ্চাদের কি চুল কাটানো অথবা মুন্ডানো যেতে পারে কি না?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ! মেয়ে বাচ্চাকে চুল কাটাতে হবে। যদি দুধ পানকারী শিশু অথবা খুবই ছোট বাচ্চা হয় তাহলে মুন্ডন করাতে কোন অসুবিধা নেই।

বাচ্চা এবং নফলী তাওয়াফ

প্রশ্ন: নফল তাওয়াফের মধ্যে বাচ্চাদের কি হুকুম রয়েছে?

উত্তর: বিবেকবান বাচ্চা নিজেই নিয়্যত করবে এবং তাওয়াফের পরের নফল ও আদায় করবে। অন্যত্র অবুঝ বাচ্চার পক্ষ থেকে তার অবিভাবক নিয়্যত করবে। তাওয়াফের পরের নফলের প্রয়োজন নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন: বাচ্চা যদি ইহরাম ব্যতীত মীকাতের ভিতরে প্রবেশ করে এবং এখন বালিগ হয়ে গেল, তাহলে তার উপর কি দম ওযাজিব হবে?

উত্তর: না। বাহারে শরীয়াতের ১ম খন্ড, ১১৯২ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে যে; নাবালিগ ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করল তারপর বালিগ হয়ে গেল এবং সেখান থেকেই ইহরাম বেঁধে নিল তাহলে দম ওয়াজিব হবে না। এমনিতে যদি সে 'হিল্ল' অর্থাৎ হারামের বাহিরে এবং মিকাতের সিমানার ভিতরে বালিগ হল, তাহলে হিল্লী আহকাম তার উপর অপরিহার্য হবে। অর্থাৎ হজ্ব অথবা ওমরার জন্য হারাম যেতে হয তাহলে 'হিল্লী' থেকে ইহরাম বেঁধে নিবে এবং অন্যত্রে হারাম শরীফ যেতে হয়, তাহলে ইহরাম ব্যতীতও যেতে পারে এবং হারামের মধ্যে বালিগ হয়, তাহলে হারামের আহকাম অপরিহার্য হয়ে যাবে অর্থাৎ হজ্বের ইহরাম হারামের মধ্যে বাঁধবে এবং ওমরার ইহরাম হারাম শরীফে বাহিরে থেকে এবং যদি কোন কিছু না করে, তাহলে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: মাদানী মুন্না অথবা মাদানী মুন্নীকে মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মধ্যে নিয়ে যেতে পারি কি না?

উত্তর: ছরকারে মদীনা, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মসজিদ সমূহকে বাচ্চা থেকে এবং পাগল এবং ঝগড়া এবং বেচা কেনা উচ্চ আওয়াজ করা, সীমা কায়েম করা এবং তরবারী টাঙ্গানো থেকে বাচাও।" (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস; ৭৫০) এমন বাচ্চা যার থেকে নাজাসাত অর্থাৎ (প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি) এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং পাগলকে মসজিদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হারাম। যদি নাজাসাতের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে মাকরূহে তানযিহী। যারা জুতা সেন্ডেল মসজিদের ভিতরে নিয়ে যায় তাদেরকে এটার লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, যদি নাজাসাত লেগে থাকে তাহলে সেগুলো ভাল করে পবিত্র এবং পরিষ্কার করে যাতে নাজাসাত না থাকে এবং না তার দুর্গন্ধ অতঃপর পাক করল না, কিন্তু এমন ভাবে পরিষ্কার করে যাতে না মসজিদ অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর না নাজাসাতে দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকে। তাহলে আবার নাজায়েয হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব এটা স্মরন থাকে যে, জুতা পাক হল তবুও মসজিদে পরিধান করে যাওয়া বেয়াদবী। অবুঝ বাচ্চা অথবা পাগল (অথবা বেহুশ অথবা যার উপর জ্বীন এসেছে) দম করানোর জন্য পেম্পার (pemper) লাগানো হোক তবুও মসজিদে নিয়ে যাওয়া উপরোক্ত কথার বিস্তারিত মোতাবেক নিষেধ রয়েছে এবং যদি আপনি তাদের মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ভুল করে বসেন যার হুকুম নাজায়েয সম্পন্ন। তাহলে দয়া করে তাড়াতাড়ী করে তাওবা করে পরবর্তীতে না আনার প্রতিজ্ঞা করে নিন। হ্যাঁ! ফিনায়ে মসজিদ যেমন; ইমাম সাহেবের হুজরাতে নিয়ে যেতে পারেন। যেহেতু মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে না হয়। যদি সাধারণ মসজিদের এই সমূহ আদব হয়ে থাকে তাহলে মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং মসজিদে হারাম শরীফে কি রকম আদব হবে। এটা প্রত্যেক আশেকে রাসুল ভালই বুঝতে পরে। এই দুই মসজিদ বাচ্চাদের থেকে বাঁচানো খুবই জরুরি। আজকাল বাচ্চারা সেখানে চিৎকার, হৈ-চৈ করতে থাকে এবং কিছু সময় مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ময়লা আবর্জনা ত্যাগ করে দেয়। কিন্তু আফসোস যে বাচ্চাকে নিয়ে যায় এটা তার কোন খেয়াল থাকে না। নিঃস্বন্দেহে এই বাচ্চা অবুঝ, তাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু এই গুনাহ যে বাচ্চাদের নিয়ে যায় তার উপর। যদি বিবেকবান বাচ্চা কেও নিয়ে আসে তাহলে তার উপর কঠোর লক্ষ্য রাখতে হবে। যেন লাফা-লাফী করে লোকদের ইবাদতের সমস্যার কারণ না হয়।

বাচ্চা এবং রওজায়ে আনওয়ারে হাজিরী

প্রশ্ন: তাহলে অবুঝ বাচ্চাদের সোনালী জালীর সামানে হাজেরী দেওয়ার অবস্থা কি রকম?

উত্তর: এর জন্য মসজিদ শরীফে আনতে হবে। তার আহকাম এখনই উল্লেখ করা হল। অতএব মসজিদ শরীফের বাইরে সবুজ সবুজ গুম্বদের সামনে হাজেরী করিয়ে দিন।

প্রশ্ন: উল্লেখিত হজ্ব ও ওমরা ইত্যাদির সম্পর্কের সাথে মেয়ে বাচ্চারও এটাই হুকুম?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক চুপ শত সুখ

মদীনার
ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা
হিসাবে
জান্নাতুল
ফিরদাউসে
আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী
হওয়ার
প্রত্যাশী।

৬ শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪৩৩ হিজরী
27-06-2012

হজ্বের আহকাম শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার ৪টি অডিও ক্যাসেটের স্যাট সংগ্রহ করুন। সাথেই ভিডিও (১) হজ্বের পদ্ধতি। (২) ওমরার পদ্ধতি। (৩) মদীনার হাজেরীও দেখুন। সাথে "ইহরাম ও সুগন্ধি সাবান" রিসালাটি পড়ুন এবং নিজের অসুবিধা দূর করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	আল বাহরুল রাইক	কোয়েটা, পাকিস্তান
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	ফতোওয়ায়ে আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে নাঈমী	মাকতাবায়ে ইসলামীয়্যা	আল মাসলাক আল মাতকাত	বাবুল মদীনা করাচী
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	লুবাবুল মানাসিক	বাবুল মদীনা করাচী
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	আল ইজাহ্ ফি মানাসিক আর হজ্ব	আল মাকতাবাতুল ইমদাদিয়া, মক্কাতুল মুকাররমা
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	আল বাহরুল আমিক ফিল মানাসিক	মুআস্ সাসাতুর্ রিয়ান, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইরশাদুল সারি	বাবুল মদীনা করাচী
ইবনে মাজাহ্	দারুল মারেফা, বৈরুত	ফাতোয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	বাহারে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	কিতাবুল হজ্ব	মাকতাবা নুমানিয়া, জিয়াকোট
মু'জাম কাবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	ইহরাম আওর খুশবুদার সাবুন	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
মু'জামুল আওসাত	দারুল ফিকির, বৈরুত	শিফা	মারকাযে আহ্লুস সুন্নাহ, বারকাত রযা হিন্দ
মুসনাদিল বজার	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হুকুম, মদীনা মনওয়ারা	আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
দারু কুতনি	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফ	বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন	করাচী, পাকিস্তান
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আখবারুল আখিইয়ার	ফারুকি একাডেমি, গমবাট, পাকিস্তান
মুসনাদে ইমাম শাফেয়ি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	জযবুল কুলুব	আন্ নুরিয়াতুর রযবীয়া পাবলিকেশন কোম্পানী, লাহোর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালুসি	দারুল মারেফা, বৈরুত	ওয়াফা উল ওয়াফা	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
মজমুয়াজ জাওয়ায়েদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	আল কউলুল বদি	মুআস্ সাসাতুর্ রিয়ান, বৈরুত
আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কুতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আল মানামাত	আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারুছাদির বৈরুত
জামেউল উলুম ওয়ার হিকম	আল ফায়সলিয়াতি মাক্কাতুল মুকাররমা	ইত্তিহাফুস সাদা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
ফতহুল বারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কাশফুল মাহজুব	নাওয়ায়ি ওয়াক্ত পাটনার, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	মাসনবী মাওলানা রুম	আন্ নুরিয়াতুর রযবীয়া পাবলিকেশন কোম্পানী, লাহোর
তাবকাতুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	রাওজুর রিয়াহিন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তারিখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	হিসনে হাসিন	আল মাকতাবাতুল আছরিয়া বৈরুত
ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত	তামবিহুল মুগতাররিন	দারুল মারফা, বৈরুত
মবসুত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	দার্রাতুন নাসেহিন	দারুল ফিকির, বৈরুত
হেদায়া	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	বালদুল আমীন	মাকতাবায়ে ফরিদিয়া সাহিওয়াল
রুদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত	মালফুযাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
দুররে মুখতার	দারুল মারেফা, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই কিতাবটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই কিতাবটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই কিতাবটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

উড়োজাহাজ ভূপাতিত হওয়া ও আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকার দোআ

উড়োজাহাজে উঠে শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে এই দোআয়ে মুস্তফাটি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়ে নিন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنَ التَّرَدِّىْ ط وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ
وَالْهَرَمِ ط وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطٰنُ
عِنْدَ الْمَوْتِ ط وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ
مُدْبِرًا ط وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا ط

মাদানী ফুল উঁচু স্থান থেকে নিচে পতিত হওয়াকে تَرَدِّي বলে, আর জ্বলে পুড়ে যাওয়াকে حَرَق বলে। হুজুরে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোআ প্রার্থনা করতেন(১)। এই দোআটি উড়োজাহাজের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেহেতু এই দোআতে উঁচু স্থান থেকে পতিত হওয়া এবং আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করা হয়েছে, আর আকাশপথের সফরে এই উভয় বিপদের সম্ভাবনা থাকে বিধায় আশা করা যায় যে, এই দোআটি পড়ার বরকতে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদে থাকবে।

(১) (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৫৫২)